উপনিষদ্ ভাবনা

প্রথম খণ্ড

ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য,
তৈত্তিরেয়, ঐতরেয়, শ্বেতাশ্বতর,
প্রশ্ন, (মূল-সহ)

আচার্য্য
শ্রীমদ যতীন্দ্র রামানুজ লিখিত উপোদ্ঘাত
এবং রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য্য
ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
লিখিত ভূমিকা সম্বলিত।

ভাগবত গঙ্গোত্রী
ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

খ্যাতনামা কবির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস

[প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও কবি শ্রীযুক্ত বিমল চন্দ্র ঘোষ মহাশয় (অতি সম্প্রতি স্বর্গত) তাঁর গড়িয়াস্থিত বাসভবন থেকে শ্রীমৎ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, ভাগবত-গঙ্গোত্রী মহারাজকে যে পত্র দেন, তার নির্বাচিত অংশ।]

পরম পূজ্যপাদেষু,

সর্বপ্রথমেই আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনি আপনার লেখা যে মহামূল্যবান বইগুলি পাঠিয়েছেন, সেগুলির মধ্যে আপনার "পাঁচটি ভাষণ" পড়ে আমি যুগপৎ বিস্মিত, চমৎকৃত ও উপকৃত হয়েছি। আমাদের দেশের মনীষী ব্যক্তিরা শিক্ষা সম্পর্কে নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছেন। রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, 'ডন' পত্রিকার সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সিস্টার নিবেদিতা, রবীন্দ্রদাথ ঠাকুর, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে গেছেন। এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা নিয়ে সবচেয়ে বেশী মাথা ঘামিয়েছেন। এঁদের প্রত্যেকেরই গঠনমূলক প্রস্তাব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শের সমন্বয় ঘেঁষা। এঁদের মধ্যে ডন সোসাইটি ও ডন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন ভারতবর্ষের সুমহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। সেই জন্যই এঁর প্রতিষ্ঠিত Anglo Vedic School ও ভগবতী চতুষ্পাঠির শিক্ষাদর্শের মধ্যে কোন আপোষ ছিল না। ভাগবতী চতুষ্পাঠীর আচার্য্য ছিলেন মহামহোপাধ্যায়

দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ। প্রসঙ্গতঃ জানিয়ে রাখি আমি একটানা দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ এই চতুষ্পাঠীর ছাত্র ছিলাম। পণ্ডিত দুর্গাচরণ আমার শিক্ষাগুরু।

পাঁচটি ভাষণের মধ্যে আপনার দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম এই চারটি ভাষণে আপনি যে অভূতপূর্ব অত্যাশ্চর্য্য ও অনন্যসাধারণ তত্ত্ব-বিশ্লেষণ করেছেন, সেই বৈপ্লবিক তত্ত্ব-বিশ্লেষণের ধারে-কাছে পূর্বাচর্য্যরা যান নি। তাঁদের প্রত্যেকের লেখার মধ্যে সত্যের, কল্যাণের ও সৌন্দর্য্যের কথা কিছু কিছু থাকলেও তাঁরা সত্যম্-শিবম-সুন্দরম্‌কে ছাত্র চরিত্র গঠনের ভিত্তি স্বরূপ মনে করেন নি। অথবা আপনি যেভাবে শ্রুতিসিদ্ধ চেতনায় দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক্ দিয়ে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন, সেভাবে তাঁরা কেউ সমস্ত বিষয়টিকে দেখেন নি। আপনার মত অধ্যাত্ম বিজ্ঞানী মহাসাধকের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে এই ধরনের মৌলিক চিন্তার পরিচয় দেওয়া। সচ্চিদানন্দের স্বাভাবিক জ্ঞান, বল ও ক্রিয়ার দ্বারা বিরচিত এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে অনাদি কালের সংযম ও শৃঙ্খলা নিত্য বিদ্যমান, আপনি সুকঠিন তপশ্চর্য্যার দ্বারা সেই ত্রিশক্তিকে সম্যক্ উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলেই সচ্চিদানন্দ ও সত্যম্-শিবম্-সুন্দরমের এমন অমৃতোপম ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছেন।

'ব্যাপ্নোতি যঃ চরাচরম্' সেই বিষ্ণু আপনার আত্মজ্যোতির উৎস, হ্লাদিনী সন্ধিনী-সম্বিৎ আপনার উজ্জ্বলনীলমণিনিভ নিত্যশুদ্ধ হৃদয়ে প্রেমৈশ্বর্য্য,—আমার এই ব্যাধিক্লিষ্ট দেহটাকে যে মুহূর্ত্তে আপনি আপনার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেন, সেই মুহূর্ত্তেই আপনার

শক্তিকে আমি উপলব্ধি করেছিলাম। পবিত্র হয়েছিল আমার দেহ-মন। আপনার লেখা পাঁচটি ভাষণ পড়তে পড়তে বার বার আমার বুকের মধ্যে জাগছিল সেই অনির্বচনীয় রোমাঞ্চ।' কৈশোরে যখন আমার শিক্ষাগুরুর কাছে রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্যের ব্যাখ্যা শুনতাম, তখন পণ্ডিত মশাই বলতেন, "শ্রোতব্যম্ মন্তব্যম নিদিধ্যাসিতব্যম্" —ছাত্রদের মস্তিষ্কের মধ্যে এই তিনটি প্রবিষ্ট না হলে তাদের মুক্তি নেই।

চারটি ভাষণ আধুনিক শিক্ষাজগতের মাতব্বরদের প্রত্যেককে পড়ানো দরকার। এগুলি ইংরাজীতে ও হিন্দিতে অনুবাদ করে সর্বা;গ্র প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য নেতৃবর্গের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। ভাষণগুলি বারবার পড়ছি এবং যে আমার কাছে আসছে তাকেই পড়ে শোনাচ্ছি। সবাই শুনে চমৎকৃত ও উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। ভাষণগুলির বহুল প্রচার দরকার। বস্তুবাদীদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে শুনে। জোড় ক'রে অর্থাৎ গলার জোরে যারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব উড়িয়ে দিতে চায় তারাও এই ভাষণগুলি পড়লে ঘাবড়ে যাবে। কোন যুক্তি দিয়েই আপনার শিক্ষাতত্ত্ব খণ্ডন করা সম্ভব নয়।

আপনার ভাষার মধ্যে যেন যাদু আছে, পদবিন্যাস মাত্রেই শ্রোতার হৃদয় হরণ করে। সাহিত্যিক হিসাবে আপনি চণ্ডীদাসের মতো সহজিয়া পন্থী। দর্শন বিজ্ঞানের মতো কঠিন বিষয়বস্তুকে আপনি ভাষার প্রাঞ্জলতায় সর্বজনবোধ্য করেন। রবীন্দ্রনাথ "খাপছাড়া" বইখানা রাজশেখর বসুকে উৎসর্গ করতে গিয়ে লেখেন,

"সহজ কথা কইতে নিতি কহ যে,
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।"

রবীন্দ্রনাথের চেয়ে চারশো বছর আগে চণ্ডীদাস লেখেন,

"সহজ সহজ সবাই কহয়ে সহজ বুঝছে কে,
তিমির আঁধার যে হয়েছে পার সহজ বুঝেছে সে।"

দুঃখের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারলে সহজ হওয়া যায় না। আপনি ত্রিবিধ দুঃখবিজয়ী মহাপ্রেমিক। মহানামের তরী ভাসিয়ে প্রেম-যমুনার জোয়ার অতিক্রম করেছেন গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণকে বুকের মধ্যে রেখে! 'জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপং দ্বিভুজম্ শ্যামসুন্দরম্' আপনার উপাস্য। বাল্যকাল থেকে এই রূপই আমাকে পাগল করে রেখেছে।

ইতি—
বিমলচন্দ্র ঘোষ

উপনিষদ্‌-ভাবনা

বিষয়	পৃষ্ঠা

মূল অংশ

প্রকাশকের নিবেদন

যাস্ককৃত নিরুক্ত-ভাষ্যে দুর্গাচার্য্য বলেন—"যয়া জ্ঞানমুপগতস্য সতো গর্ভ-জন্ম-জরা-মৃত্যবো নিশ্চয়েন সীদন্তি সা রহস্যবিদ্যা উপনিষদিত্যুচ্যতে"—যে বিদ্যা অধিগত হইলে জ্ঞানিগণ গর্ভ-জন্ম-জরা-মৃত্যুকে নিশ্চিত রূপে জয় করিতে পারেন সেই গুপ্ত বিদ্যাই উপনিষৎ। শাস্ত্রান্তরেও উক্ত আছে' পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ আত্মস্বরূপ পরব্রহ্মই উপনিষদের প্রতিপাদ্য বস্তু এবং উপনিষৎ পঠন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা অবিদ্যার বিনাশ, ব্রহ্মস্বরূপ-প্রাপ্তি, জন্ম, মরণ রূপ সংসার নিবৃত্তি হয় বলিয়াই উপনিষদের প্রয়োজন। অতএব মুক্তিকামী আত্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি মাত্রই যে উপনিষৎ পাঠ করিবেন,—তাহাতে আর সন্দেহ কি? বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার এই রহস্য গ্রন্থে প্রবেশ। তজ্জন্যই প্রয়োজন হয় ভাষ্য, টীকা, ব্যাখ্যা প্রভৃতি আলোক-বর্ত্তিকার। ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী মহারাজের "উপনিষদ্-ভাবনা" সেই আলোক-বর্ত্তিকা।

শাস্ত্র-গ্রন্থের মর্ম্মাবধারণ আক্ষরিক বিদ্যা কিংবা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি—"মেধয়া বহুনা শ্রুতেন" দ্বারা সম্ভব নহে। তজ্জন্য প্রয়োজন গুরু-কৃপা এবং গ্রন্থকৃপা। "উপনিষদ্-ভাবনা" এই উভয় কৃপার ফল। অতএব বক্ষ্যমাণ গ্রন্থরূপ আলোক-বর্ত্তিকাই উপনিষদের গহন অরণ্যে আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু সুধী পাঠক-বৃন্দকে তত্ত্বানুভূতি তথা ভগবদ্দর্শন রূপ গন্তব্যস্থলে পহুঁছিতে নিশ্চিত রূপেই পথ প্রদর্শন করিবে। বলা বাহুল্য, উপনিষৎ-প্রতিপাদিত মুক্তি বা মোক্ষই ভগবদ্দর্শনরূপ আত্মসংস্থিতি।

আচার্য্য যতীন্দ্র-রামানুজ পণ্ডিত। পণ্ডিত অর্থ আচার্য্য শঙ্কর এই রূপ করিয়াছেন—'পণ্ডা আত্মবিষয়া বুদ্ধির্যেষাং তে হি পণ্ডিতাঃ।"

আত্মবিষয়িণী বুদ্ধিকে "পণ্ডা" কহে, পণ্ডা যাঁহাদের আছে তাঁহারাই পণ্ডিত। শ্রুতিও তাই বলিয়াছেন—"পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য" ইতি। এমনি পণ্ডিত যতীন্দ্র-রামানুজ লিখিত উপোদ্‌ঘাত যে গ্রন্থের গৌরবে বর্দ্ধিত করিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহাকে জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ দণ্ডবৎ প্রণতি।

রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য্য ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকাটি উপনিষৎতত্ত্ব সম্বন্ধে অপূর্ব্ব আলোক-পাত করিয়াছে। তাঁহাকেও জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন।

স্বাধ্যায়ের সুবিধার্থ নয়খানি উপনিষদের মূল শ্লোকাবলী গ্রন্থের শেষাংশে সন্নিবেশিত হইল।

জগতের আজ চরম দুর্দ্দিন। ভেদ-বিভেদের, হিংসা-প্রতিহিংসার দহন জ্বালায় আজ সকলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। উপায়? হ্যাঁ, উপায়—প্রতিষেধক আছে। উপনিষৎ-প্রতিপাদিত আত্মজ্ঞানই সেই উপায়। ঋষিকণ্ঠে সেই উপায়ের কথা বজ্রনির্ঘোষে ঘোষিত হইয়াছে—।

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত
ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা
নিশিতা দুরত্যয়া, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥ কঠ. উ. ১।৩।১৪

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ শ্বে.উ. ৬।২৩

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্ ।
তত্ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ঈ.উ. ১৫

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ মু.উ. ২।২।৮

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্। মু.উ. ৩।২।৩

উপোদ্ঘাত

বেদ আর্য্যজাতির আদি শাশ্বত সনাতন ধর্মশাস্ত্র। বৈদিক সংস্কৃতিই এই জাতির সংস্কৃতি। বেদের অন্তভাগ অর্থাৎ বেদান্ত বা উপনিষদ্ হিন্দু ধর্মের প্রধান জ্ঞানভাণ্ডার। প্রাজ্ঞ, অল্পজ্ঞ, অজ্ঞ নির্বিশেষে হিন্দু আমরা বেদান্তের মহিমার কথা বলিতে বা শুনিতে গর্ব অনুভব করি। যাঁনি বেদান্তের জ্ঞানের বিষয় জানিয়াছেন, তিনি এই জ্ঞানোপদেশ বিতরণে তৎপর। যিনি বেদান্ত পড়িয়াছেন কিন্তু সে বিষয়ে বিজ্ঞ নহেন, তিনি বলিয়া আনন্দানুভব করেন যে তিনি বেদান্ত পড়িয়াছেন। আবার যিনি বেদান্ত বিষয়ে অজ্ঞ, তিনিও এই বেদান্ত যে হিন্দুধর্মের আদি জ্ঞান-ভাণ্ডার তাহা অপরের নিকট প্রকাশ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। দার্শনিকপ্রবর শ্রীমান্ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহোদয় তাঁহার রচিত এই 'উপনিষদ-ভাবনা' গ্রন্থের আরম্ভে প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য দার্শনিক সোপেন হাওয়ার (Schopenhauer) উপনিষদ্ বিষয়ে যে কত উচ্চ ভাবনা পোষণ করিতেন সে বিষয়ে উদ্ধৃতি দিয়াছেন—

In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanisads. It has been the solace of my life, it will be the solace of my death."

"মানব জীবনের কল্যাণকর ও আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধায়ক গ্রন্থ উপনিষদের মত জগতে দ্বিতীয় কিছুই নাই। উপনিষদ্ আমার জীবনে আনিয়াছে তৃপ্তি, মরণে আনিবে শান্তি।" পাশ্চাত্য মনীষী Max Muller সাহেবের সম্পাদনায় ইংরাজী ভাষায় বেদান্ত-বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। জার্মাণ পণ্ডিত Thibaut (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন Registrar) ব্রহ্মসূত্র বিষয়ে শাঙ্কর-ভাষ্য এবং রামানুজের শ্রীভাষ্যের ইংরাজী অনুবাদ রচনা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমন্ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহোদয় 'উপনিষদ্‌-ভাবনা' শীর্ষক তাঁহার এই গুরুগম্ভীর গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকা লেখার গুরুভার মাদৃশ অনুপযুক্ত পাত্রের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। 'সংধোরাজ্ঞা গরীয়সী' বোধে এই ভার শিরে ধরিয়া লইতে বাধ্য হইলাম। গ্রন্থের মুখ্য বিষয় হইতেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু ব্রহ্ম। এ বিষয়ে গ্রন্থ-গত আলোচনাও শ্রেষ্ঠ। যথোচিত মর্যাদাদানে সক্ষম না হইলেও, এই গ্রন্থ বিষয়ে কথঞ্চিৎ পূর্বাভাষ দিবার প্রয়াস এই মুখবন্ধটি।

মানবজন্ম শ্রেষ্ঠ জন্ম, বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন জন্ম। এই মানবজন্মেই মনে প্রশ্ন জাগিয়া উঠে—আমি কে? কেন এ জগতে জন্ম পাইলাম? কোথা হইতে আসিলাম? কে আমাকে পাঠাইল? কাহার দ্বারা বাঁচিয়া আছি? কেনই বা মৃত্যু হয়? এই মৃত্যুর পর আমি কোথায় যাইব? কেহ বা সুখী, কেহ বা দুঃখী—ইহার কারণ কি? কেন আমি ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলিতেছি? কিসে এই ভোগ হইতে অব্যাহতি পাইব? ত্রিতাপ জ্বালার হেতু ও পরিত্রাণের উপায় জানিবার জন্য আগ্রহশীল ব্যক্তি এ বিষয়ে বিজ্ঞ পুরুষের নিকট অনুসন্ধান করেন। এই ব্যক্তি তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণে ক্রমশঃ শাস্ত্রজ্ঞান লাভের দিকে আকৃষ্ট হন। "শাসনাৎ শাস্ত্রম্—"ইদং কুরু, ইদং মা কার্ষীঃ।" ইহা করিবে, ইহা করিবে না—এই কৃত্যাকৃত্যের নির্দ্দেশের নাম শাস্ত্র। গীতা বলিয়াছেন, "তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।" ইহা করিবে, ইহা করিবে না— কেবল মাত্র ইহাই নহে, কেন করিবে কেন করিবে না, কৃত্য-অকরণের এবং অকৃত্য-করণের যে কি প্রতিকূল ফল, এই কর্মফল হইতে কি ভাবে অব্যাহতি পাওয়া যায়—সে বিষয়েও শাস্ত্র নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কৃত্যাকৃত্য-বিবেক পূর্বক ত্যাজ্য বিষয় ত্যাগ এবং উপাদেয় বিষয় গ্রহণ হইতেছে সুষ্ঠু জীবন-যাত্রার পরিচয়। এই জ্ঞানালোকের অনুসরণ করিতে করিতে ক্রমশঃ মন এই জ্ঞানের যাহা মূল উৎস সেই সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুর দিকে ধাবিত

হয়। সেই শ্রেষ্ঠ সর্ববৃহৎ বস্তু হইতেছেন ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। এই ব্রহ্মবস্তু একান্ত ইন্দ্রিয়াতীত। সঙ্গে সঙ্গে এই মূল ব্রহ্মবস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত জীবাত্ম-তত্ত্ব ও জগৎ-তত্ত্ব বিষয়ও জানিবার আগ্রহ জাগে। জীবাত্ম-তত্ত্ব এবং জগতের কারণরূপী সূক্ষ্ম প্রকৃতি-তত্ত্ব, উভয়ই ব্রহ্মতত্ত্বের ন্যায় ইন্দ্রিয়াতীত। এই ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুত্রয়ের জ্ঞান কেবল শাস্ত্রগম্য। এই 'তত্ত্ব ত্রয়' বিষয়ে এবং ইহাদের কার্য্য ও করণাদির বিবিধ সম্বন্ধ বিষয়ে শাস্ত্র-বাক্যই প্রমাণ। বেদশাস্ত্রই আদি প্রমাণ। এই বেদ অপৌরুষেয়, কোন পুরুষ-প্রণীত নহে, পরমপুরুষ কর্তৃক প্রকটিত। কোন পুরুষ প্রণীত নহে বলিয়াই এই বেদ ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা এবং অশক্তি রূপ দোষ-চতুষ্টয় সম্ভাবনার গন্ধরহিত। এই জন্যই শাস্ত্র-বচন—

"সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুদ্ধৃত্য ভুজমুচ্যতে।
বেদশাস্ত্রাৎ পরং নাস্তি ন দৈবং কেশবাৎ পরম্ ॥"

—(সনৎকুমার-সংহিতা)

ঋষিগণ বেদের স্রষ্টা নহেন। তাঁহারা দর্শন, শ্রবণ এবং অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানে জ্ঞানী। অশরীরী বাণী শ্রবণ ও দর্শনের দ্বারা ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু তাঁহাদের নিকট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়াছিল। বেদবিদ্যা যে ঋষির দর্শনে যেরূপ প্রতিভাত হইয়াছিল, তিনি সেই রূপ জ্ঞান লাভ করিয়া সেই রূপ বলিয়াছেন। সমস্ত ঋষি-বচনগুলি মিলিত করিলে একটি মোটামুটি পূর্ণরূপ হয়। এই ভাবে সম্মিলিত জ্ঞান সংগ্রহের পন্থাকে "সর্বশাখাপ্রত্যয় ন্যায়" বলা হয়। বাদরায়ণি ব্যাসদেব তাঁহার 'ব্রহ্মসূত্র' গ্রন্থে সেই রূপটি প্রকটিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই ব্রহ্মসূত্রের অপর নাম বেদান্ত দর্শন। ব্রহ্মসূত্র, ব্রহ্ম-মীমাংসা ও বেদান্ত-দর্শন পর্য্যায়-বাচক শব্দ।

বেদরূপী আদি প্রমাণের উপকারক হিসাবে যথাকালে স্মৃতি, রামায়ণ, মহাভারত পুরাণাদি শাস্ত্র আমাদের নিকট প্রদত্ত হইয়াছে। ইহারা হইতেছে অল্পাক্ষরা বেদের বিস্তৃত ব্যাখ্যারূপী উপবৃংহণ শাস্ত্র—

"আদৌ বেদাঃ প্রমাণং তদুপকুর্বতে স্মৃতীতিহাস-পুরাণাঃ।"

(শ্রীপরাশরভট্ট স্বামী)

"ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্ বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি ॥"

(বার্হস্পত্য-স্মৃতি, মহাভারত)

অল্পজ্ঞ ব্যক্তি আমার কদর্থ করিবে, এই ভাবিয়া বেদ ভয় পাইয়া থাকে। ইতিহাস অর্থাৎ রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণের দ্বারা বেদের অর্থ সুস্পষ্ট করিয়া লইতে হয়; নতুবা বেদের যথার্থ তাৎপর্য নির্ণয় ও নিশ্চয় করা অতীব দুঃশক। এই সকল দিব্য গ্রন্থ-প্রণেতা সকলেই ছিলেন ভগবৎ-কৃপালব্ধ যোগসিদ্ধ মহর্ষি—মনু, বাল্মীকি, ব্যাস, পরাশরাদি। ইঁহারা সকলেই ছিলেন বিভিন্ন তত্ত্বের যথাযথ অর্থ দর্শনে সমর্থ আপ্ততম পুরুষ। এই জন্যই অল্পমতি নরনারী আমাদের পক্ষে স্মৃতি ইতিহাস পুরাণাদি উপবৃংহণ শাস্ত্রের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা।

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং,
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥"

মানব জন্ম সংসার বিমুক্তির উপযোগী জন্ম। ভগবৎকৃপায় সেই জন্ম আমরা লাভ করিয়াছি বলিয়া আমাদের সুলভ হইয়াছে, কিন্তু এই জন্ম সুদুর্লভ। এই মানব দেহ হইতেছে ভবপারে যাইবার একটি দৃঢ় নৌকা। এই নৌকার কর্ণধার হইতেছেন শ্রীগুরুদেব। ভগবান্ এই নৌকাখানি পারে লইবার জন্য অনুকূল বায়ুস্বরূপ। ভবপারে যাইবার উপযোগী। এই প্রকার মানব-জন্ম পাইয়া যে ব্যক্তি আদর্শ জীবনযাত্রাদ্বারা তদনুকূল চেষ্টা করে না সে আত্মঘাতী।

নিজ গুরুদেবের নিকট হইতে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ, তাঁহার দিব্য জীবনের অনুষ্ঠান দর্শন, এসকল বিষয়ে মনন এবং তাঁহার নির্দেশ পালন, এই গুলি হইতেছে আদর্শ জীবন-যাত্রার প্রধান অবলম্বন। মোক্ষলাভ বিষয়ে শ্রীভগবানের স্বমুখ-নিঃসৃত বাণী বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি হইতেছে মুমুক্ষু মানবের সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইবার পক্ষে অনুকূল বায়ু। এই সংসার-বিমুক্তি এবং ব্রহ্ম-প্রাপ্তি বা ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য প্রধানত তিনটি পন্থা আমাদের নিকট প্রদত্ত হইয়াছে। এই তিনটির নাম "প্রস্থানত্রয়"। উপনিষদ্‌কে বলা হয় "শ্রুতিপ্রস্থান", শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাকে বলা হয় "স্মৃতি-প্রস্থান" এবং ব্রহ্মসূত্রকে বলা হয় "ন্যায়প্রস্থান"। এই তিনটি প্রস্থানে যদিও প্রধান আলোচ্য বিষয় হইতেছেন ব্রহ্মবস্তু (ভগবান্, পরমাত্মা বা ঈশ্বর), তথাপি সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া আনুষঙ্গিকভাবে ইহাতে জীবতত্ত্ব এবং জগৎতত্ত্বও কথিত হইয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ—এই তত্ত্বত্রয়ই উপনিষদের আলোচ্য বস্তু। উপনিষদ্-গত এই সকল তত্ত্ব-বিষয়ক ভাবনাই হইতেছে 'উপনিষদ্-ভাবনা'।

উপনিষদ্ বলিতে বেদের একটি অঙ্গ বুঝাইয়া থাকে। এই উপনিষদ্ বিষয়ে একটি মোটামুটি ধারণা করিতে হইলে ইহার অঙ্গী বেদের বিষয়েও একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা থাকা প্রয়োজন।

বেদসম্পর্কিত বিশাল শাস্ত্র প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও সূত্র। এই তিনটি ভাগকেই শাস্ত্রে মূলবেদ বা শ্রুতির মর্য্যাদা দেওয়া হয়। 'মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্'।

বেদসংহিতা (মন্ত্রভাগ)

তপঃসিদ্ধ ঋষিগণের মননের ফলে বৈদিকমন্ত্র প্রথম প্রচারিত হইয়াছিলেন। কোন্ স্মরণাতীত যুগে যে ইহারা প্রচারিত হইয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। মন্ত্র তিন প্রকার—কবিতা, গদ্য ও গান ; ইহারাই

যথাক্রমে ঋক্ সাম ও যজুঃ নামধেয়। এই ত্রিবিধ মন্ত্রের সমষ্টিই "ত্রয়ী"।

এই তিন প্রকারের মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সংকলিত হওয়ায় বিভিন্ন বৈদিক-সংহিতার সৃষ্টি হইয়াছিল। যে সংহিতায় যে প্রকৃতির মন্ত্রের প্রাধান্য ঘটিল, সেই অনুসারেই নামকরণ হইয়া গেল—ঋগ্বেদ যজুর্বেদ ও সামবেদ। চতুর্থ বেদ অথর্ববেদেও ত্রিবিধ মন্ত্রই স্থান পাইলেন। এই দিক্ দিয়া এই অথর্ববেদও 'ত্রয়ী'র বহির্ভূত নয়। "অথর্ববেদোপি ত্র্যাত্মক এব। তত্র হি ঋচো যজুংষি সামানীতি ত্রীণ্যপি সন্তি" —(ন্যায়মঞ্জরী)। এই চতুর্থ বেদের পরিচয় হইল কিন্তু অন্যরূপ—অথর্বা ঋষির সম্পর্কবোধক অথর্ববেদ। ক্রমে ক্রমে ঋষি-সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর শিক্ষা, দীক্ষা ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে এই সংহিতাগুলি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া অল্পবিস্তর স্বতন্ত্রতা লাভ করিল।

বেদের ব্রাহ্মণভাগ

এই ভাগটি মন্ত্রভাগের পরিপূরক। ব্রহ্মশব্দের এক অর্থ মন্ত্র বা স্তোত্র। যে গ্রন্থে ব্রহ্ম বা মন্ত্র বিষয় আছে তাহার নাম ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ প্রধানত গদ্যময় হইলেও মন্ত্র বিনিয়োগের আলোচনা প্রসঙ্গে বহু পদ্য ইহাতে পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থ তিন অংশে বিভক্ত—প্রথম অংশ 'শুদ্ধ-ব্রাহ্মণ'। ইহাতে যজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠানে মন্ত্র বিধান উপলক্ষ্যে নানাপ্রকার প্রশংসা ও নিন্দা স্থান পাইয়াছে। এই অংশকে বলা হয় বেদের "কর্মকাণ্ড"। ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় অংশের নাম 'আরণ্যক'। এই আরণ্যক নাম-করণের একটি হেতু হইতেছে যে অরণ্যে ইহার পাঠ ও মনন প্রশস্ত। এই অংশ মুখ্যতঃ জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ডের সন্ধিসম্পাদক বিদ্যা-বহুল। ইহা 'উপাসনাকাণ্ড' নামেও অভিহিত। ব্রাহ্মণের অন্তিমভাগ হইতেছে 'বেদান্ত' বা 'উপনিষদ্'।

এই উপনিষদে প্রধান আলোচ্য বিষয় ব্রহ্মতত্ত্ব। এই জন্য ইহা 'ব্রহ্মবিদ্যা' বা 'জ্ঞানকাণ্ড' নামেও পরিচিত। 'শ্রুতি' শব্দটিও উপনিষদের পর্য্যায়-বাচক। সাধনসিদ্ধ ঋষিগণের নিকট ইন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্মবিষয়ে অশরীরী বাণী শ্রুতিগোচর হইত। এই সকল শ্রুতবাণী অবলম্বনে তাঁহারা ব্রহ্ম বিষয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়া গিয়াছেন—তাহাই শ্রুতি নামে আখ্যাত।

বেদে উপনিষদ্-ভাগের পূর্বে আরণ্যকের স্থান। উভয়াংশের চিন্তাধারা তুলনা করিলে দেখা যায় যে গ্রন্থের বিন্যাস ব্যবস্থায় যেমন আরণ্যক উপনিষদের পূর্বভাগ, বিষয়বস্তুতেও তেমনি উপনিষদের পূর্বরূপ। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দশটি প্রপাঠক আছে। অন্তিম প্রপাঠকটির অপর নাম 'যাজ্ঞিকী উপনিষদ্' বা 'নারায়ণ-উপনিষদ্'। এই অংশটি মূল গ্রন্থের পরিশিষ্ট বা খিল-কাণ্ড। ইহার পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, কর্মকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ডে যাহা বলা হয় নাই সে সকল বিষয় এই খিলকাণ্ডে স্থান পাইয়াছে। রামানুজকৃত ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্যে এই 'নারায়ণ-উপনিষদ্' হইতে বহু উদ্ধৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। বাজসনেয় যজুর্বেদের কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখায় শতপথ-ব্রাহ্মণের শেষ অংশ "বৃহদারণ্যক"। এই গ্রন্থ একাধারে আরণ্যক ও উপনিষদ্রূপে গণ্য হয়।

উপনিষদ্গত জ্ঞান মানবের জীবনযাত্রার পথে একটি উজ্জ্বল আলোক-স্তম্ভ, এক প্রকৃষ্ট পথ-প্রদর্শক। উপনিষদের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হইতেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু বা পরবস্তু ব্রহ্মতত্ত্ব। ইহাতে আছে ব্রহ্মবস্তুর স্বরূপ, গুণ ও বিভূতি প্রভৃতির নির্ণয়। যে জ্ঞানের দ্বারা পরবস্তু ব্রহ্মকে লাভ করা যায় তাহাই পরা বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা। বিবিধ ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষদে বিশেষভাবে আলোচিত হওয়ায়, এই উপনিষদের আর একটি নাম 'ব্রহ্মবিদ্যা'। এই মূল ব্রহ্মবস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া জীবতত্ত্ব ও জগৎতত্ত্ব যে আনুষঙ্গিক ভাবে উপনিষদে স্থান পাইয়াছে তাহা পূর্বেই বলা

হইয়াছে। এই উপনিষদ্ বা 'শ্রুতি-প্রস্থান' আদি ও মুখ্য মোক্ষ-শাস্ত্র। সংসার-বিমুক্তিপূর্বক ব্রহ্মলাভের অর্থাৎ অমৃতত্ব-লাভের সন্ধান দেওয়াই হইতেছে শ্রুতি-শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনে ব্রহ্ম বিষয়ে যাহা কিছু বলা দরকার—ব্রহ্মের স্বরূপ, গুণ, বিভূতি যথাযথ স্থলে কথিত হইয়াছে। মুক্তিদাতা ব্রহ্ম-বিষয়ক সংবাদের সহিত এই মুক্তিপ্রাপ্ত জীবের এবং মুক্তির বিরোধী রূপ জগতের সংবাদও শ্রুতিতে অন্বয়মুখে ও ব্যতিরেকমুখে অর্থাৎ ভাব-বাচী ও অভাব-বাচী রূপে আলোচিত হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে হয়, উপনিষদে 'অর্থ-পঞ্চক' অর্থাৎ পাঁচটি তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

"প্রাপ্যস্য ব্রহ্মণো রূপং প্রাপ্তুশ্চ প্রত্যগাত্মনঃ।
প্রাপ্ত্যুপায়ং ফলং প্রাপ্তেস্তথা প্রাপ্তিবিরোধি চ॥
বদন্তি সকলা বেদাঃ............ ॥"
(হারীত-সংহিতা)

অর্থাৎ প্রাপ্যবস্তু ব্রহ্মের বিষয়, এই প্রাপ্যবস্তুর প্রাপ্তা প্রত্যগাত্মা বা জীবাত্মার বিষয়, জীবকর্তৃক ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়-বিষয়, ব্রহ্মপ্রাপ্তির পরে ফলের বিষয় এবং এই ব্রহ্ম-প্রাপ্তিতে বিরোধীর বিষয়—এই পাঁচটি বিষয়কে বেদ নানা ভাবে জানাইয়া দিয়েছেন।

এই অর্থ-পঞ্চকের কথা উপনিষদের মধ্যে বহুধা বিক্ষিপ্ত আছে। এই ছড়ানো কথাগুলিকে গুছাইয়া জানাই আমাদের কাজ। সুপণ্ডিত তত্ত্বজ্ঞ প্রবীণ গ্রন্থকার শ্রীমন্ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহোদয় তাঁহার এই 'উপনিষদ্-ভাবনা' গ্রন্থে এই সকল কথা সজীব করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন।

এই 'উপনিষদ্-ভাবনা' গ্রন্থে সর্বসমেত নয়টি শ্রুতির আলোচনা আছে—ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, শ্বেতাশ্বতর, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় এবং প্রশ্ন। প্রতিটি উপনিষদের সারকথাগুলি সমালোচিত হইয়াছে। এই সারকথাগুলি পাঠক-পাঠিকা যাহাতে পুনঃ পুনঃ মনন করেন, সেই

অভিপ্রায়ে যে উপনিষদ্-ভাবনা' নামকরণ হইয়াছে তাহার ইঙ্গিত আমরা পাই এই গ্রন্থমধ্যে। যাহাতে বেদান্তজ্ঞানে অজ্ঞ বা বিজ্ঞ সকল প্রকার অভিলাষীর মধ্যেই উপনিষদ্গত ভাবনা সহজ ও সুখবোধ্য হয় সেই ভাবেই উপনিষদ্গুলির অনুশীলন করা হইয়াছে।• প্রতিটি শ্রুতিতে প্রথমেই দেওয়া হইয়াছে তাহার নামকরণের হেতু, তাহার গঠন পরিচয় এবং বিভিন্ন বিভাগীয় মন্ত্রের সংখ্যা। গ্রন্থকার শ্রুতিমন্ত্রগত বিভিন্ন শব্দের অর্থ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে করেন নাই, প্রয়োজন বোধে কেবল মাত্র কিছু কিছু বিশেষ দুরূহ শব্দের অর্থ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। মন্ত্রগত কথা-সমষ্টির ভাবার্থ লইয়া মূল মর্ম্মার্থ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। প্রতিটি শ্রুতির বিভিন্ন প্রকরণগত মন্ত্র-পরম্পরার অর্থ-সম্মিলনে সেই সেই প্রসঙ্গগত সিদ্ধান্তের নির্ণয়ে প্রয়াস পাইয়াছেন।

এই শ্রুতিপ্রস্থানে বিভিন্ন প্রকরণীয় এই সকল সিদ্ধান্তের অনুগুণ 'ন্যায়-প্রস্থান' বা 'ব্রহ্মসূত্র'-গত প্রকরণ ও অধিকরণের সূত্রাবলী উদ্ধৃত করিয়া ইহাদের সামঞ্জস্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি-প্রস্থান বা গীতাশাস্ত্রগত অনুরূপ শ্লোকাবলীও উদ্ধৃত করিয়া সিদ্ধান্তগত ঐক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কোথাও আবার এই সকল সিদ্ধান্তের অনুকূল বা উপকারক শাস্ত্র মনু-স্মৃতি মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণের সম-মর্মবোধক বচন-সমূহ উল্লেখ করিয়া কষ্টবোধ্য শ্রুতির অর্থকে সুখবোধ করিয়া তুলিয়াছেন। কোথাও কোথাও শ্রুতিমন্ত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্কর রামানুজ নিম্বার্ক গৌরাঙ্গদেব প্রভৃতি সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্যগণের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া নিজ সিদ্ধান্ত পুষ্ট করিয়াছেন। কোন কোন শ্রুতির ব্যাখ্যায় অন্তে তত্তৎ শ্রুতিগত অবশ্যজ্ঞাতব্য মুখ্য শিক্ষণীয় অংশ পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। "ঈশাবাস্য" শ্রুতির আলোচনা অন্তে বলিয়াছেন—"অনিত্য জগতের প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে ঈশ্বর বাস করিতেছেন। ঈশ্বরবিহীন জগৎ মূলহীন।" মোটার গাড়ীর মধ্যে নিষ্ক্রিয় চালকের দৃষ্টান্ত দিয়া এই প্রসঙ্গটির বক্তব্য বিষয় প্রাঞ্জল করিয়াছেন। "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" এই মন্ত্রের

মর্ম যে ভোগস্পৃহা বর্জন-পূর্বক জীবন যাপন কর্ত্তব্য তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। এই ভাবেই আবার 'কেন' শ্রুতির অন্তিমে বলিয়াছেন "স য এতদেবং বেদ, অভিহৈনং সর্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি।" অর্থাৎ আনন্দ-স্বরূপকে জানিয়া যে ব্যক্তি আনন্দরূপতা লাভ করিয়াছেন তাঁহাকে সকলেই কামনা করে, সেই ব্যক্তির মধ্য দিয়া সমাজের নরনারী সচ্চিদানন্দের স্পর্শ পায়। সেইরূপ তৈত্তিরীয়-শ্রুতির 'আনন্দবল্লী' বিভাগের আলোচনার অন্তে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও এই শ্রুতিগত "আনন্দ-ব্রহ্ম" ও "রসব্রহ্ম" তত্ত্বের উপরই ভাগবত-ধর্ম, লীলাতত্ত্ব, ভক্তিরস ও প্রেম মাধুর্য্য সুপ্রতিষ্ঠিত।" উপনিষদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ব্রহ্মবস্তু বহুধা বিভিন্ন শ্রুতিতে আলোচিত হইয়াছে, বিভিন্ন বিশেষণের অন্বয় মুখে বা ভাবমুখে এবং বিভিন্ন বিশেষণের ব্যতিরেকমুখে বা অভাবমুখে। ভাব মুখে—'সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম'—তৈত্তিরীয় শ্রুতিগত একটি মহাবাক্য। সেইরূপ অভাবমুখে আবার, "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।" (কঠ-উঃ ১-৩-১৫)

ব্রহ্মলাভের উপায়-রূপে শ্রুতিতে বহুস্থানেই ব্রহ্মবস্তুর জ্ঞানই ব্রহ্মলাভের উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে। "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্।" এই শ্রুতিটিকে আরও পরিপুষ্ট করা হইয়াছে ব্যতিরেক মুখের উক্তির দ্বারা, যথা—"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" (শ্বে-উঃ)। এই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদই আবার বলিতেছেন যে "ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা।" অর্থাৎ ভোক্তা (চিদ্‌বস্তু), ভোগ্য (অচিদ্ বস্তু) এবং প্রেরিতা (প্রেরক বা ঈশ্বর)—এই তিনটি বস্তু বা তিনটি তত্ত্বকে জানিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। এইরূপে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন (ধ্যান) তপস্যা প্রভৃতিও ব্রহ্মলাভের উপায়রূপে শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। আবার একাধিক শ্রুতিতে উপায় বিষয়ে একই মন্ত্র বহুবার দেখা যায় ইহার দ্বারা এই উপায়ের দৃঢ়তা বুঝিতে হইবে। বুঝিতে হইবে যে এই মন্ত্রটি যখন একাধিক ঋষির

নিকট প্রতিভাত হইয়াছে তখন ইহার বিশেষ গুরুত্ব আছে। এইরূপ মন্ত্র হইতেছে—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।" (মুণ্ডক—৩।২।৩, কঠ—১।২।২৩)—ইহার অর্থ, বহু শাস্ত্র আয়ত্ত করিলেও পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না, মেধার দ্বারাও লাভ করা যায় না। যে সাধককে সেই পরমব্রহ্ম পরমাত্মা অনুগ্রহ করেন তিনি তাঁহারই লভ্য হন। ইহার দ্বারা এই অর্থ স্পষ্ট হইতেছে যে পরমাত্মার কৃপাই তাঁহাকে লাভের উপায়। এই শ্রুতি বিষয়ে রামানুজের অতি অপরূপ ব্যাখ্যা দেখা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—'যমেবৈষ বৃণুতে —ইতি ভগবতা বরণীয়ত্বং প্রতীয়তে, বরণীয়শ্চ প্রিয়তমঃ। যস্য ভগবতি অনবধিকাতিশয়া প্রীতিঃ জায়তে, স এব ভগবতঃ প্রিয়তমঃ।" তদুক্তং ভগবতা—'প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ।'—(গীতা)। অর্থাৎ 'যাহাকে এই পরম পুরুষ বরণ করেন', এইরূপ বিশেষ উক্তিদ্বারা শ্রীভগবান্ কর্তৃক বরণীয়ত্বের উপলব্ধি হয়। প্রিয়তম বস্তুই বরণীয় হয়। শ্রীভগবানে যাঁহার নিরন্তর অতিশয় প্রীতি উৎপন্ন হয়, তিনিই শ্রীভগবানের প্রিয়তম বস্তু। ইহাই শ্রীভগবানের স্বমুখ-নিঃসৃতবাণী, যথা—'আমার স্বরূপ, রূপ, গুণ ও লীলাদির বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানী পুরুষের আমি অত্যন্ত প্রিয়।' অদ্বৈতবাদিগণ এই শ্রুতি বাক্যে পরম পুরুষকে বরণ করণের কর্তা না বলিয়া জীবকে কর্তা বলিয়াছেন এবং পরম-পুরুষকে বরণের কর্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গ্রন্থকার এই শেষোক্ত অর্থটি কৌশলপূর্বক বিনয় সহকারে যথোপযুক্ত যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়া রামানুজ কৃত ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করিয়াছেন। ভগবান্ বা ব্রহ্মের কৃপাকেই তাঁহার লাভের উপায় বলিয়া স্বীকার করিলে ব্রহ্মবিষয়ে বেদন শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ধ্যান তপস্যা প্রভৃতিকেও ব্রহ্মলাভের উপায় বলিয়া গ্রহণ করার পথে কোন বিঘ্ন হয় না। ব্রহ্ম-কৃপাই জীব-কর্তৃক তাঁহার বিষয়ে শ্রবণ মনন ধ্যান জ্ঞান ইত্যাদি অনুষ্ঠান ও ফলদান করাইতে সম্পূর্ণ সমর্থ।

পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভেদ বিষয়েও একাধিক শ্রুতিতে কোন কোন মন্ত্রের অবিকল উল্লেখ দেখা যায়, যথা—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥ (শ্বেতাঃ—৪।৬, মুণ্ডক—৩।১)

মুণ্ডক শ্রুতিতে দুইটি মন্ত্রের (৩।২।৮ ও ৩।২।৯) ব্যাখ্যায় অদ্বৈত-বাদিগণ পরমাত্মা ও জীবাত্মার স্বরূপগত ঐক্যের কথা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ৩।২।৮ বলিতেছেন—

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥"
(মুঃ ৩।২।৮)

তৎপরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি (মুঃ ৩।২।৯)

এই দুইটি মন্ত্রের ব্যাখ্যায় গ্রন্থকার নিরভিমান হইয়া নিপুণভাবে পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভেদ-সমর্থক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এই গ্রন্থে।
(পৃ—১৩২-১৩৫)

জীবাত্মার বহুত্বের কথা একাধিক স্থলে শ্রুতি বলিয়া গিয়াছেন—কঠ—৫।১৩, শ্বেতাঃ—৬।১৩। জীবের অণুত্বের কথাও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়—

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ।"
(শ্বেতাঃ—৫।৯)

জড়বস্তু বিষয়ে আলোচনাও শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। ইহার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দুইটি মনে হয়—জগতের প্রতি বৈরাগ্য এবং ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণ উৎপাদন। বিচিত্র জগৎ রচনায় ও পরিচালনায় ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের অদ্ভুত

অনন্ত জ্ঞান শক্তি এবং মহিমা জানিলে তাঁহার প্রতি আকর্ষণ এবং তাঁহাকে লাভ করিবার আগ্রহ ও সে বিষয়ে প্রচেষ্টা জাগে। পক্ষান্তরে, জগতের নশ্বরত্ব ও ক্ষণভঙ্গুরত্ব জানিলে তাহার প্রতি বৈরাগ্য উদয় হয়। ঈশোপনিষদের একাদশ মন্ত্রটি এ বিষয়ে একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখিয়া গ্রন্থকার মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়া তাহার মর্ম্মার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া-মৃতমশ্নুতে।" —অবিদ্যা মানে প্রাকৃত জাগতিক বিষয়ে জ্ঞান। সাংসারিক ভোগ্য-বস্তুগুলি যে অনিত্য এবং অল্পস্থায়ী তাহা জানিয়া জড়বস্তু-সম্বন্ধীয় সাংসারিক বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। এই বৈরাগ্যের ফলে পুনঃ পুনঃ গতানুগতিক বা জন্মমৃত্যুরূপ সংসার অতিক্রমে অধিকারী হয়। পুনশ্চ পরা বিদ্যা অনুশীলনে জগৎকর্ত্তার মহিমা দর্শন এবং তাঁহার বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া অমৃতত্ব লাভ করে। অতএব পার্থিব জড়বিদ্যা ও অপার্থিব ব্রহ্ম-বিদ্যা—উভয় বিদ্যাতেই জ্ঞানলাভ প্রয়োজন।

ঈশ্বরপ্রাপ্তিতে যে কি লাভ হয় তাহা প্রদর্শনের জন্য তিনি নিম্নোক্ত মন্ত্রটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্ম যোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥" মু ৩।১ ৩

এই মন্ত্রের মর্মার্থ তিনি লিখিতেছেন—"যখন বিদ্বান্ সাধক-জীব পরমপুরুষের দর্শন পায় তখন তাহার পাপ পুণ্য জনিত কর্মবন্ধন শেষ হইয়া যায়। তখন সে পরম পুরুষের সাম্যলাভ করে। সাম্য পদে দুইটি বস্তুর সমতা বা তুল্যভাব বুঝায়, গীতার ভাষায় "মম সাধর্ম্যম্", লাভ করে। লাভ করিয়া তৎপ্রিয় পার্ষদ-রূপে তৎসমীপে অবস্থান করে।"

অদ্বৈতবাদী আচার্যগণ পরমসাম্য পদে ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সহিত জীবের একত্ব ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। "সাম্য অর্থ যদি একত্ব হয় তাহা

হইলে শ্রুতিও তো সাম্য না বলিয়া একত্ব বলিতে পারিতেন। বস্তুতঃ দুই না থাকিলে সাম্য কথা অর্থহীন হয়। একত্ব-বোধক শ্রুতি অনেক আছে। কিন্তু যে শ্রুতিতে একত্বের কথা নাই সেখানে কষ্ট-কল্পনা কেন করিব।” —এই অভিমতটি প্রকাশ করিয়াছেন গ্রন্থকার।

এই ফল বিষয়ে অন্য শ্রুতিতে আমরা পাই—মুক্ত পুরুষ সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত তাঁহার সমস্ত গুণের অনুভব করিয়া থাকেন।

“সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা

(তৈঃ সাঃ—১।২)

মুক্ত জীবের বিভিন্ন ফললাভ বিষয়ে অন্যান্য শ্রুতিতেও নানা কথা আছে। সেগুলি এ স্থলে উত্থাপন করা হইল না।

পাঠকের মনে বিভিন্ন শ্রুতিতে উক্ত মন্ত্রগুলির সমষ্টিগত জ্ঞান যাহাতে সহজে উপলব্ধ হয় সেই উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে গ্রন্থকার বিভিন্ন শ্রুতির মূল মন্ত্রগুলি পৃথক্ পৃথক্ লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

এই ‘উপনিষদ্-ভাবনা’ গ্রন্থের লেখক স্বনামধন্য শ্রীমন্ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহোদয়ের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। তিনি যে একাধারে বিলক্ষণ সাধু, জ্ঞান ও অনুষ্ঠান সম্পন্ন, সর্বত্যাগী এবং অনন্যভজনশীল, তাহা সর্বজন-বিদিত। গ্রন্থকার হিসাবে তাঁহার নিপুণতার বিষয় তদ্‌রচিত “গীতা-ধ্যান” প্রভৃতি পূর্বপ্রকাশিত নানা প্রবন্ধাবলীর সর্বজন-প্রিয়তা সাক্ষ্য দিতেছে। তাঁহার আলোচনার শৈলী, প্রকাশের ভঙ্গী, ভাষার সরলতা এই ‘উপনিষদ-ভাবনা’ গ্রন্থে এমন ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে ইহাতে দুর্বোধ বেদান্ত-বাক্যগত কোন কাঠিন্য স্থান পায় নাই। বেদান্তবাক্যের জ্ঞানলাভে অভিলাষী পুরুষ কিছুটা যত্ন এবং অধ্যবসায় সহ এই গ্রন্থ পাঠ করিলে যে উপকার লাভে ধন্য হইবেন তাহা বলিতে কোন দ্বিধা থাকিতে পারে না।

অতীন্দ্রিয় তত্ত্বে দ্রষ্টা পুরুষ ‘ঋষি’ পদবাচ্য। তত্ত্ব-দ্রষ্টা পুরুষ যদি তাঁহার এই তত্ত্ব-জ্ঞান জগতে প্রকাশেও সমর্থ হন, তখন তিনি ‘মহর্ষি’

বলিয়া অধিকতর পূজনীয় হন, যেমন মহর্ষি বাল্মীকি, মহর্ষি ব্যাস, মহর্ষি পরাশর ইত্যাদি। সেইরূপ প্রকৃষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন পুরুষ সর্বজনমান্য হইয়া থাকেন। তদুপরি এই জ্ঞানী পুরুষের যদি জনসাধারণের মধ্যে তাঁহার এই জ্ঞান প্রকাশের বিশেষ সামর্থ্য থাকে তাঁহা হইলে তিনি সমধিক মাননীয় হন। জ্ঞান-গর্ভ পুরুষ এই জ্ঞানে ধনী হইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। কিন্তু এই জ্ঞান জনসমাজে প্রকাশে যদি তিনি কুশল হন তখন তিনি জগতের লোককে এই জ্ঞানলাভের সুযোগ দান করিয়া জগতের বিশেষ উপকার সাধন করিয়া থাকেন॥ তখন এই পুরুষ মহাপুরুষ রূপে বন্দনীয় হন।

এই 'উপনিষদ্-ভাবনা' গ্রন্থে নয়টি উপনিষদ্ যথাক্রমে আলোচিত হইয়াছে। এই শ্রুতি-সমষ্টির ভাবনায় প্রতিটি শ্রুতির মন্ত্রাবলী প্রথম হইতে শেষ অবধি ধারবাহিক পৃথগ্‌ভাবে আলোচিত হইয়াছে। প্রতিটি শ্রুতিতে বিভিন্ন বিভাগীয় অংশগত মন্ত্রগুলি আলোচিত হইয়াছে। প্রয়োজনবোধে কোথাও কোথাও এককভাগে মন্ত্রগত অর্থ আলোচিত হইয়াছে, কোথাও বা সেই শ্রুতির একই প্রকবণগত মন্ত্র সমষ্টি একত্রে যে আলোচিত হইয়াছে সে বিষয়ে ইতিপূর্বে এই ভূমিকাতে একটি দিগ্-দর্শন দিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই 'উপনিষদ্-ভাবনা', গ্রন্থখানি পাঠে সকল শ্রেণীর পাঠকই যে লাভবান্ হইবেন তাহা নিঃসন্দেহ। লোক-কল্যাণার্থে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার হয় ইহাই শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা।

শ্রীযতীন্দ্র রামানুজদাস

একটি কথা

পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যখন অন্ধকারাবৃত, তখন এই ভারতের গগন ছিল বেদান্তের আলোকে সমুদ্ভাসিত। বেদান্ত ভারতীয় জাতীয় জীবনের জীবাতু। ভারতকে জানিতে হইলে বেদান্তকে জানিতে হইবে, জাগাইতে হইলে বেদান্তকে জাগাইতে হইবে, ভারতের সর্ব্বনাশ করিতে হইলে বেদান্ত-জ্ঞানকে ধ্বংস করিতে হইবে।

অপৌরুষেয় গ্রন্থ বেদ। বেদের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব যেখানে স্বষ্ঠুভাবে প্রতিপাদিত তাহার নাম বেদান্ত। অন্ত শব্দ কালবাচী নহে, তত্ত্ববাচী। অন্ত বলিতে অন্তরের সার, চরম নির্য্যাস, নিগূঢ় সিদ্ধান্ত।

বেদান্তসার প্রণেতা সদানন্দ যোগীন্দ্র লিখিয়াছেন—"বেদান্তো নামো-পনিষৎ-প্রমাণং তদুপকারীণি শারীরক-সূত্রাদীনি চ।" ইহার টীকাকার নৃসিংহ সরাস্বতী লিখিয়াছেন—

> উপনিষদ্ এব প্রমাণমুপনিষৎ-প্রমাণং, উপনিষদো
> যত্র প্রমাণমিতি বা। তদুপকারীণি বেদান্তবাক্যসংগ্রাহকাণি
> সূত্রাদীনি অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ইত্যাদীনি। আদিশব্দেন
> ভগবদ্গীতাদ্যধ্যাত্মশাস্ত্রাণি গৃহ্যন্তে। তেষামপি
> উপনিষচ্ছব্দবাচ্যত্বাদিতি ভাবঃ।

অর্থাৎ বেদান্তের মুখ্য অর্থ উপনিষৎ। তাহার অর্থবোধের সাহায্য-কারী ব্রহ্মসূত্র, আর তাহার অর্থের সংগ্রাহক ভগবদ্গীতা। গীতাও একখানি উপনিষৎ। গীতা সমগ্র উপনিষদ্রূপ গাভীর দুগ্ধ।

সুতরাং নিষ্কর্ষ হইল, উপনিষদ্ই বেদান্ত। ব্রহ্মসূত্র ও গীতার ভিত্তিমূলে উপনিষদ্ই। উপনিষৎ শ্রুতিপ্রস্থান, গীতা স্মৃতিপ্রস্থান, ব্রহ্মসূত্র ন্যায়প্রস্থান। স্মৃতিও ন্যায়ের উপজীব্য, শ্রুতি।

ব্রহ্মসূত্র যেন একগাছি মালা। তাহার প্রত্যেকটি পুষ্পই উপনিষদ্ উদ্যান হইতে সংগৃহীত। ন্যায়প্রস্থানে বিচারের দিকে যতখানি আবেশ তদপেক্ষা অধিক অভিনিবেশ মালাখানিকে নিখুঁত করিয়া গড়িবার। ফুলগুলিকে সাজাইবার। উপনিষদের প্রমাণ্যতাতেই সূত্রের প্রমাণতা। স্মৃতি ও নীতির ভিত্তি শ্রুতি।

উপনিষদের মহিমা শুধু ভারতের নহে, ইহা মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সম্পৎ। ভারতীয় মনীষিগণের সকল কর্ম্মচেষ্টা, সকল ধ্যান-ধারণা, সকল চিন্তা-ভাবনা ছিল উপনিষৎকে কেন্দ্র করিয়া। উপনিষৎ উদীয়মান সূর্য্যের মত স্বতঃপ্রমাণ, হিমাচলের মত সুদৃঢ় সুমহান্, মহাসাগরের মত প্রশান্ত উদারপ্রাণ।

জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ভারতীয় সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক ভাবনার মূল উৎস শ্রুতি। এই দেশে ইহা এক আশ্চর্য্য ঘটনা যে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এত মত-বিরোধ, কিন্তু সকলের সর্ব্বাশ্রয় উপনিষৎ। ইহার কারণ মনে হয় যে শ্রুতিতে যে একটি বিরাট সমন্বয়ের সংবাদ আছে তাহা আমরা জনগণ শুনিতে পাই নাই। শুনিয়াছিলেন যে আচার্য্যগণ তাঁরা সকল বিরোধের ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন।

শ্রুতি সমুদ্রে অগণিত ভেলা। আমি একগাছি তৃণ ভাসাইলাম। কাহারও উপকার হইবে মনে করিয়া ভাসাই নাই। মনের আনন্দে যাহা ভাবিয়াছি বা ভাবনা করাইয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে মনের আনন্দের প্রেরণায়। ইহাতে নূতনত্ব কিছু নাই। তবে যখন ভাবনা আসিয়াছে তখন দৃষ্টিটা ছিল ব্রহ্মসূত্রের দিকে, যাহা অনেকের থাকে না।

সাধক ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার একজন গুরুকৃপাসিক্ত মহাভক্ত। মাদৃশ জীবের প্রতি তাঁহার করুণা অপরিমিত। আমার লেখা পাইলেই 'ভাল ভাল', বলিয়া তুলেন শিরে, দেখিতে চান মুদ্রিত অনতিবিলম্বে। এই উপনিষদ্-ভাবনা লিখন ও মুদ্রণের মূলেও তাঁহার উৎসাহ উদ্দীপনা প্রভূত।

ভারতের দুর্দ্দিন ; সে ক্রমে শ্রুতি-দৃষ্টি হইতে দূরে সরিতেছে। ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের দুর্ভাগ্য, তারা শ্রুতিরূপ মহাসমন্বয় সূর্য্যের দিকে চক্ষু ফিরাইতেছে না। 'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার' সেই দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ। তবু, জানি না কেন ভাবি—অমৃতময়ী শ্রুতি মরিবে না, ঋষি-সংঘের আধ্যাত্মিক আলবালের জল শুকাইবে না, ভারতে ভারতীর সাত্ত্বিক সিংহাসন টলিবে না।

সমগ্র উপনিষৎ-সাহিত্যে অসংখ্য মহামূল্য কথার মধ্যে সর্ব্বসার একটি কথা :—

তমেবৈকং জানথ আত্মানম্
অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ
অমৃতস্যৈষ সেতুঃ।

আত্মাকে ধর। আর সব বৃথা কথা ছাড়।
অমৃতত্ব লাভের এই সেতুই দৃঢ়।

ভারত একদিন এই বাণী শুনিয়াছিল। পৃথিবীর লোককে শুনাইয়াছিল। সেই হারান দিন কি আর আসিবেনা ?

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

ভূমিকা

প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি বৈদিকযুগের ঋষিদের সাধনা ও চিন্তার ফলশ্রুতি। তাঁদের বাণীর মধ্যে যে মহৎ চিন্তা বিধৃত আছে তা দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে মানুষের মনীষার পরাকাষ্ঠা সূচিত করে। শুধু তাই নয়, তার মধ্যে যে নৈতিক আদর্শ প্রচারিত তা মানব জাতির কল্যাণ সাধন করবার ক্ষমতা রাখে। সুতরাং এ দেখে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে শোপেন হাওয়ের এর মত দার্শনিক এবং মাক্স্‌মূলার এর মত মনীষী তার প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠবেন।

বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় এই প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলির ব্যাখ্যা। গ্রন্থকারের পরিকল্পনা অনুসারে তা দুই খণ্ডে সমাপ্ত হবে। প্রথম খণ্ড নিয়ে বর্তমান গ্রন্থ। এই খণ্ডে আছে ছোট নয়টি উপনিষদের ব্যাখ্যা। তাদের নাম হল ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, শ্বেতাশ্বতর, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় ও প্রশ্ন। দ্বিতীয় খণ্ডে দুটি বড় উপনিষদ্ বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যের আলোচনা থাকবে। গ্রন্থের শেষ অংশে মূল উপনিষদ্‌গুলি স্থাপিত হবে। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হল সেগুলি স্বাধ্যায় অর্থাৎ আবৃত্তি করে অধ্যয়নের জন্য ব্যবহৃত হবে।

গ্রন্থের আলোচনা অংশে প্রতি উপনিষদের আলোচনা আরম্ভ হয়েছে তার সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক বিবরণ দিয়ে। তারপর আছে উপনিষদ্‌টির আলোচিত বিষয়ের বিবরণ। সঙ্গে প্রয়োজন মত ব্যাখ্যা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নানা শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করে তুলনা মূলক আলোচনা আছে। এই তুলনামূলক আলোচনা দুরূহ বিষয় গুলিকে বোঝবার সহায়তা করে। ব্যাখ্যা সরল এবং চিত্তাকর্ষক ভাষায় রচিত। গ্রন্থকার এই ভাবে উপনিষদে প্রবেশের পথ অনেক সহজ করে দিয়েছেন।

ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী একটি বিখ্যাত নাম। দ্বৈতবাদী সাধক হিসাবে তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্কৃতি-জগতে সুপরিচিত। তাঁর সহিত আমারও পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়েছে এবং তাঁকে জেনে তাঁকে শ্রদ্ধা করবার কারণ পেয়েছি। বর্তমান গ্রন্থখানি পাঠ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা আরও পরিবর্দ্ধিত হল। তাঁর আলোচনার মধ্যে দুটি জিনিষ আমাকে বিশেষ মুগ্ধ করেছে। প্রথমটি হল তাঁর ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে অনন্য-সাধারণ ব্যুৎপত্তি। 'শ্রুতি-প্রস্থান, ন্যায়-প্রস্থান ও স্মৃতি-প্রস্থান তিনি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করবার ক্ষমতা রাখেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মাণ্ডুক্য উপনিষদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রণবের কত ধরণের ব্যাখ্যা আছে তার উল্লেখ দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয়ত তাঁর পাণ্ডিত্য গভীর জ্ঞানে পরিণতি লাভ করেছে। তাই দেখি তিনি এক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উপনিষদের ব্যাখ্যা করেছেন। অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের বিতর্কের জালে নিজেকে জড়িয়ে না ফেলে প্রয়োজন মত উভয় দৃষ্টিভঙ্গির জ্ঞাতব্য বিষয় সোজাসুজি স্থাপন করেছেন। ফলে ভাষ্যের মূল্য পরিবর্দ্ধিত হয়েছে।

বাংলা ভাষায় উপনিষৎ চর্চা প্রবর্তন করেন রামমোহন রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। সাম্প্রতিক কালে উপনিষৎ চর্চা শিথিল হয়ে এসেছিল। সৌভাগ্যের কথা বর্তমানে উপনিষদ্‌কে আলোচ্য বিষয় করে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থ তাদের সহিত একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। উপনিষদের বাণীর আবেদন সর্বজনীন ও সর্বকালীন। বর্তমান যন্ত্রনিপীড়িত যুগে মানুষের মনে যে অশান্তি মথিত হয়ে উঠেছে সে বাণী তাকে নির্বাপিত করবার ক্ষমতা রাখে। এই পরিবেশে এই নূতন গ্রন্থখানির প্রকাশ সর্বথা অভিনন্দন-যোগ্য।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

উপনিষদ্-ভাবনা

আর্য্য জাতির ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদ-সম্পর্কিত সাহিত্য বিশাল। বৈদিক সাহিত্য প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত।—মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও সূত্র। দেবতা সম্বন্ধীয় স্তবস্তুতিগুলির নাম মন্ত্র বা সংহিতা। মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের নিয়ম যে গ্রন্থে আছে তাহার নাম ব্রাহ্মণ। ধর্ম-জীবনের বিধি-নিষেধ যাহাতে আছে তাহার নাম সূত্র। সূত্র দুই প্রকার—শ্রৌত ও গৃহ্য।

বেদের মন্ত্রের দুই ভাগ। মূল-সংহিতা ও পরিশিষ্ট বা অথর্ব-বেদ। বেদের এক নাম ত্রয়ী। পদ্য, গদ্য ও গান। ঋগ্বেদ পদ্য, যজুর্বেদ গদ্য, সামবেদ গান। ব্রাহ্মণের ভাষা গদ্য। সূত্রগুলি সংক্ষিপ্ত গদ্য।

অথর্ববেদের দুইভাগ, ভৃগু ও আঙ্গিরস। ভৃগু শুক্রাচার্য্যের নাম। আঙ্গিরস বৃহস্পতির নাম। ভৃগু নিরাকারবাদী। বৃহস্পতি সাকারবাদী। দুইজনে মতবিরোধ। ভৃগুর দল চলিয়া গেলেন সিন্ধুনদের ওপারে, তাঁরা পার্শি। বৃহস্পতির দল থাকিলেন এপারে, তাঁরা হিন্দু।

অথর্ববেদের ভৃগুর শাখার নাম ছন্দ উপস্থা। জেন্দ ভাষায় তাহার নাম জেন্দাভেস্তা। ভৃগু হরিদ্বর্ণের বস্ত্র পরিতেন। হরিদ্-বস্ত্রা শব্দ জেন্দ ভাষায় জরথুষ্ট্রা হইয়া গিয়াছে। ইহা কোন কোন বিশিষ্ট পণ্ডিতের অভিমত (রামচন্দ্র ও জরথুষ্ট্রা গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়কে লইয়াই বেদ শব্দের প্রয়োগ হয়—"মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োর্বেদ-নামধেয়ম্"। ব্রাহ্মণগুলির দুই ভাগ। মূল ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক। মূল ব্রাহ্মণে যাগ-যজ্ঞের আলোচনা। যাগ-যজ্ঞের চরম লক্ষ্য যে ব্রহ্মতত্ত্ব, তাহারই আলোচনা আরণ্যকে। আরণ্যকের সার উপনিষদ্। মূল ব্রাহ্মণ, কর্মকাণ্ডের গ্রন্থ। উপনিষদ্ জ্ঞানকাণ্ডের।

সমগ্র বৈদিক সাহিত্যকেই শ্রুতি বলে। কেহ বা উপনিষদ্ অর্থেই শ্রুতি শব্দ গ্রহণ করেন। আরণ্যক, ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের অন্তিম ভাগ আর উপনিষদ্, আরণ্যকের অন্তিম ভাগ। তাই উপনিষদের অপর নাম বেদান্ত। বেদান্ত শব্দের অপর অর্থ বেদের চরম ভাগ। বেদান্তসূত্র বলিতে বাদরায়ণকৃত ৫৫৫টি সূত্রকে বুঝায়। ইহাতে আছে উপনিষদ্গুলি লইয়া গভীর গবেষণা। ইহার অপর নাম ব্রহ্মসূত্র।

উপনিষদ্ পাঠ করিয়া দার্শনিকপ্রবর সোপেনহাওয়ার (Schopenhauer) আবেগে বলিয়াছিলেন—'মানব জীবনের কল্যাণ-কারক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধায়ক গ্রন্থ উপনিষদের মত জগতে আর দ্বিতীয় কিছু নাই। উপনিষদ্ আমার জীবনে আনিয়াছে তৃপ্তি, মরণে আনিবে শান্তি। In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanisads. It has been the solace of my life, it will be the solace of my death.'

মুক্তিকোউপনিষদে একশত আটখানি উপনিষদের নাম পাওয়া

যায়। ব্রহ্মসূত্রের শারীরক-ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর মাত্র চৌদ্দ খানি উপনিষদের মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি নিজে মাত্র দশ-খানি উপনিষদের ভাষ্য লিখিয়াছেন। বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, শ্বেতাশ্বতর, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন ও মুণ্ডক।

এই দশখানি উপনিষদ্ সর্ব্বপ্রাচীন, আদি ও মৌলিক বলিয়া প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য অনেক পণ্ডিতেরই বিশ্বাস। দশখানির মধ্যে পাঁচখানি গদ্য—বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় ও প্রশ্ন। কেনোপনিষদ্ কতক গদ্য কতক পদ্য। বাকী চারখানি—ঈশ, কঠ, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর পদ্যে লিখিত। আচার্য্য মুখে শুনিয়া শুনিয়া কণ্ঠস্থ রাখা সহজ।

ঈশোপনিষদ্ ঠিক ঠিক উপনিষদ্ নহে। ইহা মূল বেদ-সংহিতাই, যজুর্ব্বেদের শেষ অধ্যায়টি। মাণ্ডুক্য নামক আর একখানি গদ্য উপনিষদ্ আছে। তাহার উপর শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য না থাকিলেও তাঁহার পরমগুরু গৌড়পাদের উপাদেয় কারিকা আছে। আচার্য্য, পরমগুরুর কারিকাকে মূলগ্রন্থের মত মর্য্যাদা দিয়াছেন।

উপনিষৎকে বলা হয় শ্রুতিপ্রস্থান। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে বলা হয় স্মৃতিপ্রস্থান। ব্রহ্মসূত্রকে বলা হয় ন্যায়প্রস্থান। প্রস্থান অর্থ সরণি বা পথ। মানবের সুষ্ঠু জীবনযাত্রায় পথের নির্দ্দেশ দিয়াছেন এই প্রস্থানত্রয়। শ্রুতি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ রূপায়ণ করিয়াছেন। অন্ধকারে প্রধাবিত মানবনিবহের যাত্রাপথে শ্রুতি একটি উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ।

একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ দিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা বড় যিনি তাঁর সংবাদ জানা। সর্ব্বাপেক্ষা বড় যিনি তিনি ব্রহ্ম। তাই উপনিষদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ব্রহ্মতত্ত্ব। উপনিষদের আর এক নাম ব্রহ্মবিদ্যা।

মুণ্ডক উপনিষদের প্রারম্ভেই আছে, শৌনক আচার্য্য অঙ্গিরার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি" (১।৩), কোন্ বস্তু সম্যক্ বিদিত হইলে সমস্ত পদার্থ অবগত হওয়া যায় ? উত্তরে অঙ্গিরা শৌনককে বলিলেন—

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পরা চৈবাপরা চ" (১।৪)

ব্রহ্মজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন বিদ্যা দ্বিবিধা, পরা ও অপরা।

"তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষর-মধিগম্যতে।" (১।৫)

ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই সব অপরা বিদ্যা। আর যাহা দ্বারা অক্ষর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকে পরা বিদ্যা বলে।

পরা বিদ্যাই ব্রহ্মবিদ্যা। ইহাই উপনিষদের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। ইহার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া আনুষঙ্গিকভাবে ইহাতে জীবতত্ত্ব ও জগৎতত্ত্ব কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও জগত্তত্ত্ব এই তিন-ই উপনিষদের উপজীব্য।

জীবতত্ত্ব প্রসঙ্গে জীবের স্বরূপ, তাহার জন্ম-মৃত্যু, উন্নতি, অবনতি, বন্ধন, মোক্ষ, পুনর্জন্ম ইত্যাদি বিষয় আছে। জগত্তত্ত্ব প্রসঙ্গে সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কথা, প্রকৃতির বিকার, পরিণতি, উদ্দেশ্য এইসকল বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে।

জীবের সহিত জগতের সম্বন্ধ, জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ ও জীবের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ এই সকল বিষয় উপনিষদের মধ্যে ছড়ান আছে। ছড়ান কথাগুলিকে গুছাইয়া বলাই আমাদের কাজ। তা-ছাড়া নূতন কথা কিছু বলিবার উপায় নাই।

উপনিষদের এই সকল আলোচ্য বিষয়সমূহ মনুষ্যবুদ্ধির গোচরী-ভূত নহে। অথচ অর্থপূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপন করিতে হইলে মানুষের এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে মোটামুটি একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

এই জন্য ঐ সকল জীববুদ্ধির অগোচর অতীন্দ্রিয় বিষয়সমূহ দ্রষ্টা ঋষিগণ জ্ঞানচক্ষে অপরোক্ষানুভূতিতে দর্শন করিয়া জীবজগতের কল্যাণার্থ প্রচার করিয়াছেন। "ঋষিসংঘজুষ্টং" এই জ্ঞানের ভাণ্ডার যে সকল গ্রন্থ অনাদিকাল ধরিয়া বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাহাই উপনিষৎ।

কেনোপনিষদের উপসংহারে শিষ্য বলিলেন, আচার্য্যদেব, উপনিষদ্ বলুন! আচার্য্য কহিলেন—এই ত তোমাকে ব্রাহ্মী উপ-নিষদ্ বলা হইল। এই কথা বলিয়া উপনিষদের স্বরূপ বলিয়াছেন—

"তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা
বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্।" কেন ৪।৮

তপস্যা, দম, কর্ম্ম এই সকল উপনিষদের প্রতিষ্ঠা। বেদ তাহার মস্তক প্রভৃতি অঙ্গ সকল। সত্য তাহার আয়তন বা আশ্রয়।

ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় আলোচনায় মনোনিবেশ করিলেই সর্ব্বপ্রথম একটি বিরাট রহস্য চোখে পড়ে। রহস্যটি এই যে, ব্রহ্মের কথা বলা যায় না। কিছু জানা থাকিলে তো বলা যাইবে? ব্রহ্মের কথা কিছু জানা যায় না।

জানা শব্দটির অর্থ হইল জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা। আমি আপনাকে জানিতেছি অর্থ হইল আপনি আমার জ্ঞানের বিষয়বস্তু হইতেছেন। যে বস্তু কখনও কাহারও জ্ঞানের বিষয়ীভূত হন না তাহাকে কিরূপে জানা যাইবে? ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে প্রশ্ন করিয়াছেন—

"বিজ্ঞাতার মরে কেন বিজানীয়াৎ" (২।৪।১৬)

যিনি বিজ্ঞাতা, যিনি জ্ঞানের আশ্রয় তাঁহাকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিবে কে? কিরূপে করিবে?

জানার জন্য চক্ষুঃকর্ণাদি পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় ও একটি অন্তরিন্দ্রিয় মন আছে। ব্রহ্ম বস্তুর কাছে এই ছয়জন কেহই যাইতে পারে না। কেন-শ্রুতি বলিয়াছেন—

"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ॥" (১।৩)

যেখানে চক্ষু যায় না, বাক্য যায় না, মন যায় না, যাহার কথা কিছুই জানা যায় না তাহার বিষয় উপদেশ দিব কি প্রকারে?

তৈত্তিরীয়-শ্রুতি বলিয়াছেন, বাক্য আর মন দুইজনে পরামর্শ

করিয়া ব্রহ্মের কাছে রওনা হইয়াছিল। কতদূর গিয়া আর যাইতে পারে নাই। কূলকিনারা না দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। তৈ ২।৪।১

কঠ-শ্রুতি পরিষ্কার ভাষায় কহিয়াছেন, "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা" (কঠ ২'৩।১২)।

ইহা এক অদ্ভুত সমস্যা। যাঁহার কথা বলিতে বসা হইয়াছে তাঁহার কথা বলা যায় না। যাঁহাকে ভাবিতে বসা হইয়াছে তিনি ভাবনার অতীত।

ঋষি কখনও বা বলিয়াছেন, "তিনি আছেন" এইটুকু শুধু বলা যায়। "অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে" কঠ ২।৩।১২। আবার বলিয়াছেন "অধ্যাত্মযোগ" পরিজ্ঞাত থাকিলে তাহা দ্বারা তাঁহাকে জানিয়া হর্ষ-শোকের অতীত হওয়া যায়। "অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।" (কঠ ১।২।১২)

কেন-শ্রুতি রহস্যপূর্ণ ভাষায় কহিয়াছেন—"আমি যে তাঁহাকে সুন্দররূপে জানিয়াছি ইহা মনে করি না। একেবারে যে জানি নাই ইহাও মনে করি না। "নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ" (কেন ২।২)

অথচ তাঁহাকে কিন্তু জানিতেই হইবে। জানিলেই সত্যে স্থিত থাকা যাইবে। না জানিলেই "মহতী বিনষ্টিঃ" উপস্থিত হইবে। কেন-শ্রুতি সাবধান বাক্য কহিয়াছেন—

"ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।" (কেন ২।৫)

তাঁহাকে জানিলেই অমৃতাস্বাদন। না জানিলেই চরম বিনাশ। কঠ-শ্রুতি তাঁহাকে জানিবার একটি পরম উপায় নির্দেশ করিয়াছেন—

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-

স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্। (কঠ ১।২।২০)

ব্রহ্মবস্তু অনুগ্রহ করিয়া যাহাকে বরণ করেন, যাহার কাছে তিনি আপনাকে প্রকাশ করেন, তাঁহার কাছেই স্বকীয় তনূ ব্যক্ত করেন। কেবলমাত্র তিনিই তাঁহার সংবাদ জানিতে পারেন। একমাত্র তাঁহার প্রসাদেই (ধাতুপ্রসাদাৎ, কঠ ১।২।২০) তাঁহার মহিমা জানা যায়।

বৈদিক ঋষিগণ অধ্যাত্মযোগী ছিলেন। তাঁহারা প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে ব্রহ্ম নিজজন বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাদের উপলব্ধিই শ্রুতি। শ্রুতি আমাদের শাস্ত্রের ভিত্তি। শ্রুতি আমাদের সংস্কৃতির মেরুদণ্ড।

ব্রজবিদেহী সন্তদাস বাবাজী মহারাজ লিখিয়াছেন—"আমি কে, আমার স্বরূপ কি, কোথা হইতে আমি আসিলাম, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ কি, ইহার উৎপত্তি, স্থিতি, লয় কিরূপ ইত্যাদি বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত ঋষিগণ একান্তচিত্তে ধ্যানমগ্ন হইলে অশরীরী বাণী তাঁহাদের নিকট আবির্ভূত হইয়া জ্ঞাতব্য বিষয় সকলের তত্ত্ব প্রকাশিত করেন। এই অশরীরী বাণীই শ্রুতি নামে প্রসিদ্ধ" (ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা. ১৭৮পৃঃ)

শ্রুতির পবিত্র অক্ষরগুলিকে লইয়াই আমাদের পথ চলা। ঐ অক্ষরগুলিকে মানিয়া লইয়া তাহার অনুগত হইয়া অনুধাবন করার চেষ্টা করাই এই গ্রন্থে আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস। ভরসা—ঔপনিষদ-পুরুষ শ্রীহরিপুরুষের অযাচিত করুণা।

ঈশ-শ্রুতি

ঈশ-শ্রুতি শুক্ল-যজুর্বেদীয় বাজসনেয়-সংহিতার শেষ অধ্যায়। ইহা মূল বেদ-সংহিতাই। লেখার প্রণালী উপনিষদ্‌গুলির অনুরূপ বলিয়াই বোধ হয় উপনিষদ্ বলা হয়।

ইহার প্রারম্ভে শান্তি-পাঠের মন্ত্র—

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"

উহা পূর্ণ, ইহা পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পূর্ণ উদ্গত হয়। পূর্ণের পূর্ণকে লইয়া গেলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। পরব্রহ্ম পূর্ণ, এই জগৎ পূর্ণ। পরব্রহ্ম হইতে এই জগৎ পরিব্যক্ত হইয়াছে। পূর্ণ হইতে পূর্ণ লইয়া গেলে যাহা থাকে তাহাও পূর্ণ-ই।

ঈশ-শ্রুতিতে আঠারটি মন্ত্র আছে। প্রথম মন্ত্রটি নিম্নরূপ—

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

উপনিষদ্-ভাবনা

এই জগতে যাহা কিছু দৃশ্যমান সকলই পরিবর্ত্তনশীল। যাহা কিছু সবই নশ্বর। এই নশ্বর বস্তুসমূহকে জড়াইয়া রহিয়াছে একটি অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু, তাহার নাম ঈশ্বর। ঈশা+বাস্যং, যাহা কিছু সবই ঈশ্বর কর্তৃক ব্যাপ্ত।

অথবা, যাহা কিছু সবই ঈশ্বরের আবাস। ঈশা+আবাস্যং। সকল পরিবর্ত্তনশীল বস্তুর মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয় ঈশ্বর বাস করিতেছেন। প্রমাণ—বৃহদারণ্যক শ্রুতির তৃতীয় অধ্যায় সপ্তম ব্রাহ্মণে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের বাণী "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ"—হইতে আরম্ভ করিয়া একুশটি মন্ত্র।

দুই অর্থ একত্র করিয়া—সকল অনিত্য বস্তুর বাহিরেও তিনি জড়াইয়া আছেন, ভিতরেও তিনি বসবাস করিতেছেন। ঈশ্বর শব্দের অর্থ নিয়ামক। ভিতর হইতে সকল বস্তুকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। সকল অনিত্য বস্তুর অন্তরে বাহিরে নিত্য বস্তু বিদ্যমান। এই বিশ্বাসটি দৃঢ় থাকিলে এই অস্থির জগতের মধ্যেও সুস্থির থাকা যায়। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল হইলেও মিথ্যা নহে ইহা বুঝিতে পারা যায়।

জগতের শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ প্রভৃতি জীবের ভোগের জন্য। এই সব ভোগ করিবার একটি বিধি আছে। একটি কৌশল আছে। ভোগাসক্ত হইয়া ভোগ করিলে তাহার ফল হয় দুঃখ। ভোগের মধ্য দিয়া শান্তি পাইতে হইলে ভোগ করিতে হইবে ত্যাগী

হইয়া। অনাসক্ত হইয়া ভোগ করিলে তাহাতে আছে অনাবিল শান্তি। ভোগলিপ্সুর ভোগের পরিণাম অশেষ কষ্ট। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।"

ঈশ্বর তোমার জন্য যাহা ত্যাগ করিয়াছেন, (তেন ত্যক্তেন) তোমাকে যাহা দিয়াছেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক। তোমার যাহা আছে সকলকে দিয়া (ত্যক্তেন) সমানভাবে ভোগ কর।

যে ধন তোমার নয়, যাহা অন্যের প্রাপ্য তৎপ্রতি কদাচ লোভ করিও না। অথবা, ধন কাহার 'ধনং কস্যস্বিৎ', ধন কাহারও নয়। সব ধনই ঈশ্বরের, সব ধনেই ঈশ্বরের সন্তানগণের সমান দাবী। সব ধনই সকলের। অন্তরে লোভ রাখিও না ('মা গৃধঃ')।

আদর্শ জীবনযাপনের জন্য তিনটি নির্দ্দেশ এই মন্ত্রে আছে—(১) জগৎ জুড়িয়া ঈশ্বর আছেন বিশ্বাস কর। (২) ভোগাসক্তি ত্যাগ করিয়া ভোগ কর। (৩) পরদ্রব্যে লোভ করিও না। সুন্দর জীবনের পক্ষে ইহা সুষ্ঠু নির্দ্দেশ।

দ্বিতীয় মন্ত্রে বলিতেছেন, "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" (১।২) এইভাবে কার্য্য করিয়া শত বৎসর বাঁচিয়া থাক। আদর্শভাবে চলিলে সংসার আর বন্ধনের কারণ হইবে না। "ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।" নির্লিপ্ত থাকিয়া কর্ম্ম কর। জীবন-যাপনের ইহা অপেক্ষা সুন্দর পথ আর নাই। 'নান্যথেতোঽস্তি'। অনাসক্ত জীবনই সর্ব্বাধিক আনন্দপ্রদ ও কল্যাণদ।

তৃতীয় মন্ত্রে বলিতেছেন "অসুর্য্যা নাম তে লোকাঃ" (১।৩), যারা আত্মঘাতী তাদের কথা। অন্ধতমসাবৃত আসুরিক লোকে গমন

করে যারা আত্মহন্। আত্মহন্ কে? যে পরের আত্মাকে পীড়া দেয়। বিশ্বময় একটি আত্মাই আছেন। অন্যকে কষ্ট দিলে নিজেকেই কষ্ট দেওয়া হয়। যাহারা পরধনে লোভ করিয়া পরের অনিষ্ট সাধন করে তাহারা আত্মহন্। বিশ্বে একটি আত্মাই আছেন, তিনি পরমাত্মা ঈশ্বর। যে কোন আত্মাকে আঘাত দিলেই আত্মহত্যা করা হয়। আত্মহন্ ব্যক্তির গতি গাঢ় অন্ধকারে।

চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রে আত্মার, বিশ্বের আত্মা পরমাত্মার প্রসঙ্গ কহিতেছেন। আত্মা এক অদ্বিতীয় (একং) আত্মা নিশ্চল ইহা কম্পহীন (অনেজৎ) অথচ আত্মা মন হইতেও বেগশালা (মনসো জবীয়ঃ)। আত্মা চলে, আত্মা চলে না (এজতি নৈজতি)। আত্মা স্থির থাকিয়াও ধাবমান। সকলকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। আত্মা দূরে, আত্মা সন্নিকটে। আত্মা সকলের অন্তরে। আত্মা সকলের বাহিরে। সকলের আত্মস্বরূপ পরমাত্মাতেই মাতরিশ্বা 'অপ্'কে ধারণ করে।

"তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি"

পরমাত্মার মধ্যেই আর দুইটি শক্তি ক্রীড়া করে। গীতা নাম দিয়াছেন, পরা আর অপরা প্রকৃতি। সাংখ্য নাম দিয়াছেন, পুরুষ আর প্রকৃতি। বৃহদারণ্যক নাম দিয়াছেন, অন্ন ও অন্নাদ —"এতাবতা বা ইদং সর্ব্ব মন্নং বৈ অন্নাদশ্চ" (বৃ ১।৪।৩)। প্রশ্নোপনিষদ্ নাম দিয়াছেন, রয়ি ও প্রাণ। "প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ···স মিথুনমুৎপাদয়তে রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেতি এতৌ মে

বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি ” (প্রশ্ন ১।৪) ঋগ্বেদে নাসদীয় সূক্তে এই দুইয়ের নাম স্বধা ও প্রযতি—

রেতোধা আস মহিমানমাস স্বধা অধস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ। ইহারাই ঈশ-শ্রুতির মাতরিশ্বা ও অপ্। মাতরি শ্বসতি যিনি মাতৃ-শক্তিতে শ্বাস আধান করেন—তিনি প্রাণশক্তি তিনি পুরুষ। অপ্ কারণার্ণব, অব্যক্ত প্রকৃতি। অপ্ শক্তিতে বীর্য্যাধানের কথা মনু বলিয়াছেন, “অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাকিরৎ” মহেশ্বর আদিতে অপ্ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বীজাধান করিলেন। পরমাত্মার মধ্যে এই দুইটি শক্তি—মাতরিশ্বা ও অপ্—প্রত্যগাত্মা ও মূলা প্রকৃতি। পরমাত্মার দ্রষ্টৃশক্তি ও দৃশ্যশক্তি। রামানুজাচার্য্য বলেন, ইহারা দুইটি যেন ব্রহ্মের বিশেষ, যেন বিশেষণ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যেরা নাম দিয়াছেন তটস্থাশক্তি ও বহিরঙ্গাশক্তি।

এই পরমাত্মাকে জানিলে কি ভাবে জীবন কল্যাণময় হয় তাহা বলিতেছেন ষষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্রে। সর্ব্বভূতে এক অদ্বিতীয় আত্মাতে বিরাজমান (সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেব) ইহা যিনি দর্শন করেন (অনুপশ্যতি) তিনি কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারেন না (ন বিজুগুপ্সতে)। যাঁহার ঘৃণা ও বিদ্বেষ নাই তিনি কাহারও অনিষ্টকর কার্য্য করিতে পারেন না। শ্রীগীতাও বলিয়াছেন, যিনি আত্মাকে সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বভূতকে আত্মাতে “সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি” (৬।২৯) দর্শন করেন, তিনি যোগযুক্ত পুরুষ, সর্ব্বত্র সমদর্শী।

ঈশ-শ্রুতি বলিতেছেন, কেবল আত্মাতে সর্ব্বভূত নহে, আত্মাই

সর্ব্বভূত (সর্ব্বভূতানি আত্মৈব) ইহা যিনি অনুভব করেন তিনি একত্বদর্শী, তিনি সমদর্শী। তাঁর পক্ষে মোহই বা কি আর শোকই বা কি (কো মোহঃ কঃ শোকঃ) ? তিনি শোক ও মোহের অতীত হইয়া যান।

এই জীবনাদর্শকে মূর্ত্তি দিতে হইলে সর্ব্বাদৌ প্রয়োজন পরমাত্মার জ্ঞান লাভ করা। ঈশ-শ্রুতি অষ্টম মন্ত্রে পরমাত্মার স্বরূপ কহিতেছেন—

> স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণম্, অস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
> কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ
> র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্, ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥৮

এই পরমাত্মা পর্য্যগাৎ, চারিদিকে বিদ্যমান, আকাশব্যাপী। ইনি শুক্র জ্যোতির্ম্ময়। অকায় শরীরশূন্য। ব্রণহীন অক্ষত। অস্নাবির শিরাহীন. শুদ্ধ অবিদ্যামলরহিত অপাপবিদ্ধ। আত্মা কবি ক্রান্তদর্শী সমদর্শী মনীষী মনের নিয়ন্তা। ইনি পরিভূ সকলের উপরে বিদ্যমান। স্বয়ম্ভুঃ স্বয়ং বিরাজমান। ইনি স্বয়ং নিত্যমুক্ত ঈশ্বর। ইনি নিত্যকাল সমস্ত বৎসর ভরিয়া বিশ্বের বস্তু সমূহকে যথাযথভাবে বিভক্ত কবিয়া বিন্যাস করিয়া দিয়াছেন। জগৎকে সুন্দররূপে সাজাইয়া রাখিয়াছেন।

> "এই বিশ্বমাঝে যেখানে যা সাজে
> তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ।"

এই মন্ত্রে পরমাত্মার দশটি বিশেষণ আছে। বিশেষণগুলি দুই প্রকারের। অভাববাচী ও ভাববাচী, অকায়ং, অব্রণং,

অস্নাবিরং, অপাপবিদ্ধং এই চারিটি অভাববাচী বিশেষণ। আর শুক্রং, কবিঃ, মনীষী, শুদ্ধং, পরিভূঃ, স্বয়ম্ভূঃ এই ছয়টি ভাববাচী বিশেষণ।

শ্রুতি ব্রহ্মবস্তুকে কখনও 'সঃ' বলিয়াছেন কখনও 'তৎ' বলিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মের বিশেষণ পুংলিঙ্গও আছে, ক্লীবলিঙ্গও আছে। ভাববাচী বিশেষণগুলি প্রায়শঃ পুংলিঙ্গ। অভাববাচী বিশেষণগুলি প্রায়শঃ ক্লীবলিঙ্গ। সমগ্র শ্রুতি ভরিয়া এই দুইয়ের দৃষ্টান্ত অগণিত। নমুনা স্বরূপ কয়েকটি দেখান যাইতেছে—

ভাববাচী শ্রুতি—সত্যং জ্ঞানং আনন্দং শান্তং শিবং সর্ব্বকামঃ, সর্ব্বগন্ধঃ, সর্ব্বরসঃ, রুক্মবর্ণং, কর্ত্তারং, ঈশং, পুরুষঃ, ব্রহ্মযোনিঃ, অণীয়ান্, মহীয়ান্, বিশ্বতশ্চক্ষুঃ, বিশ্বতোমুখঃ, বিশ্বতোবাহুঃ, বিশ্বতস্পাৎ, প্রভুঃ, ঈশানঃ, সর্ব্বশরণং, মহেশ্বরঃ, সর্ব্বেশ্বরঃ, ভূতাধিপতিঃ, ভূতপালঃ, সত্যকামঃ, সত্যসংকল্পঃ, সর্ব্বকর্ম্মাধ্যক্ষঃ, সর্ব্বভূতাধিবাসঃ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ইত্যাদি।

অভাববাচী শ্রুতি—অক্ষরং, অদ্বৈতং, অস্থূলং, অনণু, অহ্রস্বং অদীর্ঘং, অপূর্ব্বং, অনপরং, অনন্তরং, অবাহ্যং, অস্নেহং, অচ্ছায়ং, অতমঃ, অবায়ুঃ, অনাকাশং, অসঙ্গং, অরসং, অগন্ধং, অচক্ষুষ্কং, অশ্রোত্রং, অবাক্, অমনঃ, অতেজস্কং, অপ্রাণং, অমুখং, অমাত্রং, অদৃশ্যং, অনাত্মং, অনিরুক্তং, অনিলায়নং, অভয়ং ইত্যাদি।

পরব্রহ্মেতে ভাববাচী বিশেষণ যুক্ত হইলে মনে হয় ব্রহ্মবস্তু মূর্ত্তিমান্। অভাববাচী বিশেষণ যুক্ত হইলে মনে হয় ব্রহ্মবস্তু অমূর্ত্ত। বৃহদারণ্যক শ্রুতি এই কথা বলিয়াছেন—

দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তং চৈবামূর্ত্তম্ (বৃ ২।৩।১)। অমূর্ত্তকে বলা হয় নির্গুণ নির্ব্বিশেষ নিরুপাধি। মূর্ত্তকে বলা হয় সগুণ সবিশেষ সোপাধি।

আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, দুইরূপ ব্রহ্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। এক—নামরূপ-ভেদ উপাধি বিশিষ্ট, দুই—সর্ব্বোপাধি-বিবর্জিত।

"দ্বিরূপং হি ব্রহ্ম অবগম্যতে নামরূপবিশিষ্টং-
তদ্বিপরীতঞ্চ সর্ব্বোপাধিবিবর্জিতম্।" (শঙ্করভাষ্য ১।১।১১)

অদ্বৈতবাদী শঙ্কর বলেন, ব্রহ্মের দুইপ্রকার বিশেষণ থাকিলেও সর্ব্ববিশেষণরহিত নির্ব্বিকল্প নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই শ্রুতির প্রতিপাদ্য, তদ্বিপরীত সবিশেষ সগুণ ব্রহ্ম নহেন।

অতশ্চান্যতরলিঙ্গ-পরিগ্রহেঽপি
সমস্ত-বিশেষণ-রহিতং নির্ব্বিকল্পমেব ব্রহ্ম
প্রতিপত্তব্যং ন তদ্বিপরীতম্। শঙ্করভাষ্য ৩।২।১১

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজাচার্য্য শঙ্কর-মতকে পূর্ব্বপক্ষ করিয়া তাহা খণ্ডন করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন—শ্রুতি স্মৃতি সর্ব্বত্রই সগুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন। ব্রহ্মের দুইটি গুণ—তিনি সমস্ত দোষশূন্য, তিনি সমস্ত কল্যাণ গুণের আধার।

সর্ব্বত্র শ্রুতিস্মৃতিষু পরং ব্রহ্ম উভয়-লিঙ্গম্
উভয়-লক্ষণমভিধীয়তে নির্বস্ত নিখিল-দোষহীনত্ব-
কল্যাণগুণাকরত্ব-লক্ষণোপেতমিতি। (শ্রীভাষ্য ৩।২।১১)

রামানুজের উভয় শব্দের অর্থ সগুণ নির্গুণ নহে। উভয় শব্দের অর্থ দোষহীনত্ব ও কল্যাণগুণাকরত্ব। শঙ্কর মতে নির্গুণ ব্রহ্মই

সত্য, সগুণ নহেন। রামানুজমতে সগুণ ব্রহ্মই সত্য, নির্গুণ নহেন। শঙ্কর বলেন ব্রহ্মের সগুণত্ব ঔপচারিক। রামানুজ বলেন ব্রহ্মের নির্গুণতা অর্থহীন। সংসারে কোন বস্তুই নির্গুণ হইতে পারে না।

বক্ষ্যমাণ ঈশ-শ্রুতির এই অষ্টম মন্ত্রে এবং অন্যান্য শ্রুতির বহু মন্ত্রে দেখা যায় একই বস্তুর একই মন্ত্রে দুই প্রকার বিশেষণ। এই আলোকে ভেদাভেদবাদী নিম্বার্কাচার্য্য বলেন, ব্রহ্ম একই সময় সগুণ নির্গুণ দুই-ই।

"সর্ব্বশাস্ত্রে ব্রহ্ম নির্দোষত্ব-স্বাভাবিক-গুণাত্মকত্বাভ্যাং যুক্তমাম্নাতম্"

—পারিজাতসৌরভ ৩।২।১১

সর্ব্বশাস্ত্রে ব্রহ্মের উভয়-লিঙ্গত্ব নিত্য শুদ্ধ মুক্ত স্বভাব ও সর্ব্বকর্তৃকত্ব ও গুণাত্মকত্ব এই দ্বিরূপত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীনিম্বার্কস্বামী যে ব্রহ্মকে সগুণ এবং নির্গুণ এই উভয় রূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই সমীচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ব্রহ্ম একদিকে পুর্ণস্বভাব সর্ব্ববিধ বিকার-বর্জ্জিত এক অদ্বৈত, ইহাই তাঁহার নির্গুণত্ব। আবার তিনি সর্বশক্তিমান্। নিজ স্বরূপকে অখণ্ডভাবে প্রকটিত করিয়াও পৃথক্ পৃথক্ রূপে তাহার আস্বাদন করেন। অদ্বৈত হইয়াও দ্বৈত হন। ইহাই তাঁহার সগুণত্ব (দ্বৈতাদ্বৈত-বেদান্তদর্শনে সন্তদাসজী ৮৬ পৃঃ)

এই সমাধান সহজ ও স্বাভাবিক। একটি বৃক্ষের ফুল ফল পাতা ঝরিয়া গেলে বলা যায় বৃক্ষটি ফুলহীন ফলহীন পত্রহীন —অপুষ্প অপত্র অফল। আবার সঙ্গে সঙ্গেই বলা যাইতে পারে যে বৃক্ষটি সুদৃঢ়-স্কন্ধ-বিশিষ্ট, অগণিত শাখা-বিশিষ্ট দৃঢ়-স্কন্ধ

বহুশাখ। ইহাতে বৃক্ষ দুইটি হয় না, বা একটি বিশেষণ বেশী সত্য আর একটি বিশেষণ কম সত্য বা মিথ্যা, ঔপচারিক এরূপ হয় না। কেবল একটি বৃক্ষকেই কি আছে, কি নাই, এই দুইভাবে দেখা হয় মাত্র।

এই সমাধান সুন্দর। কিন্তু কিছু অসুবিধা উপস্থিত হয় তখন, যখন একই বস্তু তাহাতে আছে ও নাই বলা হয় একই কালে। যদি বলা যায় বৃক্ষটি ফলহীন ও ফলবান্, তাহা হইলে সমাধান অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া পড়ে।

যেমন কঠ-শ্রুতি স্পষ্ট ভাষায় কহিয়াছেন, "অশব্দমস্পর্শমরূপ-মব্যয়ম্" (১।৩।১৫)। অরূপ অর্থ তাঁহাব রূপ নাই। আবার ঈশ-শ্রুতি ষোড়শমন্ত্রে বলিয়াছেন "যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি" তোমার যে কল্যাণতম রূপ তাহা আমি দেখি। অরূপের আবার কল্যাণতম রূপ কি? ইহা দৃশ্যতঃ বিরোধী।

এই বিরোধিতা সমাধানের চেষ্টায় আচার্য্যদের মধ্যে নানাপ্রকার বিচার দৃষ্ট হয়। বৃক্ষ কখনও ফলহীন কখনও ফলবান্ এই ভিন্নকালাপেক্ষায় বৃক্ষকে ফলহীন ও ফলবান বলা যায়। সমুদ্র কোথাও তরঙ্গসঙ্কুল কোথাও নিস্তরঙ্গ এই ভিন্নস্থানাপেক্ষায় সমুদ্রকে তরঙ্গসঙ্কুল ও নিস্তরঙ্গ দুই-ই বলা চলে। তদ্রূপ ব্রহ্মবস্তু কখনও কোথাও বা রূপবান্, আবার কখনও কোথাও বা রূপহীন, এই ভাবে সমাধান চলে।

ব্রহ্মবিষয়ে এই ভাবের সমাধানে দোষ হয় এই যে, স্থান ও কালের অতীত ব্রহ্মবস্তুকে স্থান ও কালের অধীন ভাবিতে হয়।

অপর এক সমাধান এই যে, ক্ষুদ্রবস্তু সম্বন্ধে যাহা অসম্ভব, বৃহদ্বস্তু সম্বন্ধে তাহা সম্ভব হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র প্রদীপের অগ্নিকে বায়ু নির্বাপিত করে। ঘরে আগুন লাগিলে বৃহৎ অগ্নিকে বায়ু বর্দ্ধিত করে। সসীম বস্তুতে রূপ আছে, রূপ নাই বলা চলে না। কিন্তু ব্রহ্মবস্তু ভূমা, তিনি অপরিসীম, সুতরাং তাহাতে বিরুদ্ধ-বিশেষণ চলে। অসীম বস্তুতে সর্বপ্রকার বিরোধের সমাধান সম্ভব হইয়া থাকে। আচার্য সন্তদাসজী লিখিয়াছেন, সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব এই উভয়রূপতাতে কেবল দৃষ্টতঃই বিরোধ আছে। ইহা বাক্য-বিরোধ, প্রকৃত-বিরোধ নহে। গুণ ও গুণী এতদুভয়ের সম্বন্ধে বস্তুতঃ কোন বিরুদ্ধতা নাই। গুণী বলিলেই তাহা স্বরূপতঃ গুণাতীত হইয়াও গুণযুক্ত বলিয়া স্বভাবসিদ্ধ ধারণা হয়। ইহাতে কোন বিরুদ্ধতা কাহারও অনুভূত হয় না। (বেদান্তদর্শন ১৯ পৃঃ)

ভাগবত বলিয়াছেন, "সর্বং ত্বমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্" (৭।৯।৪৮)—হে সর্বব্যাপিন্, তুমি সগুণ ও নির্গুণ, তুমি সমস্তই। মহাভারত বলিয়াছেন "নির্গুণায় গুণাত্মনে" (শান্তিপর্ব ৩৩৮।৩)।

রূপ নাই রূপ আছে, এই দুইটি কথা একই সময় কিভাবে সত্য হইতে পারে সে পক্ষে আর এক প্রকার সমাধান দৃষ্ট হয়।

সংস্কৃত ব্যাকরণে দুই প্রকার নঞ্ দৃষ্ট হয়। প্রসজ্য-প্রতিষেধ ও পর্য্যুদাস। যেখানে নঞ্ ক্রিয়ান্বয়ী অর্থাৎ কোন ক্রিয়াপদের সঙ্গে যুক্ত, সেখানে নঞ্ দ্বারা বিশেষ ভাবে নিষেধ করা বুঝাইবে। যেমন "একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত" একাদশীতে আহার নিষিদ্ধ,

এই নঞ্ প্রসজ্যপ্রতিষেধ। একাদশীতে কোন প্রকারেই আহার করিবে না। এই 'না' কথাটি 'করিবে' ক্রিয়ার সহিত অন্বয়ী। করা চলিবে না, মহাপ্রসাদ উপস্থিত হইলেও না।

পর্যুদাস 'নঞ্' ক্রিয়ার সহিত যুক্ত নহে। উহা বিশেষ্য বা বিশেষণের সহিত সংযুক্ত, প্রায়শঃ নঞ্-সমাসবদ্ধ। উহাতে একান্তভাবে নিষেধ বা অত্যন্তাভাব বুঝাইবে না। ছেলেটির মাথা নাই বলিলে মাথার অভাব বুঝাইবে না। ঐ বয়সের আর দশটি ছেলের মত পঠিত বিষয় গ্রহণে যোগ্যতার অভাব বুঝিতে হইবে। ইনি অব্রাহ্মণ বলিলে ইনি একটা পশুপাখী বা ইটপাথর এরূপ বুঝাইবে না। বুঝাইবে তৎসদৃশ তদন্য। আকৃতি প্রকৃতি আচরণ বিদ্যাবত্তা এই সব ব্রাহ্মণের মত নহে। কিন্তু, জন্মে ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব এইরূপ বুঝাইবে।

তদ্রূপ শ্রুতির অরূপ শব্দের 'নঞ্' পর্যুদাস। কারণ ইহা ক্রিয়ার সহিত অন্বিত নহে। রূপ এই বিশেষণের সহিত যুক্ত। নঞ্-সমাসবদ্ধ। অরূপ অর্থ রূপের অত্যন্তাভাব নহে। তাঁহার রূপ আছে ঠিকই। তবে জগতের নশ্বর বস্তুর রূপ যেমন সর্বদা পরিবর্ত্তনশীল, সেই প্রকারের রূপ ব্রহ্মের নাই। তাঁহার রূপ পরিবর্ত্তনহীন, তাঁহার রূপ আমাদের দশজনের মত নয়। তাঁহার রূপ শাশ্বত নিত্য। ইহা বুঝাইবার জন্য অরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

আলোচ্য মন্ত্রে ব্রহ্মকে 'অকায়ম্' বলা হইয়াছে। আবার কঠ-শ্রুতি বলিয়াছেন, "তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ (১।২।২৩)"

বন্ধবস্তু যাহাকে বরণ করেন তাঁহার নিকট স্বীয় তনু প্রকাশ করেন। কায়া নাই, আবার তনু প্রকাশ করেন কিরূপে? এই আপাতবিরোধিতার সমাধান এই যে, অকায়ম্ অর্থ কায়া নাই, কায়ার অত্যন্তাভাব, এরূপ নহে। আমাদের জীবের কায়া যেরূপ পচনগলন মরণশীল, যৌবনে কৈশোরে বাল্যে বার্দ্ধক্যে পরিবর্ত্তন-শীল, তাঁহার দেহ সেইরূপ নহে। তাঁহার কায়া অনাদিকাল ধরিয়াই একই প্রকার রহিরাছে। আমাদের দেহ জড়া প্রাকৃতির বিকার হইতে জাত। তাঁহার দেহ অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-ঘনীভূত। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ।

এই সমাধান অনেকাংশে নির্দ্দোষ বলিয়া কোন কোন আচার্য্যপাদ গ্রহণ করিয়াছেন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

"অপাণি শ্রুতি বর্জ্জে প্রাকৃত পাণিচরণ" (চৈঃ চরিতামৃত) শ্রুতিতে আছে, তিনি 'অপাণি-পাদ' তাঁহার হাত পা নাই। মহাপ্রভু বলেন এই 'নঞ্'-এর অকার প্রাকৃত—প্রকৃতির বিকার জাত হস্তপদেরই বর্জ্জন করিয়াছেন। অপ্রাকৃত হস্তপদ আছে ইহাই বুঝাইতেছে।

ঈশ-শ্রুতির নবম মন্ত্র হইতে চতুর্দশ মন্ত্র পর্য্যন্ত আর একটি প্রকরণ। বিদ্যা অবিদ্যার সংবাদ, অসম্ভূতি সম্ভূতির কথা। বিদ্যা অবিদ্যা কি? মুণ্ডক শ্রুতি পরা অপরা দুই প্রকার বিদ্যার কথা কহিয়াছে। চারিবেদ (কর্ম্মকাণ্ড) ও ষড়ঙ্গ শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ। উপলক্ষণে জগতের সকল বিদ্যাই অপরা

বিদ্যা। আর যে বিদ্যাদ্বারা অক্ষর পুরুষকে জানা যায় তাহাই পরা বিদ্যা।

ইহকালের সুখের লালসায় পরকালে স্বর্গের লালসায় যে বিদ্যাই অর্জ্জন করা যায় তাহাই অপরা, তাহাই অবিদ্যা। পর ব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হইবার জন্য, অমৃতত্ব লাভ করার জন্য যাহাই অর্জ্জন করা যায় তাহাই পরা বিদ্যা বা প্রকৃত বিদ্যা। এই ব্যাখ্যান শুনিলে মনে হয় যে, অবিদ্যা ত্যাগ করিয়া বিদ্যাই অর্জ্জন করিতে হইবে। কিন্তু শ্রুতির তাহা অভিমত নহে।

শ্রুতি বলেন, "যে শুধু অবিদ্যার পিছনে ছুটে সে অন্ধকারে প্রবেশ করে। যে শুধু বিদ্যার পিছনে ছুটে সে আরও গভীর অন্ধকারে ডুবিয়া যায়। এই দু'য়ের রহস্য যিনি জানেন তিনি অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করতঃ বিদ্যা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করেন।"

অবিদ্যা চর্চ্চাও করিতে হইবে। তাহাতে দুইটি লাভ হইবে। এই জাগতিক বিষয় সকল ভাল ভাবে জানিলে সংসারের কর্ত্তব্য গুলি যথাযথ ভাবে করিলে স্বার্থের, ক্ষুদ্র আমিত্বের বিনাশ হইবে। ক্ষুদ্র সংকীর্ণ আমিত্বটি মরিয়া গেলেই মৃত্যুকে পার হওয়া হয়। আর, সংসারে ভোগ্য বস্তুগুলি যে নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী তাহাও অবিদ্যা চর্চ্চা দ্বারা জানা যায়। শাস্ত্রাদি আলোচনা করিলেও অনুভব হয় যে অনিত্য বস্তুর পিছনে ছুটাছুটি করা বিড়ম্বনা। কর্ম করিয়া জানা যায় যে কর্মের ফল, ইহকালের সুখ ও পরকালের স্বর্গ, সকলই ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং তাহা জীবনের লক্ষ্য হইতে পারে না।

শ্রুতির অভিমত, পার্থিব বিদ্যা ও অপার্থিব বিদ্যা দুইয়েরই প্রয়োজন। পার্থিব বিদ্যা দ্বারা ভোগ্য বস্তু নশ্বর এই জ্ঞান হইবে, ক্ষুদ্র অহংকারী আমিত্বের নাশ হইবে, জগতের মধ্যে জগৎকর্ত্তার মহিমা দর্শন করিয়া তাঁহাকে পাইবার লালসা জাগিবে। তখনই মৃত্যু অতিক্রম হইবে। তারপর ব্রহ্মতত্ত্ব অনুশীলন দ্বারা অমৃতত্বের অধিকারী হওয়া যাইবে। ব্যবহারিক শাস্ত্র সমূহ ও সংসারের কর্ত্তব্য সমূহ উপেক্ষা করিয়া যে পরা বিদ্যার চর্চ্চা করিবে সে পরা বিদ্যার প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না।

অসম্ভূতি প্রকৃতির বিকারজ সম্পৎসমূহ। ইহা নাশশীল বলিয়া ইহার অপর নাম বিনাশ। যাহারা বিনাশশীল বস্তুকে ধরিয়া থাকে তাহারা অন্ধকারে প্রবেশ করে।

সম্ভূতি আত্মার শাশ্বত মহিমা। ইহা নিত্য বস্তু। তথাপি প্রাকৃত সম্পদ্‌কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া যাহারা অপ্রাকৃত সম্পদের অনুধ্যান করে তাহারাও অধিকতর অন্ধকারে পতিত হয়।

শ্রুতির উদ্দেশ্য ভোগ্য বস্তুর মধ্য দিয়াই ভোগ্য বস্তু হইতে ঊর্ধ্বে উঠিয়া মৃত্যু অতিক্রম করিয়া আত্মিক সম্ভূতি লাভে অমৃতত্বের অধিকারী হওয়া। ঐহিক পারত্রিক ইহকাল পরকাল This world and the other world এর সুষ্ঠু সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া জীবনপথে চলাই শ্রুতির লক্ষ্য। ভোগের মধ্যে ডুবিয়া ভোগী হইয়া ভোগকে জয় করা যায় না। ভোগকে ছাড়িয়া ত্যাগী হইয়াও ভোগের হাত এড়ান যায় না। ভোগের মধ্যে থাকিয়া ত্যাগী হইতে পারিলেই ভোগকে জয় করা যায়।

ভোগকে জয় করার নামই মৃত্যু অতিক্রম।

মৃত্যু অতিক্রম না করিলে মৃত্যুঞ্জয় না হইলে অমৃতত্বের আস্বাদন পাওয়া যায় না। অবিদ্যা অনুশীলন করিয়া "শাস্ত্রবিৎ" হইতে হইবে। বিদ্যার অনুশীলন করিয়া "আত্মবিৎ" হইতে হইবে। ত্যাগের আদর্শে পার্থিব সম্পদের মধ্যে চলিয়া ক্রমে অপার্থিব অমৃতের দিকে ছুটিতে হইবে।

নবম হইতে চতুর্দ্দশ মন্ত্রের মধ্যে দুইবার অমৃতত্ব লাভের কথা আছে। সমগ্র শ্রুতি পাঠে বুঝা যায় যে অমৃতত্ব লাভই শ্রুতি শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রুতি স্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়াছেন যে, জগতে প্রকৃত শ্রেয়ঃ একটি মাত্র এবং তাহা হইতেছে অমৃতত্ব লাভ।

"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্ (বৃহ ২।৪।৩) যাহা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হইবে না তাহা দ্বারা আমি কি করিব ? আর্য্যশাস্ত্রের এই অন্তরের সংবাদ উচ্চারিত হইয়াছিল মৈত্রেয়ী নাম্নী এক মহীয়সী রমণীর মুখে। মৈত্রেয়ী তাঁহার স্বামী যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকে বলিয়াছিলেন ঐ কথাটি।

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি ঐ কথা ভালই জানিতেন আবার নিজ প্রিয়তমার মুখে শুনিয়া আরও সুখী হইয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য যে উহা জানিতেন তাহার প্রমাণ বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে (৩।৮।১০)। যাজ্ঞবল্ক্য মহাবিদুষী গার্গীদেবীকে বলিতেছেন—

"যো বা এতদক্ষরং গার্গি অবিদিত্বা অস্মিল্লোঁকে
জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহুবর্ষসহস্রাণি

অস্তুবদেব তস্য তদ্ভবতি।”

অক্ষর ব্রহ্মের তত্ব না জানিয়া যে ব্যক্তি সহস্র বৎসর যজ্ঞ করে, দান করে, তপস্যা করে তাহার সকল কার্য্য বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অক্ষর তত্ব না জানিয়া যার দেহান্ত হয় তার জীবন ক্রীতদাসের মত ব্যর্থ, সে কৃপণ। আর ঐ তত্ব জানিয়া যিনি এই জগৎ ত্যাগ করেন, তিনি ধন্য। তিনি তত্ত্ববেত্তা ব্রহ্মজ্ঞ।

অক্ষর তত্ত্বের সম্যক্ উপলব্ধি হইলে অমৃতত্ব লাভ হয়। অক্ষর তত্ত্বই জগতে পারমার্থিক সত্য। সত্যকে জানিলেই “সত্যস্য সত্যং” অমৃতত্বের উপলব্ধি হয়।

সত্যকে আমরা দেখিতে পাই না কেন? কি হইলে পাওয়া যাইবে ইহা পরবর্ত্তী পঞ্চদশ মন্ত্রে বলিতেছেন। সত্যকে দেখিতে পাই না, তাহার কারণ সত্যের মুখ আচ্ছাদিত আছে, “সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।” কিসের দ্বারা সত্যের মুখ ঢাকা আছে— “হিরণ্ময়েন পাত্রেণ।”

একখানি সোনার থালা দ্বারা সত্যের মুখ ঢাকা আছে। স্বর্ণের প্রতি অর্থাৎ পাথিব সুখ ভোগের প্রতি যতদিন লালসা আছে ততদিন সত্য দর্শন হইবে না, ক্ষুদ্র আমিত্বের অহংকারই এই আবরণের জনক।

অথবা হিরণ্ময় পাত্র অর্থ জ্যোতির্ময় পাত্র। জ্যোতীরাশির ছটায় চক্ষু ঝলসিয়া যায়। জ্যোতি যার, জ্যোতির অন্তরচারী যিনি, তাঁহাকে দেখা যায় না। স্বর্ণ পাত্রকে দেখা যায় ভোগের দৃষ্টিতে। জ্যোতির্ম্ময় পাত্রকে দেখা যায় জ্ঞানের দৃষ্টিতে। জ্যোতির

অভ্যন্তরে যিনি আছেন তাঁহাকে দেখা যায় ভক্তির দৃষ্টিতে। ভক্তি-দৃষ্টি আসে না তাঁর কৃপা ছাড়া। তাই কৃপাময়ের সন্নিধানে প্রার্থনা করিতেছেন, "তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে"— হে পূষন্, জগতের পোষণকর্ত্তা, তুমি সেই সত্যের আচ্ছাদনটি অপসারণ কর। যাহাতে আমি সত্যধর্ম্ম স্বরূপ তোমাকে অনাবৃত দর্শন করিতে পারি। প্রার্থনাটিকে আরও সুন্দর করিয়া কহিতেছেন ষোড়শ মন্ত্রে।

হে পূষন্, তুমি সর্ব্বদাই আমাকে পুষ্ট করিতেছ। আমার দেহ-মনের পোষণ তুমিই করিতেছ, এখন আত্মাকে পুষ্ট কর সত্য দর্শন করাইয়া। হে একর্ষে, একাকী গমনশীল! (এক এব ঋষতে গচ্ছতি) তুমি অনাদিকাল একাই চলিতেছ। আজ তোমার নিত্য সত্য রূপ আমাকে দেখাইয়া চিরসঙ্গী করিয়া লও।

এই বিশ্বসংসার সর্ব্বদা চলিতেছে। তুমিই এই বিশ্বকে যথার্থপথে সর্বদা সংযত রাখিয়া চালাইতেছ। তাই সংযমনাৎ তোমার নাম যম। তুমি একবার আমার উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে সুন্দর পথে সংযত করিয়া রাখ।

সূর্য্য যেমন এই সৌর জগতের কেন্দ্র, সেইরূপ অসংখ্য সৌর জগতের তুমিই কেন্দ্র। তাই তুমিই প্রকৃত সূর্য্য-পদবাচ্য। এই সূর্য্য তোমারই কিরণ-কণা লইয়া জ্যোতির্ম্ময়। হে মহাসূর্য্য, তুমি তোমার রশ্মিরাশি, ব্যূহ (বিগময়) অর্থাৎ দূর কর। তোমার তেজ, তাপদায়ক জ্যোতিঃসমূহ (একীকুরু), উপসংহার কর। তাহা না হইলে আমি যাহা দেখিতে চাই তাহা দেখিতে পাইব না।

তুমি কি বস্তু দেখিতে চাও? উত্তরে বলিতেছেন ঋষি, আমি দেখিতে চাই তোমার জ্যোতি নয়, তেজ নয়, ঐশ্বর্য্য মহিমা নয়। আমি দেখিতে চাই তোমার মাধুর্য্য। তোমার রূপখানি। যে রূপ মহাকাল স্বরূপে সর্বদা ধ্বংসে নিযুক্ত "লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ" সেই রূপ নহে। যে রূপ তোমার কল্যাণতম, যে রূপ অত্যন্ত শোভন, নয়নমনঃকর্ষী। যে রূপে তুমি "পুরুষ যোষিৎ কিংবা স্থাবর জঙ্গম সর্বচিত্তাকর্ষক"—সেই রূপখানি দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। আমার নিজের দেখিবার সামর্থ্য নাই। তোমার প্রসাদেই তোমাকে দেখিতে চাই।

আবরণ সরাইয়া তোমার কল্যাণতম রূপখানি আমাকে তোমার দেখাইতেই হইবে। কারণ তুমি আমার পর নও। আমিও তোমার পর নই। তোমার যে পুরুষ-রূপ, যে রূপে তুমি এই বিশ্বপুরীতে শয়নে আছ, যে রূপে তুমি আমার এই দেহ-পুরীর অন্তরে শয়নে আছ, সর্বদা বিরাজমান আছ, সেই পুরুষ স্বরূপ আর আমাতে ভেদ কি আছে?

আমি যে "আমি আমি" করি সে তো সেই পুরুষকে আশ্রয় করিয়া। তোমার অন্তরচারী পুরুষ-সত্তাতেই আমার সত্তা। তোমার আত্মা আমার আত্মা এক। তোমার হৃদয় আমার হৃদয় অভিন্ন। তোমার প্রাণের স্পন্দনেই আমার প্রাণ স্পন্দিত। আমিই তুমি, তুমিই আমি। "যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।"

তেজোময় পুরুষের তেজোরাশি সরাইয়া শুদ্ধ প্রেমময় রসময় মধুময় কল্যাণময় রূপটি দর্শন করিতে আকুল লালসাযুক্ত হইয়া

ঋষি এই প্রার্থনা করিতেছেন।

প্রার্থনা করিতে করিতে আকুল হইয়া ভাবিতেছেন, কই সেই রূপের দর্শন তো মিলিল না। জীবন-প্রদীপ তো নির্বাণোন্মুখ। মরণের তো কোন অবধারিত কাল নাই। প্রত্যেক দিনইত মরিতেছি। "মৃত্যুর্জন্মবতাং বীব দেহেন সহ জায়তে।" নীতি-শাস্ত্রকার কহিয়াছেন, "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ", মৃত্যু চুলের মুঠি ধরিয়া আছে এই রূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে। ঋষিও তাহাই ভাবিতেছেন, মৃত্যু তো আমার সম্মুখে। আমি মুমূর্ষু। এখন আমার দেহের বায়ুব ভাগ বায়ুতে মিশিয়া যাইবে। অগ্নির ভাগ অগ্নিতে চলিয়া যাইবে। মাটির ভাগ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। কিন্তু আমার মধ্যে যাহা অমৃতময় তাহা কোথায় যাইবে?

আমার যেটুকু প্রকৃত অমৃতময় আমিত্ব, যাহা পরমামৃত স্বরূপ তাহা সেই কল্যাণতম রূপের কাছে চলিয়া যাউক। যাবে তো? কি জানি যাবে কি না।

যাহা করা উচিত ছিল যাহা ছিল কর্ত্তব্য, তাহা করি নাই। যাহা স্মরণ করা উচিত ছিল যাহা ছিল স্মর্ত্তব্য তাহাও স্মরণ করি নাই। আরে মন, হে ক্রতু! কি ছিল, কবণীয় তাহা স্মরণ কর, আর কি করিয়াছ 'কৃতং' তাহাও স্মরণ কর।

অমৃতের সন্তান আমি। অমৃত স্বরূপে আমার যাহা করা উচিত ছিল, আমার যাহা হওয়া উচিত ছিল, আর জড় দেহধারী রূপে আমি যাহা করিয়াছি ও হইয়াছি, তাহার মধ্যে ব্যবধান

বিশাল। এই ব্যবধানটা যখন স্মরণ পথে আসে তখনই বিবেকের আলো জ্বলিয়া উঠে। ঋষি "ক্রতো স্মর কৃতং স্মর" বলিয়া আমাদিগকেও সেই বিবেকের প্রদীপ জ্বালাইতে বলিতেছেন।

বিবেকের আলোতে উজ্জ্বল হইয়া ঋষি ঈশ-শ্রুতির শেষ প্রার্থনাটি করিতেছেন অষ্টাদশ মন্ত্রে—

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম ॥ ১৮

হে অগ্নিময় ব্রহ্মজ্যোতিঃ! হে জ্যোতিষ্মন্ পুরুষ! তুমি আমাদিগকে সুপথে লইয়া যাও। যে পথে গেলে সেই অমৃতময় প্রেমধন পাইব সেই পথই সুপথ। সেই পথে চালাও। হে দেব, হে লীলাময়, আমাদের সকল যোগ্যতাকে জানিয়া সকল অযোগ্যতাকে ক্ষমা করিয়া অন্তর হইতে যত কুটিল বঞ্চনাত্মক পাপ তাহা চিরতরে বিদূরিত কর।

আমরা যাহা পাইবার যোগ্য নই তাহাও চাই, মনে আশা তুমি কৃপা করিয়া দিবে। আমাদের কিছুই নাই দিবার মত। কেবল নমস্কার। শত সহস্রবার বলিব তোমাকে নমস্কার। শত সহস্রবার তোমার অগ্রে নমস্কার করিব।

'আসন তলের মাটির পরে লুটিয়ে রব
তোমার চরণ ধূলায় ধূলায় ধূসর হব'
"ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম।"

ঈশ-শ্রুতির শিক্ষা

মানবের জীবন বহুমুখী। জীবনের যাত্রা-পথে অনেক বিরোধিতা। বিরোধিতার আঘাতে এক পার্শ্বে সরিয়া পড়িলেই পরাজয়। বিরোধিতার মধ্যে সামঞ্জস্য আনিয়া চলিতে পারিলেই জীবনে উৎকর্ষ লাভ হয় ও পরম বস্তুর প্রাপ্তি ঘটে।

ঈশ্বর ও জগৎ ইহার মধ্যে এক বিরোধিতা আছে। ঈশ্বর নিত্য, জগৎ অনিত্য। ঈশ্বর অপরিবর্ত্তনীয়, জগৎ সতত পরিবর্ত্তনশীল। ইহা দেখিয়া কাহারও মনে হয় ঈশ্বরই সত্য, জগৎ মিথ্যা, কাহারও মনে হয় জগতই সত্য ঈশ্বরই কল্পনা। ঈশ-শ্রুতি ইহার মধ্যে সমন্বয় করিয়াছেন।

"ঈশা বাস্যম্ ইদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" এই জগৎ নিত্য শাশ্বত ঈশ্বর কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত আছে। এই অনিত্য জগতের প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে ঈশ্বর বাস করিতেছেন, জগতের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের প্রকাশ। ঈশ্বর-বিহীন জগৎ মূল্যহীন।

মটর গাড়ীখানার মধ্যে ড্রাইভার বসিয়া আছেন। তিনি না থাকিলে গাড়ীখানা চলিতে পারে না। হঠাৎ কোন কারণে গাড়ী যদি চলিতেও আরম্ভ করে, তবে তাহা চালক না থাকিলে ভাগাড়ে পড়িয়া যাইবে। সেইরূপ ঈশ্বর ছাড়া জগৎ চলিতে পারে না। চলিলে বিপথগামী হইবে।

আবার ড্রাইভারের যে ড্রাইভারী বিদ্যা তাহার প্রকাশ গাড়ী-খানার মধ্য দিয়াই। গাড়ী ছাড়াও ড্রাইভার থাকিতে পারেন কিন্তু

তখন তাঁর ঐ বিদ্যার বিকাশ হয় না। তেমনি জগৎ ছাড়াও ঈশ্বর থাকিতে পারেন কিন্তু তাঁহার সৃষ্টিকর্তৃত্ব, পালকত্ব, নিয়ন্তৃত্ব প্রভৃতি গুণের প্রকাশ থাকিবে না।

সুতরাং জগৎ আর ঈশ্বরের মধ্যে কোন বিরোধিতা তো নাই-ই বরং অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধ। যাঁহারা জগৎ উপেক্ষা করিয়া ঈশ্বর খোঁজ করেন তাঁহারা অন্ধকারে ঘোরেন, যাঁহারা ঈশ্বর উপেক্ষা করিয়া জগতের বস্তু সকল লইয়া মাতামাতি করেন তাঁহারাও ভাগাড়ের পথে চলেন;

ভোগ আর ত্যাগ দুইয়ের মধ্যে একটি বিরোধিতা আছে। জগতে কত ভোগ্য সামগ্রী আছে, কত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ আছে এবং তাহা ভোগ করিবার যোগ্য ইন্দ্রিয়সকল আমাদের আছে। সুতরাং জগৎ আমাদের ভোগের জন্য। জীবনের সার্থকতা ভোগ-সুখের মধ্যেই—এই একদল মানুষের ভাবনা।

আবার বিপরীত ভাবনাও আছে। ভোগের মধ্যে শান্তি নাই। ভোগের দ্বারা ভোগের তৃপ্তি নাই! ভোগে উন্মত্ত মানুষ কর্তব্যজ্ঞান ভ্রষ্ট হইয়া কত কুকাজ করে। ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া জীবনকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়, সুতরাং ভোগ কখনও জীবনের লক্ষ্য নয়। ভোগ্য প্রলোভনের বস্তুসকল ত্যাগ করিয়া ত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবনই উৎকৃষ্ট এবং বাঞ্ছনীয়। এই বিপরীতমুখী দুই প্রকার ভাবনার মধ্যে সমন্বয় আনিয়াছে ঈশ-শ্রুতি।

"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।" ভোগময় জগতে আসিয়াছ ভোগ তো করিবেই, কর। কিন্তু ত্যাগের ভিত্তিতে কর। ত্যাগী হইয়া

ভোগ কর। ভোগ-লালসা ত্যাগ করিয়া ভোগ কর। ভোগীর ভোগেও সুখ নাই, ভোগের অভাবেও সুখ নাই। ত্যাগী ব্যক্তির ভোগেও সুখ, ভোগ্য বস্তু না থাকিলেও সুখ। তিনি "যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ।"

জগতে যত দুঃখ আসিয়াছে ভোগ-লালসা হইতেই। ঐ লালসা ত্যাগই ত্যাগ। ভোগ্যবস্তু ত্যাগেই ত্যাগ হয় না। বৈরাগ্যের লক্ষণ সংসার বর্জ্জন নহে। ভোগস্পৃহা বর্জ্জনই বৈরাগ্য। বাসনাহীন ব্যক্তি অসীম শান্তির অধিকারী। পরার্থে নিজ সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে ত্যাগী ব্যক্তিই সক্ষম, জগদ্ধিতায় নিজ সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করার মধ্যে এক বিপুল আনন্দ নিহিত আছে। সুতরাং ভোগ ও ত্যাগের মধ্যে বিরোধিতা নাই; নিবিড় সামঞ্জস্য আছে।

কর্ম্ম আর মুক্তি। ইহাদের মধ্যে একটা বিরোধিতা আছে। কর্ম্মের মধ্যে আছে গতি। মুক্তির মধ্যে আছে স্থিতি। স্থিতি গতি-বিরোধী। যে মুক্তি চায় সে কর্মবিমুখ। যে কর্ম্মী নিয়ত ছুটাছুটি করে, যে সর্বদা কর্ম্মব্যস্ত, সে কখনও কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্তির ভাবনাও ভাবে না।

ঈশ-শ্রুতি ইহাদের মধ্যে সমন্বয় আনিয়াছে। কর্ম্ম কর। শতবর্ষ বাঁচিয়া কর্ম্ম কর। নির্লিপ্ত হইয়া কর্ম্ম কর। অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম কর। তাহাতেই আসিবে যথার্থ মুক্তি। যাহারা ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য কর্ম্ম করে তাহারা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে ডাকিয়া আনে গাঢ় অন্ধকার। তাহারা আত্মোন্নতি করিতে পারে না। তাহারা হয় আত্মঘাতী।

নিজের আত্মাকে সকল মানুষের মধ্যে দেখ। সকল মানুষকে নিজের আত্মার মধ্যে দেখ। সকলের কল্যাণেই তোমার কল্যাণ। এই দৃষ্টিতে কর্ম কর। ইহা হইতেই তোমার প্রকৃত মুক্তি। ইহা ছাড়া মুক্তির কল্পনা ভুল।

আপত্তি—ঈশ্বর স্থির শান্ত অচঞ্চল। তাঁহাকে পাইলে মুক্তি, তাঁহাকে পাইতে স্থির শান্তই হইতে হইবে। কর্মব্যস্ততায় কি করিয়া মুক্তি আসিবে?

ঈশ-শ্রুতির উত্তর—ঈশ্বর শুধু শান্ত নিষ্ক্রিয় নহেন। দেখ তাঁর স্বরূপ। তিনি স্থির—কিন্তু সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী। তাঁহার মধ্যে অনন্ত প্রাণশক্তি ক্রিয়াপরায়ণ। তিনি চলেন, তিনি চলেন না। যে অপূর্ণ সে চলে। তিনি পূর্ণতম তাই চলেন না, চলিতে পারেন না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তিনি পূর্ণ হইয়াও চলেন। আত্মারাম হইয়াও ক্রীড়া করেন। কর্মাতীত হইয়াও কর্ম করেন। তাঁহার কর্ম অভাবের তাগিদে নহে, প্রয়োজনের তাগিদে নহে। তাঁহার কর্ম পূর্ণতার প্রেরণায়, আনন্দের উদ্বেলতায়। তাঁহার কর্ম লীলা। স্বচ্ছন্দ তাঁহার গতি—অগ্নি যেমন জ্বলে, মণি যেমন আলো ছড়ায়। স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া।

ঈশ্বর কত বিরুদ্ধ-ধর্মাশ্রয়। তিনি স্বয়ম্ভূ আবার পরিভূ। তিনি নিজেতে নিজে পূর্ণ আবার আপনাকে ছড়াইয়া দিয়াছেন সর্বত্র। তিনি অব্রণ, অপূর্ণতার বিন্দুমাত্র চিহ্ন তাহাতে নাই, তবু তিনি পর্যগাৎ, দূর-দূরান্ত চলিয়া গিয়াছেন।

তিনি কবি ক্রান্তদর্শী, আত্মদর্শী। আবার মনীষী। মনীষী

মনন করেন। বুদ্ধির উপরে বোধিতে যিনি স্থিত তিনি কবি। তিনি কবি হইয়াও মনীষী—বুদ্ধির ভূমিকায় বিচরণ করেন। দেখ কত বিরোধিতার সমন্বয় ঈশ্বরে। তাঁহাকে পাইতে গেলে তাঁহার কিঞ্চিৎ 'সাধর্ম্য' পাইতে হইবে। তিনি স্থির হইয়াও গতিমান্। আত্মারাম হইয়াও অনন্ত কর্মময়। এই আদর্শে চল। ইহা ঈশ-শ্রুতির নির্দ্দেশ।

বিদ্যা আর অবিদ্যা। অক্ষর পুরুষের জ্ঞান বিদ্যা, বৈষয়িক অসংখ্য বিষয়ের জ্ঞান অবিদ্যা। একত্বের জ্ঞান বিদ্যা। বহুত্বের দর্শন অবিদ্যা। একদল আছেন অবিদ্যাকে উপেক্ষা করিয়া বিদ্যানুশীলন করেন। আর একদল বিদ্যার খবর রাখেন না, অবিদ্যা লইয়াই মত্ত থাকেন। ঈশ-শ্রুতি সমন্বয় করিয়াছেন। একত্ব কি? একটি শুদ্ধ সংখ্যাগত একত্ব অর্থহীন। জীবন্ত বাস্তব একত্বের অভিব্যক্তি বহুত্বের মধ্য দিয়াই। একটি বটগাছ, প্রকাশ তার অগণিত শাখা-পত্রের মধ্য দিয়া। শুধু বহুত্ব টিকিয়া থাকিতেই অক্ষম, একত্বই বহুত্বের প্রাণ। সংঘ সংহতি সমিতি জাতীয়তা ইহা মানবসমাজের প্রাণ। ইহার অভাবে সমাজ ছিন্নভিন্ন।

সূত্র ছিঁড়িলে মালার সত্তা থাকে না। ফুলগুলি ছিন্নভিন্ন। এক আত্মা ছাড়িয়া গেলে দেহের সাত হাজার লক্ষ জীবাণু বিচ্ছিন্ন হইয়া পচিয়া গলিয়া দুর্গন্ধ ছড়াইবে, সুতরাং একত্ব পাইয়াই বহুত্ব সার্থক, বহুত্বের মধ্য দিয়াই একত্ব অর্থপূর্ণ, জীবন্ত।

বহুত্বের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিলে—ক্ষুদ্র আমিত্বের চিন্তা

চলিয়া যায়। তাহারি ফলে মৃত্যু অতিক্রম হয়। ইহাই অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হওয়া। একত্ব জ্ঞানে—বিদ্যা দ্বারা অক্ষর পুরুষের সন্ধান মিলিলে অমৃতত্ব লাভ হয়।

সম্ভূতি আর অসম্ভূতি ইহাদের মধ্যে বিরোধিতা। ঈশ-শ্রুতি সমাধান করিতেছেন। [১৪শ মন্ত্রের দুই প্রকার পাঠ দৃষ্ট হয়। কোথাও আছে অসম্ভূত্যা অমৃতমশ্নুতে, কোথাও আছে সম্ভূত্যামৃত-মশ্নুতে। এই দিকে দৃষ্টি করিয়া পূর্বে যেরূপ অর্থ করা হইয়াছে তাহা হইতে অন্যরূপ অর্থ করা যাইতেছে।]

সম্ভূতি—ভূমি জন্ম। সম্যক্ মানবজন্ম।

অসম্ভূতি—অজন্ম। জন্মাতীত নির্বাণ।

যে ব্যক্তি সর্বদা নির্বাণ অনুসন্ধান করে—কি করিলে আর এই জগতে জন্মিতে হইবে না এই সাধনাই করে, সে অন্ধকারে প্রবেশ করে। যে ব্যক্তি ভাবে, কেমন করিয়া জন্মিব, জন্মিয়াই থাকিব না, মরিব না, মরিয়াও আবার জন্মিব, জন্মিয়া ভোগ করিব, স্বর্গে গিয়াও ভোগ করিব—তার ভোগলালসাপূর্ণ জীবন পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর কবলে ঘোরতর অন্ধকারে পতিত হয়। সমাধান বলিতেছেন—

আমি আমার ক্ষুদ্র আমিকে লইয়া বাঁচিতে চাই। এইরূপে কিছুতেই বাঁচা যাইবে না। সর্বাগ্রে চাই ক্ষুদ্র আমিত্বের সম্পূর্ণ পরিহার। যার ফলে হইবে সীমাবদ্ধ আমিত্বের বিনাশ। দেহ-সর্বস্ব আমিরই মৃত্যু আছে। এই আমিত্বের বিনাশ হইলেই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়। মর যে, সে মরিয়া গেলে আর

মরিবে কে ?

যদি মনে হয় মরিয়া গেলে তো সবই গেল। না, সবই গেল না, ক্ষুদ্র আমিত্বের বিনাশে একটা মহত্তর আমির জন্ম হইবে। দেহ-বাদের বিনাশে আত্মবাদের জন্ম হইবে, এই নবজন্ম দ্বারা হইবে অমৃতত্বের লাভ। প্রকৃত লৌকিক সম্ভূতির বিলুপ্তিতে অলৌকিক অপ্রাকৃত সম্ভূতির প্রকাশ হইবে, এই সম্ভূতিই অমৃতত্বের প্রসূতি, বিরাট আত্মার সঙ্গে একত্বানুভূতিতে যে মৃত্যুঞ্জয়া সম্ভূতি তাহাই মিলাইয়া দিবে জীবনকে অমৃতস্বরূপের সঙ্গে। এই কথাই বলিয়াছেন 'বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে।' ঈ১৪

আর এক বিরোধিতা আছে জ্ঞান আর ভক্তির মধ্যে। জ্ঞান চায় ঈশ্বরের সঙ্গে একত্ব, জ্ঞান বলিতে চায়, সোঽহমস্মি। আর ভক্তি চায় তাঁহার রূপমাধুর্য্য দর্শনে বিভোর হইয়া আত্মসমর্পণ। ঈশ-শ্রুতি সমন্বয় করিয়াছেন—

যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি

ইহা শুদ্ধ জ্ঞানের কথা, "যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি" ইহা পরমভক্তের উক্তি। কি করিয়া দু'য়ের মিলন ঘটাইলেন শ্রুতি ?

ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের অভেদও আছে ভেদও আছে। একত্বও আছে পৃথক্ত্বও আছে। তিনি আর আমি এক ইহাও ঠিক। তিনি বিরাট, আমি ক্ষুদ্র, তিনি অংশী আমি অংশ ইহাও ঠিক। ভেদা-ভেদ সিদ্ধান্তেও ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের একটি মিলন আছে পরম একত্বের। দীর্ঘ বিরহের পর পরম প্রিয়জন কর্তৃক আলিঙ্গিত হইলে

যেমন বাহ্যাভ্যন্তর জ্ঞান থাকে না, একটি একত্বের শান্ত অনুভূতি হয়। যখন পরম প্রিয়তম পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেইরূপ মিলন ঘটে, তখন সাধক বলেন সোঽহমস্মি। তিনি আমি একই—তুমি আমি একই অভিন্ন-হৃদয়, তোমার হৃদয়ের স্পন্দনেই আমার হৃদয় স্পন্দিত।

কিন্তু, এই ভূমিতেই সাধকের স্থিতি থাকে না। অভেদানুভূতির পর আবার ভেদানুভূতি জাগিয়া উঠে, কারণ ভেদ-অভেদ দুইই সমান সত্য। ভেদবোধ জাগিয়া উঠিলে দেখা যায় তিনি কত বড় আমি কত ক্ষুদ্র, তিনি ভূমা আমি অল্প। ক্ষুদ্র বলিয়াই ভুল পথে যাই। প্রার্থনা জাগে, অন্ধকার পথে নিও না, সুন্দরপথে লইয়া যাও। তোমার সুন্দর রূপ দেখাও।

প্রার্থনার সঙ্গে জাগিয়া উঠে ভক্তি। বার বার বলিতে ইচ্ছা হয় তোমায় নমস্কার করি। বারবার মাথা নীচু হইয়া যায়, অবনত শির আবার তুলিয়া সাধ জাগে তাঁর কল্যাণতম রূপের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলি। ভক্তি তখন পরাভক্তিতে পরিণত।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

গীতা বিশুদ্ধ জ্ঞানকেই একভক্তি বলিয়াছেন। ব্রহ্মভূত হইবার পরই পরাভক্তি লাভের কথা বলিয়াছেন। ঈশ-শ্রুতিও এই জ্ঞান ভক্তির সম্মিলিত সরণি নির্মাণ করিয়াছেন। ঈশ-শ্রুতি পূর্ণাঙ্গ জীবন-লাভের একখানি স্বচ্ছ দর্পণ।

পূর্ব কথিত বিরোধিতাগুলির সমন্বয়ের ভিত্তি ভেদাভেদ বাদ।

ভেদও সত্য অভেদও সত্য। আচার্য্য নিম্বার্ক ভেদাভেদের কথা যুক্তিতর্ক দ্বারা স্থাপন করিয়াছেন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব জীবের স্বরূপ নির্ণয়ে বলিয়াছেন—"কৃষ্ণের তটস্থ শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।" শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন ভেদ এবং অভেদ অত্যন্ত বিরোধী, তাহাদের একত্রাবস্থান অযৌক্তিক। সুতরাং ভেদাভেদ সত্য নহে।

গৌড়ীয় আচার্যপাদেরা উত্তর দিয়াছেন—ভেদ এবং অভেদ বিরোধী বটে যতক্ষণ আপনি বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা করেন। চিন্তার ঊর্ধ্বে অচিন্ত্য ভূমিতে চলিয়া যান। যেখানে বুদ্ধির কাজ নাই বোধি আছে, যেখানে নিম্নমানের বিচার নাই, উচ্চমানের অনুভূতি আছে। তর্ক নাই, আস্বাদন আছে। এই অচিন্ত্য ভূমিকায় ভেদাভেদ সামঞ্জস্য-পূর্ণ। সেই ঊর্ধ্ব ভূমিকায় সকল বিরোধিতার মধ্যে মহাসমন্বয় বিরাজিত। তাই বুঝি বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে লিখিয়াছেন "তত্তু সমন্বয়াৎ"। ঈশ-শ্রুতির মহাসমন্বয় নিরুপম।

ইতি ঈশ-শ্রুতির উপনিষদ্‌-ভাবনা সমাপ্তা।

———

সামবেদীয়

কেন-শ্রুতি

"তদ্‌বেদগুহ্যোপনিষৎ সুগূঢ়ম্‌"

উপনিষদ্‌-ভাবনা

ঈশোপনিষৎ যেমন বেদেরই একটি শাখার মন্ত্র, কেনোপনিষৎ সেরূপ নহে। ইহা সামবেদের একটি শাখার ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত। ইহার অপর নাম তলবকার উপনিষদ্‌। 'কেন' শব্দ দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া কেনোপনিষদ্‌ বলা হয়। ঈশোপনিষৎও ঈশা শব্দ দ্বারা আরম্ভ বলিয়া ঐ নামে অভিহিত।

কেন-শ্রুতির শান্তিপাঠ—

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্‌ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো
বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্‌। মাঽহং ব্রহ্ম
নিরাকুর্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ। অনিরাকরণং মেঽস্তু,
অনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু
ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

আমার অঙ্গসকল বাক্য প্রাণ চক্ষুঃ কর্ণ বল ও সকল ইন্দ্রিয় পরিপুষ্ট হউক। উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মই সব। আমি যেন ব্রহ্মকে অস্বীকার না করি। ব্রহ্ম যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না

করেন। আত্মাতে নিরত যে আমি সেই আমাতে উপনিষদ্-বিহিত ধর্মসকল স্থির থাকুক। তাহা আমাতে স্থির থাকুক।

কেন শ্রুতিতে ৩৫টি মন্ত্র, ইহার চারিটি ভাগ। এক এক ভাগের নাম খণ্ড। প্রথম খণ্ডে ৯টি মন্ত্র, দ্বিতীয় খণ্ডে ৫টি মন্ত্র, তৃতীয় খণ্ডে ১২টি মন্ত্র ও চতুর্থ খণ্ডে ৯টি মন্ত্র আছে। প্রথম খণ্ডের প্রথম মন্ত্র—

ওঁ কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ ইত্যাদি

উপনিষদ্-ভাবনা

শিষ্যের প্রশ্ন—আমাদের মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যাইতেছে। ইহা কাহার ইচ্ছায় হইতেছে? কাহাদ্বারা হইতেছে? প্রাণ-শক্তি কাহা দ্বারা নিযুক্ত হইয়া শরীর রক্ষা করে? আমরা যে কথা বলি, বাক্য উচ্চারণ করি, ইহা কে বলায়? কথাগুলি কার অভিপ্রায় প্রকাশ করে?

আমাদের চক্ষু রূপ দেখে, আলোর সঙ্গে তার যোগ। কাণ শব্দ শোনে, আলোতরঙ্গের সঙ্গে তার কোন যোগ নাই, শব্দ তরঙ্গের সঙ্গে তার যোগ। এই যে নিজ নিজ বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের নিযুক্তি, ইহা কে করিল?

অথবা চক্ষুর দেখার সঙ্গে কাণের শোনার যে একটা মিল আছে তাহা কে ঘটায়? অনেকদিন পূর্বে একজনকে দেখিয়াছি। আজ তার আওয়াজ শুনিয়া বুঝিলাম, ঐ সেই দেখা লোকটির এই কণ্ঠস্বর। এই চক্ষুর কার্য্যের সঙ্গে কর্ণের কার্য্যের মিল ঘটাইল কে? এইরূপ প্রত্যেকটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ই নিজ নিজ বিষয়ে

ঠিক ভাবে লাগিয়া থাকে অথচ তাহাদের পরস্পরের সঙ্গে যোগা-যোগও আছে। এই কার্য্য কাহার কর্ত্তৃত্বে সম্পন্ন হয় ?

আচার্য্য শিষ্যের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন দ্বিতীয় মন্ত্র হইতে। আচার্য্য বলিতেছেন, একটি পরম বস্তু আছে যাহা শ্রোত্রেরও শ্রোত্র, মনেরও মন, বাক্যেরও বাক্য, প্রাণেরও প্রাণ, চক্ষুরও চক্ষু। সেই বস্তুটি হইতেছে চৈতন্য।

কর্ণের যে শব্দাভিব্যঞ্জন তাহা আত্মচৈতন্যে আছে বলিয়াই সম্ভব। মনের যে স্বকীয় বিষয়ে সংকল্প বা অধ্যবসায় তাহা আত্মচৈতন্যে বিদ্যমান আছে বলিয়াই সম্ভব। বাক্যের যে শব্দোচ্চারণ-সামর্থ্য তাহাও আত্মচৈতন্যের সত্তা আছে বলিয়াই সম্ভবপর। প্রাণ-শক্তির যে জীবন-রক্ষণ সামর্থ্য তাহা আত্মচৈতন্য না থাকিলে সম্ভব হইত না। চক্ষুর যে রূপ-গ্রহণ-সামর্থ্য তাহা আত্মচৈতন্যে অধিষ্ঠিত বলিয়াই স্থির আছে।

চক্ষু কর্ণ বাক্ মন প্রাণ ইহারা সকলেই করণ। এই করণ গুলির যে কার্য্যে প্রবৃত্তি ইহা হইতেছে যাঁহার কর্ত্তৃত্বে, তিনি চৈতন্য-সত্তা। কুঠার যে গাছ কাটে তাহার কর্তৃত্ব কুঠারীর হস্তে ন্যস্ত। সেইরূপ চক্ষু কর্ণ যে দেখে শোনে, প্রাণ যে জীবন ধারণ করে, মন যে ভাবনা করে—ইহাদের সকলের প্রকৃত কর্তৃত্ব আত্মচৈতন্যে পর্য্যাপ্ত। ইন্দ্রিয়বর্গকে স্বকীয় বিষয়ে নিযুক্ত রাখে ও পরস্পরকে সংযুক্ত করিয়া রাখে আত্মচৈতন্যই, অপর কেহ নহে।

এই চৈতন্যই ব্রহ্মবস্তু। ইহাকে যতদিন না জানা যায়

যতদিন ইন্দ্রিয়গণকে কর্ত্তা মনে হয়। দেহ নিজেকে কর্ত্তা মনে করিয়া আমি ও আমার শব্দ প্রয়োগ করে। এই চৈতন্য-সত্তাকে জানে যাহারা তাহারা ধীর। বিকারের হেতু থাকা সত্ত্বেও যাহাদের চিত্ত-বিকার হয় না তাহারা ধীর।

ধীর ব্যক্তি যখন চৈতন্য-সত্তাকে জানে তখন তাহার অবস্থা কি হয়? পুত্র মিত্র কলত্র বন্ধুতে আমি আমার ভাব দূর হইয়া যায়। সর্বপ্রকার এষণা দূর হইয়া যায়। তখন সে অমৃতময় হইয়া যায়। ইহকালেই অমরণ-ধর্ম্মী হয়, মৃত্যুঞ্জয় হয়।

এষণা অর্থাৎ কামনা—পুত্র-বিত্ত-ধনৈশ্বর্য্য লালসা ত্যাগ হইলে মানুষ সিদ্ধ হয়। যে সিদ্ধ হয় সে মৃত্যুর পর পরকালেও অমৃতত্ব লাভ করে।

[শঙ্করের ব্যাখ্যা—অস্মাৎ লোকাৎ = পুত্র-মিত্র-কলত্র-বন্ধুষু
মমাহংভাবনং ব্যবহার-লক্ষণাৎ। প্রেত্য = ব্যাবৃত্য,
ত্যক্তসর্বৈষণা ভূত্বা। অথবা অতিমুচ্য ইত্যনেন
এব এষণা-ত্যাগস্য সিদ্ধত্বাৎ অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য
মৃত্বা অমৃতাঃ ভবন্তি]

এই মন্ত্রে চৈতন্য-সত্তার কর্তৃত্ব আছে এইরূপ বলায় চৈতন্য বস্তু যে সগুণ ও সবিশেষ ইহা বুঝিতে পারা গেল।

শিষ্য এই ব্রহ্মের বিষয় আরও জানিতে চাহেন। আচার্য্য বলেন যে ব্রহ্মের বিষয় উপদেশ প্রদান করা কঠিন। কারণ ব্রহ্ম কাহারও বিষয় নয়। ব্রহ্মের কাছে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ যাইতে পারে না। বাক্য যাইতে পারে না, মনও যাইতে পারে না। কারণ

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তিনি চক্ষুরও চক্ষু মনেরও মন। মন অন্য সকল বিষয়ে সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় কবিতে পারে কিন্তু চৈতন্য বিষয়ে পারে না ? কারণ তিনি মনেরও আত্মা। ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা সকল বস্তুর জ্ঞান হয়। যেখানে ইন্দ্রিয় ও মন যাইতে পারে না সে বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান হইবার উপায় কোথায় ?

তবে কি ব্রহ্মের কথা শিষ্যবর্গের কাছে আচার্য্য কিছুই বলিতে পারিবেন না। কিছু পারিবেন কারণ, প্রাচীন জ্ঞানীদের বলিতে শুনিয়াছি যে ব্রহ্ম জ্ঞাত বস্তুগণের মধ্যে পড়ে না, আবার অজ্ঞাত বস্তুর মধ্যেও পড়ে না। ব্রহ্ম প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানগম্য নয় বলিয়া বিদিত বস্তুর মধ্যে পড়ে না। কিন্তু তাই বলিয়া ব্রহ্ম বিদিতের বিপরীত অবিদিত নহে।

ব্রহ্ম প্রত্যক্ষাদিগম্য নয় কিন্তু আগমগম্য। সেই আগম, আচার্য্য-পরম্পরায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। "প্রত্যক্ষাদিভিঃ প্রমাণৈঃ ন পরঃ প্রত্যায়িতুং শক্যঃ, আগমেন তু শক্যতে" "ব্রহ্মার্থ-প্রতিপাদকস্য বাক্যার্থস্য আচার্য্যোপদেশ-পরম্পরয়া প্রাপ্তত্বমাহ, ইতি শুশ্রুম ধীরাণাম্‌ ইত্যাদি"—শঙ্কর।

ব্রহ্ম বস্তুটি কি এবং তাহা কি নহে তাহা পঞ্চম হইতে নবম মন্ত্র পর্যন্ত স্পষ্টতর করিতেছেন। যেন বাক্‌ অভ্যুদ্যতে, যে বস্তু দ্বারা বাক্যের অভ্যুদয় হয়, বাক্যের প্রকাশ ঘটে, বাক্য দ্বারা সেই বস্তু অনভ্যুদিত অপ্রকাশিত। তাহাই চৈতন্যময় ব্রহ্ম। 'ইদং' এই যে সম্মুখে বলিয়া যে বস্তুকে উপাসনা করা হয় তাহা ব্রহ্ম নহে। যাহা জ্ঞানের বিষয় তাহাকেই ইদং বলা চলে। ব্রহ্ম

জ্ঞানের বিষয় নহেন। যাহা বাক্যের আশ্রয় জ্ঞানের আশ্রয় তাহাই ব্রহ্ম।

যে বস্তু আছে বলিয়া মনের মনন-সামর্থ্য,—মন তাহাকে চিন্তা করিতে পারে না। যে বস্তু আছে বলিয়া চক্ষুর দর্শন শক্তি, চক্ষু তাহাকে দর্শন করিতে পারে না। যে বস্তুর বিদ্যমানতায় কর্ণের শ্রবণ-সামর্থ্য, কর্ণ তাহার কথা শুনিতে পায় না। যে বস্তু দ্বারা প্রাণ প্রণীত হয়, নিজ বিষয়ের প্রতি যথাযথ ভাবে কার্য্যকারী হয়, প্রাণ তাহাকে বিষয়ীভূত করিতে পারে না। সেই বস্তুই চৈতন্য, সেই বস্তুই ব্রহ্ম।

যে যার জন্মের কারণ সে তাকে জানিতে পারে না। পিতৃ-মাতৃ-বিবাহ পুত্রের বিদ্যমানতার অপরিহার্য্য কারণ। এই জন্য পিতৃ-বিবাহের সাক্ষ্য দিবার সম্ভাবনা নাই কোন সন্তানের। বিজ্ঞাতৃ-রূপে মূলে ব্রহ্ম-চৈতন্য আছে বলিয়া ইন্দ্রিয়গণ ও মন প্রাণ নিজ নিজ কার্য্য করিতেছে। এই জন্য তাহারা কেহ ব্রহ্ম-চৈতন্যের সংবাদ আনিতে পারে না। ইন্দ্রিয় ও মন যে বস্তুকে জানে তাহা তাহাদের "বিষয়"। নিকট বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই 'ইদং' শব্দ ব্যবহার চলে। সুতরাং যাহা ইদং-পদ-লক্ষ্য তাহা ব্রহ্ম হইতে পারে না। সূর্য্যের জ্যোতিই জগতের সকল বস্তুকে দর্শন-যোগ্য করে। সূর্য্য অস্ত গেলে কোন বস্তুরই ক্ষমতা নাই সূর্য্যকে দেখাইবে অথবা নিজেকে দেখাইবে। চৈতন্যের জ্যোতিতেই ইন্দ্রিয়গণ মন প্রাণ বুদ্ধি সকল প্রকাশিত। চৈতন্য-সত্তা যদি নিজে প্রকাশিত না হয় তাহা হইলে মন প্রাণ ইন্দ্রিয়-

বর্গ কাহারও যোগ্যতা নাই তাহাকে দেখাইয়া দিবে বা নিজের সত্তাকে প্রকটিত করিবে।

নিষ্কর্ষ এই যে ব্রহ্মবস্তু জ্ঞানের মূলাশ্রয়—কখনও জ্ঞানের বিষয় নহে। ব্রহ্মবস্তু চিৎস্বরূপ, কদাপি ইদম্পদবাচ্য নহে। কেন-শ্রুতির প্রথম খণ্ডের নয়টি মন্ত্রের বক্তব্য এখানে শেষ হইল।

ইতি কেন-শ্রুতির প্রথম খণ্ডের উপনিষদ্-ভাবনা।

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ডের মাত্র পাঁচটি মন্ত্র। ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ বস্তু তাহা লইয়া এই মন্ত্রগুলির আলোচনা। শিষ্য মনে ভাবিতেছেন যে ব্রহ্মতত্ত্ব তিনি যে একেবারেই জানেন না এ কিরূপ কথা! অবশ্য কিছু জানেনই। এইরূপ ভাবনা অনুমান করিয়া আচার্য্য বলিতেছেন "যদি মন্যসে সুবেদেতি" যদি তুমি মন কর যে ব্রহ্মের রূপ তুমি বেশ কিছু জান তাহা হইলে বলিব যে যাহা জান তাহা অতি অল্প। শুধু অল্প নহে ভুল ভ্রান্তি পূর্ণ। তাহা পুনরায় আলোচনা করিয়া মীমাংসা করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। (মীমাংস্যমেব তে মন্যে)।

ব্রহ্মের একটি প্রকাশ ভূতময় এই জগতের মধ্যে, তাহা আধিভৌতিক। আর এক প্রকাশ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের মধ্যে, তাহা আধিদৈবিক। এই দুই প্রকাশ সম্বন্ধে কিছু কিছু

বুঝা যায়, জগতের মধ্যে কার্য্য দেখিয়া ও ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব বিষয়ে গ্রহণ-যোগ্যতা দেখিয়া।

ব্রহ্মের অধ্যাত্ম-প্রকাশ হইল আত্মায়। জীবের আত্মা যে ব্রহ্মের বিভাব বা ব্রহ্মাভিন্ন, এই অনুভব সুকঠিন। আত্মা জ্ঞানের মূল উৎস। এই জন্য জ্ঞান সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না! এই জন্য আচার্য্য বলিতেছেন যে, যদি মনে কর যে ব্রহ্মকে তুমি সুন্দর রূপে জানিয়াছ তবে নিশ্চিতই তুমি ব্রহ্মের রূপকে অল্পই জান। তুমি ভূত-সমূহে ব্রহ্মের স্বরূপ যাহা জান আর দেবগণের মধ্যে যাহা জান তাহা অল্পই। তোমার জানার মধ্যে ভ্রম-প্রমাদও আছে। এই জন্য তোমার জানা বিষয় আমি মীমাংসার যোগ্য মনে করি।

পরবর্ত্তী দ্বিতীয় মন্ত্রটি গুরু শিষ্যের কথোপকথন। শঙ্কর বলিয়াছেন—পূর্বমন্ত্রেণ আচার্য্যোক্তিঃ। শিষ্যঃ একান্ত উপবিষ্টঃ সমাহিতঃ সন্ যথোক্তং আচার্য্যেণ আগমং অর্থতঃ বিচার্য্য তর্কতশ্চ নির্দ্ধার্য্য স্বানুভবং কৃত্বা আচার্য্য-সমীপমুপগম্য উবাচ, নাহং মন্যে সুবেদেতি।

আচার্য্যের নিকট শিষ্য পূর্ববর্ত্তী মন্ত্রটি শ্রবণ করিলেন। তৎপর একান্তে বসিয়া সমাহিত চিত্তে আচার্য্যের যে উক্তি তাহার অর্থ বিচার করিলেন ও তর্ক দ্বারা নির্দ্ধারণ করিলেন। ইহাকে বলে মনন। গুরু মুখে শ্রবণের পর মনন বিধান। মননান্তে আচার্য্য সমীপে নিবেদন করিতেছেন অন্তেবাসী।

আমি ব্রহ্মবস্তুকে ভালভাবে জানিয়াছি এরূপ মনে করি না।

আর, আমি জানি নাই ইহাও মনে করি না, আর জানিয়াছি ইহাও মনে করি না। ন বেদ ইতি চ নো (মন্যে)। বেদ চ (ইতি চ নো মন্যে)। গুরু বলিলেন—এ ত বিরুদ্ধ কথা। গুরুর কথায় শিষ্য বিচলিত হইলেন না—এবং আচার্যেণ বিচাল্যমানোঽপি শিষ্যঃ ন বিচচাল (শঙ্কর)। শিষ্য বলিলেন—আমাদের ব্রহ্মচারীদের মধ্যে, নঃ অস্মাকং ব্রহ্মচারিণাং মধ্যে, যিনি আমার এই বাক্যের রহস্য জানেন তিনি ব্রহ্মকে জানেন। কোন বাক্য? উপরোক্ত "নো ন বেদ, বেদ চ" এই বাক্যগত তাৎপর্য্য যিনি তত্ত্বতঃ জানেন, স তদ্বেদ, তিনি ব্রহ্মকে জানেন।

এই বাক্যে বোঝা গেল যে ব্রহ্মবস্তু জ্ঞেয়ও নহেন অজ্ঞেয়ও নহেন। তিনি জ্ঞান-অজ্ঞানের অতীত। ইহাতে বোঝা গেল ব্রহ্ম গুণাতীত বস্তু। কিন্তু প্রথম মন্ত্রে "ব্রহ্মণো রূপম্" প্রয়োগে ব্রহ্ম রূপবিশিষ্ট সুতরাং সগুণ ইহা প্রতিভাত হয়।

যাহারা নির্গুণবাদী তাঁহারা রূপ অর্থ করেন স্বরূপ। যাহারা সগুণবাদী তাঁহারা বলেন ব্রহ্ম জ্ঞানের অতীত। ইহার অর্থ এইরূপ বুঝায় যে—ব্রহ্ম লৌকিক জ্ঞানগম্য নহেন কিন্তু কৃপা শক্তিদ্বারা পরিস্নাত হয় যে ভক্তিনয়ন, সেই ভক্তিচক্ষে তাঁর সাক্ষাৎকার মিলে।

ভাগবত বলেন—নির্গুণ ব্রহ্ম, লীলাবশে গুণ ও ক্রিয়াযুক্ত হন।

লীলয়া বাপি যুঞ্জেরন্ নির্গুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ। ভা ৩।৭।২

কেন-শ্রুতির দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় মন্ত্র রহস্যময়। এই মন্ত্রে

বলিতেছেন ব্রহ্ম যাহার অবিজ্ঞাত তাহারই জ্ঞাত (যস্যামতং তস্য মতং) যাহাব মনে নিশ্চয় আছে যে আমি ব্রহ্মকে জানি না, ব্রহ্ম তাহারই নিকট সম্যক্ জ্ঞাত।

পক্ষান্তরে যাহাব নিকট ব্রহ্ম জ্ঞাত সে ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানে না (মতং যস্য ন বেদ সঃ)। যাহাব মনে এইরূপ নিশ্চয় আছে যে আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মকে কিছুই জানিতে পারে নাই।

শিষ্য-আচার্য্য-সংবাদ আলোচনা শেষ করিয়া এইবাব শ্রুতি নিজের মত বলিতেছেন। (শিষ্যাচার্য্য-সংবাদাৎ প্রতিনিবৃত্য স্বেন রূপেণ শ্রুতিঃ সমস্ত-সংবাদনির্বৃত্তম্ অর্থং বোধয়তি। —শঙ্কর) শ্রুতির নিজের মত কি—"অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্"—বিজ্ঞের অবিজ্ঞাত, অবিজ্ঞের বিজ্ঞাত।

বৈষ্ণব-শাস্ত্রে দৈন্যের লক্ষণ আছে—"উত্তম হইয়া বৈষ্ণব আপনাকে হীন করি মানে।" চৈতন্যচরিতামৃত লেখক অশেষ গুণে গুণী হইয়াও লিখিয়াছেন—"পুরীষের কীট হইতে মুই সে লঘিষ্ঠ।" যে উত্তম সে বিনয়ের খনি। যে হীন সে দাম্ভিক।

ব্রহ্মকে জানিতে হইবে সম্যগ্‌ভাবে, আধা-জানা, কিছু জানা নয়। আত্মাকে সম্যগ্‌ভাবে জানা যায়। কেবল আত্মাকেই জানা যায়। কারণ আত্মা আর আমি একই। হিমালয় কেমন হিমালয় দেখেন নাই। কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে যাহা খুশী বলা যায় না। কারণ আত্মা প্রতিবোধবিদিতম। প্রত্যেক বোধের কাছেই সে বিদিত।

যায় তখনই তার সম্যক্ জ্ঞান হয়। (প্রত্যয়-প্রত্যগাত্মতয়া বিদিতং ব্রহ্ম যদা, তদা তৎ মতম্—তথা তৎসম্যগ্‌দর্শনম্)। আমাদের প্রত্যেকটি বোধের মূলেই আত্মা আছে। বুদ্ধিতে বোধ জন্মে সেই বুদ্ধিবৃত্তি আত্মা দ্বারাই প্রকাশিত হয়। আত্মা সর্ব্ব-প্রত্যয়দর্শী। আমাদের সকল প্রত্যয় সকল জ্ঞানই আত্মার বিষয়ীভূত হয়। আত্মা সকল জ্ঞানের জ্ঞাতা। ইন্দ্রিয় ও বস্তুর মিলনে যে বস্তুজ্ঞান হয় আত্মাই তাহাকে প্রকাশিত করে। মনে যাবৎ ভাবনা উঠে, আত্মচৈতন্যই তাহাকে উদ্ভাসিত করে। করে বলিয়াই আমাদের তদ্বিষয়ে বোধ জন্মে। এই জন্য আত্মা প্রতিবোধবিদিত। প্রত্যেকটি অববোধের মধ্যে যখন প্রত্যগাত্মাকে জানি তখনই আত্মার সম্যক্ দর্শন হয়। এই জ্ঞানদ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়।

অমৃতত্ব লাভ কিভাবে হয় স্পষ্টতর করিতেছেন—

কথ মাত্মবিদ্যয়া অমৃতত্বং বিন্দতে ইত্যত আহ—

আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্।

আত্মজ্ঞান হইলে বলবীর্য্য লাভ হয়। ধনজন বা যোগ-শক্তি বা তপস্যা দ্বারা প্রাপ্ত যে বীর্য্য, তাহা অনিত্য বস্তু হইতে সঞ্জাত বলিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না। আর আত্মবীর্য্য-দ্বারা প্রাপ্ত যে বীর্য্য-সামর্থ্য তাহা আত্মা দ্বারাই লব্ধ হয় বলিয়া সেই বীর্য্য মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে। সুতরাং আত্মবিষয়ক বিদ্যা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয়। মানুষ যদি সেই প্রত্যগাত্মা স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রতিবোধের মধ্যে অনুভব করিতে পারে তবেই তার

ব্রহ্মজ্ঞান হইল। ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই সত্যে প্রতিষ্ঠা হইল। সত্য শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য বিনাশরাহিত্য—অবিনাশাৎ। এই অবিনাশত্বই অমৃতত্ব। আর যদি কেহ এই মরজীবনে অমৃতময়কে না জানিতে পারে তাহা হইলে তার পরিণাম, মহতী বিনষ্টিঃ। মহতী অর্থ দীর্ঘা—দীর্ঘকাল ধরিয়া, বিনষ্টিঃ অর্থ, বিনাশনং জন্মজরা-মরণাদি প্রবন্ধাবিচ্ছেদ-লক্ষণা সংসারগতিঃ (শঙ্কর)। জন্ম-জরা-মৃত্যু যেরা এই সংসারে পুনঃ পুনঃ গতাগতিই মহতী বিনষ্টি। ইহা জানিয়া ধীর যাঁরা, তাঁরা ভূতে ভূতে সর্ব্বভূতে একই আত্মতত্ত্বকে জানিয়া আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া (বিচিত্য = বিজ্ঞায় সাক্ষাৎ-কৃত্য—শঙ্কর)—এই লোক হইতে প্রয়াণানন্তর অমৃতময় হইয়া থাকেন। প্রেত্য অর্থে মৃত্যুর পর না করিয়া অন্য রূপও করা চলে। (প্রেত্য = ব্যাবৃত্য) আমি আমার এই মিথ্যা জ্ঞানের প্রতি বিমুখ হইয়া (অহংমমভাব-লক্ষণাৎ অবিদ্যারূপাৎ অস্মাৎ লোকাৎ উপরম্য)। মিথ্যা আমি-জ্ঞান ও মিথ্যা আমার-আমার জ্ঞান হইতে উপরত হইয়া শাশ্বতবস্তুর সঙ্গে একাত্মতা অনুভবে অমৃতস্বরূপ হইয়া থাকে। অমৃতা ভবন্তি অর্থ শঙ্কর বলেন ব্রহ্ম এব ভবন্তি। অমৃতা ভবন্তি অমৃত হয়। ইহার অর্থ যে ব্রহ্ম এব ভবন্তি শঙ্কর বলিয়াছেন তাহা মন্ত্রে স্পষ্টতঃ নাই। তবে মন্ত্র একথা বলিয়াছেন যে সকল প্রকার অনুভবের মধ্যে যে আমি-আমি বিদ্যমান তাহার মূল উৎস যে প্রত্যগাত্মা তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই অমৃত। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ সম্বন্ধে শ্রুতির মত কি সে বিষয় আচার্য্যপাদগণের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক্। আচার্য্য শঙ্কর

অদ্বৈতবাদী, তিনি বলেন জীবাত্মা ও পরমাত্মা সর্ব্বতোভাবেই অভিন্ন। দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য্য বলেন স্রষ্টা ঈশ্বর ও সৃষ্ট জীব সর্ব্বতোভাবেই পৃথক্। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজাচার্য্য বলেন জীব ব্রহ্মের একটি বিশেষণ বা বিভাব। ভেদাভেদবাদী নিম্বার্ক বলেন যে ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার অভিন্নতা ত আছেই তবে ভিন্নতাও আছে। একই সময় ভেদাভেদ কি করিয়া সত্য হয়—আচার্য্যপাদেরা উত্তর করেন, পরব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবে।

কেন-শ্রুতি দ্বিতীয় খণ্ডের উপনিষদ্-ভাবনা সমাপ্তা।

কেন-শ্রুতি

তৃতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড গদ্যে লিখিত, ইহাতে ১২টি মন্ত্র আছে। ইহা একটি আখ্যায়িকা। আখ্যায়িকার মাধ্যমে ব্রহ্মতত্ত্বটি প্রকাশ করিয়াছেন।

দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতারা জয়লাভ করিয়াছেন। জয়-জনিত গর্ব্বে দেবগণ নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করিতে লাগিলেন। এই জয়-গৌরব যে তত্ত্বতঃ ব্রহ্মেরই প্রাপ্য তাহা না বুঝিয়া তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—যুদ্ধে আমাদেরই জয় জয়কার, যুদ্ধ-জয়ে আমাদেরই মহিমা। অস্মাকমেবায়ং বিজয়ঃ অস্মাকম্ এবায়ং মহিমেতি।

দেবগণের মনের ভাব পরব্রহ্ম জানিলেন। তিনি তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এক যক্ষরূপে। যক্ষ শব্দে বুঝায়

পূজনীয় এক মহদ্ভূত পুরুষ। (যক্ষং পূজ্যং মহদ্‌ভূতম্—শঙ্কর) দেবগণ তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন, ইনি কে?

দেবতারা অগ্নিদেবকে বলিলেন, আপনি একটু অগ্রসর হইয়া জানিতে চেষ্টা করুন, সম্মুখে ঐ অদ্ভুত পূজনীয় ব্যক্তিটি কে। "আচ্ছা যাচ্ছি"—বলিয়া অগ্নি উপস্থিত হইলেন তাঁহার সম্মুখে। পুরুষবর জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে?" অগ্নি কহিলেন, "আমি অগ্নি, আমি জাতবেদাঃ।" পুরুষবর কহিলেন, "তোমার কি সামর্থ্য আছে?" অগ্নি উত্তর দিলেন, "পৃথিবীর যাহা কিছু আমি সকল ভস্ম করিয়া ফেলিতে পারি।"

"বটে, তবে কর দেখি ভস্ম এই তৃণগাছিকে", এই বলিয়া পুরুষবর অগ্নির সম্মুখে একগাছি তৃণ ফেলিয়া দিলেন। অগ্নি তাঁহার সর্ব্বশক্তি প্রয়োগেও তৃণটি দগ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। অগ্নি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন 'না, পারিলাম না জানিতে, উনি কে।'

দেবতাগণ তখন পবনদেবকে পাঠাইলেন; বায়ুকে দেখিয়া সেই পুরুষ পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে, তোমার কি শক্তি আছে?" বায়ু বলিলেন "আমি বায়ু। আমার আর এক নাম মাতরিশ্বা, পৃথিবীর যাহা কিছু সব আমি উড়াইয়া ফেলিতে পারি।"

"বটে, এই তৃণগাছি উড়াও দেখি", বলিয়া বায়ুর সম্মুখে এক গাছি তৃণ ফেলিয়া দিলেন সেই পুরুষবর। বায়ু দেবতা তাঁহার সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না তৃণগাছি

উড়াইতে। লজ্জায় ফিরিয়া গিয়া বায়ু বলিলেন যে—ঐ যক্ষকে জানা তাঁহার কার্য্য নয়।

দেবগণ ইন্দ্রকে পাঠাইলেন। ইন্দ্র তাঁহার সম্মুখে আসামাত্র পুরুষবর অন্তর্দ্ধান করিলেন। তখন ইন্দ্র হতবিহ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অকস্মাৎ দেখিলেন আকাশে একটি নারী-মূর্ত্তি বহু শোভায় শোভিতা। ইনি হিমালয়ের কন্যা উমা। ইন্দ্র উমার নিকট যক্ষের পরিচয় জানিতে চাহিলেন।

তৃতীয় খণ্ডের উপনিষদ্-ভাবনা সমাপ্ত।

চতুর্থ খণ্ড

সা ব্রহ্মেতি হোবাচ। উমা বলিলেন, "যাঁহাকে আপনারা দেখিয়াছেন, উনি পরব্রহ্ম। দেবাসুরের যুদ্ধে ব্রহ্মেরই জয় হইয়াছে, আপনারা নিমিত্ত মাত্র।" (যূয়ং তত্র নিমিত্তমাত্রম্—শঙ্কর) উমার বাক্য শুনিয়া ইন্দ্র জানিলেন যে উনি পরব্রহ্ম। ইন্দ্রের ব্রহ্মজ্ঞান হইল।

ব্রহ্মজ্ঞান আপনা আপনি হইল না। ইন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধির চেষ্টায় বা সাধনায়ও হইল না। উমা-বাক্যে হইল। উমা মূর্ত্তিমতী শ্রুতিজ্ঞান। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে পরব্রহ্ম শ্রুতি-প্রমাণগম্য। এই আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য কি ?

১। ব্রহ্ম, বিজ্ঞগণেরও অবিজ্ঞাত একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বিজ্ঞেরাই যখন জানেন না তখন অল্পজ্ঞ জীব তো কিছুতেই

জানিতে পারে না। যাঁহারা জানিতে পারেন না—তাঁহারা যদি মনে করেন ব্রহ্ম নাই, এই প্রকার ব্যামোহ, অল্পবুদ্ধি লোকের না হউক—এই জন্য এই আখ্যায়িকা। ব্রহ্ম অবিজ্ঞাতত্বাৎ অসৎ এব ইতি মন্দবৃদ্ধীনাং ব্যামোহঃ মা ভূৎ ইতি তদর্থা ইয়ম্ আখ্যায়িকা।

২। ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতির জন্য এই আখ্যায়িকা। (ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ স্তুতয়ে)। ব্রহ্মবিদ্যাই শ্রুতি। উমা তাহার মূর্ত্তিমতী বিগ্রহ, ইন্দ্রাদি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতা। কাণের দেবতা বায়ু। বাক্যের দেবতা অগ্নি। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দেবতা ইন্দ্র। কর্ণ বা বাক্যের ক্ষমতা হইল না ব্রহ্মকে জানিতে। এই দুই ইন্দ্রিয় অন্য সকল ইন্দ্রিয়ের উপলক্ষণ। ইন্দ্রিয়গণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ত অসমর্থই, সকল ইন্দ্রিয় একত্র করিয়া অধিপতি ইন্দ্র আসিলেন তবু তাঁহাকে জানা গেল না। তারপর যখন শ্রুতিবিদ্যা প্রকটিতা হইলেন তখনই ব্রহ্মকে জানা গেল।

উমাকে ডাকিয়া আনা হয় নাই। আপনি কৃপা করিয়া সমুদিত হইয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞান সাধনালব্ধ নয়, করুণালব্ধ।

৩। কোন কর্ম্ম করিয়া আমাদের অভিমান জন্মে যে, আমি কর্ম্মের কর্ত্তা, আমি ভোগের ভোক্তা। কিন্তু এই অভিমান মিথ্যা। ব্রহ্মাই সর্ব্ব কর্ম্মের কর্ত্তা ও ভোগ্যের ভোক্তা, ইহা জানাইবার জন্য এই আখ্যায়িকা (প্রাণিনাং কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদ্যভিমানঃ মিথ্যা ইতি এতৎপ্রদর্শনার্থং বা আখ্যায়িকা—শঙ্কর)।

সকলে জানে অগ্নিই দগ্ধ করে। অগ্নিরও অভিমান সে দহনকারী। কিন্তু পারিলেন না এক খণ্ড তৃণ দগ্ধ করিতে।

ইহাতে বুঝা গেল যে, দগ্ধ করিবার কর্তৃত্ব অগ্নির নহে। অগ্নির যিনি মূল উৎস সেই পরব্রহ্মই মূল কর্তা। এই প্রকার জগতের সকল কার্য্যের কর্তৃত্ব ও সকল ভোগের ভোক্তৃত্ব সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। ইহা বুঝিলে জীবের ক্ষুদ্র অভিমান দূর হইবে। অভিমানই জীবত্ব। জীবত্ব ঘুচিলে ব্রহ্মপদের দিকে অগ্রসর হইবার পথ খুলিয়া যাইবে।

৯। জীবনের মধ্যে পাঁচটি স্তর আছে। ব্যষ্টি-জীবন সমষ্টি-জীবন উভয়েরই। অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। ইহা তৈত্তিরীয় শ্রুতির নির্দ্দেশ।

অগ্নি অন্নময় ভূমির প্রতীক। তেজের অভিব্যক্তিই বহির্জগতের যাহা কিছু। ভোগ্যবস্তু মাত্রেরই মধ্যে অগ্নি বিরাজিত। অগ্নি ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেন না। অন্নময় ভূমি—ভোগময় জগৎ, ব্রহ্ম-বস্তুকে জানিতে পারে না। যদি একান্ত চেষ্টা করে তবে এইটুকু মাত্র জানিতে পারে যে তাহার শক্তি সামর্থ্যের সকল অহঙ্কারের মূলে—শূন্য। অগ্নি বাক্যের অধিষ্ঠাতা। বাক্-সর্ব্বস্ব মানুষের যোগ্যতা নাই ব্রহ্মতত্ত্ব কহিবে।

বায়ু প্রাণময় কোষের প্রতিনিধি। প্রাণশক্তিতেই জগৎ সঞ্জীবিত। সবাইকে বাঁচাইয়া রাখে প্রাণ-বায়ু। বায়ু না থাকিলে জগৎ মৃত। বায়ুও জানিতে পারিলেন না ব্রহ্মবস্তুকে। শুধু জানিলেন তাঁর শক্তি কত অল্প। বায়ু বুঝিলেন তাঁর শক্তির মূল অন্যত্র। প্রাণময় জগৎ, ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারে না। অনেক চেষ্টা করিলে এই মাত্র জানিতে পারে যে, সে কত শক্তিহীন।

ইন্দ্র সকল ইন্দ্রিয়বর্গের পরিচালক। ইন্দ্রিয়বর্গের রাজা মন। ইন্দ্র মনোময় ভূমির প্রতিনিধি, তিনিও পারিলেন না ব্রহ্মবস্তুকে জানিতে। মনোময় ভূমির কার্য্য শিক্ষা সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি ইত্যাদি। ইহাদের কাহারও যোগ্যতা নাই ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার। ইন্দ্র ব্রহ্মকে ধরিতে গেলেন। ব্রহ্ম গেলেন অদৃশ্য হইয়া। মনোময় রাজ্যের রাজা বুঝিলেন তাঁর সামর্থ্য কত অকিঞ্চিৎকর।

তখন প্রকাশিতা হইলেন উমা—বিশুদ্ধ বিজ্ঞানময় ভূমিকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইন্দ্র মনোময় ভূমি। মনোময় ভূমি কখনও অশুদ্ধ কখনও শুদ্ধ। ইন্দ্রের যখন নিজের অক্ষমতার অনুভব হইল তখন অভিমানহীনতায় তিনি শুদ্ধ হইলেন। শুদ্ধ মনোময় ভূমিতে বিজ্ঞানময় ভূমির ছায়াপাত হয়। তাই ইন্দ্র উমাকে আকাশে দেখিলেন। উমা যোগমায়া। পরব্রহ্মের সংবাদ তিনি দিলে দিতে পারেন। আজ কৃপা করিরা পরম পুরুষের সংবাদ দিলেন ইন্দ্রকে।

উমা ঘোষণা করিলেন ব্রহ্মের বার্ত্তা। বলিলেন—যাঁকে দেখিয়াছ তিনি পরব্রহ্ম পরমেশ্বর। এ বিশ্বের সকল কার্য্যই হয় তাঁর শক্তিতে। জীবন-যুদ্ধে তোমরা যেখানে জয়ী হও সবই হও তাঁর শক্তিতে। ক্ষুদ্র আমিত্বের অহঙ্কার ছাড়িয়া তাঁর জয় দেও।

বিজ্ঞানময় ভূমিকার দেবী উমা সংবাদ দিলেন আনন্দময় ভূমির। শুদ্ধমন আর আনন্দ ইহার মধ্যে বিজ্ঞানের স্থান। বিজ্ঞানময় ভূমি বিরাটের ভূমি। নিখিল জগতের মধ্যে যে একটা একত্বের সূত্র আছে ইহা অনুভব হয় বিজ্ঞানময় ভূমিকায়। সেই

একত্বের পূর্ণ মূর্ত্তি বিশুদ্ধ আনন্দময় পরব্রহ্ম বিরাজিত আনন্দময় ভূমিতে।

অগ্নি বায়ু ইন্দ্র এই তিন দেবতা সকল দেবতার বড় হইলেন, কারণ তাঁহারা ব্রহ্মের অনেক নিকটে গিয়াছিলেন যেন স্পর্শ হয় হয়। ইন্দ্র হইলেন ঐ তিনজনের মধ্যে সকলের বড়। কেন না, তিনি বিজ্ঞানময় ভূমির সহায়তায় আনন্দ ব্রহ্মের খবর আনিয়া সবাইকে দিলেন।

আদেশ

ব্রহ্ম নিরুপম, উপমা হয় না। তবু উপমা দ্বারা উপদেশ দেওয়া হয়। ইহাকে বলে আদেশ। নিরুপমস্য ব্রহ্মণঃ যেন উপমানেন উপদেশঃ, সোঽয়মাদেশ ইত্যুচ্যতে।

ব্রহ্ম কিরূপ? বিদ্যুতের বিদ্যোতনের মত। ব্রহ্ম দেবগণের নিকট বিদ্যুতের ঝলকের মত একবার নিজেকে দেখাইয়া তিরোভূত হইয়াছিলেন। এই প্রথম আদেশ।

দ্বিতীয় আদেশ। ব্রহ্ম কিরূপ? চক্ষের নিমেষের মত। ন্যমীমিষৎ—যেমন নিমেষ ফেলে চক্ষু। ব্রহ্মের প্রকাশ ও অপ্রকাশ কি প্রকার? চক্ষুর্গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি চক্ষুর প্রকাশ ও অপ্রকাশের মত। চক্ষুষঃ বিষয়ং প্রতি প্রকাশতিরোভাবৌ ইব।

এই দ্বিতীয় আদেশকে বলে অধিদৈবত আদেশ। কারণ, দেবতা অবলম্বনে ব্রহ্মের বিষয় বলা হইল। চক্ষু বলিতে চক্ষুর

অধিষ্ঠাতা দেবতা সূর্য্য। সূর্য্যের প্রকাশ-অপ্রকাশ, উদয়-অস্তের মত ব্রহ্মের আবির্ভাব-তিরোভাব। দেবতার দৃষ্টান্ত বলিয়া আধি-দৈবিক। পূর্ব্বের বিদ্যুতের প্রথম আদেশ, আধিভৌতিক।

তৃতীয় আদেশ আধ্যাত্মিক। মনের দ্বারা দৃষ্টান্ত। মনদ্বারা ব্রহ্মকে সমীপবর্ত্তী স্মরণ করিবে। মনের সংকল্প ও স্মরণ দ্বারা ব্রহ্ম বিষয়ের মত অভিব্যক্ত হইবে। ইহা অধ্যাত্ম আদেশ। ব্রহ্মকে মনোবৃত্তির সমকালীন অভিব্যক্তিধর্ম্মী মনে করিতে হইবে।

ব্রহ্ম বিদ্যুৎও নন, চক্ষুর নিমেষও নন, মনের বিষয়ও নন। তবু ব্রহ্মের সঙ্গে ইহাদের দৃষ্টান্ত দিয়া কিছু তথ্য প্রকাশ করা হইল। ইহা দ্বারা মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিরও ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ হইতে পারে (এবম্ আদিশ্যমানং হি ব্রহ্ম মন্দবুদ্ধিগম্যং ভবতীতি ব্রহ্মণ আদশো-পাদেশঃ—শঙ্কর)। ব্রহ্মই তদ্বন। (তদ্ বনং তস্য প্রাণিজাতস্য প্রত্যগাত্মভূতত্বাৎ বনং বননীয়ং সম্ভজনীয়ম্) প্রত্যেক প্রাণীর প্রত্যগাত্মা ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সকলের সম্ভজনীয়। সকল প্রাণীর আত্ম-রূপে ব্রহ্মকে ভাবিবে।

এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া শিষ্য বলিলেন—"গুরুদেব! রহস্যবিদ্যা বলুন।" গুরু বলিলেন—এইত তোমাকে যাহা বলিলাম ইহাই ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় রহস্যবিদ্যা উপনিষদ্, ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যার মহিমা শুন। ইহার চারি পাদ—তপ দম কর্ম্ম ও বেদবেদাঙ্গ। সত্য এই বিদ্যার আয়তন বা আশ্রয়। সত্য ব্রহ্মবিদ্যার সাধন। তপ কর্ম্মাদি ইহার প্রতিষ্ঠা।

কেন-শ্রুতির বার্ত্তা

শ্রুতি কি সংবাদ পরিবেশন করিলেন ঃ

তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্।

বন শব্দ শ্রুতিতে আনন্দবাচী। তাঁহাকে আনন্দঘন জানিয়া উপাসনা করিবে। তাঁহাকে উপাসনা করিলে কি লাভ হয়? দুইটি লাভ হয়। একটি লাভ জগজ্জীবের আর একটি লাভ তাঁর নিজের।

যে ব্যক্তি আনন্দকে জানিয়া আনন্দী হইয়াছেন সকল জগতের লোক তাঁহাকে কামনা করে।

"স য এতদেবং বেদ, অভিহৈনং
সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি"

সে হয় সকল মানুষের স্নেহের পাত্র, প্রেমের পাত্র, আদরের পাত্র, বাঞ্ছনীয় ধন। সকলে তাহাকে পাইতে সাধ করে, আনন্দকে কে না চায়? সকলেই আনন্দের ভিখারী। আনন্দস্বরূপকে জানিয়া যে ব্যক্তি আনন্দরূপতা লাভ করিয়াছে তাঁহাকে সকলেই কামনা করে। আনন্দশূন্য জীব তাঁর কাছে যায়, তাদের শূন্য হৃদয়কে আনন্দ দিয়া পূর্ণ করিয়া নিতে। সেই মহাত্মার মধ্য দিয়া সমাজের নরনারী সচ্চিদানন্দের স্পর্শ পায়। ঐ স্পর্শে মলিন হৃদয়ের মালিন্য ঘুচে। হৃদয় উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এই প্রকারে যে জগতের অশেষ কল্যাণকর সেবা করে, ভাগবতীয়

শাস্ত্র তাঁহাকে বলিয়াছেন "ভূরিদা", সর্ব্বাপেক্ষা বড় দাতা। তাঁর দানে মানব-জীবনে কৃতার্থতা আনে। অন্নময় প্রাণময় মনোময় রাজ্য ধন্য হয়, সার্থক হয়। এই হইল জগজ্জীবের লাভ।

আর তাঁহার নিজের লাভ? তিনি 'অনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি'। তিনি প্রতিষ্ঠিত হন স্বর্লোকে। যে লোক সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরমপদ। যে লোক অনন্ত, আনন্দরস যেখানে অফুরন্ত। যেখানে দুঃখস্পর্শহীন সীমাহীন অন্তহীন নিবিড় আনন্দ। শুধু মধু মধু মধু।

কেন-শ্রুতির উপানিষদ্-ভাবনা সমাপ্তা

যজুর্ব্বেদীয়

কঠ-শ্রুতি

উপনিষদ্-ভাবনা

যজুর্বেদে কঠ নামক একটি সংহিতা আছে। কঠ নামক ব্রাহ্মণও আছে। কেহ কেহ মনে করেন কঠ-সংহিতা, মূল যজুর্বেদই। ইহা ব্রাহ্মণের অংশ, উপনিষদ্ নহে। ঈশোপনিষদ্ যেমন মূল সংহিতা, কঠও তদ্রূপ।

কঠ-শ্রুতিতে মোট ১২৭টি মন্ত্র, দুই অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে ৭১টি ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৫৬টি মন্ত্র। প্রত্যেকটি অধ্যায়ে তিনটি করিয়া বল্লী। প্রথম অধ্যায়ের প্রথমবল্লী, ভূমিকা স্বরূপ একটি আখ্যায়িকা। দ্বিতীয়বল্লী হইতে দার্শনিক তত্ত্বকথা আরম্ভ।

সর্ব্বপ্রথমে শান্তিপাঠ, তৎপর শ্রুতির সূচনা—

ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু।
সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু।
মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

নচিকেতা বালক। তাঁর পিতা বাজশ্রবস ঋষি। ঋষি বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন। যজ্ঞান্তে ঋষি কতগুলি আধমরা গাভী দক্ষিণা-স্বরূপ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতেছেন।

ইহাতে নচিকেতার মনে বেদনা হইল। সে পিতার নিকট বলিল—"বাবা, সকল সম্পত্তিই তো দান করিতে হইবে। আমিও তো আপনার একটা সম্পত্তি। আমাকে কাহাকে দান করিবেন?" পুনঃপুনঃ বলায় ক্রুদ্ধ পিতা বলিলেন—"তোকে যমকে দিলাম।" নচিকেতা পিতার সত্য-ভঙ্গ ভয়ে সরাসরি যমালয়ে গিয়া উপস্থিত। যমরাজ গৃহে না থাকায় বালক তিনরাত্র তাঁহার অপেক্ষায় অনশনে রহিলেন। যম গৃহে ফিরিয়া বালককে কহিলেন "তুমি অতিথি। তিনরাত্র না খাইয়া আছ। ইহাতে আমার অপরাধ হইয়াছে। অপরাধ-ক্ষালনের জন্য বলি, তুমি আমার নিকট তিনটি বর চাহিয়া লও।"

নচিকেতা বর চাহিলেন—পিতার মানসিক অশান্তি দূর হউক। "শান্তসংকল্পঃ সুমনা যথা স্যাদ্ বীতমন্যুর্গৌতমো মাভি" পিতা প্রসন্ন হইয়া আমার প্রতি বিগত-ক্রোধ হউন এই প্রথম বর।

স্বর্গের সাধন যে অগ্নিবিদ্যা তাহা আমাকে দান করুন। "স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো প্রব্রূহি ত্বং শ্রদ্দধানায় মহ্যম্।" এই দ্বিতীয় বর।

যমরাজ বলিলেন অগ্নির কথা বলি, শুন। অগ্নি অনন্ত-লোক প্রাপ্তির উপায়। অগ্নি সর্ব্ব জগতের বিধায়ক। অগ্নি সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয় গুহায় বাস করেন।

ইহার পর ১।১৫ সংখ্যক মন্ত্রের ভাষ্যারম্ভে শঙ্কর লিখিয়াছেন—ইদং শ্রুতের্বচনম্। শ্রুতি বলিতেছেন—এই হইতে শ্রুতি আরম্ভ।

যম নচিকেতাকে জগতের কারণ-স্বরূপ প্রসিদ্ধ অগ্নি-তত্ত্ব বলিলেন, যজ্ঞীয় ইষ্টকের স্বরূপ ও তাহার সংখ্যাতত্ত্ব ইত্যাদি বলিলেন। যমের সমস্ত কথা নচিকেতা পুনরাবৃত্তি করিলেন। তাঁহার প্রত্যুচ্চারণে তুষ্ট হইয়া যম কহিলেন, তোমার উচ্চারণে প্রীতিলাভ করিয়া তোমাকে আর একটি বর দিতেছি। এই অগ্নিবিদ্যা জগতে "নাচিকেত" অগ্নি নামে খ্যাত হইবে। এই নাচিকেত-অগ্নি বিদ্যা যাহারা অধ্যয়ন করিবে, যাহারা অর্চ্চন করিবে, যাহারা অনুষ্ঠান করিবে তাহারা জন্মমৃত্যু অতিক্রম করিবে। এই অগ্নিদেবকে আত্মস্বরূপ জানিয়া পরা শান্তি লাভ করিবে। এই অগ্নির পরিচয় দিয়াছেন "ব্রহ্মজ-জ্ঞং দেবমীড্যম্" হিরণ্যগর্ভ-জাত সর্ব্বজ্ঞ দ্যোতনীয় ও স্তবনীয়। এই অগ্নি মূলতঃ ব্রহ্মেরই শক্তি। এই জন্য পূর্ব্বেও, লোকাদিম্ লোকানামাদি কারণভূতম্ বলিয়াছেন। নাচিকেত অগ্নিকে আত্মস্বরূপ জানিয়া যিনি ধ্যান করিবেন তিনি অধর্মাদি মৃত্যু-পাশ ছিন্ন করিয়া, শোক অতিক্রম করিয়া স্বর্গলোকে আনন্দ লাভ করিবেন।

যম বলিলেন, নচিকেতা, তৃতীয় বর লও। নচিকেতা কহিলেন—"মানুষমাত্রেরই মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর কি হয়? কেহ বলেন আত্মা থাকে, কেহ বলেন থাকেন না। আপনার নিকট এই তত্ত্ব জানিতে চাই।"

যম কহিলেন, নচিকেতা, এই বিষয় কেবল যে মানুষের সংশয় তাহা নহে, এবিষয়ে দেবতাগণেরও সংশয় আছে। কারণ, আত্মা

স্বভাবতঃই অণু ও দুর্ব্বিজ্ঞেয় (নহি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্ম্মঃ)। তুমি এই বিষয় আমাকে অনুরোধ করিও না। অন্য কোন বর প্রার্থনা কর।

নচিকেতা কহিলেন, "এই বিষয় দেবতারাও যখন সংশয়মুক্ত নহেন, আপনিও যখন বলিলেন ইহা সুবিজ্ঞেয় নয়, তখন আপনাকে আমার নিকট এই বিষয়ই বলিতে হইবে। কারণ আপনার মত যোগ্য বক্তা এই বিষয়ে আর পাওয়া যাইবে না। অতএব আমার তৃতীয় বর ইহাই স্থির রহিল।"

যমরাজ কহিলেন। "নচিকেতা, তুমি শতবর্ষ আয়ু চাও, পুত্র পৌত্র চাও গাভী অশ্ব হস্তী সুবর্ণ যাহা কিছু চাও, এই বিশাল পৃথিবী চাও, যতদিন বাঁচিতে চাও—প্রার্থনা কর, তোমাকে জাগতিক ও স্বর্গীয় সকল বিষয়ের প্রভু করিয়া দিব। রমণীয় অপ্সরা চাও, সঙ্গীত-কলা চাও, ভোগ্য সম্পদ্ যাহা মনে আসে চাহিতে পার, কেবল মরণ বিষয় প্রশ্ন করিও না।"

নচিকেতা উত্তর করিলেন, "যমরাজ, যে সমস্ত ভোগ্যবস্তুর কথা বলিলেন সবই তো নশ্বর। আজ আছে, কাল থাকিবে কিনা বলা যায় না। ভোগের দেহও জরাগ্রস্ত হইয়া ভোগ-ক্ষমতা-শূন্য হইবে। সুতরাং ঐ সকল বস্তু দ্বারা কি করিব। আপনি যাহা দিতে চাহিয়াছেন তাহা আপনার কাছেই থাকুক। আমার তৃতীয় বর ঠিকই রহিল।"

বিত্ত ঐশ্বর্য্য দ্বারা কি মানবের তৃপ্তি আসে? আপনি যতদিন ইচ্ছা করেন বাঁচিব, এ জন্য বরের প্রয়োজন দেখিনা।

সকল সুখই অস্থির অনিত্য, সুতরাং দীর্ঘ জীবনেই বা কি আনন্দ আছে ?

আত্মার পরলোকে স্থিতি সম্বন্ধে যখন সকলের সন্দেহ তখন মহৎ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য আপনার সেই গোপনীয় কথাটি বলিতে হইবে। আমি এই একটি বর ছাড়া আর কিছুই নিতে ইচ্ছা করি না।

কঠ-শ্রুতির প্রথম অধ্যায়ের
প্রথমা বল্লীর উপনিষদ্-ভাবনা সমাপ্তা

কঠ-শ্রুতি

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয়া বল্লী

যমরাজ শিষ্যের বিদ্যাগ্রহণের যোগ্যতা পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া শ্রুতিবিদ্যা বলিতে লাগিলেন--

শ্রেয়ঃ অন্যৎ উত প্রেয়ঃ অন্যৎ। শ্রেয়ঃ একবস্তু আর প্রেয়ঃ আর এক বস্তু। এই উভয়ই পুরুষকে প্রভাবিত করে। যে ব্যক্তি শ্রেয়কে গ্রহণ করে তাহার মঙ্গল হয়। যে ব্যক্তি প্রেয়কেই শ্রেয়ঃ বলিয়া গ্রহণ করে সে হীন হয় (হীয়তে)। (হীয়তে বিযুজ্যতে পুরুষার্থাৎ পারমার্থিকাৎ প্রয়োজনাৎ নিত্যাৎ প্রচ্যবতে —শঙ্কর) শ্রেয়ঃ ব্রহ্মানন্দ আর প্রেয়ঃ, অনিত্য বিষয়ানন্দ।

শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ উভয় বিষয়ই বেদে আছে। শ্রেয়ের উদ্দেশ্য নিঃশ্রেয়স, প্রেয়ের উদ্দেশ্য অভ্যুদয়। উভয় প্রকারের বেদবাণী বেদপাঠ কালে মানবের মনকে আশ্রয় করে। তাই বলিয়াছেন— শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যম্ এতঃ। যে ব্যক্তি ধীর তিনি, তৌ সম্পরীত্য সম্যগ্‌ভাবে তাহা আলোচনা করিয়া—প্রেয়ঃ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ উৎকৃষ্ট জানিয়া শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, আর মন্দ বিবেকহীন ব্যক্তি কাম্যবস্তুজাতের প্রাপ্তি ও রক্ষণের জন্য (যোগক্ষেমাৎ) প্রেয়কে প্রার্থনা করে।

(হংস ইবাম্ভসঃ পয়ঃ তৌ শ্রেয়ঃ-প্রেয়ঃ-পদার্থৌ সম্পরীত্য সম্যক্ পরিগম্য গুরুলাঘবং বিবিনক্তি পৃথক্ করোতি ধীমান্— শঙ্কর)

হংস যেমন জল ও দুগ্ধ পৃথক্ করিয়া দুগ্ধ গ্রহণ করে জল ত্যাগ করে, ধীর ব্যক্তি সেইরূপ শ্রেয়ঃ প্রেয়ঃ বিচার করিয়া প্রেয়ঃ ত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রেয়ঃ গ্রহণ করে।

যম নচিকেতাকে বলিতেছেন, রূপে গুণে রমণীয় স্ত্রীপুত্রাদি কাম্য বিষয় সমূহকে অনিত্য মনে করিয়া তুমি তাহা পরিত্যাগ করিয়াছ—সাধারণ মানুষের মত তুমি আমাদ্বারা প্রলোভিত হইয়াও নিকৃষ্ট বস্তু কামনা করিয়া সংসারে মগ্ন হও নাই। এইজন্য আমি তোমাকে বিদ্যাভিলাষী মনে করি। অবিদ্যা ঐহিক সুখসাধক প্রেয়ঃ আনে, আর বিদ্যা অমৃতত্ব-সাধক শ্রেয়ঃ আনে। কাম্যবস্তুও তোমাকে শ্রেয়ঃ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই, এই জন্য বলি তুমি প্রকৃত বিদ্যাকাঙ্ক্ষী।

অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া যাহারা আপনাকে ধীর পণ্ডিত বলিয়া মনে করে সেই সব কুটিল-স্বভাব (দন্দ্রম্যমাণাঃ) মূঢ় ব্যক্তিগণ—অন্ধচালিত অন্ধের ন্যায় স্বর্গে নরকে পরিভ্রমণ করিতে থাকে, কখনও মুক্তি পায় না।

যাহারা বালক, বিবেকহীন, প্রমাদযুক্ত, ধনমোহে মূঢ় তাহাদের নিকট পরলোক-চিন্তা (সাম্পরায়ঃ) উপস্থিত হয় না। এইলোকই আছে, তারপর কিছুই নাই—এইরূপ অভিমানযুক্ত মানুষ বারংবার মৃত্যুর অধীনতা লাভ করে।

(সম্পরেয়ত ইতি সম্পরায়ঃ পরলোকঃ, তৎ-প্রাপ্তি-প্রয়োজনঃ সাধনবিশেষঃ শাস্ত্রীয়ঃ সাম্পরায়ঃ—শঙ্কর) ১।২।১-৬

শ্রেয়ের কথা—আত্মতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্বের কথা বিশেষ করিয়া

কহিতেছেন—এই সকল পরতত্ত্বের বিষয় বহু লোকেরই কাণে প্রবেশ করে না। যদি ভাগ্যবশে কাণে পশে তবুও বহুলোক উহা বোধগম্য করিতে পারে না। ঐ বিষয়ের বক্তা বিস্ময়কর ব্যক্তি। সেরূপ ব্যক্তি দুর্লভ। শ্রোতাও দুর্লভ। কর্ম্ম-কুশল নিপুণ ব্যক্তিই ইহার অনুভবিতা অর্থাৎ শাস্ত্রনিপুণ আত্মজ্ঞানীর নিকট শিক্ষিত ব্যক্তিই ইহার জ্ঞাতা—তাহাও অতীব সুদুর্লভ।

অবরেণ নরেণ প্রোক্ত এষঃ ন সুবিজ্ঞেয়ঃ—অবর ব্যক্তির উক্তি হইতেও পরম তত্ত্ব উত্তমরূপে জ্ঞানগোচর হয় না। যে ব্যক্তি শাস্ত্রাক্ষর জানে কিন্তু ভজন করে না সেই ব্যক্তি অবর (অবরেণ হীনেন প্রাকৃত-বুদ্ধিনা)।

অনন্য-প্রোক্তে অত্রগতিঃ ন অস্তি—যিনি অনন্য ব্রহ্মজ্ঞ, তৎকর্ত্তৃক উক্ত, তাঁহার সম্বন্ধে কথায় কোন ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে না। আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে বহু বিবেচনার বিষয় আছে (বহুধা চিন্ত্যমানঃ), অপসিদ্ধান্তে পতিত হইবার আশঙ্কা আছে। আত্মতত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম—সুতরাং প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। তর্ক বিচারেরও বিষয় নয় (একমাত্র কৃপা ও সাধনায় উহা লাভ হইতে পারে)।

হে শ্রেষ্ঠ প্রিয়তম, তুমি যে মতি লাভ করিয়াছ, তর্কদ্বারা এই শুভবুদ্ধি দৃঢ় করাও উচিত নয়। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলেই সম্যক্ জ্ঞান জন্মে। তুমি সত্যধৃতি, সত্যসংকল্প হইয়াছ। তোমার মত জিজ্ঞাসু আর হয় না।

তোমার মত শ্রদ্ধাবান্ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু যেন আমাদের কাছে আরও আসে।

কর্ম্মফল হইতে জাত যে স্বর্গাদি সম্পদ্ তাহা অনিত্য। অনিত্য সাধন দ্বারা ধ্রুববস্তু আত্মতত্ত্ব লাভ হয় না। এসব আমি জানি। তথাপি এই দেখ আমি যম, অনিত্য দ্রব্যাদি দ্বারা নাচিকেত অগ্নি চয়ন করিয়া আপেক্ষিক নিত্য এই যমাধিকার পাইয়াছি। (যেন দুঃখ করিয়া এই কথা বলিয়াছেন।)

হে নচিকেতা, কামনার যাহা শেষ প্রাপ্তি, কর্ম্মকাণ্ডের যে অনন্ত ফল, তাহা পাইয়া প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তির নির্ভয় হইবার কথা। কিন্তু তুমি স্তবনীয় মহনীয় শ্রেষ্ঠ পদাধিকার লাভ করিয়াও সকল ত্যাগ করিয়াছ, নিজের অত্যুত্তম ধৃতি বলে। তুমি হিরণ্য-গর্ভাধিকারও উপেক্ষা করিয়াছ। সুতরাং তুমি অত্যুত্তম গুণসম্পন্ন।

তুমি যে আত্মার কথা জানিতে চাহিয়াছ সেই আত্মা দুর্দর্শ, কঠোর সাধন ফলেই দর্শনীয়। গূঢ় অনুপ্রবিষ্ট, নিগূঢ়ভাবে সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট আছেন। অথচ তিনি গহ্বরেষ্ঠ, প্রতিজীবের হৃদয় গুহায় নিত্য প্রতিষ্ঠিত। ধীমান্ ব্যক্তি অধ্যাত্ম-যোগ অবলম্বনে তাঁহাকে মনন করিয়া হর্ষশোক হইতে মুক্তিলাভ করেন। এই মর্ত্ত্য মনুষ্য সেই আত্মতত্ত্ব আচার্য্যগণের নিকট শ্রবণ করিয়া, সূক্ষ্ম আত্মা যে জড়বস্তু হইতে পৃথক্ ইহা জানিয়া (প্রবৃহ্য—পৃথক্-কৃত্য) সম্যগ্ ভাবে আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইয়া মোদনীয় আনন্দদায়ক আত্মাকে জানিয়া নিশ্চয়ই আনন্দপূর্ণ হন (মোদতে)। নচিকেতা, তোমার নিকট

ব্রহ্মসদন অবারিত (বিবৃত মপাবৃত-দ্বারং)। তোমাকে আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির উপযুক্ত পাত্র মনে করি।

নচিকেতা কহিলেন, অলং মৎপ্রশংসয়া—আমার প্রশংসায় আর প্রয়োজন নাই—এখন বলুন আমাকে সেই পরম বস্তুর কথা। যাহা ধর্ম হইতেও পৃথক্, অধর্ম হইতেও পৃথক্, এই জগতের কৃতাকৃত কার্য্যকারণ হইতে যিনি উর্দ্ধে, অতীত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তিন কাল হইতেও যিনি বিলক্ষণ, এইরূপ বস্তুকে আপনি যদি দেখিয়া থাকেন তবে তাহা বলুন।

যম উত্তর করিলেন—সমস্ত বেদ যাঁহার পদ পাইবার জন্য উপদেশ করেন (আমনন্তি মুখ্যবৃত্ত্যা বোধয়ন্তি), সমস্ত তপস্যা যাঁহাকে পাইবার জন্য বিহিত, যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া উর্দ্ধরেতা হইবার সাধনা, সেই পরম পদের কথা সংক্ষেপে বলিব—সেই পদ হইতেছে "ওঁ" ইহাই।

বেদান্ত-দর্শনের "তত্তু সমন্বয়াৎ" (১।১।৪) সূত্রের ভিত্তি এই মন্ত্র এবং এইরূপ আরও কতিপয় মন্ত্র।

"শাস্ত্র-যোনিত্বাৎ" (১।১।৩) সূত্র বলিয়াছেন যে, শাস্ত্রই ব্রহ্মের যোনি বা জ্ঞাপক। ব্রহ্ম শাস্ত্র-প্রমাণগম্য।

এই বিষয়ও পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, ব্রহ্মবস্তু অবাঙ্মনস-গোচরম্, অশব্দমস্পর্শং সুতরাং শব্দপ্রমাণেরও বিষয় নহেন এইরূপ কথা শাস্ত্রই বলিয়াছেন তাহা হইলে ব্রহ্ম কি প্রকারে শ্রুতিগম্য বলা যাইতে পারে, তাহার উত্তর দিয়াছেন পরবর্ত্তী সূত্রে।

"তত্তু সমন্বয়াৎ" (১।১।৪)

"তৎ" সেই ব্রহ্মে বেদের সম্যক্ অন্বয় আছে বলিয়া। ব্রহ্ম বেদবাচ্য বলিয়া, প্রমাণ এই শ্রুতিবাক্য—সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি—সর্ব্বে বেদাঃ যৎ পদং পদনীয়ং গমনীয়ং অবিভাগেন অবিরোধেন আমনন্তি প্রতিপাদয়ন্তি—শঙ্কর। ব্রহ্মই বিশ্বের কারণ। বেদশাস্ত্র তাঁহাকেই প্রতিপন্ন করে। সমস্ত বেদবাক্যের মুখ্যা বৃত্তিতেই পরব্রহ্মে অন্বয় হয়। ব্রহ্মেতেই সব শ্রুতির সমন্বয়।

ওঁ এই একটি পদকে নিখিল বেদ সর্ব্বার্থ-সাধকরূপে নিরূপণ করিয়াছেন। (মাণ্ডুক্য-শ্রুতি দ্রষ্টব্য)

ওঁকারের তত্ত্ব আরও বলিতেছেন—এই অক্ষরই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই পরমাত্মা। এই অক্ষরকে জানিলে যে যাহা ইচ্ছা করে তাহাই লাভ করে। ব্রহ্মপ্রাপ্তির যত সাধন আছে তন্মধ্যে এই ওঁকারই শ্রেষ্ঠ আলম্বন। এই আলম্বনই পরমাত্মার প্রাপ্তিসাধক। এই আলম্বনকে অবগত হইলে ব্রহ্মালোকে পূজ্য হয়। (ব্রহ্মবৎ উপাস্যঃ ভবতি—শঙ্কর)

বিপশ্চিৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ জানেন যে এই আত্মা জন্মেও না, মরেও না। দেহের যোগ বিয়োগ নিবন্ধন জন্মমৃত্যু তাহার নাই, কারণ, তাহাতে দেহ, দেহী অভিন্ন। আত্মার কারণ নাই, কোন কিছু হইতে ইহা হয় নাই। আবার ইহা হইতেও কিছু জন্মে নাই। অতএব আত্মা অজ নিত্য শাশ্বত পুরাণ, ক্ষয়-রহিত, বৃদ্ধি-বর্জ্জিত। দেহ নিহত হইলে আত্মা নিহত হয় না।

আত্মজ্ঞ পণ্ডিত কি প্রকারে আত্মদর্শন করেন তাহা বলিতেছেন—তিনি অণু অপেক্ষাও অণীয়ান্, আকাশাদি হইতেও

মহীয়ান্ মহত্তর। তিনি আছেন জীবের হৃদয়-গুহায় নিহিত। কামনা-হীন (অক্রতু) ব্যক্তি বীতশোক হইয়া বিধাতার প্রসাদ লাভ করেন। তাহার ফলস্বরূপ আত্মার মহিমা সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। এই আত্মা অচলভাবে অবস্থিত থাকিয়াও দূরগামী। তিনি শয়নে থাকিয়া, ক্রিয়ারহিত হইয়াও সর্ব্বত্রগামী। আত্মা সহর্ষ সমদ বটেন, আবার হর্ষহীন অমদও বটেন। এই বিরুদ্ধ-গুণসম্পন্ন আত্মাকে জানিবার শক্তি আমি ভিন্ন আর কার আছে? আত্মা অনিত্য শরীরে অবস্থিত। অথচ নিজে শরীররহিত। নশ্বর শরীরে প্রাণিদেহে তিনি অবস্থিত মহৎ ও বিভু আত্মাকে অবগত হইয়া ধীর ব্যক্তি শোকাতীত হইয়া থাকেন।

এই আত্মাকে বহুশাস্ত্র আয়ত্ত করিলেও লাভ করা যায় না। মেধা দ্বারাও লাভ করা যায় না। বহু উপদেশ শ্রবণেও যায় না। যে সাধককে সেই পরব্রহ্ম অনুগ্রহ করেন তাহার তিনি লভ্য হন। সেই সাধকের নিকট তিনি নিজ অপ্রাকৃত তনু প্রকাশ করেন। কে তাহাকে জানিতে পারে বলিয়া, কে জানিতে পারে না তাহাও বলিতেছেন—যে ব্যক্তি দুশ্চরিত, অবিরত, শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচার হইতে যে বিরত হয় নাই, যে অশান্ত, যার ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ হয় নাই, যে অসমাহিত, যার চিত্ত বিক্ষিপ্ত, যে অশান্ত-মানস, বিষয় ভোগে যার লালসা দূরীভূত হয় নাই, সেই সব ব্যক্তিরা তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না। একমাত্র প্রজ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় যাহার অন্ন, মৃত্যু যাঁহার উপসেচন

ব্যঞ্জনাদি-স্থানীয়—তাঁহার স্বরূপ কি, তিনি কোথায় আছেন ইহা কে জানিতে পারে ?

এই মন্ত্রের ভিত্তিতে বেদান্ত-সূত্রের
"অত্তা চরাচর-গ্রহণাৎ।" ১।২।৯ এই সূত্র।

এই সূত্রে যিনি অত্তা অর্থাৎ ভক্ষক তিনি পরব্রহ্ম। যেহেতু মৃত্যুও যাঁহার খাদ্যের উপকরণ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় চরাচর বিশ্ব সকলই যিনি গ্রহণ করেন, যাঁহাতে সকলই লয়প্রাপ্ত হয় তিনি পরব্রহ্ম ছাড়া আর কে হইবেন ? এই প্রকরণ পরব্রহ্ম-বিষয়ক। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" এই মন্ত্রে যে পরব্রহ্ম লক্ষ্য ইহা সহজেই বুঝা যায়। "যমেবৈষঃ" মন্ত্রের একটি পরের মন্ত্রই 'যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ' এই মন্ত্র। সুতরাং এই মন্ত্রে অত্তা পরব্রহ্মই। নিখিল চরাচরকে তিনিই আত্মসাৎ করেন, ইহাই মন্ত্রের বক্তব্য।

কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের
দ্বিতীয়া বল্লীর উপনিষদ্-ভাবনা সমাপ্তা।

কঠ-শ্রুতি

প্রথম অধ্যায়

তৃতীয়া বল্লী

উপনিষদ্‌-ভাবনা

জীবাত্মা ও পরমাত্মার কথা বলিতেছেন, দু'য়ের পার্থক্য বলিতেছেন। অন্ধকার ও আলোর ন্যায় ইহারা পরস্পর বিলক্ষণ। জীবাত্মা নিজকর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল ভোগ করে (পিবন্তৌ)। পরমাত্মা দেহপুরীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান হৃদয়গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করেন (প্রবিষ্টৌ)।

[মন্ত্রে দেখা যাইতেছে পিবন্তৌ প্রবিষ্টৌ দুইটিই দ্বিবচন পদ। কিন্তু অর্থ হইতেছে পিবন্ত কথাটি জীবাত্মা সম্বন্ধে ও প্রবিষ্ট কথাটি পরমাত্মা সম্বন্ধে। সুতরাং দ্বিবচন নিরর্থক। এ সম্বন্ধে শঙ্কর বলিয়াছেন—একস্তত্র কর্ম্মফলং পিবতি ভুঙ্‌ক্তে নেতরঃ, তথাপি পাতৃ-সম্বন্ধাৎ পিবন্তৌ ইত্যুচ্যেতে ছত্রি-ন্যায়েন। একমাত্র রাজার মাথায় ছত্র, সঙ্গী আর কাহারও নাই। তবু লোকে বলে, ছত্রিণো গচ্ছন্তি]

[গুহাং প্রবিষ্টৌ দ্বিবচনটি লাগান যায়। পরমাত্মা তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং (১।২।১২) আর জীবাত্মাও প্রাণের গুহায় বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট, উভয়েই গুহাপ্রবিষ্ট]

যাহারা পঞ্চাগ্নি, দ্যুলোক পর্জন্য পৃথিবী পুরুষ ও স্ত্রী অগ্নিস্থানীয়— এই সকলে ক্রমে আহুত হইয়া জীব সংসারে জাত হয়। গৃহী পঞ্চাগ্নির উপাসনা করেন। আর যাঁহারা তিনবার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করেন, তাঁহারাও পরমাত্মা ও জীবাত্মাকে আলোছায়ার মত পরস্পর বিলক্ষণ বলিয়া জানেন।

এই মন্ত্রের ভিত্তিতে ব্রহ্মসূত্র (১।২।১১) প্রতিষ্ঠিত

"গুহাং প্রবিষ্টৌ আত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ"

ঋতং পিবন্তৌ গুহাং প্রবিষ্টৌ এই বাক্যে গুহাপ্রবিষ্ট বলিয়া দ্বিবচনে যে আত্মদ্বয়ের কথা বলা হইয়াছে, এই দুইকে পরমাত্মা ও জীবাত্মা বলিয়া বুঝিতে হইবে। সূত্রেও গুহাং প্রবিষ্টৌ বিশেষণ দুই জনেরই ধরা হইয়াছে।

ইহার পরবর্ত্তী ব্রহ্মসূত্র (১।২।১২)

"বিশেষণাচ্চ"

কঠশ্রুতির পরবর্ত্তী মন্ত্র 'যং সেতুঃ ঈজানানা মক্ষরং ব্রহ্ম যৎপরম্'। উক্ত সূত্র ইহার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সূত্রে বলা হইয়াছে যে 'যঃ সেতুঃ' মন্ত্রে (১।৩।২) জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ দেখান হইয়াছে। ব্রহ্ম উপাস্য, জীব উপাসক, ইহা এই মন্ত্রে স্পষ্ট।

মন্ত্রের আর্য যে অগ্নি যজ্ঞকারিগণের সেতুস্বরূপ সেই নাচিকেত অগ্নিকে আমরা জানিতে সমর্থ হইয়াছি। আর ভবসিন্ধু পারে গমনেচ্ছু ব্যক্তিগণের নিকট যিনি অক্ষর পরব্রহ্ম তাঁহাকেও আমরা জানিতে সমর্থ হইয়াছি।

এই মন্ত্রে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ কিরূপে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে তাহা বলা যাইতেছে। যাহারা যজ্ঞকারী তাহাদের দুঃখপারের উপায় সেতু হইতেছে অগ্নিবিদ্যা, আর যাহারা সংসার সাগরের অপর পারে যাইতে ইচ্ছুক তাহাদের সেতু হইল ব্রহ্মবিদ্যা। কর্ম্মদ্বারা জানা যায় অপর ব্রহ্মকে ও জ্ঞানদ্বারা জানা যায় পর ব্রহ্মকে। আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি ও মনকে প্রগ্রহ (লাগাম) বলিয়া জানিবে। ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব, শব্দস্পর্শাদি বিষয় অশ্বগণের বিচরণ ভূমি, শরীর ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত আত্মাকে ভোক্তা বা অনুভবিতা বলিয়া জানিবে। এই দৃষ্টান্ত কর্ম্মী ও জ্ঞানী উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য। "বিদ্যাবিদ্যয়োরধিকৃতো মোক্ষ-গমনায় সংসার-গমনায় চ সাধনো রথঃ কল্প্যতে" (শঙ্কর)। যে বুদ্ধিরূপ সাবথি সর্ব্বদা অসংযত মনের সহিত যুক্ত, দুষ্ট অশ্বের ন্যায় তাহার ইন্দ্রিয়গণও বশীভূত থাকে না। যিনি সংযতমনা বিজ্ঞানবান্, সদশ্বের মত তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত থাকে। যে ব্যক্তি অবিজ্ঞানবান্ অমনস্ক সর্ব্বদা অশুচি, সে সেই পরম পদ লাভ করে না, জন্মমরণপূর্ণ সংসার লাভ করে। যে ব্যক্তি বিজ্ঞানবান্ সমনস্ক সর্ব্বদা শুচি, সেই ব্যক্তি পরম পদ লাভ করে,—পদচ্যুত হইয়া আর তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

বিবেকযুক্ত বুদ্ধি যাহার সারথি, মন যাহার ইন্দ্রিয়-অশ্ব-সংযমনের রজ্জু, তিনি বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করেন। ঐ পদেই সংসার গতির পরিসমাপ্তি। তদ্ বিষ্ণোঃ ব্যাপনশীলস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো বাসুদেবাখ্যস্য পরমং প্রকৃষ্টং পদং স্থানং তত্ত্বমিতেত্যদ্ যদসৌ আপ্নোতি বিদ্বান্। —শঙ্কর

চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা ইন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দাদি শ্রেষ্ঠ। বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, মহান্ জীবাত্মা বুদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠ।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহু রিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥ গীতা ৩।৪২

যে যাহার কারণ সে তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও মহৎ। সর্ব্বভূতের বীজভূত যে অব্যক্ত তাহা পূর্ব্বোক্ত মহৎ হইতে পর। অব্যক্ত হইতেও পুরুষ পর। পুরুষ অপেক্ষা আর কিছু পর নাই। তিনিই কাষ্ঠা বা পর্য্যবসান স্থান। তিনিই সর্বোত্তম গতি বা গন্তব্য স্থান।

'যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে'—গীতা।

এই পুরুষ সর্বজীব-হৃদয়ে নিগূঢ়-রূপে অবস্থিত। বহির্মুখ জীবের নিকট তিনি প্রকাশ পান না। একাগ্র সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা সূক্ষ্মদর্শী সাধকগণ কর্ত্তৃক তিনি দৃষ্ট হন। 'নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ।' প্রাপ্তির উপায় অন্য ভাষায় বলিতেছেন——প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্যকে মনের অধীন করিবেন। মনকে জ্ঞান-শব্দ-বাচ্য বুদ্ধি কর্ত্তৃক সংযত করিবেন। বুদ্ধিকে মহত্তত্ত্বে নিয়মিত করিবেন। মহত্তত্ত্বকে শান্ত আত্মা পরমপুরুষে সমর্পণ করিবেন। বাক্ অত্র উপলক্ষণং সর্বেন্দ্রিয়াণাম্।—শঙ্কর

মুমুক্ষু ব্যক্তিকে উপদেশ বলিতেছেন তোমরা উঠ, নানাবিধ বিষয় চিন্তা ত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞানোন্মুখ হও (নানাবিধাং বিষয়চিন্তাং হিত্বা আত্মজ্ঞানাভিমুখা ভবত) জাগ্রত হও (অজ্ঞান-

মোহনিদ্রা ত্যাগ কর) শ্রেষ্ঠ আচার্য্য সমীপে উপস্থিত হইয়া সম্যক্ জ্ঞানলাভ কর। সাবধানে চলিবে, কারণ পণ্ডিতগণ সেই পথের কথা বলিয়াছেন তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারার ন্যায় দুর্গম। আত্মজ্ঞান এত দুর্জ্ঞেয় কেন তাহার কারণ কহিতেছেন, পরমপুরুষ প্রাকৃত শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বর্জ্জিত। নিত্য, আদি-অন্তহীন, মহৎ হইতেও উৎকৃষ্ট। সেই ধ্রুব বস্তুকে অবগত হইয়া (নিচায্য অবগম্য) সাধক মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হন।

মেধাবী ব্যক্তি মৃত্যুপ্রোক্ত (যমকথিত) এই নচিকেতার সনাতন উপাখ্যান নিজে শুনিয়া অপরকে বলিয়া ব্রহ্মবৎ পূজ্য হন। যদি কেহ সংযতচিত্তে এই পরম গুহ্য গ্রন্থ বা গ্রন্থার্থ ব্রহ্মজ্ঞানীদের সভায় শ্রবণ করান অথবা কোন শ্রাদ্ধকালে পাঠ করেন তাহা হইলে ঐ শ্রবণ অনন্ত ফলের নিমিত্ত হইয়া থাকে।

কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের

তৃতীয়া বল্লীর

উপনিষদ্-ভাবনা সমাপ্তা।

কঠ-শ্রুতি

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথমা বল্লী

স্বয়ম্ভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তিনি জীবের ইন্দ্রিয়গণকে পরাঙ্মুখ করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই জন্য জীব ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বাহ্য বিষয়ই দেখে, অন্তরাত্মাকে দর্শন করে না। ধীর ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভের আশায় আবৃত্ত-চক্ষু হইয়া বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়বর্গকে প্রত্যাহৃত করিয়া প্রত্যগাত্মার দর্শন লাভ করিয়া থাকেন।

প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য নাই পরব্রহ্মকে জানিবে। ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তুতে মন থাকিলে পরমতত্ত্ব জানা যাইবে না। সাধক অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা ব্রহ্মবস্তুকে দেখেন শোনেন ও মনন করেন। "দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ"। বালকবৎ অবিবেকী ব্যক্তি বাহ্যবিষয়ের অনুসরণ করে, ফলে বহুকালব্যাপী মৃত্যুর পাশ লাভ করে। আর বিবেকী জন সকল পদার্থের মধ্যে একমাত্র অমৃতত্বই ধ্রুব ইহা জানিয়া, অধ্রুব বিষয় কিছুই প্রার্থনা করেন না।

আমরা যে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধাদি সর্বদা অনুভব করি তাহা সম্ভব হয় একমাত্র আত্মার সহায়তায়, আত্মার শক্তিতে, আত্মার অনুগ্রহে। এই আত্মা সর্ববিজ্ঞাতা, আত্মার অবিজ্ঞেয় কিছুই থাকিতে পারে না। যাহা দ্বারা সকল জানা সম্ভব তাহার

অজানা কিছু থাকিবে কি করিয়া? অতএব আত্মাই একমাত্র বিজিজ্ঞাসিতব্য।

এতদ্বৈ তৎ, এই সেই বস্তু যাহা নচিকেতার জিজ্ঞাসিত। যেখানে দেবতাগণেরও সংশয়, যাহা বিষ্ণুর পরম-পদ, যাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, তাহা এই আত্মজ্ঞান।

ধীর ব্যক্তি যখন আত্মাকে মনন করেন তখন তাঁহার আর শোক দুঃখ থাকে না। আত্মার পরিচয় দিয়াছেন—যাহা দ্বারা স্বপ্ন-কালীন দৃশ্য ও জাগ্রত অবস্থার দৃশ্য বস্তুর দর্শন হয়।

যে ব্যক্তি কর্ম্মফলরূপ মধুর ভোক্তা ও প্রাণশক্তির ধারক আত্মাকে জানেন—এই দেহেই জানেন, অতীত অনাগত বিষয়ের ঈশান (প্রেরক) রূপে জানেন, তাঁহার আর জুগুপ্সা থাকে না। তিনি কাহাকেও হিংসা করেন না বা কেহ তাঁহাকেও হিংসা করে না।

জ্ঞানময় ব্রহ্মের তপস্যা হইতে প্রথম জাত যে পুরুষ হিরণ্যগর্ভ—সমস্ত ভূতের পূর্বে জন্মলাভ করিয়াছেন—জীবের হৃদয়-গুহাতে প্রবিষ্ট দেহেন্দ্রিয়াদি ভূতগণের কার্য্যসহ সেই পুরুষকে যে ব্যক্তি দর্শন করেন তিনিই আত্মদর্শন করেন। ইহাই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত সেই আত্মতত্ত্ব।

সর্বদেবময়ী অদিতি যিনি প্রাণশক্তিরূপে পরব্রহ্ম হইতে সম্ভূতা তিনি ভূতগণের সহিত উৎপন্না; হৃদয়-গুহাতে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলেই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মদর্শন হয়।

গর্ভিণী যেরূপ গর্ভস্থ সন্তান পোষণ করেন সেইরূপ জ্ঞানে জাগ্রত সাধক যজ্ঞ ও হৃদয় এই দুই অরণির মধ্যে স্থিত যে অগ্নিকে

প্রতিদিন হবন দ্বারা ধ্যান করেন, ভজন দ্বারা পুষ্ট করেন যাঁহাকে তিনি সেইবস্তু।

যাজ্ঞিকের বিরাট অগ্নি আর ধ্যানীর ব্রহ্মতত্ত্ব একই।

দিবে দিবে, অহন্যহনি ঈড্যঃ স্তুত্যো বন্দ্যশ্চ
কর্মিভির্যোগিভিশ্চ অধ্বরে হৃদয়ে চ—শঙ্কর।

সূর্য্যদেব প্রথম সৃষ্টিদিনে যাহা হইতে প্রকাশিত হন ও প্রলয়-দিনে যাহাতে লীন হন তিনি মহাপ্রাণ শক্তি। সকল দেবতাগণ সেইশক্তিকে আশ্রয় করিয়াই আছেন। কেহই পারে না তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে। নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মবস্তু ইনিই।

ইহলোকে যে আত্মার প্রকাশ পরলোকেও সেই আত্মার প্রকাশ, কার্য্যোপাধি দেহে যে চৈতন্য, কারণোপাধি ঈশ্বরেও সেই চৈতন্য—নিখিল বিশ্বে একই চৈতন্য সত্তা। যে তাহাকে নানারূপে বহুরূপে দেখে সে ব্যক্তি মৃত্যুর পর মৃত্যু ভোগ করে। যে একরূপে দেখে সে অমৃতত্ব লাভ করে।

মনের দ্বারাই ব্রহ্মের একত্ব জানিতে হইবে এবং বহুত্ব যে নাই তাহা অনুভব করিতে হইবে। যে নানাত্ব দেখে সে মৃত্যুর পর মৃত্যু ভোগ করে।

মনসা, আচার্য্যাগম-সংস্কৃতেন মনসা—শঙ্কর

অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ দেহাভ্যন্তরে অবস্থান করেন, সেই পুরুষই ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয়ের ঈশ্বর। তাঁহাকে জানিলে আর আত্মাকে গোপন করিতে ইচ্ছা থাকে না। এই সেই পরমবস্তু। অঙ্গুষ্ঠ-

পরিমিত সেই পুরুষ ধূমহীন জ্যোতির মত উজ্জ্বল। তিনিই কালাতীত পুরুষ। তিনি আজও আছেন কালও থাকিবেন—তিনি নিত্য অপরিণামী পুরুষ। তিনিই সেই পরমবস্তু। যেমন পর্ব্বতে পতিত বৃষ্টির জল নীচের দিকে ধাবিত হয় নানাভাবে, সেইরূপ একই আত্মাতে ভেদদর্শনকারী ব্যক্তি নানাবিধ শরীরভেদ প্রাপ্ত হয়। একই জল বহুনদী হয়, একই আত্মা বহু-দেহধারী হন।

নির্ম্মল জল নির্ম্মল জলে নিক্ষেপ করিলে যেমন একই হইয়া যায় সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী মুনির আত্মার ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়।

তস্মাৎ কুতার্কিক-ভেদদৃষ্টিং নাস্তিক-কুদৃষ্টিঞ্চ উজ্ঝিত্বা মাতাপিতৃ-সহস্রেভ্যোঽপি হিতৈষিণা বেদেনোপদিষ্টং আত্মৈকত্বদর্শনং শান্তদর্পৈরাদরণীয়মিত্যর্থঃ—শঙ্কর।

অতএব কুতার্কিকগণের ভেদোপদেশ ও নাস্তিকগণের অসদ্‌বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সহস্র সহস্র মাতাপিতা অপেক্ষাও হিতৈষিণী শ্রুতির উপদেশে অভিমান ত্যাগ করিয়া আদর করা উচিত।

কঠোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের
প্রথমা বল্লীর উপনিষদ্-ভাবনা সমাপ্তা।

কঠ-শ্রুতি

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয়া বল্লী

ব্রহ্মতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতেছেন—

একাদশ-দ্বার-বিশিষ্ট এই দেহপুর। এই পুরের কর্ত্তা এক জন্মরহিত স্বাধীন রাজস্থানীয় আত্মা—যাঁর চৈতন্য কখনো বক্র নহে, সূর্য্যের ন্যায় নিত্য প্রকাশমান। এই পুর ও পুরস্বামীকে ধ্যান করিয়া লোকে আর শোক প্রাপ্ত হয় না। বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া মুক্তি লাভ করে (একাদশ দ্বার ২ চক্ষু ২ কর্ণ ২ নাসিকা ১ মুখ ১ ব্রহ্মরন্ধ্র ১ নাভি ২ মলমূত্রদ্বার)

পরমাত্মা যেন একটি হংস। হন্তি গচ্ছতি সর্ব্বং ব্যাপ্নোতি হংসঃ। এই হংস শুচিসৎ পবিত্র স্থানে বাস করেন। তিনি সর্ব্বলোকের স্থিতি রক্ষা করেন এই জন্য তিনি বসু—বাসয়তি সর্বম্ ইতি বসুঃ। তিনি অন্তরিক্ষে বাস করেন এই জন্য অন্তরিক্ষসং। তিনি অগ্নিস্বরূপ এই জন্য হোতা। তিনি সোমরূপে অতিথি, তিনি দুরোণে কলসে হৃদয়াকাশে বাস করেন বলিয়া দুরোণসৎ, তিনি মনুষ্যের মধ্যে আছেন বলিয়া নৃষৎ। সকল শ্রেষ্ঠ বস্তুতে আছেন বলিয়া বরসৎ, তিনি জলে জন্মেন বলিয়া অব্জা, গোরূপা পৃথিবীতে জন্মেন বলিয়া গোজা, সত্যে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ঋতজা, আকাশে আছেন বলিয়া ব্যোমসৎ, পর্বতে জন্মেন নদীরূপে বলিয়া অদ্রিজা,

তিনি সত্য তিনি বৃহৎ তিনিই পরব্রহ্ম। সুতরাং তিনি শরীরপুরে বাস করেন আবার সর্বত্র বাস করেন। তিনি প্রাণ-শক্তিকে ঊর্ধ্বমুখে তুলেন অপান বায়ুকে অধোদিকে রাখেন, হৃদয় মধ্যে বামনরূপে বিরাজমান থাকেন। তাঁকে বিশ্বের সকল দেবগণ উপাসনা করেন। (বামনং বর্ণনীয়ং সম্ভজনীয়ং মধ্যে হৃদয়-পুণ্ডরীকাকাশে আসীনম্—শঙ্কর।) শরীর দেহ, ইহাতে যিনি বাস করেন তিনি দেহী, এই দেহী আত্মা। ইনি বাহির হইয়া গেলে কি অবশেষ থাকে ? কিছুই থাকে না। সুতরাং সেই আত্মা দেহপ্রাণ হইতে পৃথক্ ইহা প্রমাণিত হইল। মানুষ যে বাচিয়া থাকে, তাহা প্রাণাপান বায়ু দ্বারা নহে। প্রাণাপান যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে সেই পরমাত্মার সাহায্যেই মানুষ বাঁচে। ২।২।১-৫

সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে তোমাকে বলিতেছি শোন। তাঁহাকে না জানিয়া জীব মৃত্যুর পর কিরূপ সংসার লাভ করে তাহা বলিতেছি।

নচিকেতাকে সম্বোধন করিয়া যম বলিতেছেন ; মৃত্যুর পর কি হয় এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। কোন কোন আত্মা মৃত্যুর পর শরীর-গ্রহণের জন্য যোনিদ্বার গ্রহণ করেন। কোন কোন আত্মা বৃক্ষাদি স্থাবর দেহ লাভ করেন। ইহা নির্ভর করে স্ব-স্ব কর্ম ও জ্ঞানের উপরে। যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্। যৈ র্যাদৃশং কর্ম্ম ইহজন্মনি কৃতং···যাদৃশঞ্চ বিজ্ঞানমুপার্জিতং তদনুরূপমেব শরীরং প্রতিপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ—শঙ্কর।

আবার ব্রহ্মস্বরূপ বলিতেছেন :—

সুপ্ত হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ ব্যাপারশূন্য হয়, তখন যিনি ইচ্ছামত কাম্যবস্তু নির্ম্মাণ করতঃ জাগ্রত থাকেন তিনি আত্মা, তিনি শুভ্র, তিনি ব্রহ্ম, তিনি অমৃত। সকল-লোক তাঁহাতে আশ্রিত। কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।

এই মন্ত্রের ভিত্তিতে বেদান্তসূত্র ৩।২।২।—"নির্ম্মাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ।" এটি পূর্ব্বপক্ষ সূত্র। পূর্ব্বপক্ষ বলিতেছেন—ইন্দ্রিয়গণ সুপ্ত হইলে যে পুরুষ কাম্যবস্তু সকল সৃষ্টি করিয়া জাগ্রত থাকেন—তিনি জীব-পুত্রাদিরূপ কাম্য বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা। উত্তর দিতেছেন পরবর্ত্তী সূত্রে—"মায়ামাত্রং তু কাৎর্স্ন্যেন নাম্নাভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ" ৩।২।৩। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসকলের নির্ম্মাণকর্ত্তা জীব নহে, পরমাত্মা পরমেশ্বরই। কারণ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসকল আশ্চর্য্যজনক। ঐগুলি সম্পূর্ণ সত্যও নয় মিথ্যাও নয়, সুতরাং মায়ামাত্র। এই মায়া সৃষ্টি, জীবের হইতে পারে না। জীবের সমগ্র শক্তি বদ্ধাবস্থায় অভিব্যক্ত হয় না। সত্যসঙ্কল্পাদি শক্তি জীবেরও আছে। কিন্তু বদ্ধাবস্থায় জীবের কর্ম্মানুরূপ ঐ শক্তি পরমাত্মার সংকল্প দ্বারা তিরোহিত হয়।

এইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—

সংসারবন্ধ-স্থিতি-মোক্ষহেতুঃ ২।২।৮

যেমন একই অগ্নি জগতের সকল দ্রব্যে প্রবিষ্ট থাকেন কিন্তু নিজ রূপ প্রকাশ না করিয়া দহ্যমান কাষ্ঠাদির ভাবানুযায়ী প্রকাশিত হন সেইরূপ এক সর্ব্বভূতান্তরাত্মা প্রতিটি জীবের অন্তরে থাকিয়া জীবের মতই প্রকাশিত হন। কাষ্ঠাবস্থায়

যেমন তন্মধ্যস্থ অগ্নির আলোকধর্ম্ম প্রকাশিত হয় না সেইরূপ জীবাবস্থায় জীবের মধ্যস্থিত পরমাত্মার সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্ম প্রকাশিত হয় না, তথাপি কিন্তু কাষ্ঠের ধর্ম্ম অগ্নিকে স্পর্শ করে না। বায়ু যেমন পৃথিবীর সকল বস্তুতে আছে তবু কোথাও পবন কোথাও প্রাণ কোথাও অপান প্রভৃতি নানারূপে প্রকাশিত। সেইরূপ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা পশু-পক্ষ্যাদি নানারূপে প্রকাশ পান। তথাপি আত্মা বায়ুতত্ত্বের অতীত।

সূর্য্য যেমন সমস্ত জীবের চক্ষুর অধিপতি হইয়াও চক্ষের কোন ব্যাধি বা অপবিত্রতা দ্বারা লিপ্ত হন না সেইরূপ এক সর্ব্বভূতান্তরাত্মা হৃদয়ে থাকিয়া ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালনা করিলেও জাগতিক সুখদুঃখে অভিভূত হন না।

সর্বভূতের অন্তরাত্মা একই। তিনিই সকলের নিয়ন্তা; তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেহভেদে নিজের সত্তাকেই বহুজীবাত্মরূপে বিভক্ত করিয়াছেন। যিনি সাধক তিনি নিজ হৃদ্‌গুহায় পরমাত্মার দর্শন করেন এবং তাঁহার আনন্দ স্থায়ী হয় (তেষাং সুখং শাশ্বতং)। পরমাত্মদর্শী বিনা আর কাহারা আনন্দ চিরস্থায়ী হয় না। সকল আনন্দবস্তুর মধ্যে তিনি নিত্য, সকল চেতন পদার্থের তিনিই চৈতন্য। বহু জীবের বহুপ্রকার কামনার বস্তু তিনিই ব্যবস্থা করেন। যে ধীর ব্যক্তি আত্মস্থ পরমাত্মার দর্শন করেন সাধন বলে, তাঁহারই চিরশান্তি। আত্মদর্শী ভিন্ন শাশ্বতী শান্তি আর কাহারও ভাগ্যে হয় না।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও এই মন্ত্র আছে। এই মন্ত্রের প্রথম

দুইপাদ শ্বেতা. ৬।১৩ মন্ত্রের প্রথম দুইপাদ। এই মন্ত্রের শেষের দুই পাদ ৬।১২ মন্ত্রের শেষের দুই পাদ। শ্বেতাশ্বতরে নিত্যো নিত্যানাম্ পাঠ। কঠে নিত্যোঽনিত্যানাম্ পাঠ দৃষ্ট হয়।

আত্মানুভূতি পরম সুখময়। তাহা সাধারণ মানুষের কাছে অনির্দ্দেশ্য। কিন্তু জ্ঞানীর কাছে প্রত্যক্ষের মত "তদেতৎ"। আমি সেই জ্ঞানীর মত এই সুখকে কিভাবে জানিতে পারি? অহং-প্রতীতির বিষয়রূপে তাহা প্রকাশিত হয়, কি হয় না?

উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন—

আত্মা স্বপ্রকাশ। তাঁহাকে সূর্য্য চন্দ্র তারকা বিদ্যুৎ প্রকাশ করিতে পারে না। অগ্নি আর কি করিবে—সমস্ত জ্যোতির্ম্ময় বস্তু তাঁহারই জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। জগৎ তাঁহার দীপ্তিতেই দীপ্তিমান্।

এই মন্ত্র ও শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ৬।১৪ মন্ত্র হুবহু একই।

কঠশ্রুতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের
দ্বিতীয়া বল্লীর
উপনিষদ্-ভাবনা সমাপ্তা।

কঠ-শ্রুতি

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয়া বল্লী

উপনিষদ্-ভাবনা

সংসার একটি বৃক্ষ। অশ্বত্থবৃক্ষ। আগামী দিনে থাকিবে কিনা বলা যায় না। তবে পরিণামী হিসাবে নিত্য সনাতন। ইহার মূল ঊর্ধ্বে, পরব্রহ্মে। অধোদিকে থাকে বিশ্বের যত কিছু সৃষ্ট বস্তু। সমস্ত লোকই তাহাতে আশ্রিত. কেহই পারে না তাহাকে অতিক্রম করিতে।

যাহা কিছু জাগতিক বস্তু, সকলেই উদ্ভূত হইয়াছে প্রাণব্রহ্ম হইতে। মহাপ্রাণ-শক্তি ভয়ঙ্কব। উদ্যত বজ্রের মত ভীষণ। যাহারা মানিয়া চলে তাহারা অমৃত হইয়া যায়। তাঁর ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়, সূর্য্য আলো দেয়। তাঁর ভয়ে ইন্দ্র বায়ু এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিয়া যার যার নিজ কার্য্য করিতেছে। দেহত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যদি কেহ সেই ব্রহ্মকে জানিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে সে নানাপ্রকার ভোগলোকে শরীর ধারণ করে।

দর্পণে যেমন মুখ দেখা যায়, সেইরূপ নিজ শুদ্ধবুদ্ধির দর্পণে আত্মদর্শন হয়। স্বপ্নে যেরূপ দর্শন হয়, যাহারা পিতৃলোকবাসী তাহারা সেইরূপ আত্মদর্শন করে। জলে যেরূপ প্রতিবিম্ব দর্শন হয়, গন্ধর্ব্বলোকবাসিগণ সেইরূপ আত্মদর্শন করে। ঠিক ঠিক আত্মদর্শন হয় ব্রহ্মলোকে। আলো আর অন্ধকার যেমন পৃথক্

—আত্মা ও অনাত্মা সেইরূপ পৃথক্। ব্রহ্মলোকে সেই দর্শন পরিষ্কার হয়। অস্পষ্টতা থাকে না।

ইন্দ্রিয়গণ আত্মা হইতে পৃথক্। আত্মার উদয়াস্ত নাই। ইন্দ্রিয়গণের আছে। তাহারা জাগ্রৎকালে উদিত। স্বপ্ন সুষুপ্তিতে অস্তমিত। ইন্দ্রিয়গুলি আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে পৃথক্ পৃথক্ উৎপন্ন। আত্মা উৎপন্ন বস্তু নয়। আত্মা ও ইন্দ্রিয়গণের এই পার্থক্য যিনি জানেন তিনি আর দুঃখ ভোগ করেন না।

ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ। মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি হইতে মহত্তত্ত্ব শ্রেষ্ঠ। মহত্তত্ত্ব হইতে প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ। প্রকৃতি হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পুরুষ সকল প্রকার চিহ্নবর্জ্জিত। পুরুষ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা। তাঁহাকে জানিলে সংসার বন্ধন থাকে না। অমৃতত্ব লাভ হয়।

পরমাত্মার রূপ প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। চক্ষুরাদি কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না। হৃদয় দ্বারা মননে ধ্যানে সেই পুরুষ অভিব্যক্ত হন। তাঁহাকে জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয়।

যখন পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত স্থিত থাকে—বহির্বিষয় গ্রহণ করে না (সংকল্পাদি-ব্যাবৃত্তেন অন্তঃকরণেন); বুদ্ধিও চেষ্টা করে না, নিষ্ক্রিয় হইয়া যায় তখন সেই অবস্থাকে পরমা গতি বলে। তাঁহাকে বাক্যদ্বারা মনদ্বারা চক্ষুদ্বারা কোন উপায়েই জানা যায় না। পরমাত্মা আছেন এই অনুভূতি যাঁহার আছে তিনি ভিন্ন আর কাহারো কাছে তাঁহার খবর পাইবে না। সদ্‌গুরুর কাছেই শিষ্য জানিবে।

এই গুরু শিষ্য দুইজনেরই—ব্রহ্মবস্তু আছেন, তিনি অপরিণামী সত্য—ইহা দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি হওয়া প্রয়োজন। তিনি আছেন এই উপলব্ধি যাহার দৃঢ় হইয়াছে তাহার কাছে সকল তত্ত্ব ও ভাব নিঃসংশয় ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

শঙ্কর বলেন নিরুপাধি ও সোপাধি এই দুয়ের মধ্যে নিরুপাধি আত্মাকেই তত্ত্বভাবে "অস্তি" বলিয়া বুঝিতে হইবে। এখানে নিরুপাধি বা সোপাধি আত্মার কোন প্রসঙ্গ নাই। পূর্ব্ব মন্ত্রের অস্তিত্ববাদী গুরু ও অন্তেবাসীর প্রসঙ্গ।

যখন মুমুক্ষু অন্তরের সমস্ত কামনা-মুক্ত হয় তখন মরণশীল মানুষ অমৃত হইয়া যায়। ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়।

যখন হৃদয়ের সকল গ্রন্থি সমূলে দূর হইয়া যায় তখন সমস্ত কামনা বাসনার উচ্ছেদ হইয়া যায়। তখন মর্ত্তের মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। বেদান্ত-শাস্ত্রে ইহাপেক্ষা অধিক উপদেশ আর কিছু নাই।

হৃদয় মধ্যে একশত এক নাড়ী আছে। তন্মধ্যে একটি নাড়ী সুষুম্না নাম্নী, সে ব্রহ্মরন্ধ্র অভিমুখে চলিয়াছে। মানুষ এই নাড়ী দ্বারা ঊর্ধ্বগমন করিয়া অমৃতত্ব লাভ করে। অন্য নাড়ী অন্য লোকে যাইবার কারণ স্বরূপ হয়।

উপনিষদের কথা বলা হইল—এখন উপসংহার করিতেছেন। অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ অন্তর্য্যামী। সকলের হৃদয়ে তিনি প্রবিষ্ট হইয়া বিরাজমান আছেন। তাঁহাকে শরীর হইতে পৃথক্ করিতে হইবে। তৃণ হইতে যেমন ডগাটি বাহির করা হয়

ও পৃথক্ করা হয় সেইরূপ। সেই বস্তুই জানিতে হইবে। জানিলেই অমৃতত্ব লাভ। শুদ্ধ অমৃতময় হইয়া যাওয়া যায়। উপনিষদ্ সমাপ্ত হইল। ফলশ্রুতি বলিতেছেন—মৃত্যু-দেবতা নচিকেতাকে এই উপদেশ দিলে তিনি এইজ্ঞান লাভ করিয়া রজঃশূন্য হইয়া মৃত্যুর কারণস্বরূপ অবিদ্যাশূন্য সত্তায় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অন্য কেহও এইভাবে আত্মাকে জানিলে তাহারও নচিকেতার মতো ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে।

অথর্ব্ব-বেদীয়

মুণ্ডক-শ্রুতি

মুণ্ডক অর্থ ক্ষৌরকার। যে মানুষের মস্তক মুণ্ডন করে। মস্তকের আবরণ কেশ। যে মস্তকের আবরণ মুক্ত করে সে মুণ্ডক। মস্তকের ঠিক আকৃতি কেশে ঢাকা থাকে। মুণ্ডিত হইলে প্রকৃত আকৃতি প্রকাশমান হয়।

অজ্ঞানতা দ্বারা সত্য আবৃত থাকে। পাপ দ্বারা সত্য আবৃত থাকে। কুসংস্কার দ্বারা সত্য আবৃত থাকে। যে শ্রুতির বাণী শ্রবণে সকল আবরণ খসিয়া পড়ে, মুণ্ডিত মস্তকের মত সত্যের অনাবৃত স্বরূপ পরিব্যক্ত হয়—সেই শ্রুতির নাম মুণ্ডক-শ্রুতি। কয়েকটি গদ্য মন্ত্র। অধিকাংশই সরল ভাষায় সরল কবিতা-ছন্দে আম্নাত। কণ্ঠস্থ করিবার জন্যই গ্রথিত। সার সত্যগুলি যুক্তি তর্কের ঊর্ধ্বে বিরাজিত। অথর্ব্ববেদের শ্রেষ্ঠ উপনিষদ্ বলিয়া বেদান্ত-সাহিত্যে অনেক স্থলে মুণ্ডক না বলিয়া "আথর্ব্বণিকৈরুদাহৃতা" এই ভাবায় কথিত আছে।

তিন ভাগ। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় মুণ্ডক। প্রত্যেক ভাগে দুই খণ্ড। প্রথম মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডে নয়টি মন্ত্র। দ্বিতীয় খণ্ডে তেরটি মন্ত্র। দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডে দশটি মন্ত্র। দ্বিতীয় খণ্ডে এগারটি মন্ত্র। তৃতীয় মণ্ডকে প্রথম খণ্ডে দশটি মন্ত্র। দ্বিতীয় খণ্ডে এগারটি মন্ত্র। মোট ৬৪টি মন্ত্র।

প্রথমে অথর্ব্ববেদীয় শান্তি মন্ত্র।

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি র্বশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।
স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি ন স্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতি র্দধাতু॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

শাস্ত্রপাঠ প্রাক্কালে অথর্ব্ববেদের ঋষি শিষ্যবর্গ সঙ্গে লইয়া প্রার্থনা করিতেছেন—

"হে পূজ্য দেবগণ—আমরা যেন কর্ণে ভদ্রবাক্য শুনি। চক্ষে যেন ভদ্র দৃশ্য দেখি। স্থির, দৃঢ় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গযুক্ত হই। নীরোগ হই। আপনাদের স্তুতি গাহিতে গাহিতে যেন—আপনাদের প্রীতিপ্রদ কর্ম্ম করিবার মত পরমায়ু প্রাপ্ত হই। আমাদের ত্রিতাপ জ্বালার শান্তি হউক।"

উপনিষদ্-ভাবনা

প্রথম দুই মন্ত্রে গুরুপরম্পরা কহিতেছেন।

ব্রহ্মা বিশ্বের কর্ত্তা, গোপ্তা, পালয়িতা। তিনি প্রথম জাত। সকল দেবতার আগে তাঁর জন্ম। এই প্রথমত্ব কালগতও বটে, গুণগতও বটে।

তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বা। ব্রহ্মার পুত্র বা সৃষ্ট জীব সকলেই। তন্মধ্যে গুণে মহান্ বলিয়া অথর্ব্বা শ্রেষ্ঠ বলিয়াই জ্যেষ্ঠ। ব্রহ্মা তাঁহাকে সমস্ত বেদ ও ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছিলেন। পিতৃদত্ত বিদ্যা সম্পদ্ অথর্ব্বা, অঙ্গিরা ঋষিকে দিয়াছিলেন। অঙ্গিরা দিয়াছিলেন

ভরদ্বাজ গোত্রীয় সত্যবাহকে। তিনি দিলেন অঙ্গিরসকে :

গুরু মহর্ষি অঙ্গিরস। শিষ্য শৌনক। শৌনক শুনকের পুত্র। মহাগৃহস্থ। তিনি সমিৎপাণি হইয়া গুরুসন্নিধানে ধীর বিনীত ভাবে প্রশ্ন করিলেন।

"কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।"

কি বস্তু আছে যাহা জানিলে সকলই জানা হয়? ছান্দোগ্য শ্রুতির ষষ্ঠ প্রপাঠকে প্রথম খণ্ডে পিতা ঋষি আরুণি—পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিতেছেন "তুমি কি তোমার গুরুদেবের কাছে সেই শিক্ষা পাইয়াছে—যে শিক্ষায়, অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতম্ অবিজ্ঞাতম বিজ্ঞাতং" মুণ্ডক শ্রুতির প্রথম প্রশ্ন ছান্দোগ্য শ্রুতির উক্ত প্রশ্ন একই কথা। বলিতে কি, নিখিল শ্রুতিরই এই এক লক্ষ্য : তাঁকে জানা। যাঁকে জানিলে সকল জানা হয়, যাঁকে পাইলে সকল পাওয়া হয়। অজানা, অপাওয়া থাকেনা। জ্ঞানের তৃপ্তি, কর্ম্মচেষ্টার সিদ্ধি।

শিষ্যের প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন মহর্ষি অঙ্গিরস। দুই প্রকার বিদ্যালাভ করিতে হইবে। পরা আর অপরা। তন্মধ্যে অপরা—চারিবেদ ও ষড়ঙ্গ—শিক্ষা, শিক্ষা = বর্ণ ও শব্দের উচ্চারণ কৌশল। কল্প = সাধন পদ্ধতি, ব্যাকরণ, নিরুক্ত = বেদের অভিধান, ছন্দঃ, জ্যোতিষ।

পরা বিদ্যা—"যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"। যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায়। পরা বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যাই পরব্রহ্ম বস্তুটিকে জানাইবে। অন্য কোন উপায় নাই। কারণ ব্রহ্মবস্তু

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগম্য। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য—গ্রহণাতীত। অগোত্র, মূলহীন, তিনি সকলের কারণ, তাঁর কারণ নাই। তিনি অচক্ষু, অশ্রোত্র, অপাণিপাদ। এই বিশেষণগুলি অভাববাচী। সঙ্গে সঙ্গেই ভাববাচী বিশেষণ—তিনি নিত্য, বিভু, সর্ব্বগত, সুসূক্ষ্ম, অব্যয় ও ভূতযোনি।

ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদে "ব্রহ্মণঃ অদৃশ্যত্বাদিগুণ-নিরূপণাধিকরণ" নামে একটি অধিকরণ আছে। এই অধিকরণের ভিত্তি মুণ্ডকের এই প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ মন্ত্র—

"যদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃ-শ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ম্ তদ্‌ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ।

ব্রহ্মসূত্র ১।২।২২ "অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ।"

মুণ্ডকোপনিষদে ১।৬ মন্ত্রে যিনি অদৃশ্য অগ্রাহ্য অবর্ণ ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট বলিয়া আম্নাত হইয়াছেন তিনি পরব্রহ্ম।

ব্রহ্মসূত্র ১।২।২৩ বিশেষণ, 'ভেদব্যপদেশাভ্যাং চ নেতরৌ।'

উক্ত মন্ত্রে ভূতযোনি বিশেষণ থাকায় তিনি যে সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত প্রধান বা জীব নহেন ইহা জানা গেল।

এই ভূতযোনি-বিশেষণ অবলম্বনে আর একটি ব্রহ্মসূত্র—

যোনিশ্চাহ গীয়তে ১।৪।২৭ সূত্র

শ্রুতি ব্রহ্মকে জগতের যোনি, ভূতগণের যোনি, পঞ্চভূতের কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে ব্রহ্মই যে বিশ্বের উপাদান কারণ তাহা জানা যায়। নিমিত্ত-কারণও ব্রহ্মই। মুণ্ডকে ৩।১।৩ মন্ত্রে আছে—কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্"।

পরা বিদ্যা দ্বারা যে অক্ষর পুরুষকে জানিতে হইবে তাহার স্বরূপ বলিতেছেন। "অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্"। এই বিশ্ব সংসার অক্ষর পুরুষ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা—সমজাতীয় কারণ হইতে সমজাতীয় কার্য্যোৎপত্তি সম্ভব। জড় মৃত্তিকা হইতে জড় ঘট। কিন্তু ব্রহ্ম চৈতন্যময়। জগৎ জড়। চেতন হইতে জড় কি করিয়া হইল? উত্তর দিতেছেন মুণ্ডক শ্রুতি—"যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশ লোমানি" যেমন মানুষের দেহে কেশ লোমাদি হয়। চেতন হইতে অচেতনের উৎপত্তির দৃষ্টান্ত দিলেন।

আরও একটি পূর্ব্বপক্ষ—উপাদান কারণ ছাড়া ব্রহ্ম কিভাবে সৃষ্টি করিলেন? মুণ্ডক শ্রুতি—উত্তর দিতেছেন

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ

মাকড়সা যেমন জাল তৈয়ারী করে নিজদেহ হইতে। উপাদান লাগে না। আবার ঐ সূত্র মাকড়সা নিজদেহে বিলীন করে, গৃহ্ণতে চ।

ন্যায়শাস্ত্র বলেন, একই বস্তু উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ হইতে পারে না। ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকা ও নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার। ব্রহ্ম একা কিরূপে সৃষ্টি করিলেন? মুণ্ডক শ্রুতি দৃষ্টান্ত দ্বারা উত্তর দিতেছেন, "যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি"—যেমন একমাত্র পৃথিবী ওষধিগণের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ—ব্রহ্ম ও সেই প্রকার।

উর্ণনাভের দৃষ্টান্ত ছান্দোগ্য শ্রুতিও দিয়াছেন। (২।১।২০)

ইহার পরবর্ত্তী মন্ত্রে (১।১।৮) মুণ্ডক শ্রুতি সৃষ্টির ক্রমবিকাশ

বলিতেছেন। পূর্ব্ব পক্ষের প্রশ্ন এই যে ব্রহ্ম হইতে সকল পদার্থ কি যুগপৎ হইয়াছে, কিংবা ক্রমে ক্রমে হইয়াছে? উত্তর, ক্রমে ক্রমেই হইয়াছে। "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম"

ব্রহ্ম তপস্যাদ্বারা উপচিত হন। সৃষ্টি বিষয়ে উন্মুখ হন। তাহা হইতে অন্ন হইল। অন্ন বলিতে এখানে "অব্যক্ত", নাম-রূপে অনভিব্যক্ত প্রকৃতি। প্রকৃতি ভোগ্য বলিয়া অন্ন শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। ছান্দোগ্য শ্রুতি পুরুষ-প্রকৃতিকে "অন্নাদ" ও অন্ন বলিয়াছেন। অব্যাকৃত প্রকৃতি হইতে প্রাণ মন আকাশাদি পঞ্চভূত ও ভূরাদি সপ্তলোক ও লোক হইতে কর্ম্ম ও কর্ম্ম হইতে ফল উৎপন্ন হইয়াছে। এ স্থলে অমৃত অর্থে কর্ম্মফল। ব্রহ্ম যে সৃষ্টির জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন, একথা তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও বলিয়াছেন।

"স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্ব মসৃজত যদিদং কিঞ্চ। ২।৬

ব্রহ্মের তপস্যা কি? পরবর্ত্তী মন্ত্র (মুঃ ১।১।৯) জানাইতেছেন, "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।" সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদ্ ব্রহ্মের জ্ঞানই তপস্যা। জ্ঞানময়ং তপঃ। অক্ষর স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভ এবং নাম রূপ ও অন্ন) উৎপন্ন হইল। নাম—দেবদত্ত যজ্ঞদত্তাদি, রূপ বলিতে শুক্ল-পীতাদি, অন্ন বলিতে ধান্যযবাদি বুঝাইবে।

ইতি প্রথম মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডের উপনিষদ্-ভাবনা সমাপ্তা।

প্রথম মুণ্ডক

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রুতি প্রধানতঃ জ্ঞানকাণ্ডীয় তত্ত্ব কথায় ভরা। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমে পাঁচ ছয়টী মন্ত্রে মুণ্ডকশ্রুতি কর্ম্মকাণ্ডের কথা বিশেষ ভাবে বলিতেছেন। উদ্দেশ্য—পবে কর্ম্মফলের নশ্বরত্ব প্রদর্শন করিয়া জ্ঞানের দিকে টানিয়া লওয়া। কর্ম্ম করিয়া যদি ছাড়িতেই হয় তবে করিবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে। কর্ম্ম অনুষ্ঠিত না হইলে চিত্ত বিশুদ্ধ হয় না। অবিশুদ্ধ চিত্তে জ্ঞানের বিকাশ হয় না। অতএব পরম্পরায় কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা। মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যন্ ইত্যাদি—কবিগণ—মেধাবী ঋষিগণ যে সকল কর্ম্ম বেদাদির মন্ত্রে দেখিয়াছেন তাহা এখানে নানাভাবে উক্ত আছে। তোমরা সেই সকল বেদ বিহিত কর্ম্ম নিয়ত কর। কর্ম্ম কর, সত্যকাম হও। বেদ বিহিত বর্ণাশ্রমোপযোগী কর্ম্ম করিতেই হইবে। ব্রাহ্মণের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য অগ্নিহোত্র। পরবর্ত্তী মন্ত্র অগ্নিহোত্রের বিধান দিয়াছেন। অগ্নি প্রজ্জ্বলিতই থাকিবে। জ্ঞানের শিখা কখনও নির্ব্বাপিত না হয়। অগ্নি প্রদীপ্ত হইলে যখন তাহার শিখা চঞ্চলভাব ধারণ করে তখন প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে দুইটি আহুতি অর্পণ করিতে হইবে। তা ছাড়া প্রত্যেক অমাবস্যা ও পূর্ণিমার পরবর্ত্তী প্রতিপদে দর্শযাগ ও পূর্ণমাসযাগ করণীয়।

যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্রহীন, দর্শ-পূর্ণমাসহীন (অদর্শং অপৌর্ণমাসং), যাহার গৃহে চাতুর্ম্মাস্য নাই (অচাতুর্মাস্যং), যে গৃহে আগ্রয়ণ ইষ্টি অনুষ্ঠিত হয় না (অনাগ্রয়ণং), যে গৃহ অতিথি-সেবাহীন, যথা-কালে হোম হয় না সেই ব্যক্তির ভূর্ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি সপ্তলোক বিনষ্ট হয়। ইহাতে বুঝা গেল গৃহস্বামীর কর্ত্তব্য সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মাচরণ। অগ্নির চঞ্চল শিখায় আহুতি দিতে হইবে। শিখাগুলির নাম—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরুচী, এই সকল অগ্নিশিখায় আহুতি দিতে হইবে। এই সপ্ত জিহ্বা দ্বারা অগ্নিদেব আহুতি গ্রহণ করেন। অগ্নিহোত্রী প্রদত্ত আহুতি সূর্য্যরশ্মিরূপে পরিণত হয়। তাহা যজমানকে স্বর্গে লইয়া যায়। সেখানে ইন্দ্রের বাসস্থান (দেবানাম্ পতিরেকঃ অধিবাসঃ)। স্বর্গে যায় কিরূপে তাহা পরবর্ত্তী (ষষ্ঠ মন্ত্রে) বলিতেছেন।

দীপ্তিযুক্তা আহুতি-সকল এস, এস বলিয়া পূজা করতঃ (অর্চ্চয়ন্ত্যঃ) এই যে ব্রহ্মলোক, তোমাদের কর্ম্মফল স্বরূপ (এষঃ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতঃ), এই প্রকার প্রিয় বাক্য বলিতে বলিতে (প্রিয়াম্বাচম্ অভিবদন্ত্যঃ) যজমানকে সূর্য্য রশ্মি দ্বারা লইয়া যায়।

এই সকল কর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞানপূর্ব্বক করিতে হইবে। যারা এই কর্ম্মগুলিকে মুক্তির উপায় মনে করে, তারা পুনঃ পুনঃ সংসার পথে যাতায়াত করে। যজ্ঞ করিতে বলিয়া শ্রুতি, যজ্ঞ যে মুক্তির কারণ নয় ইহাও বলিলেন—প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা ১।২।৭

যজ্ঞ একটি ভবসাগর পার হইবার ভেলা। ভেলা বটে কিন্তু বড়ই অদৃঢ় ভেলা।

যজ্ঞে আঠারটি ব্যক্তি লাগে, পুরোহিত ১৬ জন, যজমান ও তৎপত্নী। এই আঠার জনই মরণশীল। ইহাদের সাধ্য যে কর্ম্ম তাহাও মরণশীল, সুতরাং যজ্ঞলব্ধ স্বর্গও বিনাশী।

অদূরদর্শী পাণ্ডিত্যাভিমানী মূঢ় ব্যক্তিরা কর্ম্মকাণ্ডরূপ অদৃঢ় ভেলাতে দুঃখসাগর পার হইবার আশায় কর্ম্মকাণ্ডকে আদর করে। কিন্তু ফল পায় বিপরীত, তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে ও জরামৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করে।

মূঢ় কারা? যারা অবিদ্যার বিষয়ীভূত সংসারসুখের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে। যারা নিজেকে নিজে পণ্ডিত ও জিতেন্দ্রিয় মনে করে। যারা শাস্ত্র পড়িয়াও তত্ত্বজ্ঞানহীন, অবিদ্যাবশতঃ তর্ককুশল। নিজেদের অল্পজ্ঞতা সম্বন্ধে যারা অচেতন বা অজ্ঞ এইরূপ মূঢ় ব্যক্তিরা বারংবার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া অন্ধ-চালিত অন্ধের মত সংসার পথে ঘুরিতে থাকে। অবিদ্যাগ্রস্ত বালকতুল্য অজ্ঞান ব্যক্তিরা লোকের কাছে নিজেদের ভাল ভাল কর্মের কথা প্রচার করিয়া বলে যে আমরা কৃতার্থ। মনেও সেইরূপ ভাবে। ইহকাল পূজা-প্রতিষ্ঠা লাভের ফলে তাহাদের পুণ্য অনেকখানি মৃত্যুর পূর্ব্বেই ক্ষয় হইয়া যায়। অল্পপুণ্য লইয়াই পরলোকে যায়। সুতরাং পুণ্য বেশী না থাকায় অল্পকাল পরেই স্বর্গচ্যুত হইয়া দুঃখে পতিত হয়। মূঢ় ব্যক্তিরা ইষ্টাপূর্ত্ত কর্মকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম মনে করে। আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্বের কথা কিছুই ভাবে না। অথচ তাহাদের তর্ককুশল বুদ্ধি মনে করে তাহারা যাহা বুঝে তাহাই ঠিক। যজ্ঞ, অতিথিসেবা, কূপ-খনন, দেবমন্দির, হাসপাতাল,

অন্নসত্র, জলসত্র, ধর্ম্মশালা-নির্ম্মাণ এই সকলকে বলে ইষ্টাপূর্ত্ত কার্য্য। এই কর্ম্মগুলিতে কিছু পুণ্য হয়। এই জন্য যে মান সম্মান পায় তাহাতে কিছু পুণ্যক্ষয় হয়। কিছু দিন স্বর্গবাসের পর সব পুণ্যই শেষ হয়। আবার মর্ত্তে জন্মে। জন্মিয়া মানুষও হইতে পারে। হীনতরও হইতে পারে (ইমং লোকং বা হীনতরং বিশন্তি)। মূঢ় ব্যক্তিদিগের কথা বলিয়া (১০ম মন্ত্র পর্য্যন্ত) শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের কথা বলিতেছেন পরবর্তী ১১শ মন্ত্রে।

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে

শান্ত-স্বভাব-সম্পন্ন তিন প্রকার মানবের কথা বলিতেছেন। (১) ভোগলালসাত্যাগী জ্ঞানী (২) আশ্রমবিহিত উপাসনা অবলম্বন করিয়া যে বানপ্রস্থীরা নির্জ্জনে অরণ্যে বাস করেন (৩) প্রতিগ্রহ ত্যাগ পূর্ব্বক যাঁহারা সন্ন্যাসী হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা অবস্থান করেন—ইঁহারা সকলে "বিরজাঃ"। রজস্তমোগুণের অতীত হইয়া সূর্য্যমার্গে, উত্তরায়ণ পথে অব্যয়াত্মা অমৃত পুরুষের দিকে গমন করেন (যত্রামৃতঃ স পুরুষোহ্যব্যয়াত্মা)।

পরবর্ত্তী দুই মন্ত্রে (১২-১৩) উপসংহার করিতেছেন প্রথম খণ্ডের।

যিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ তিনি বিচারদ্বারা বুঝিবেন যে অনিত্য কর্ম্ম দ্বারা অর্জ্জিত স্বর্গাদি লোক নিশ্চয়ই অনিত্য, তিনি জানিবেন যে—নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন—অকৃত যে মোক্ষ তাহা কৃতেন নাস্তি—কৃতকর্ম্ম দ্বারা হয় না। নিত্যবস্তু যে মোক্ষ তাহা অনিত্য কর্মদ্বারা কিছুতেই প্রাপ্তব্য নহে। ইহা অনুভব করিয়া তিনি বৈরাগ্যবান্ হইবেন।

অতঃপর সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য সমিদ্‌ হস্তে ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট গমন করিবেন। ব্রহ্মবিদ্‌ গুরু, সমীপে উপসন্ন প্রশান্তচিত্ত সংযতেন্দ্রিয় শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিবেন—যে বিদ্যাদ্বারা সত্য সত্যই সেই অক্ষর পুরুষকে জানিতে পারা যাইবে। যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যম্‌।

প্রথম মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ডের উপনিষদ্‌-ভাবনা সমাপ্ত।

দ্বিতীয় মুণ্ডক

প্রথম খণ্ড

উপনিষদ্-ভাবনা

তদেতৎ সত্যম্।

—যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ ইত্যাদি। যাহা পরমার্থের সত্য তত্ত্ব, যাহা ব্রহ্মবিদ্যার বিষয়, তাহা প্রথম মন্ত্রে বলিতেছেন।

সেই অক্ষর হইতে নানাবিধ জীব উৎপন্ন হইয়া থাকে। কি প্রকারে? যেমন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয় সেই প্রকার। উৎপন্ন বস্তুসকল আবার তাহাতেই লীন হয়।

অক্ষরের কথা বলিয়া আবার একটি দিব্য পুরুষের কথা বলিতেছেন। সেই পুরুষ অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।" ঠিক গীতার "অক্ষরাৎ অপি চোত্তমঃ", পুরুষোত্তম অক্ষর হইতে উত্তম।

তিনি পরম শুদ্ধ, অপ্রাকৃত-মূর্ত্তি-বিশিষ্ট সবাহ্যাভ্যন্তরঃ,—তাঁহার ভিতর বাহির একরূপ। যেমন ক্ষীরের পুতুল, অন্তর বাহির সবই ক্ষীর। তিনি অপ্রাণ, অমনাঃ, অজ। ইহাতে বুঝাইল পুরুষোত্তম জীববৎ দেহ-দেহী ভেদশূন্য, তাঁহার প্রাণ মন মূর্ত্তি জীবের মত নহে। তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। তাঁহার আবির্ভাব—তিরোভাব জীবের জন্ম-মৃত্যুর মত নয়।

গীতা যাঁহার কথা বলিয়াছেন "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্" এ তাঁরই কথা।

তৃতীয় মন্ত্রে বলিতেছেন, এই পরম পুরুষ হইতে যাহা কিছু সব উৎপন্ন হইয়াছে। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ—সেই দিব্য পুরুষ হইতেই বিশ্বজগতের যাবতীয় প্রাণবন্ত পদার্থের উৎপত্তি। আর মন ইন্দ্রিয় আকাশ বায়ু জ্যোতি জল ইত্যাদি, বিশ্বের ধারিণী আধারভূতা এই পৃথিবী, সেই পরম পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

মুণ্ডকের এই ২।১।৩ মন্ত্রের ভিত্তিতেই বেদান্ত-দর্শনের প্রাধিকরণে ৪টি ব্রহ্মসূত্র স্থাপিত।

১। তথা প্রাণাঃ—ব্রহ্মসূত্র ২।৪।১

আকাশাদি ভূতগণের মত ইন্দ্রিয়বর্গ ও প্রাণ ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে মন্ত্র "এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" সেই স্থলে ইন্দ্রিয়গণের কথা উল্লেখ না থাকায় ব্রহ্ম হইতে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি গৌণার্থে গ্রহণ করা উচিত। এইরূপ পূর্ব্বে-পক্ষের উত্তর।

২। গৌণাসম্ভবাৎ। ১।৪।২ সূত্র

গৌণার্থে প্রয়োগ অসম্ভব। কারণ শ্রুতি সকল বস্তুর উৎপত্তির কথা পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন। এক শ্রুতি অপর শ্রুতি দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় না। আরও একটি কারণ বলিতেছেন—

৩। তৎপ্রাক্ শ্রুতেশ্চ ২।৪।৩

মুণ্ডক শ্রুতির ২।১।৩ মন্ত্রে প্রথমে আছে ক্রিয়াপদ "জায়তে" তার পর প্রাণ মন ইন্দ্রিয়। তারপর আকাশ বায়ু জ্যোতি জল ইহাদের কথা। আকাশ বায়ুর উৎপত্তি মুখ্যার্থে গ্রহণ করিলে

পূর্ব্ববর্ত্তী ইন্দ্রিয়াদির জন্ম মুখ্যার্থে না লইয়া গত্যন্তর নাই। প্রাণের উৎপত্তি মুখ্যার্থে কি গৌণার্থে এজন্য আরও এক সূত্র—

৪। তৎপূর্ব্বকত্বাদ্বাচঃ ২।৪।৪ সূত্র

ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে ষষ্ঠ প্রপাঠক পঞ্চম খণ্ডে "অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ী বাক্"। প্রাণকে আপোময় বলা হইয়াছে। অপ্ এর উৎপত্তি মুখ্যার্থে গ্রহণ করিলে প্রাণের উৎপত্তিও মুখ্যার্থেই বলিতে হইবে। মুণ্ডকের এই মন্ত্রে ২।১।৩ স্পষ্টতরই বলা হইয়াছে "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ" সুতরাং ব্রহ্ম হইতেই মুখ্যভাবে প্রাণের উৎপত্তি।

সেই পরম পুরুষের রূপের বর্ণনা করিতেছেন—অগ্নি তাঁহার শির, চন্দ্র সূর্য দুই নয়ন, কর্ণদ্বার দিক্-সমূহ, তাঁহার উচ্চারিত বাক্যই বেদ। তাঁহার প্রাণই বায়ু। হৃদয় বিশ্বজগৎ, চরণ পৃথিবী। এই বিরাট রূপ যাঁহার, সর্ব্বভূতের আত্মা যিনি, তিনি পরমাত্মা পরম পুরুষ।

এইরূপ বর্ণনার ভিত্তিতে একটি ব্রহ্মসূত্র ১।২।২৪ "রূপোপন্যাসাচ্চ"।

অগ্নির্মূর্দ্ধা ইত্যাদি মুণ্ডকের ২।১।৪ মন্ত্রে পরব্রহ্মের রূপের উপন্যাস বা উপস্থাপন করা হইয়াছে। এই রূপের পুরুষ পরমাত্মাই। জীব বা প্রকৃতি নহেন।

সেই পরমপুরুষের মহিমা বর্ণনা চলিতেছে পরবর্ত্তী পঞ্চম মন্ত্রে— "তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্যঃ" ইত্যাদি। সেই পরম পুরুষ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে। অগ্নির সমিদ্ হইতেছে সূর্য। সূর্য

হইতে জাত চন্দ্র হইতে মেঘের উৎপত্তি হেতু মেঘ বর্ষণ করিলে যব গম তণ্ডুলাদি খাদ্য উৎপন্ন হয়। তাঁহারই ইচ্ছায় পুরুষ স্ত্রীতে রেতঃ সিঞ্চন করে। এই প্রকারে ক্রমানুযায়ী পঞ্চাগ্নিক্রমে জীব জাত হয়।

ছান্দোগ্য ৫।৪—অগ্নি (দ্যুলোক) মেঘ, পৃথিবী, পুরুষ, স্ত্রী এই পঞ্চাগ্নি। পরম পুরুষ হইতে নিখিল বিশ্বের স্থাবর জঙ্গম জীবগণ যাহা কিছু সবই সৃষ্ট হইয়াছে। যাহারা পঞ্চাগ্নিক্রমে জাত তাহারাও পরম পুরুষ হইতে জাত।

তস্মাদৃচঃ সাম যজূংষি দীক্ষা ইত্যাদি

ষষ্ঠ মন্ত্রেও ঐ পুরুষ হইতে সৃষ্টির প্রসঙ্গই কহিতেছেন—তাহা হইতে ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদের মন্ত্র সকল প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতেই দীক্ষা, যজ্ঞ সকল, ক্রতু, কর্ত্তব্য কর্ম সকল, যজমান সংবৎসর, দক্ষিণা, যজ্ঞের যাবতীয় বিধি, কর্মফলে যজমান যে যে লোকে যাইবে তাহা, সেই সব লোকে চন্দ্র স্নিগ্ধ কিরণ দিবে, সূর্য্য পবিত্র আলোক ও তাপ দিবে। ইহাও তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই মন্ত্রে বলা হইল ঋগ্বেদাদি সকল শাস্ত্র ব্রহ্ম হইতেই উদ্ভূত। এই কথা আরও স্পষ্টতর ভাবে বলিয়াছেন বৃহদারণ্যক-শ্রুতি "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাদিশ্চ" ২।৪।১০ বেদাদি শাস্ত্র পরমাত্মার নিঃশ্বাস সদৃশ।

এই শ্রুতি-মন্ত্রের ভিত্তিতেই বেদান্ত-সূত্র ১।১ ৪

"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ

শাস্ত্রস্য যোনিঃ কারণং ব্রহ্ম। মহান্ সর্ব্বজ্ঞতুল্য বেদাদি শাস্ত্রের উৎপত্তি স্থান ব্রহ্ম।

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ সূত্রের আরও একটি অর্থ হয়। শাস্ত্র হইতেছে কারণ বা প্রমাণ যাহার স্বরূপাধিগমে—শাস্ত্রাদেব প্রমাণাৎ জগতো জন্মাদি কারণং ব্রহ্মেতি গম্যতে। তিনি কেবল শাস্ত্র প্রমাণেরই গম্য। শাস্ত্রমেব যোনিস্তজ্‌ জ্ঞপ্তি-কারণম্। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন। সুতরাং প্রত্যক্ষানুমান প্রমাণগম্য নহেন (অনুমানও প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত)। কেবল শাস্ত্রই তাঁহার বিষয়ে প্রমাণ। শাস্ত্রকে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। শাস্ত্রই তাঁহাকে প্রমাণ করে।

পরবর্ত্তী, তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ (৭ম) ও সপ্তপ্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ (৮ম) মন্ত্রে পরমপুরুষ হইতে সৃষ্টির সংবাদ আরও দিতেছেন। তাহা হইতে নানা দেবতা, সাধ্যসমূহ, দেবগণ, মনুষ্যগণ, পশুপক্ষি-সমূহ, প্রাণাপান, যজ্ঞের সাধন ব্রীহি-যবাদি, তপস্যা শ্রদ্ধা সত্য ব্রহ্মচর্য্য, অন্যান্য বিধিনিষেধ সকল তাহা হইতেই সমুৎপন্ন।

মস্তকস্থ সাতটি ইন্দ্রিয়ে প্রাণ-শক্তির বিকাশ অধিক বলিয়া তাহাদিগকেও প্রাণ বলা হইয়াছে। দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসারন্ধ্র ও এক জিহ্বা এই সপ্তপ্রাণ তাহাদের সাতটি দীপ্তি- যোগ্যতা। সাতটি সমিৎ উহাদের বিষয় অর্থাৎ চোখের রূপ কাণের শব্দ, নাসিকার গন্ধ, জিহ্বার রস। দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসারন্ধ্র বলিয়া জিহ্বার সহিত সাত সংখ্যা করা হইয়াছে।

সাতটি হোম বিষয়কে ইন্দ্রিয়ে সমর্পণ করা। যে সমর্পণের ফলে হইবে বিষয়জ্ঞান। প্রত্যেকটি প্রাণীর দেহে সাত সাতটি গুহাশয় স্থাপিত। এই সকলও ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্ব্বে, ইত্যাদি নবম মন্ত্রেও সমস্ত পর্ব্বত সমুদ্রও পরম পুরুষ হইতে উৎপন্ন এই কথা বলিতেছেন। সমস্ত নদ-নদী তাহা হইতেই প্রবাহিত, ধান্য-যবাদি-ওষধি, অমৃত-রসযুক্ত ফলাদি উৎপন্ন হইয়াছে। যাহার শক্তিতে পঞ্চভূত মিলিত হইয়া মানবদেহ করিয়াছে। এ দেহ মধ্যে জীবাত্মা বাস করেন—এই সকল যাহা হইতে হইয়াছে তিনিই পরমপুরুষ।

পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম
তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্ (১০ম মন্ত্র)

এই পুরুষই সমস্ত জগৎ। কর্মময় জগৎ জ্ঞানময় জগৎ. কর্ম তপস্যা অমৃত এই সকল জীবের হৃদয় গুহাতে অবস্থিত। যিনি এই রহস্য জানেন—যে সৌম্য, তিনি এই দেহে থাকিয়া অবিদ্যা-গ্রন্থি ছিন্ন করেন।

ইতি—দ্বিতীয় মুণ্ডক প্রথম খণ্ডের উপনিষদ্-ভাবনা সমাপ্তা।

দ্বিতীয় মুণ্ডক

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপনিষদ্-ভাবনা

পরম বস্তু পরতত্ত্বকে জানিতে হইবে। তিনি কিরূপ, বলিতেছেন—

আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম···ইত্যাদি প্রথম মন্ত্রে। তিনি আবিঃ সর্বদা প্রকাশিত, সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, সকলের বুদ্ধি-গুহায় বিরাজিত, সর্বাপেক্ষা মহৎ তিনি সকলের আশ্রয়। পরবর্ত্তী যদর্চ্চিমৎ মন্ত্রে ঐ পরম বস্তুর মহিমা বলিয়া চলিয়াছেন— যিনি দীপ্তিশালী, অণু হইতেও অণু, স্থূল হইতেও স্থূল, যাহাতে ভূর্ভুর্বঃস্বঃ প্রভৃতি লোকগণ—লোকবাসী সকলে স্থিত আছেন। যিনি বিশ্বের সকলের আশ্রয়ভূত অক্ষর ব্রহ্ম। তিনি প্রাণ তিনি বাক্য তিনি মন তিনিই সত্য, তিনিই অমৃত। তাঁহাতেই মনের সমাধান করা কর্ত্তব্য (বেদ্ধব্যং)। হে সোম্য, তুমি সেই অক্ষর পুরুষে মন সমাধান কর (বিদ্ধি)।

কেমন করিয়া কি উপায়ে অক্ষর ব্রহ্মকে জানিতে হইবে পরবর্ত্তী চারিটি মন্ত্রে তাহা বলিতেছেন—

উপনিষদে যে মহাসত্যের সন্ধান আছে তাহাকে কর ধনু। আর নিত্য উপাসনাকে কর বাণ। শর সন্ধান করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে

ও অন্তঃকরণকে নিজ নিজ বিষয় হইতে ফিরাইয়া আন। আনিয়া (আয়ম্য) একাগ্রতাযুক্ত চিত্ত দ্বারা (তদ্ভাগবতেন চেতসা) সেই অক্ষর পুরুষকে লক্ষ্য কর। এইভাবে ব্রহ্মকে জান।

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত আর একভাবে সমাধান করিতেছেন চতুর্থ মন্ত্রে—প্রণব ধনুক। আত্মা বাণ। লক্ষ্য বস্তু ব্রহ্ম। অপ্রমত্তচিত্তে লক্ষ্য বেধ করিবে। বাণের মত লক্ষ্য বিষয়ে একাগ্রচিত্ত হইবে। অপ্রমত্তচিত্ত অর্থ ভ্রম-প্রমাদশূন্য একমুখী বৃত্তিযুক্ত চিত্ত। সাধক এইভাবে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া তন্ময়তাপ্রাপ্ত হইবে।

একমাত্র আত্মাকেই জান। আত্মার কথা ভিন্ন অনাত্মার কথা ত্যাগ কর। আত্মা অমৃতলাভের সেতু বিশ্বাস কর। সেই পরমাত্মাতে দ্যুলোক ভূলোক অন্তরিক্ষ, মন প্রাণ সকলই ওতপ্রোতভাবে সমর্পিত।

দ্যৌ আর পৃথিবী আদি অন্তরিক্ষ সকল তাঁহার আয়তন—এই মন্ত্রের ভিত্তিতে ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ১-৭টি সূত্র স্থাপিত। অধিকরণের নাম দ্যুভাদ্যায়তনত্ব নিরূপণাধিকরণ।

১। দ্যুভাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ ১।৩।১ সূত্র (দ্যু—ভূ + আদি আয়তনং)। স্বর্গ পৃথিবী আদি আয়তন বিশিষ্ট বলিয়া যিনি শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছেন তিনি পরব্রহ্ম। কারণ, স্বশব্দাৎ ব্রহ্মবাচক আত্মা শব্দ মন্ত্রের মধ্যে বিদ্যমান থাকায়। আত্মা শব্দ আছে বলিয়া।

২। মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ—মুক্তজীবগণ কর্তৃক উপসৃপ্য প্রাপ্য যে ব্রহ্ম তাহার কথা থাকায় দ্যুভাদ্যায়নং যে ব্রহ্ম তাহা

স্থির হইল। ইহার পর ৩।২।৮ মুণ্ডকমন্ত্রে আছে, এই পুরুষকে জানিলে "পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্"—মুক্ত পুরুষেরা ইহাকে প্রাপ্ত হন। এই বাক্যে বুঝা গেল যে দ্যুলোক-ভূলোক যাহাতে ওতপ্রোত আছে তিনি ব্রহ্মবস্তু।

৩। নানুমানমতচ্ছব্দাৎ ১।৩।৩—জীব ঐ উপরোক্ত স্বর্গ পৃথিবীব্যাপী আয়তনবিশিষ্ট নহে। কারণ তদ্বোধক কোন শব্দ নাই।

৪। প্রাণভৃচ্চ ১।৩।৪—প্রাণধারী জীবও নয়। কারণ জীব-বাচক কোন শব্দ নাই।

৫। ভেদব্যপদেশাচ্চ

এই ব্যক্তি জীব নহে। কারণ ভেদের উল্লেখ আছে। কি ভেদ বলা যাইতেছে। এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে স্বর্গ পৃথিবী যাহাতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে তাহাকে জানিতে বলা হইয়াছে জীবকে। সুতরাং ঐ বস্তু জ্ঞেয় ও জীব জ্ঞাতা। এই জ্ঞাতা-জ্ঞেয় ভেদ স্পষ্ট।

৬। প্রকরণাৎ

মুণ্ডক-শ্রুতির এই প্রকরণ পরমাত্মা বিষয়ক। সুতরাং মন্ত্রের লক্ষ্য জীবাত্মা হইতে পারে না।

৬। স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ

স্থিতি + অদনাভ্যাঞ্চ। অদন অর্থ ভক্ষণ, ফলভোগ। এই শ্রুতির ৩।১।১ "দ্বাসুপর্ণা" মন্ত্রে জীবাত্মা পরমাত্মার ভেদ সুস্পষ্ট। পরমাত্মা ভোগ না করিয়া কেবল স্থিত আছেন। জীবাত্মা অদন

করিতেছে, কর্মফল ভোগ করিতেছে। সুতরাং জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ সুস্পষ্ট হইয়াছে।

সুতরাং—দ্যুলোক ভূলোকবাপী আয়তনবিশিষ্ট আত্মা পরমাত্মাই। তদ্ভিন্ন আর কেহ নহেন।

চিত্তের বহুমুখীভাব কি প্রকারে এক আত্মার সঙ্গে যুক্ত ইহা জানাইতেছেন এবং কি ভাবে আত্মাকে ধ্যান করিতে হইবে তাহা বলিতেছেন ৬ষ্ঠ মন্ত্রে—

অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ

রথচক্রের শলাকাসমূহ যেরূপ চক্রের মধ্যস্থলে নাভিতে সন্নিবিষ্ট থাকে সেইরূপ চিত্তের বহু ভাবের সঙ্গে যুক্ত দেহের বহু নাড়ী যেখানে সংহত হইয়া আছে—সেই অন্তর্হৃদয়ে থাকিয়া আত্মা বহুভাবে প্রকাশিত হয়।

আত্মাকে ধ্যান করিতে অবলম্বন করিতে হইবে ওঁকারকে। তোমরা সেই পথে চল। অন্ধকারের পরপারে যাও। তোমাদের কল্যাণ হউক।

পরবর্তী সপ্তমমন্ত্রে আত্মার জ্ঞান যে হৃদাকাশে তাহা স্পষ্টতর করিতেছেন—

যঃ সর্বজ্ঞঃসর্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি

যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ববিদ্, যাহার মহিমা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত সেই আত্মা কোথায় থাকেন? তিনি থাকেন দিব্য ব্রহ্মপুরে। দীপ্তিমান্ যে ব্রহ্মের স্থান সেই ব্যোম্নি—হৃদয়াকাশে আত্মা প্রতিষ্ঠিত।

আত্মা মনোময়। আত্মা প্রাণ ও সূক্ষ্মদেহের নেতা ও পরিচালক। অন্নপুষ্ট শরীরে আত্মা প্রতিষ্ঠিত আছেন হৃদয়-পদ্মাকাশে। বিবেকী জ্ঞানিগণ তাঁহাকে দর্শন করেন—বিজ্ঞানেন, বিশিষ্ট জ্ঞান দ্বারা, শাস্ত্রচক্ষুদ্বারা, অপবোক্ষ অনুভূতি দ্বারা। তাঁহারা দেখেন—আনন্দস্বরূপ অমৃতস্বরূপ আত্মা সর্ব্বদাই প্রকাশিত আছেন। অষ্টম মন্ত্রে একই সংবাদ ভাষান্তরে দিলেন।

এই পরমবস্তুর দর্শন পাইলে তাহার ফল জীবনে কি হয় নবম মন্ত্রে তাহা জানাইতেছেন—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ

ব্রহ্মদর্শন যাঁহার হয় তাঁহার কামনাবাসনারূপ হৃদয়গ্রন্থি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। সকলপ্রকার সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়। যাবতীয় কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ফলে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, পর ও অবররূপে তাঁহাকে দেখিলে।

পর ও অবর অর্থ কেহ বলেন কারণ ও কার্য্যরূপে, কেহ বলেন চিৎ ও জড়রূপে। কেহ বলেন উত্তম অধমরূপে। যে অর্থেই গ্রহণ করি তাৎপর্য্য এই যে সকল বস্তুতেই তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে। কঠ-শ্রুতি বলিয়াছেন—

এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥ ১।৩।১২

পরমাত্মা সর্বজীবের হৃদয়েই গূঢ়ভাবে বিরাজিত। স্থূলদৃষ্টি ব্যক্তির নিকট প্রকাশ পান না। সূক্ষ্মদর্শিগণ কর্তৃক দৃষ্ট হন।

প্রতি জীবহৃদয়ে নিগূঢ় ভাবে কোথায় আছেন তাহা পরবর্তী নবম মন্ত্রে বলিতেছেন—

হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্—জীবদেহের অভ্যন্তরে স্বর্ণবর্ণ পদ্মকোষে বিরাজিত আছেন। তিনি দোষহীন কলাহীন, শুভ্রজ্যোতিঃস্বরূপ। সূর্য-চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্কগণের জ্যোতির তিনি মূল উৎস। আত্মজ্ঞেরা ইহা ঠিকই জানেন।

সূর্য্যাদির প্রকাশ যে তাঁহা হইতে, ইহা কঠশ্রুতি সুন্দরভাবে বলিয়াছেন।

যতশ্চোদেতি সূর্য্যঃ অস্তং যত্র চ গচ্ছতি ২।১।৯। যাহা হইতে সূর্য্য জন্মলাভ করিয়াছে আবার মহাপ্রলয়ে সূর্য্য যাহাতে লয়-প্রাপ্ত হইবে।

ইহার পরবর্তী মুণ্ডক শ্রুতির ২।২।১০ মন্ত্র ও কঠশ্রুতির ২।২।১৫ মন্ত্র আশ্চর্য্যভাবে অবিকল একই।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্ ইত্যাদি। যেহেতু সেই পরমপুরুষের জ্যোতিতেই সূর্য্য চন্দ্র তারকার জ্যোতিঃ, সেই জন্যই তাঁহার নিকটে, তাঁহার ধামে সূর্য্যের প্রকাশ নাই, চন্দ্র তারকারও প্রকাশ নাই, বিদ্যুতের ঝলক নাই। অগ্নি সেখানে কি করিবে! স্বয়ংপ্রকাশ পরমপুরুষের প্রকাশে জগতে সকল প্রকাশশীল বস্তুর প্রকাশ। ব্রহ্ম সূর্য্যালোকে প্রকাশ পান না। ব্রহ্মকে সূর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না, ব্রহ্মের জ্যোতিতেই সূর্য্য প্রকাশিত হয়। এই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মপুরুষের প্রকাশেই প্রকাশমান আছে।

দ্বিতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের উপসংহার করিতেছেন ১১শ মন্ত্রে—

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ ব্রহ্ম পশ্চাৎ ইত্যাদি। অমৃতময় ব্রহ্ম

কোথায় আছেন বলিতেছেন—অগ্রে ব্রহ্ম, পশ্চাতে ব্রহ্ম, দক্ষিণে ব্রহ্ম, উত্তরে ব্রহ্ম, ঊর্ধ্বদিকে ব্রহ্ম, অধোদিকে ব্রহ্ম। সর্বদিকে ব্রহ্ম পরিব্যাপ্ত। এই বিশ্বসংসারটি বরিষ্ঠ—বড় সুন্দর। এই সুন্দর ভুবনখানি ব্রহ্মই (ব্রহ্মৈবেদম্)।

বিশ্ব বরিষ্ঠ এই বাক্যে জগৎ যে সত্য ইহাই স্পষ্ট। তদ্বিপরীত কোন ভাবের আভাসও বুঝা যায় না।

দ্বিতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ডের উপনিষদ্-ভাবনা সমাপ্তা।

তৃতীয়-মুণ্ডক

প্রথম খণ্ড

উপনিষদ্-ভাবনা

এতক্ষণ পরমাত্মার তত্ত্বই বলিয়াছেন। এখন জীবাত্মা পরমাত্মার সম্বন্ধের কথা কিছু বলিবেন। প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে— "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" এবং "সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ" ইত্যাদি—

জীবাত্মা ও পরমাত্মা যেন দুইটি পাখী। একই সংসার-বৃক্ষে জড়াইয়া আছেন। দুইটি পাখী অবস্থান করেন একত্র। দুইজনের নামই আত্মা। দুই জনেরই পক্ষ সুন্দর ও শোভন। এই পর্য্যন্ত উভয়ের সাদৃশ্য। আর বৈসাদৃশ্য কি? জীবাত্মা সুস্বাদু সুখ-দুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করেন, আর পরমাত্মা কর্ম্মজনিত ফল ভোগ করেন না। তিনি জীবাত্মার কর্ম্মভোগ দর্শন করেন।

বুঝা গেল জীব আসক্ত। পরমাত্মা নির্লিপ্ত। উভয়ের ভেদ স্পষ্ট হইল। পরমাত্মার সহিত একই দেহবৃক্ষে জীবাত্মা বাস করেন। কিন্তু জীবাত্মা দুশ্চিন্তাযুক্ত হইয়া শোকতাপ ভোগ করেন। ভোগের কারণ এই সে জীবাত্মা অনীশ—ঈশ্বর নন। এই দেহ-বৃক্ষের বা সংসার-বৃক্ষের উপর তাঁহার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। জীব ক্ষুদ্র এই জন্যই শোকার্ত্ত। এই শোক তাঁহার দূর হইবে কি উপায়ে?

অনীশ জীব যদি ঈশ পরমাত্মার সন্ধান পান বা তাঁহার মহিমার সন্ধান পান তখনই শোক-দুঃখ সরিয়া যায়। পরমাত্মা যাঁহাদের সেব্যবস্তু সেই ধার্মিক জনের সান্নিধ্যে বা স্নেহদৃষ্টিতে ঐ সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর।

প্রথম দ্বিতীয় মন্ত্রে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ ও ভেদ প্রদর্শন করিয়া তৃতীয় মন্ত্রে বলিতেছেন, যখন জীব পরমপুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করেন তখন তাঁহার অবস্থাটি কি হয়। ৩য় মন্ত্র—

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্ ইত্যাদি

যখন বিদ্বান্ সাধক-জীব পরমপুরুষের দর্শন পান তখন তাঁহার পাপপুণ্য-জনিত কর্ম্মবন্ধন শেষ হইয়া যায়। তখন তিনি পরম-পুরুষের সাম্য লাভ করেন। সাম্য পদে সমতা, তুল্যভাব—গীতার ভাষায় "মম সাধর্ম্ম্যম্" লাভ করেন।

সাম্য লাভ করিয়া তৎপ্রিয় পার্ষদরূপে সমীপে অবস্থান করেন। এই মন্ত্রে পরম পুরুষের স্বরূপটি বলিয়াছেন পরম সুন্দর। স্বর্ণবর্ণ, ঈশ্বর, কর্ত্তা, ব্রহ্মযোনি।

ব্রহ্ম-পদে ব্রহ্মজ্যোতি গ্রহণ করিলে ঐ জ্যোতির তিনি উৎস-স্থল—ব্রহ্মজ্যোতি তাঁহারই অঙ্গকান্তি বুঝায়।

ব্রহ্ম পদে বেদ বুঝায়। ব্রহ্মযোনি অর্থ বেদের উৎপত্তিস্থল অথবা বেদ যাঁহার যোনি বা কারণ বা প্রমাণ। বুদ্ধি বিদ্যা তপস্যা দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না। একমাত্র বেদ-শাস্ত্রই ব্রহ্ম বিষয়ে প্রমাণ।

মুণ্ডক পূর্ব্বে ২।১।১ মন্ত্রে যে দিব্য পুরুষের কথা বলিয়াছেন

এখানেও স্বর্ণবর্ণ সেই পুরুষের কথা বলিতেছেন। ব্রহ্মযোনি ও ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্, একই বার্ত্তা। অক্ষরাদপি চোত্তমঃ ও অক্ষরাৎ পরতঃ পরম্, একই সংবাদ। এই মন্ত্রে গীতোক্ত পুরুষোত্তমের কথা।

অদ্বৈতবাদী আচার্য্যপাদগণ 'পরং সাম্যম্' পদে ব্রহ্মৈকত্ব ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। সাম্য অর্থ যদি একত্ব হয় তাহা হইলে শ্রুতিও তো সাম্য না বলিয়া একত্ব বলিতে পারিতেন। বস্তুতঃ দুই না থাকিলে সাম্য কথা অর্থহীন হয়। একত্ব-বোধক শ্রুতি অনেক আছে। কিন্তু যে শ্রুতিতে একত্বের কথা নাই, সেখানে কষ্ট-কল্পনা কেন করিব।

পরবর্ত্তী চতুর্থমন্ত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে ব্রহ্মবিদ্ তাঁহার অবস্থা বলিতেছেন—

"প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি" ৩।১।৪

সর্ব্বভূতে পরম প্রাণরূপে যিনি বিদ্যমান, তাঁহাকে জানিলে বিদ্বান সাধক অতিবাদী হন না। তিনি কি করেন? আত্মাতে ক্রীড়া করেন, পুত্র-কলত্রে নহে। আত্মাতে রতিপ্রীতি রাখেন, বিত্তৈশ্বর্য্যে নহে। তিনি ক্রিয়াবান, শ্রুতি অনুশীলন করেন, ব্রহ্ম-ধ্যান করেন। নশ্বর বৈষয়িক কার্য্য করেন না। ব্রহ্মজ্ঞের মধ্যে যাঁহারা বরিষ্ঠ তাঁহাদের এই স্বরূপে স্থিতি।

মন্ত্রে ব্রহ্মের সঙ্গে এক হন বা পৃথক্ থাকেন তাহা কিছু বলিলেন না। শুধু বলিলেন, ব্রহ্মের সাম্য লাভ করেন। ব্রহ্ম যেমন আত্মরতি আত্মক্রীড় আত্মারাম, তিনিও সেইরূপ।

সকলের চাইতে আমি উপরে একথা যে বলে সে অতিবাদী।

যিনি জানেন সকলের মধ্যেই এক আত্মা—তিনি কাহাকে অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিবেন? সুতরাং আত্মজ্ঞানী অতিবাদী হইতে পারেন না।

পরবর্ত্তী পঞ্চম মন্ত্রেও ব্রহ্মদর্শনের কথা বলিতেছেন—

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা—৩।১.৫

নির্ম্মলচিত্ত সাধকগণ ব্রহ্মদর্শন করেন। ব্রহ্ম কিরূপ? জ্যোতির্ম্ময় শুভ্র। কোথায় দেখেন? অন্তঃশরীরে দহরাকাশে। কি সাধনায়? সত্য, তপস্যা, সম্যগ্‌জ্ঞান ও ব্রহ্মচর্য্যে।

মন্ত্রগুলিতে ব্রহ্মদর্শনের কথা (যং পশ্যন্তি)। সম্পূর্ণ অভেদ হইলে, পূর্ণ একত্ব হইলে তো দর্শনই থাকে না। ভেদ থাকিতেই হইবে দর্শন কথাটির সার্থকতার জন্য।

পরবর্ত্তী ষষ্ঠ মন্ত্র—"সত্যমেব জয়তে নানৃতং" ৩।১।৬

সত্য তপস্যা জ্ঞান ব্রহ্মচর্য্য—এই চারিটি উপায়ের কথা পূর্ব্বমন্ত্রে বলিয়া ঋষি যেন ভাবিলেন—চারিটি না বলিয়া শুধু একটি মাত্র কথা 'সত্য' বলিলেই তো চলিতে পারে। ব্রহ্মবস্তু—

সত্যস্য সত্যম্। বৃহদারণ্যক ২।১।২০

সত্যেরই জয়। অসত্যের জয় কদাপি নয়। দেবযান পন্থা একমাত্র সত্য দ্বারাই আস্তীর্ণ। আপ্তকাম ঋষিগণ দেবযানে সেইস্থানেই গমন করেন যেখানে সত্যের প্রকৃষ্ট নিধান বিরাজমান। সত্যাশ্রয়ী যিনি তিনিই লাভ করেন পরম পুরুষার্থ।

বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপম্ ৩।১।৭

সপ্তম মন্ত্রে আবার ব্রহ্ম কিরূপ বস্তু তাহা বলিতেছেন—

ব্রহ্ম বৃহৎ। সর্ব্বাধিক বৃহৎ। ব্রহ্ম দিব্য বস্তু, ভৌম নয়। তাঁহার রূপ নাই এমন নহে। রূপ আছে, তবে অচিন্ত্য। তিনি অজ্ঞানীর পক্ষে বহু দূরে। জ্ঞানীর অতি সমীপে হৃদয়-গুহাতে।

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা ৩।১।৮

অষ্টম মন্ত্রে বলা কথা আবার দৃঢ়তর করিয়া কহিতেছেন। ব্রহ্মবস্তুকে চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না। তাঁহার কথা বাক্য দ্বারা বলা যায় না। দেবগণ কর্মদ্বারা বা তপস্যা দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারেন না। তবে কি ভাবে তাঁহাকে জানা যায়? একাগ্র-চিত্তে ধ্যান করিলে। চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে একাগ্র হয়। চিত্ত বিশুদ্ধ হয় জ্ঞানের প্রসন্নতায়। আর জ্ঞানের প্রসন্নতা হয় তাঁহারই যাঁহাকে তিনি কৃপা করিয়া বরণ করেন।

এই মন্ত্র অবলম্বনে দুইটি ব্রহ্মসূত্র

১। তদব্যক্তমাহ হি ৩।২।২৩

২। অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্। ৩।২।২৪

তাঁহাকে চক্ষু ও বাক্য ধরিতে পারে না, সুতরাং তিনি অব্যক্ত। তাঁহাকে জানা যায় না। এই সংশয়ের উত্তর দিতেছেন বাদরায়ণি। 'অপি সংরাধনে'—

সংরাধন শব্দের অর্থ শঙ্কর বলিয়াছেন

ভক্তিধ্যান-প্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানম্।

ভক্তিযোগে ধ্যান প্রণিধানাদি উপায় দ্বারা আরাধিত হইলে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। গীতাও বলিয়াছেন, ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন (১১।৫৪)। ইহা স্মৃতিবাক্য, আর এই মন্ত্রের

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ— ইহা শ্রুতি-বাক্য। এই শ্রুতি-স্মৃতির বাক্যকেই প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং বলিয়াছেন। মন্ত্রটির প্রথম দুইপাদে বলিয়াছেন তাঁহাকে কোনও উপায়েই জানা যায় না। শেষ দুইপাদে বলিয়াছেন জানার উপায়।

ইহার পরবর্ত্তী দুইটি ব্রহ্মসূত্রও ব্রহ্মদর্শনের কথা বলিয়াছেন—
(৩।১।২৫—সূত্র)

"প্রকাশ্যাদিবচ্চাবৈশেষ্যাৎ প্রকাশশ্চ কর্মণ্যভ্যাসাৎ।" সূর্য্যের দিকে তাকান যায় না কিন্তু বিশেষ প্রকার দর্পণের সাহায্যে তাকান যায়। যেমন অগ্নি নাই, কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে তাহাকে আবির্ভূত করা যায়। তদ্রূপ অব্যক্ত ব্রহ্মও উপযুক্ত সাধনা দ্বারা প্রকাশিত হন। সংরাধন অর্থাৎ ভক্তিপূর্ণ আরাধনা দ্বারা ব্রহ্ম প্রত্যক্ষীভূত হন।

পরবর্ত্তী সূত্র—

অতোঽনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্ ৩।২।২৬

ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে ভক্ত ব্রহ্মসহ সমতা প্রাপ্ত হন। নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" (মু ৩।১।৩)। এই সাম্যপদে জীব সাধকের ভেদই স্থির হয়, এইজন্য পরবর্ত্তী সূত্র, উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ (৩।২।২৮) জানাইয়াছেন, ভেদ ও অভেদ উভয়েই ব্যপদেশ। কুণ্ডলীকৃত সর্প ও প্রসারিত সর্পের মত। পরবর্ত্তী সূত্র, প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ (৩।২।২৮) বলিয়াছেন প্রভা ও প্রভাশীলের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ জীবেশ্বরে সেই সম্বন্ধ, সুতরাং ভেদাভেদ সম্বন্ধই শ্রুতি এবং সূত্রের হার্দ্দ।

পরবর্ত্তী নবম মন্ত্র—

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ ৩।১।৯

আত্মা অণু। তাঁহাকে জানিতে হইবে বিশুদ্ধ চিত্ত দ্বারা। প্রাণবায়ু পঞ্চরূপে এই দেহে কার্য্যরত আছে। যে চৈতন্যশক্তিদ্বারা জীবের সমস্ত অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়বর্গ ওতপ্রোত ব্যাপ্ত রহিয়াছে তাহা আত্মা। সেই আত্মা শুধু বিশুদ্ধ চিত্তেই প্রকাশিত হন।

এই মন্ত্রে আত্মাকে অণু বলিয়াছেন। দেহমধ্যস্থিত আত্মার কথা বলিয়াছেন।

এই তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ড আরম্ভ হইয়াছে জীবাত্মা পরমাত্মা দুইজনের কথা লইয়া। দ্বা সুপর্ণা। পর পর মন্ত্রেও দুইজনের কথা আছে অনীশ আর ঈশ। পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং। দ্রষ্টা রুক্মবর্ণকে দেখে। অনুসন্ধান করিলে প্রায় মন্ত্রেই দুইজনের কথা আছে। এই মন্ত্রে (৯ম) এষ আত্মা এষ আত্মা দুইবার আছে। এক আত্মার সঙ্গে ক্রিয়া আছে বেদিতব্য। আর এক আত্মার সঙ্গে ক্রিয়াপদ আছে বিভবতি। এক আত্মা অণু, আর এক আত্মা নিখিল জীবনিবহের ইন্দ্রিয়সহ সমস্ত চিত্তে ওতপ্রোত। ইহাদের অণু আত্মা জীবাত্মা। আর সর্ববস্তুতে ওতপ্রোত আত্মা পরমাত্মা। পরমাত্মা "বৃহৎ" ৩।১।৭, অণু বৃহতের প্রতিযোগী। যেমন ঈশ, অনীশ, জ্ঞ, অজ্ঞ, তেমনি অণু আর বৃহৎ। কোন কোন আচার্য্য অণু অর্থ সূক্ষ্ম করিয়াছেন। অণু আর সূক্ষ্ম এক হইতে পারে না। অণু যে সে ব্যাপক নয়। সূক্ষ্ম বস্তু ব্যাপক হইতে পারে। আর পরমাত্মা যে সূক্ষ্ম তাহা দুইটি মন্ত্রে

পূর্বেই বলা হইয়াছে "সূক্ষ্মাচ্চ সূক্ষ্মতরং"। আবার সূক্ষ্ম বলার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন থাকিলে অণু না বলিয়া সূক্ষ্ম বলিলেই পারিতেন।

জীব যে অণু-পরিমাণ তাহা শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি ৫।৯ মন্ত্রে বলিয়াছেন—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ;
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥

কেশাগ্রকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার প্রতিভাগকে পুনরায় শতধা বিদীর্ণ করিলে যে একটি একটি ভাগ হয় জীব তাহারই ন্যায় অণু পরিমাণ বিশিষ্ট। পরমাত্মা সুদীপ্ত পাবক। জীবাত্মা সেই পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ। ব্রহ্ম অখণ্ড চিদ্‌ঘন। জীব চিৎকণ। নবম মন্ত্রের অর্থ হইবে—

পরমাত্মা যিনি জীবগণের ইন্দ্রিয়সহ সমস্ত চিত্তে ওতপ্রোত তিনি—"বিশুদ্ধে"—জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধ-সত্ত্বে, জ্ঞানের প্রসন্নতা দ্বারা বিশুদ্ধ-সত্ত্বে "বিভবতি" আপনাকে বিশেষভাবে প্রকাশ করেন। জ্ঞানের প্রসন্নতা হইবে কি হইলে, প্রথম দুইপাদে বলিতেছেন, যে দেহে পঞ্চপ্রাণ সন্নিবিষ্ট, সেই দেহ মধ্যে অণু জীবাত্মাকে "চেতসা" চিত্তদ্বারা ভাবনাদ্বারা "বেদিতব্য"। জানিতে হইবে। আমি অণু, ক্ষুদ্র, তাঁরই অংশ, এই জ্ঞান হইলেই তিনি বৃহৎ তিনি অংশী এই অনুভব জাগিয়া উঠে। আমি দাস জানিলেই তিনি প্রভু জাগে। নিজেকে চিনিলেই জ্ঞানের প্রসাদ হয় ভক্তির উদয় হয়। ভক্তিযুক্ত সংরাধনায় পরমাত্মাকে জানা যায়'

পরবর্ত্তী দশম মন্ত্র

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি ৩।১।১০

এই মন্ত্রে প্রথমখণ্ডের উপসংহারে বিশুদ্ধচিত্তের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন।

বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি জগতে যাহা চাহেন, কল্পনা করিয়া যাহা কামনা করেন, যে লোক পাইতে ইচ্ছা করেন তাহাই পাইতে পারেন। তবু বিশুদ্ধচিত্ত সাধক ব্রহ্মবস্তু ছাড়া আর কিছুই কামনা করেন না।

সাধারণ জীবের কর্ত্তব্য সেই ব্রহ্মযজ্ঞ পুরুষের অর্চ্চনা করা। যাঁহারা বিভূতি চাহেন তাঁহারা আত্মজ্ঞ পুরুষের পূজা দ্বারাই তাহা লাভ করিতে পারেন।

যিনি নিজ আত্মাকে চিনিয়া পরমাত্মাকে জানিয়াছেন, পরমাত্মাকে চিনিয়া নিজেকে জানিয়াছেন, সেই বিশুদ্ধ-সত্ত্ব সাধক জগৎপূজ্য। তাঁহার পূজাতে ব্রহ্মসান্নিধ্য হয়। মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা —আমার ভক্তের পূজা আমার পূজা হইতে বড়।

তৃতীয় মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডের

উপনিষদ্-ভাবনা সমাপ্তা।

তৃতীয়-মুণ্ডক

দ্বিতীয় খণ্ড

উপনিষদ্-ভাবনা

ব্রহ্মকে জানিলে আর দেহধারণ করিতে হয় না। এই প্রসঙ্গ লইয়া তৃতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম মন্ত্র আরম্ভ হইতেছে—

স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম ৩।২।১

ব্রহ্ম শুভ্র স্বপ্রকাশ। ব্রহ্মে নিখিল বিশ্ব নিহিত ও সেই ব্রহ্মকে যিনি জানেন, সকল কামনা ত্যাগ করিয়া কেবল মুক্তির জন্য যিনি ব্রহ্মকে ভজন করিয়া থাকেন—সেই ব্যক্তিকে শুক্রশোণিতজ মানবদেহ আর ধারণ করিতে হয় না।

যে ব্যক্তি ভোগ্য বিষয় কামনা করে, সে জন্ম লয় কামনা-বেষ্টিত হইয়া। যাঁহার কামনা ফুরাইয়াছে, যিনি কৃতার্থ হইয়াছেন। ব্রহ্মভিন্ন অন্য কামনা যাঁর চিত্তে নাই, তাঁহার আর জন্ম থাকে না। প্রথমমন্ত্রের সংবাদই দ্বিতীয়মন্ত্রে দৃঢ়ীভূত করা হইয়াছে।

পরমাত্মাকে জানিবার প্রকৃষ্ট উপায় কি, তাহা তৃতীয়মন্ত্রে বলা হইতেছে। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ ৩।২।৩।

বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারাই পরমাত্মাকে জানা যায় না। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বা দৈহিক শক্তি দ্বারাও নহে। প্রচুর পরিমাণ শাস্ত্র

শ্রবণের দ্বারাও নহে। তবে তাঁহাকে জানিবার উপায়টি কি? উপায় বলিতেছেন—ব্রহ্ম নিজে যাঁহাকে অনুগ্রহ করেন, অনুগ্রহ করিয়া বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। তাঁহার কাছেই তিনি নিজতনু প্রকাশ করেন। এই মন্ত্রে পরমাত্মার কৃপাই তাঁহাকে পাইবার একমাত্র উপায় বলা হইল। পরমাত্মা যদি কৃপাময় হন তাহা হইলে তিনি সবিশেষ হন। ব্রহ্ম সবিশেষ হইলে নির্বিশেষ নির্গুণবাদ সুদৃঢ় থাকে না, এইজন্য নির্গুণ-বাদীরা এই মন্ত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ। যম্ এব এষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ। পূর্বে কথিত ব্যাখ্যায় বৃণুতে ক্রিয়ার কর্ত্তা এষ ব্রহ্ম, যং সাধকং হইল কর্ম, নির্গুণবাদীর ব্যাখ্যায় কর্ত্তা ও কর্মের বৈপরীত্য। বৃণুতে ক্রিয়ার কর্ত্তা এষ সাধকঃ যং পরমাত্মানম্। বৃণুতে অর্থ প্রাপ্তুমিচ্ছতি, তেন বরণেন লভ্যঃ।

সাধকপুরুষ যদি পরমাত্মাকেই পাইতে একান্ত ইচ্ছা করেন তাহা হইলে ঐ একান্ত ইচ্ছা দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন।

নির্গুণবাদীর ব্যাখ্যায় এই ক্রুটি মনে জাগে, যে পরমাত্মাকে প্রবচন মেধা ও শ্রুতিদ্বারা জানা যায় না বলিয়া প্রথম তুইপাদে দৃঢ়-ভাবে বলা হইল, তিনি এখন একান্ত ইচ্ছা দ্বারা প্রাপ্তিযোগ্য হইয়া পড়িলেন। পূর্বোক্ত বেদশ্রবণ ও বেদাধ্যয়নের মধ্যে কি একান্ত ইচ্ছার অভাব ছিল? মেধার মধ্যেও অনেকখানি ইচ্ছাশক্তি অন্তর্নিহিত থাকে। অধিকন্তু ইচ্ছা জীবের একটা চিত্তবৃত্তি। চিত্ত প্রাকৃতবস্তু। তাহার ইচ্ছা যতই একান্ত বা তীব্র হউক

প্রাকৃত ত বটেই। প্রাকৃত কোন বস্তুদ্বারা যখন প্রকৃতির অতীত বস্তুকে পাওয়া যায় না, তখন তীব্র ইচ্ছা দ্বারাই বা কিরূপে পাওয়া যাইবে?

আচার্য্য শঙ্কর বলেন, বরণ অর্থ অভেদানুসন্ধান। আমিই ব্রহ্ম এই অনুভব। এই অনুসন্ধান যাঁহার জাগে তিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন। এখানে অভেদানুসন্ধানের কোন প্রসঙ্গ নাই। আর অদ্বৈতমতেও অভিন্নতার বোধ ব্রহ্মপ্রাপ্তির ফল, উপায় নহে। মুণ্ডকশ্রুতির পূর্বাপর এষ শব্দ ব্রহ্মকেই বুঝাইয়া আসিতেছে। যথা সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা ৩।১।৫, প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব-ভূতৈর্বিভাতি ৩।১।৪, স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ ২।২।৬ যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা ২।১।৯—এমতাবস্থায় মাত্র এই মন্ত্রের 'এষঃ' কে বিদ্বান্ সাধক অর্থে গ্রহণ করা খুব যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। এই মন্ত্রেও শেষের পাদের তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্, এস্থলেও 'এষ' কে পরমাত্মা অর্থেই গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ এই মন্ত্র অনেক আচার্য্যই অনেক-স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রায় সর্বত্রই তাঁহার অনুগ্রহে তাঁহাকে পাওয়া যায়, এই তাৎপর্য্য।

এই একই মন্ত্র হুবহু কঠোপনিষদে ১।২।২৩ দৃষ্ট হয়। সেখানেও পরব্রহ্ম যাহাকে বরণ করেন এই অর্থ সমীচীন হয়। কারণ ঐ মন্ত্রের দুইটি মন্ত্র পূর্ববর্ত্তী ১।২।২০ মন্ত্রে "ধাতু-প্রসাদাৎ মহিমানমাত্মনঃ" এই কথা আছে। ক্রতুহীন যে ব্যক্তি সে চিত্তের প্রসন্নতায় আত্মার মহিমা জানিতে পারে। একবার তাঁহার প্রসাদ স্বীকার করিলে আবার স্বীকারে আপত্তি কি? জীবের

প্রয়াসে তিনি লভ্য নহেন। তাহার প্রসাদেই তিনি লভ্য। এই অর্থে একটা মাধুর্য্যও আছে।

তাছাড়া 'স্বাং তনূং বিবৃণুতে' এখানে তাঁহার তনু আছে স্বীকার করিতে হয়। তনু থাকিলে ব্রহ্মবস্তু সগুণ সবিশেষ হন। আর যদি তনু অর্থে স্বরূপ বা তত্ত্ব এইরূপ একটা কিছু করা হয় সে অন্য কথা। তনু অর্থ যদি তত্ত্ব হয় তাহা হইলে শ্রুতি তনু না বলিয়া তত্ত্বও বলিতে পারিতেন। শব্দের অভিধা অর্থে ব্যাখ্যান চলিলে লক্ষণার্থ গ্রহণ করা শাস্ত্রীয় নীতি নহে।

পরবর্ত্তী চতুর্থ মন্ত্র—

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ৩।২।৪

ব্রহ্মবস্তুকে লাভ করার প্রকরণই চলিতেছে। বলহীন যে ব্যক্তি, নিষ্ঠাজনিত বীর্য্যবান্ যে নহে, তিনি ব্রহ্মলাভ করিতে পারিবেন না। যিনি ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাদযুক্ত, অমনোযোগী, যার অবধান নাই মনন নাই সন্ন্যাস নাই অর্থাৎ ত্যাগবিহীন যে তপস্যা তাহা-দ্বারাও তাঁহাকে পাওয়া যায় না। যে বিদ্বান্ আত্মবান্, অপ্রমাদ, ত্যাগযুক্ত, জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা আত্মলাভে যত্নবান্, তাহার আত্মা সর্ব্বাশ্রয় ব্রহ্মধামে প্রবিষ্ট হন।

পূর্বকথিত মন্ত্রের সহিত একবাক্যতা করিলে এইরূপ অর্থ দাঁড়ায় যে—ব্রহ্মবস্তু একবার অনুগ্রহ করিয়া যাহাকে বরণ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি এই কৃপা-শক্তি লইয়া যদি কৃপাবলে, সন্ন্যাস ও জ্ঞানবলে অগ্রসর হন, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার আত্মা ব্রহ্মবস্তুতে প্রবেশ করে।

এই মন্ত্রে 'বল' শব্দে নিশ্চয়ই দেহের বল নহে। অনেকে আত্মার বল মনে করেন। কিন্তু পূর্ব্বমন্ত্রের প্রবচন মেধা প্রভৃতিও আত্মার বল, তাহা দ্বারা লভ্য নয় বলা হইয়াছে।

বল অর্থ কৃপাবল গ্রহণ কবিলে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। কৃপাবল ব্যাখ্যা আপাততঃ কষ্ট কল্পনা মনে হইতে পারে কিন্তু তাহা ছাড়া অন্য যে কোন প্রকার বল ধরিলে উত্তম অর্থসঙ্গতি হইবে না।

যে ব্যক্তি কৃপারূপ বলহীন, ঈশ্বরের অনুগ্রহ শক্তি-যাঁহার মধ্যে প্রকাশ হয় নাই, তিনি পরমাত্মাকে পাইবেন না। কোন অবধান, কোন তপস্যা বা কোন চিহ্নাদির ধারণ অ-ধারণ দ্বারাও পাওয়া যাইবে না।

ব্রহ্মধাম বলিতে গোলোক-বৈকুণ্ঠাদিরূপ কোন নিত্যধাম গ্রহণ করিলে ব্রহ্মবস্তুকে সগুণ সবিশেষ ও ধামেশ্বররূপে ভাবনা করিতে হয়। ব্রহ্ম এব ধাম—ব্রহ্মজ্যোতিই ব্রহ্মধাম এইরূপ ভাবনা করিলে নির্বিশেষ স্বরূপ স্থির থাকে।

পরবর্ত্তী পঞ্চম মন্ত্র—

সম্প্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ ৩।২।৫

এই মন্ত্রে জ্ঞানী ব্যক্তির সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্মে প্রবেশলাভের বার্ত্তা জানাইতেছেন।

ঋষিগণ আত্মাকে সম্যগ্‌ভাবে জানিয়া কৃতার্থ হন, রাগ-দ্বেষাদিশূন্য হন, প্রশান্তচিত্ত এবং জ্ঞানতৃপ্ত হন। এ পর্য্যন্ত বর্ণনায় বুঝা যায় যে ব্রহ্মজ্ঞের সত্তা পৃথক্ আছে। তারপর

বলিয়াছেন, তাঁহারা যুক্তাত্মা হইয়া সর্ব্বগকে পাইয়া সর্ব্বতোভাবে সমস্তে প্রবেশ করেন।

এই প্রবেশকার্য্য যদি বাস্তবে ঘটে তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞ সমস্ত বস্তুতে একীভূত হইয়া যান ইহাই বুঝিতে হইবে। আর প্রবেশকার্য্য যদি অন্তরের ভাব দ্বারা হয় তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞের সত্তা পৃথক্ থাকে বুঝিতে হইবে। ভাব দ্বারা প্রবেশ অর্থ এই যে, প্রীতি দ্বারা প্রিয়জনের অন্তরে যেরূপ প্রবেশ করা যায়, সেইরূপ চৈতন্যময় সকল বস্তুই প্রিয় হইবে, সকলের অন্তরেই প্রবিষ্ট থাকিবেন।

অদ্বৈতবাদী আচার্য্যপাদেরা এই মন্ত্রে একটি 'দেহপাতে' কথা অধ্যাহার করেন। অর্থাৎ এই একাত্মতা ঘটে দেহান্তে। পরবর্তী মন্ত্রে পরান্তকালে অর্থাৎ দেহান্তকালে কথা স্পষ্টই আছে। এই মন্ত্রে উহা অধ্যাহার করিবার কোন প্রয়োজন আছে মনে হয় না।

পরবর্তী ষষ্ঠ মন্ত্র ব্রহ্মজ্ঞানীর ইহকালে ও পরকালে পরা গতির কথা ব্যক্ত করিয়াছেন—

বেদান্ত-বিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থাঃ ৩।২।৬

ব্রহ্মজ্ঞানী দেহত্যাগকালে কর্ম্মপাশমুক্ত হইয়া অমৃতময় হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। আপাততঃ মন্ত্রের এই অর্থ দৃষ্ট হয়। ইহলোকের কথা কিছু পাওয়া যায় না। পদগুলিকে একটু অন্য রকম বিন্যাস করিলে ইহকাল পরকাল দুইকালের অবস্থাই গ্রহণীয় হয়।

তে সর্ব্বে পরামৃতাঃ। তাঁহারা জীবৎকালেই পরম অমৃতস্বরূপ হন। আর পরান্তকালে "ব্রহ্মলোকেষু পরিমুচ্যন্তি।"

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের তিনটি বিশেষণ—বেদান্তবিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থাঃ, সংন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ, শুদ্ধসত্ত্বাঃ। বেদান্তের বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহাদের বুদ্ধি নিশ্চিত।• বেদান্তের উদ্দেশ্য যে নশ্বর বিষয়ে আসক্তিহীনতা ও অক্ষর ব্রহ্মে নিমজ্জিত থাকা, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই যাহাদের চিত্তে, এবম্ভূত ব্রহ্মজ্ঞ।

সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণহেতু যতি ব্রতচারী। অথবা গীতোক্ত সন্ন্যাস কর্ম্মফলাসক্তি-ত্যাগ। সেই হেতু সর্ব্বদা ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য যত্নবান্। প্রাকৃত বিষয়াভিলাষশূন্য বলিয়াই শুদ্ধচিত্ত। এই প্রকার গুণশালী সাধকগণ এই জগতে অমৃতময় হইয়া বাস করেন। আর দেহত্যাগান্তে বন্ধনশূন্য হইয়া ব্রহ্মলোকে বাস করেন। ব্রহ্মলোক। সপ্তলোকের শেষলোক সত্যলোক। এই লোকই ব্রহ্মলোক। কেহ কেহ জনলোক তপোলোককেও সত্যের সঙ্গে গ্রহণ করেন। ভূঃভুবঃ ও স্বর্ লোক হইতে 'ক্ষীণে পুণ্যে' জীবের প্রত্যাবর্ত্তন হয়। ব্রহ্মলোক হইতে আর প্রত্যাবর্তন হয় না। ন স পুন রাবর্ত্ততে।

অথবা, ব্রহ্মৈব লোকঃ ব্রহ্মলোকঃ। স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ। স্বে মহিম্নি ন মহিম্নীতি। তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত? নিজ মহিমায় অথবা কোন মহিমায়ই নয়। আপনাতেই আপনি পূর্ণ। তিনিই তাঁহার লোক। ব্রহ্মলোক পদে ব্রহ্মই। ব্রহ্মলোকে যায় অর্থ ব্রহ্মকেই পায়।

পরবর্ত্তী সপ্তম মন্ত্র—

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা ৩।২।৭। পরান্তকালে দেহ আত্মা কর্ম্মফল ইহাদের কার কি অবস্থা হয় তাহা জানাইতেছেন।

পরান্তকালে—দেহের পঞ্চদশ কলা যে যার কারণে চলিয়া যায়। দেবতাগণ অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ আদিত্যাদি যার যে প্রতিদেবতা সেখানে চলিয়া যায়। থাকে কি, বিজ্ঞানময় আত্মা আর যে কর্মগুলির ফল এখনও ভোগ হয় নাই, অনারব্ধফল কর্মসমূহ, এই দুই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অব্যয় বস্তুতে একীভূত হইয়া যায়।

এই মন্ত্রে পরব্রহ্মের সহিত একাত্মতা-লাভের কথা সুস্পষ্ট। মাত্র একবিন্দু সংশয়ের অবকাশ থাকে। বিজ্ঞানময় আত্মা যখন ব্রহ্মে একীভূত হইল তখন তাঁহার অভুক্ত কর্মফল সকলও বীজাকারে ব্রহ্মেই গিয়া রহিল। কেন রহিল—কল্পান্তে আবার ফল প্রসব করিতে উন্মুখ হইয়া উঠিবে এইজন্য কি?

তখন কি ঐ মুক্ত আত্মাকেই সেই অপ্রবৃত্ত-ফল কর্মসমূহ অবলম্বন করিবে? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে একীভূত অবস্থাটি পূর্ণাঙ্গ নহে। পুনরায় পৃথক্ হইবার সম্ভাবনাযুক্ত। আর যদি তাহা না হয় তাহা হইলে "কর্মাণি" পরেঽব্যয়ে একীভূত হইল কেন?

পরবর্ত্তী ৮ম মন্ত্র—

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে ৩।২।৮

এই মন্ত্রে নদী সাগরের দৃষ্টান্ত দ্বারা বিদ্বান্ ব্যক্তির ব্রহ্মৈকাত্মতা লাভের কথা বলিতেছেন—

যেমন গতিশীলা নদীসকল নিজ নিজ নাম রূপ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রে গমন করে সেইরূপ বিদ্বান্ও নাম-রূপ-মুক্ত হইয়া অব্যক্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ যে দিব্যপুরুষ তাঁহাকে লাভ করেন।

এই মন্ত্রেও জীব ও ব্রহ্মের একত্বের কথা আছে। ক্রিয়াপদে একাত্মতার কথা নাই—শুধু 'উপৈতি' আছে। উপৈতি অর্থ প্রাপ্ত হয়। তবে নদী নামরূপ শূন্য হইয়া তার সত্তা সাগরে সমর্পণ করে এই দৃষ্টান্ত ভাবনায় একাত্মতার কথাই অন্তরে জাগিয়া উঠে।

এই প্রসঙ্গেও কিছু আলোচ্য আছে। নদী একটা জলরাশি। এই রাশির সহিত জীবের তুলনা না করিয়া নদীজলের একটি পরমাণুর সঙ্গে তুলনাই শোভন। 'এষোঽণুরাত্মা' জীবাত্মা যে অণু তাহা ইতিপূর্ব্বেই এই শ্রুতি বলিয়াছেন (৩।১।৯)। চিৎকণ জীবের সঙ্গে জলকণের, জলপরমাণুর তুলনাই যুক্তিযুক্ত।

জলের একটি পরমাণু সমুদ্রে গিয়া বিলীন হইয়া যায় না। সে আগে ছিল নদীজলের পরমাণু তখন হইয়াছে সাগরজলের পরমাণু। নদী সম্পর্কিত নাম-পরিচয় ত্যাগ করিয়া সাগর সম্পর্কিত নাম-পরিচয় গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ রাশির মধ্যে সেই জলপরমাণু নিজের সত্তা হারাইয়া ফেলে না। জীবও ব্রহ্মৈকাত্মতা লাভ করিলে তাহার অণু-স্বরূপতা হারাইয়া ফেলে না। কেবল পরিচয় বদলায়। সে আগে ছিল জড়জগতের জীব—এখন হইল চিন্ময় ব্রহ্মের অংশ—(মমৈবাংশো জীবলোকে) এখন সে মহালীলার একজন পরিকর।

আরও একটু লক্ষণীয়। পূর্ব্ব মন্ত্রে (৩।২।৭) বলিয়াছেন—পরেঽব্যয়ে সর্ব একীভবন্তি। সেই অব্যয় অক্ষরে একই হইয়া যায়। কিন্তু এই মন্ত্রে (৩।২।৮) ঐ ভাষা প্রয়োগ করেন নাই।

এখানে বলিয়াছেন 'পরাৎ পরং পুরুষ মুপৈতি দিব্যম্। পরাৎ অক্ষরাৎ পরং প্রকৃষ্টং যে দিব্যপুরুষ তাঁহাকে লাভ করে।

ইহার অর্থ এইরূপ হয় "অক্ষরাদপি চোত্তমঃ" যে দিব্যপুরুষ পুরুষোত্তম, তাঁহার নিকটবর্তী হইয়া পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং শ্রুতির প্রতিপাদ্য যে কেবল একাত্মতা-লাভ, পৃথক্ থাকিয়া তাঁহার সেবাস্বাদনে ডুবিয়া থাকা নহে, এমন কথা জোর করিয়া বলা চলে না।

নাম-রূপ ত্যাগ সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে গঙ্গা যখন সাগরে মিশিলেন তখন তাঁহার গঙ্গা নাম থাকিল না বটে কিন্তু জল নাম তো থাকিলই। দুইদিকে তীর দ্বারা সীমাবদ্ধ রূপ থাকিল না বটে, কিন্তু পারাবারহীন একটা অসীম রূপ তো থাকিলই। একটা সীমাবচ্ছিন্ন নাম-রূপ ত্যাগ করিয়া সীমাহীন নাম-রূপ গ্রহণ করিল, এরূপ বলা চলে। সাধক পুরুষোত্তমকে পাইলে বিশ্বের জীব না থাকিয়া, বিশ্বনাথের খেলার সাথী হয়, এই মত ভাবিলে শ্রুতির কোন অসঙ্গতি হয় না।

পরবর্তী নবম মন্ত্রে—

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ৩।২।৯

ব্রহ্মবিদের কথা আরও সুন্দর করিয়া কহিতেছেন। এই মন্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" উক্ত আছে। যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হন। পাপ হইতে উত্তীর্ণ হন। বাসনারূপ হৃদয় গ্রন্থি হইতে মুক্ত হন। শেষ কথা অমৃত হন। তাঁহার বংশে অব্রহ্মবিদ্ জন্মায় না। পূর্বে কয়েকবার

কহিয়াছেন—ব্রহ্ম হইতে হইলে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে। গৃহাশ্রম ছাড়িয়া বানপ্রস্থ। বানপ্রস্থাশ্রম ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া দীর্ঘকাল তপস্যার ফলে যে সাধক ব্রহ্মে লীন হইলেন, তাঁহার ফল, তিনি গৃহাশ্রমে যে কুল অলঙ্কৃত করিয়াছেন সেই কুলের সন্তান সন্ততিরা কি করিয়া পাইবেন ইহা অনুধাবন করা কঠিন।

তবে, 'ব্রহ্মৈব ভবতি' বাক্যের দ্বৈতবাদী আচার্য্যপাদগণ যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন সেই রূপ করিলে উহা কতকটা চিন্তনীয় হইতে পারে।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাজসভায় গিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদানে অনেক ধন ধান্য অর্থ সম্পদ্ পাইলেন। রাজা গাড়ী বোঝাই করিয়া সেই সকল দ্রব্য ব্রাহ্মণকে দিলেন। পথের দুইপার্শ্বের নরনারী গাড়ী গাড়ী বহু মালপত্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখিয়া বলাবলি করিতেছে—অহো ব্রাহ্মণো রাজা সঞ্জাতঃ—বামুন ঠাকুর তো রাজা হয়ে গেছে।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সত্য সত্যই রাজা হন নাই। রাজ-সিংহাসনের অধিকারী হন নাই। প্রায় রাজ-তুল্য ঐশ্বর্য্য পাইয়াছেন মাত্র।

সেইরূপ, ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হন বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে সাধক ব্রহ্মতুল্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত হন। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি যে ব্রহ্মের লক্ষণ তাহা লাভ করেন না। ব্রহ্মসূত্রও (৪।৪।১৭) বলিয়াছেন—

জগদ্ব্যাপারবর্জং প্রকরণাদসন্নিহিতাচ্চ।

জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয় প্রভৃতি ব্যাপার ব্যতীত অপর সকল

প্রকার ঐশ্বর্য্য মুক্তপুরুষের লাভ হয়। এইভাবে ব্রহ্ম-পুরুষ ব্রহ্ম হইয়াও যদি পৃথক্ থাকেন তাহা হইলে তাঁহার শক্তির ফল তাঁহার বংশের সন্তানগণের লাভ করা অসম্ভব কিছু নহে।

মুণ্ডক শ্রুতি শেষ হইল। পরবর্তী দশম মন্ত্রে এই সম্প্রদায়-পরম্পরাগত রহস্যজ্ঞান কাহাকে কাহাকে বলিবে তাহা জানাইয়াছেন। যাঁরা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, যাঁরা শ্রোত্রিয়, যাঁরা ব্রহ্মনিষ্ঠ, যাঁরা শ্রদ্ধাবান্, যাঁরা একর্ষি নামক অগ্নির হোম করেন, যাঁরা মস্তকে অগ্নি-ধারণ রূপ শিরোব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা এই ব্রহ্মবিদ্যা শুনিবার যোগ্য। একর্ষি অগ্নি কি, শিরোব্রত কি তাহা এখন বলা সম্ভব নয়। কোনও কালে এই হোম ও ব্রত প্রচলিত ছিল।

এই শ্রুতির সত্য অঙ্গিরা ঋষি বলিয়াছিলেন শৌনককে। কোন যোগ্য অধিকারী গুরু-সন্নিধানে আসিলে তাহাকে এই বিদ্যাদান কর্ত্তব্য। যিনি ব্রত আচরণ করেন নাই, তিনি যোগ্য নহেন। পরম ঋষিগণকে নমস্কার।

মুণ্ডক-শ্রুতির

উপনিষদ্-ভাবনা সমাপ্তা।

অথর্ব্ববেদীয়

মাণ্ডূক্য-শ্রুতি

উপনিষদ্-ভাবনা

মাণ্ডূক্যশ্রুতি গদ্যে লিখিত। আচার্য্য শঙ্কর এই শ্রুতির উপর ভাষ্য লিখেন নাই। শঙ্করের পরমগুরু গৌড়পাদ এই শ্রুতি অবলম্বনে অনবদ্য কারিকা রচনা করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর সেই কারিকাকে মূলশ্রুতির মত মর্য্যাদা প্রদান করিয়া তাহার উপর ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এই কারিকাভাষ্যে শঙ্কর অদ্বৈত-বাদকে সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

মাণ্ডূক্যশ্রুতিতে দ্বাদশটি মাত্র মন্ত্র। আলোচ্য বিষয় প্রণব-তত্ত্ব। প্রথমমন্ত্র এইরূপ—

ওঁমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বম্। তস্যোপব্যাখ্যানং
ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব।
যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব॥

ওঁকার যে সমস্ত বস্তুস্বরূপ তাহা বলা যাইতেছে—

এই সমস্ত জগৎই ওঁ এই অক্ষর-স্বরূপ। অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালই ওঁকার। এই তিনকালে যত বস্তু আছে সবই ওঁকার। আর তিনকালের অতীত বস্তু—যাহা বিদ্যমান তাহাত ওঁকারস্বরূপই।

বিশ্বের যাহা কিছু, এতৎ সর্ব্বং হি ব্রহ্ম। বিশ্বের যে আত্মা তাহাও ব্রহ্ম। অয়মাত্মা ব্রহ্ম।

২। এই আত্মার চারিটি অবস্থা (চতুষ্পাৎ) জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়, এই চারিপাদ।

৩। জাগ্রৎ বা জাগরিত স্থান কি তাহা বলিতেছেন। যে অবস্থায় ইন্দ্রিয় ও দেহ জাগ্রত। তখন আত্মা বহিঃপ্রজ্ঞ। বাহিরের বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান-বিশিষ্ট। আত্মা ভিন্ন যাবদ্ বিষয়ই বাহিরের বিষয়। আত্মা তখন স্থূলভুক্। স্থূল বলিতে শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ।

জাগ্রৎ অবস্থায় সাতটি অঙ্গ। মূর্ধা, চক্ষু, প্রাণ, দেহ, বস্তি পাদ ও মুখ এই সপ্তাঙ্গ। জাগ্রৎ অবস্থায় উনিশটি মুখ—দশেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার। এই উনিশটি মুখ দ্বারা আত্মা জগৎকে ভোগ করে। আত্মার এই প্রথম পাদের নাম বৈশ্বানর।

বিশ্বেষাং নরাণা ময়ং ইতি বৈশ্বানরঃ। অথবা, বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চেতি বিশ্বনরঃ। বিশ্বনর এব বৈশ্বানরঃ।

৪। স্বপ্ন বা স্বপ্ন স্থান। স্বপ্ন যাহার স্থান। তখন আত্মা অন্তঃপ্রজ্ঞ। অন্তরে তাহার জ্ঞান। পূর্ব্বোক্ত সাতটি তাহার অঙ্গ। পূর্ব্বোক্ত উনিশটি তাহার মুখ। তিনি প্রবিবিক্ত-ভুক্। প্রবিবিক্ত পদে সংস্কার। আত্মা তখন সংস্কার-লব্ধ বিষয়গুলি মাত্র ভোগ করেন। এই আত্মার নাম তৈজস। ইহা দ্বিতীয় পাদ।

৫। সুষুপ্তি বা সুষুপ্ত স্থান। যে অবস্থায় সুপ্ত পুরুষ কোন বস্তু ভোগের জন্য কামনা করে না! কোনপ্রকার স্বপ্ন দর্শন করে না, তাহার নাম সুষুপ্তি অবস্থা (Dreamless Sleep)।

সুষুপ্ত-স্থান একীভূত। একরূপতা-প্রাপ্ত। প্রজ্ঞানঘন বিশুদ্ধ

জ্ঞানের মূর্ত্তি। আনন্দময়, প্রচুর আনন্দপূর্ণ। আত্মা তখন আনন্দ-ভোজী। আত্মা তখন চেতোমুখ। চিৎস্বরূপং মুখং দ্বারং যস্য। চিৎ বা জ্ঞান যাহার মুখস্বরূপ। ইহা আত্মার তৃতীয় পাদ। ইহার নাম প্রাজ্ঞ। গভীর নিদ্রাকালে যখন আত্মার কোনপ্রকার কাম্যবস্তু ভাবনা করিবার অবস্থা থাকে না, অন্তরিন্দ্রিয়ও যখন ক্রিয়াহীন হইয়া যায়, তখন সুষুপ্তি। এই সময় অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় কাহারও বিক্ষেপ না থাকায় আত্মা নিজ স্বরূপে একীভূত হয়।

জাগ্রত অবস্থায় আত্মা বহিঃপ্রজ্ঞ। স্বপ্নাবস্থায় আত্মা অন্তঃ-প্রজ্ঞ। সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মা প্রজ্ঞানঘন। তখন আত্মা আনন্দময়, আনন্দভুক্। নিজে আনন্দময়। নিজেকে নিজে ভোগ করেন। এই অবস্থায় আত্মার স্থিতি বেশী সময় হয় না। আবার স্বপ্ন জাগ্রতের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই জন্য এই আনন্দময় অবস্থাতেও আত্মাকে চেতোমুখ বলা হয়। মুখ থাকে চিত্তভূমির দিকে।

এই তিনটি অবস্থার মধ্যে জাগ্রৎ অবস্থা সকলেরই পরিজ্ঞাত। স্বপ্নাবস্থা সব সময় সকলের মনে থাকে না। মনে রাখিবার উপায় আছে। যেটি নিত্যদিনকার স্বপ্নাবস্থা সেইটিই সাধকের ধ্যানাবস্থা। স্বপ্ন আসে চেষ্টা ছাড়া। কিন্তু ধ্যান আনিতে হইবে চেষ্টা দ্বারা। জাগ্রদবস্থায় জীব বহিঃপ্রজ্ঞ। ধ্যানাবস্থায় সাধক অন্তঃপ্রজ্ঞ।

স্বাভাবিকভাবে যেটি সুষুপ্তি, তপস্যায় সেইটিই সাধকের

সমাধি অবস্থা। সমাধি অবস্থাতে সাধক একীভূত প্রজ্ঞানঘন ও আনন্দময় ও প্রাজ্ঞ। এই আনন্দময় সমাধি ভূমি হইতে পুনরায় ব্যুত্থান হয় বলিয়া ইহাকেও চেতোমুখ বলে।

সমাধি অবস্থায় সাধক পরমাত্মার মুখোমুখি হন। জীবাত্মা যেন একটি প্রদীপ। পরমাত্মা যেন মধ্যাহ্ন সূর্য্য। প্রচণ্ড সূর্য্যের কিরণমালায় প্রদীপ যেন তখন থাকিয়াও নাই; তখন পরমাত্মার প্রভাবে জীবাত্মা যেন পরমাত্মাই। তখন জীবাত্মাই পরমাত্মার মত। তখনকার স্বরূপটি বলিতেছেন মাণ্ডূক্য ষষ্ঠমন্ত্রে—

৬। এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্য্যামী।
এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্॥

এই প্রাজ্ঞ আত্মা সকলেরই ঈশ্বর। ইনি সকলের অন্তরে থাকিয়া নিয়মিত করেন এই জন্য অন্তর্য্যামী, ইনি সর্ব্বজ্ঞ। সমগ্র জগতের প্রসবক্ষেত্র। ইহা হইতে সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয় এবং ইহাতে বিলয় প্রাপ্ত হয়।

ঋষি-দৃষ্টিতে এই জগৎ সংসারের তিনরূপ—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। জাগ্রৎ অবস্থায় যে জগৎ আমরা প্রত্যক্ষ করি তাহা স্থূলজগৎ। স্বপ্নাবস্থায় আমরা সূক্ষ্মজগতের অনুভব করি। সূক্ষ্মজগৎকে অনুভব করিতে সূক্ষ্মদেহ আছে। ক্বচিৎ স্বপ্নাবস্থায়, অনেকসময় ধ্যানাবস্থায় সূক্ষ্মজগৎকে দর্শন করা যায়।

কারণ-জগৎ সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম। এই কারণ-জগৎকে জানিবার জন্য আছে কারণ-দেহ। সুষুপ্তি অবস্থায় কারণ-জগতের কিছু খবর পাওয়া যায়। বিশেষভাবে সমাধি অবস্থায়

কারণ-জগতের যথার্থ জ্ঞান হয়। কারণ-জগতের দেবতাদের সাক্ষাৎকার হয়। স্থূলদেহীর আত্মা বৈশ্বানর স্থূলভুক্। সূক্ষ্ম-দেহীর আত্মা তৈজস সূক্ষ্মভুক্। কারণ-দেহীর আত্মা প্রাজ্ঞ আনন্দভুক্।

স্থূল সূক্ষ্ম কারণ তিন দেহই আত্মার উপাধি। সুতরাং উপাধি-শূন্য কোনপ্রকার আবরণহীন আত্মার স্বরূপ হইতেছে চতুর্থ বা তুরীয় অবস্থা। এই তুরীয় অবস্থার বর্ণনা করিতেছেন মাণ্ডুক্য-শ্রুতি—৭ম মন্ত্রে।

৭। নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং
নোভয়তঃপ্রাজ্ঞমিত্যাদি।

চতুর্থপাদ বা তুরীয় ভূমিতে আত্মার সর্ব্বোত্তম অবস্থা বা স্বরূপাবস্থা প্রকটিত। তখন আত্মা পরমাত্মা একীভূত। একাত্ম-প্রত্যয়সার। তার অবস্থার পরিচয় দিয়াছেন কতগুলি বিশেষণ দ্বারা। তন্মধ্যে তিনটি ভাববাচী বিশেষণ—শান্ত, শিব ও একাত্ম-প্রত্যয়সার। আর সকল অভাববাচী পরিচয়।

নান্তঃ-প্রজ্ঞং, ন বহিঃ-প্রজ্ঞং, নোভয়তঃ-প্রজ্ঞং, ন প্রজ্ঞানঘনং, ন প্রজ্ঞং, নাপ্রজ্ঞং, অদৃষ্টং, অব্যবহার্যং, অগ্রাহ্যং, অলক্ষণং, অচিন্ত্যং, অব্যপদেশ্যং, প্রপঞ্চোপশমং, অদ্বৈতম্। বিশেষণগুলির অর্থ বলা যাইতেছে

নান্তঃ-প্রজ্ঞং—অন্তর্জগতের কোন অনুভব নাই, অন্তরিন্দ্রিয় ক্রিয়াহীন।

ন বহিঃপ্রজ্ঞং—বাহ্য জগতের কোন অনুভব নাই, বহিরিন্দ্রিয় ক্রিয়াহীন।

নোভয়তঃ-প্রজ্ঞং—বাহির ভিতর মিলিত কোন অনুভব নাই।

ন প্রজ্ঞানঘনং—ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ কোন জ্ঞানযুক্ত নহেন।

ন প্রজ্ঞং—সর্ব্বজ্ঞ নহেন।

নাপ্রজ্ঞং—অসর্ব্বজ্ঞ নহেন।

অদৃষ্টং—তত্তুল্য কেহ নাই। অগ্রাহ্যং—কোন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন।

অলক্ষণং—অনুমানপ্রমাণ-গ্রাহ্য নহেন। অব্যপদেশ্যং—শব্দ প্রমাণের বিষয় নহেন।

অব্যবহার্য্যং—উপমানপ্রমাণের বিষয় নহেন, তৎসদৃশ কিছুই না থাকায়।

অচিন্ত্যং—সর্ব্ববিধ-প্রমাণাতীত।

প্রপঞ্চোপশমং—জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অতীত।

অদ্বৈতং—দ্বিতীয়-রহিত। সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদ-শূন্য।

স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।

তুরীয়কে আত্মা বলা হইয়াছে। আত্মা সকলেরই স্বরূপ। স্বরূপ কেহ ত্যাগ করিতে পারে না। আত্মা পরম প্রেমাস্পদ। বৃহদারণ্যক-শ্রুতি বলিয়াছেন—"আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।" আত্মা প্রিয়তার মূর্ত্তি। "যোঽয়মাত্মা ইদমমৃতং, ইদং ব্রহ্ম, ইদং সর্ব্বং"। বৃঃ আঃ ২।৫।১। যদি তুরীয় ব্রহ্ম সেই প্রেমাস্পদ আত্মাই হইলেন—তখন তিনিই পরম প্রীতির বিষয় ইহা বুঝা গেল। সুতরাং সেই আত্মা ত বিজ্ঞেয় বটেই। শুধু বিজ্ঞেয় নয় প্রাপ্তব্য, পরমপ্রাপ্তব্য, অবশ্য প্রাপ্তব্য ঘটে।

এই চারিপাদ আত্মার সহিত, পরব্রহ্মবাচক যে প্রণব অক্ষর, তাহার সামঞ্জস্য বিধান করিতেছেন শ্রুতি, ৮ম মন্ত্রে—

সোঽয়মাত্মাধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রমিত্যাদি—

আত্মার ১ম পাদ—জাগ্রৎ—বৈশ্বানর ওঁকারের অকার
" ২য় পাদ স্বপ্ন—তৈজস " উকার
" ৩য় পাদ সুষুপ্তি—প্রাজ্ঞ " মকার
" ৪র্থ পাদ তুরীয়—শিব " ওঁকার

৯। সোঽয়মাত্মা—সেই ওঁকারই আত্মা। ওঁকার পাদক্রমে বিভক্ত হইয়া মাত্রাকে অধিকার করিয়া বিদ্যমান আছেন। জাগরিতস্থান বৈশ্বানরই ওঁকারের প্রথমমাত্রা—অকার। উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান। সাদৃশ্যটি এইরূপ—অকার দ্বারা বিশ্বের যাবতীয় অক্ষর পরিব্যাপ্ত। স্থূলদেহই বৈশ্বানর চৈতন্য সমস্ত জগৎ ভরিয়া আছে। ব্যাপিয়া থাকার জন্য অথবা সকলের প্রথম বলিয়া এই কল্পনা—প্রথমামাত্রাপ্তেরাদিমত্ত্বাদ্বা। এই তত্ত্ব রহস্য যিনি জানেন তিনি সকল কাম্যবস্তু লাভ করেন এবং সকল প্রথম স্থান লাভ করেন।

১০। স্বপ্নস্থান তৈজস, ওঁকারেব দ্বিতীয় মাত্রা 'উ' কার। উৎকৃষ্টত্ব ও মধ্যস্থত্ব হেতু (উৎকর্ষাৎ উভয়ত্বাদ্বা)। যেমন অকার ও মকারের মধ্যে উকার আছে। সেইরূপ বিশ্ব ও প্রাজ্ঞের মধ্যে তৈজস আছে, যিনি এইরূপ উপাসনা করেন তিনি বিজ্ঞান পরম্পরার বৃদ্ধি সাধন করেন। তিনি সর্ব্বত্র সম আদরণীয় হন। কি শত্রু কি মিত্র কেহই তাঁহাকে দ্বেষ করে না। তাঁহার বংশে অ-ব্রহ্মজ্ঞ জন্মগ্রহণ করে না।

১১। এইবার তৃতীয়পাদ ও তৃতীয় মাত্রার একত্ব প্রদর্শন। সুষুপ্তিস্থান প্রাজ্ঞই ওঁকারের তৃতীয়মাত্রা ম-কাব। পরিমাণ ও একীভাব (মিতেরপীতের্বা) ইহাতে দুয়েব সাদৃশ্য। প্রাজ্ঞ কর্তৃক বিশ্ব ও তৈজস পরিমিত হইয়া থাকে। যখন হয় তখন বিশ্ব ও তৈজস প্রাজ্ঞে প্রবেশ করে। এবং তাহা হইতে আবার উৎপন্ন হয়। সুষুপ্তিকালে প্রাজ্ঞে বিশ্ব ও তৈজস একীভূত হয়। উচ্চারণ-কালে অ-কার উ-কার ম-কারে প্রবেশ কবে, এই তত্ত্বরহস্য যিনি জানেন তিনি এই বিশ্বরহস্যকে যথার্থভাবে জানেন।

১২। সর্ব্বশেষে শেষ-মন্ত্রে ওঁকারের তুরীয় ভাব বলিতেছেন—

অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ
শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব।

যাহার মাত্রা নাই, যিনি বাক্যের অগোচর, মনের অগোচর, যেখান হইতে জগৎ প্রপঞ্চ উদ্ভূত ও উপশমপ্রাপ্ত, সেই দ্বৈত-রহিত, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ত্রিপাদ ত্রিমাত্র ওঁকারই আত্মা। যিনি এই তত্ত্ব জানেন তিনি আত্মদ্বারা আত্মাতে প্রবেশ কবেন। অর্থাৎ আত্ম-স্বরূপতা লাভ করেন।

এইভাবে অক্ষরব্রহ্ম-স্বরূপ ওঁকারের তত্ত্বরহস্য মাণ্ডুক্যশ্রুতিই বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন। অন্যান্য প্রায় সকলশ্রুতিতে, গীতায়, পুরাণাদিতে প্রণব-তত্ত্বের গভীর রহস্যেব কথা আছে। প্রসঙ্গতঃ কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করা যাইতেছে।

কঠ-শ্রুতি—১।২।১৫

সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ওমিত্যেতৎ।

বেদবাক্য সকল যে বস্তু প্রতিপাদন করেন, সকল তপস্যা যাঁহার প্রাপ্তির সহায়ক, যাঁহাকে পাইবার জন্য ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন, তোমাকে সেই প্রাপ্য বস্তুর কথা বলিব—সেই বস্তু ওঁকার।

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥
এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠ মেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ কঠ ১।২।১৬-১৭

ওঁকারই অক্ষরব্রহ্ম পরব্রহ্ম, ওঁকার-রূপে ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া যিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাঁহার তাহাই লাভ হইয়া থাকে। ওঁকারই শ্রেষ্ঠ আলম্বন। আলম্বন অর্থ ব্রহ্ম-প্রাপ্তির আশ্রয় বা অবলম্বন। এই অবলম্বনকে জানিয়া সাধক ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হন।

মুণ্ডকশ্রুতি ২।২।৪, এই মন্ত্র ধ্যান বিন্দূপনিষদেও দৃষ্ট হয় ১।১৭।

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ॥

ওঁকার ধনু। আত্মা বাণ এবং পরব্রহ্ম লক্ষ্য বস্তু।

ও মিত্যেবং ধ্যায়থা আত্মনা
স্বস্তি পরায় তমসঃ পরস্তাৎ॥

তোমরা ওঁকারকে অবলম্বন করিয়া আত্মাকে ধ্যান কর অজ্ঞানের পরপারে যাইবার জন্য।

প্রশ্নোপনিষৎ ৫।৬

তিস্রো মাত্রা মৃত্যুমত্যঃ প্রযুক্তা
অন্যোন্যসক্তা অনুবিপ্রযুক্তাঃ।
ক্রিয়াসু বাহ্যাভ্যন্তর-মধ্যমাসু
সম্যক্-প্রযুক্তাসু ন কম্পতে জ্ঞঃ॥

ওঁকারের তিনটি মাত্রা মৃত্যুর অধীন। কিন্তু যদি একই ব্রহ্মে নিবিষ্ট ভাবে পরস্পব সম্বন্ধ হয় এবং বাহ্য আভ্যন্তর ও মধ্যম স্থানের অধীশ্বরের প্রকৃষ্ট ধ্যানরূপ যোগক্রিয়া সমূহে বিনিযুক্ত হয তবে এবম্বিধ বিভাগজ্ঞ যোগী বিচলিত হন না (স্বামী গম্ভীরানন্দজীর অনুবাদ)।

ঋগ্‌ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষম্। প্রশ্ন ৫।৭

ঋক্‌সমূহদ্বারা প্রাপ্য মনুষ্যলোক, যজুঃ-সমূহদ্বারা প্রাপ্য চন্দ্রলোক, সামসমূহ দ্বারা প্রাপ্য মেধাবীদের অগম্য ব্রহ্মলোক। এই লোক উপাসক ওঁকার অবলম্বনেই প্রাপ্ত হন। যাহা শান্ত অজর অমৃত অভয় ও সর্ব্বোত্তম, তাহা এই ওঁকার-রূপ প্রতীক অবলম্বনেই প্রাপ্ত হন।

নাদবিন্দু-উপনিষৎ ওঁকারকে একটি হংসের সঙ্গে তুলনা করিয়া রূপের তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন—প্রণবরূপ হংসের অকার দক্ষিণ পক্ষ, উকার বামপক্ষ, মকার পুচ্ছ, অর্দ্ধমাত্রা মস্তক। রজঃ ও তমোগুণ হংসের বাম দক্ষিণ চরণ, সত্ত্বগুণ দেহ, ধর্ম্ম দক্ষিণ-চক্ষু, অধর্ম্ম বামচক্ষু। হংসের চরণদ্বয়ে ভূর্লোক, জানুদ্বয়ে ভুবর্লোক, কটি দেশে স্বর্লোক নাভিদেশে মহর্লোক। হৃদয়ে

জনলোক, কণ্ঠে তপোলোক, ভ্রূমধ্যে সত্যলোক বিরাজিত। এই ওঁকাররূপ মন্ত্র সহস্র-সংখ্যক মন্ত্রকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যমান (সহস্রার্ণমতীবাত্র মন্ত্র এষ প্রদর্শিতঃ)—নাদবিন্দু ১-৫।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি ১।১৪

স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।

ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ১।১৪

নিজদেহকে অধরারণি ও প্রণবকে উত্তরারণি ভাবনা করিয়া পুনঃ পুনঃ ধ্যানরূপ মন্থনের দ্বারা (অগ্নির ন্যায়) লুক্কায়িত জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মাকে দর্শন করিবে। এই মন্ত্র—ধ্যান বিন্দু-উপনিষদেও বিদ্যমান আছে (১।১৮)

বরাহোপনিষৎ ৪।১

প্রণবাত্মিকা ভূমিকা অকারোকার মকারার্দ্ধমাত্রাত্মিকা স্থূলসূক্ষ্ম-বীজ-সাক্ষিভেদেন অকারদয় শ্চতুর্ব্বিধাঃ। তদবস্থা জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিতুরীয়াঃ। অকারঃ স্থূলাংশে জাগ্রদ্বিশ্বঃ সূক্ষ্মাংশে তত্তৈজসঃ। বীজাংশে তৎপ্রাজ্ঞ। সাক্ষ্যংশে তত্তুরীয়ঃ।

ওঁকার স্থূলাংশে স্বপ্নবিশ্বঃ। সূক্ষ্যাংশে তত্তৈজসঃ, বীজাংশে তৎপ্রাজ্ঞঃ। সাক্ষ্যংশে তত্তুরীয়ঃ। মকারঃ স্থূলাংশে সুষুপ্তবিশ্বঃ। সূক্ষ্যাংশে তত্তৈজসঃ, বীজাংশে তৎ প্রাজ্ঞঃ, সাক্ষ্যংশে তত্তুরীয়ঃ। অর্দ্ধমাত্রা স্থূলাংশে তুরীয়ঃ বিশ্বঃ। সূক্ষ্মাংশে তত্তৈজসঃ। বীজাংশে তৎপ্রাজ্ঞঃ, সাক্ষ্যংশে তুরীয়ঃ ॥

আকার উকার মকার এবং অর্দ্ধমাত্রা রূপ প্রণব স্বরূপের ভূমিকার কথা বলা হইতেছে। প্রত্যেকটি স্থূল সূক্ষ্ম বীজ ও

সাক্ষী ভেদে চারিপ্রকার। তাহাদের জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি ও তুরীয় ভেদে চারিটি অবস্থা আছে। অকারের স্থূলাংশে জাগ্রদ্ বিশ্ব, সূক্ষ্মাংশে জাগ্রৎ তৈজস। বীজাংশে জাগ্রৎপ্রাজ্ঞ। সাক্ষ্যংশে জাগ্রৎতুরীয়। এই ভাবে উকারের এবং মকারের ও অর্দ্ধমাত্রার প্রত্যেকের চারি অবস্থা। এই ভাবে প্রণবের ১৬ মাত্রা।

শিব-মহিম্নঃ-স্তোত্রে ২৭-সংখ্যক শ্লোকে প্রণবের তত্ত্ব কথিত হইয়াছে।

ত্রয়ীং তিস্রো বৃত্তীস্ত্রিভুবন-মথো ত্রীনপি সুরান্
অকারাদ্যৈর্বর্ণৈ স্ত্রিভিরভিদধত্তীর্ণ-বিকৃতি।
তুরীয়ং তে ধাম ধ্বনিভিরবরুন্ধানমণুভিঃ
সমস্তং ব্যস্তং ত্বাং শরণদ গৃণাত্যোমিতি পদম্॥

শরণদ শিবকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—

ওঁকার তোমারই স্তুতি করিতেছে, ওঁকারের স্বরূপ তিনবেদ ত্রয়ী—ঋক্ যজুঃ সাম তোমার মূর্ত্তি, তিনবৃত্তি জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি তোমারই তিন অবস্থা, ত্রিভুবন—ভূ-ভুর্বঃ-স্বঃ তোমারই মূর্ত্তি, ত্রীন্ সুরান্ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর তোমারই রূপ। ওঁকারের অকার উকার মকার তিন অক্ষর উক্ত তিন ভাবে তোমার মহিমা গাহিতেছে। ঐ তিন বর্ণের একত্র সমাবেশে যে ধ্বনি তাহা তুরীয় রূপে তোমার গুণ কীর্ত্তন করে।

এই স্তুতি অনুসারে

অ	উ	ম
ঋক্	যজুঃ	সাম—বেদ

জাগ্রৎ	স্বপ্ন	সুষুপ্তি—বৃত্তি
ভূঃ	ভুবঃ	স্বঃ—লোক
ব্রহ্মা	বিষ্ণু	শিব—দেবতা
মাণ্ডুক্য—বিশ্ব	তৈজস	প্রাজ্ঞ

জীব-চেতনায় যাহা বিশ্ব তৈজস ও প্রাজ্ঞ—সমগ্র ব্রহ্মচেতনায় তাহাই বিরাট হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর।

নিম্বার্কাচার্য্যের ব্যাখ্যায়—অকার অর্থ ব্রহ্ম
(অক্ষরাণামকারোঽস্মি—গীতা)। উকার অর্থ গুরু
যিনি ঊর্ধ্বদিকে লইয়া যান। মকার অর্থ জীবাত্মা।

'ম' বর্ণের পঞ্চবিংশ অক্ষর। সাংখ্যের পঞ্চবিংশ তত্ত্ব—জীবাত্মা (পুরুষ)। সুতরাং নিম্বার্কাচার্য্যমতে—ওঁকারের তিন অক্ষর ঈশ্বর, গুরু ও সাধক বুঝায়। ওঁকার রূপ একটি যজ্ঞ। যজ্ঞে হাতায় করিয়া অগ্নিতে ঘৃত অর্পণ করা হয়। জপে ঘৃত স্থানীয় নিজেকে গুরুরূপী হাতায় তুলিয়া অগ্নিরূপী ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হয়। গুরুদেবের মধ্যস্থতায় নিজেকে ঈশ্বরে সমর্পণ, এই সাধনতত্ত্ব ওঁকারের মধ্যে নিহিত।

ছান্দোগ্য-শ্রুতি প্রথম হইতেই ওঁকার উপাসনার কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যের প্রারম্ভে আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—ওমিত্যেতদক্ষরং পরমাত্মনোঽভিধানং নেদিষ্ঠং তস্মিন্ হি প্রযুজ্যমানে স প্রসীদতি প্রিয়-নাম-গ্রহণে ইব লোকঃ। ওঁকার পরব্রহ্মের নেদিষ্ঠ অভিধান—ব্রহ্মবাচক অনেক শব্দ আছে কিন্তু ওঁকার তাহার নিকটতম বাচক প্রিয় নাম। পতঞ্জলিও যোগসূত্রে বলিয়াছেন

"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।" গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন "প্রণবঃ সর্ব-বেদেষু" "ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ"। ব্রহ্মের প্রিয়নাম বাচকও বটে প্রণব। এই নামে ব্রহ্মের সর্বাধিক প্রসন্নতা হইয়া থাকে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিক্ষাধ্যায়ের অষ্টম অনুবাকে কয়েকটি সূত্রের মত ছোট ছোট মন্ত্রে ওঁকার-তত্ত্ব বলা হইয়াছে—

ওঁমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্বম্। ওমিত্যেতদনুকৃতির্হ স্ম বা অপ্যো শ্রাবয়েত্যা শ্রাবয়ন্তি। ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওম্ শোমিতি শস্ত্রাণি শংসন্তি। ওমিতি অধ্বর্যুঃ প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি। ওমিতি ব্রহ্ম প্রসৌতি। ওমিত্যগ্নিহোত্রমনুজানাতি। ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ ব্রহ্মোপাপ্নবানীতি। ১।৮

ওঁ-কে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে। সমস্তই ওঁকার-স্বরূপ। ওঁ সম্মতি-জ্ঞাপক। ওঁ শ্রাবয় বলিলে ঋত্বিগ্‌গণ শ্রবণ করান। ওঁ উচ্চারণ-পূর্বক সামগান করা হয়। ওঁ শোম্ বলিয়া শস্ত্রসকল (গীতি-রহিত ঋক্‌সমূহ) পাঠ হয়। ব্রহ্মা প্রতিকার্য্যে অনুজ্ঞা দেন ওঁকার বলিয়া। ওঁ বলিয়া অগ্নিহোত্রের অনুমতি দেওয়া হয়। ব্রহ্মলাভ করিব মনে করিয়া ব্রহ্মোপদেশ্য ওঁ উচ্চারণ করেন ও ব্রহ্মলাভ করেন।

প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নে সত্যকাম পিপ্পলাদ ঋষিকে প্রশ্ন করিয়াছেন—যাহারা যাবজ্জীবন প্রণবের অভিধ্যান করেন তাঁহারা কোন লোক জয় করেন—ঋষি উত্তর করিতেছেন—

এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ। ৫।২
তস্মাদ্ বিদ্বান্ এতেনৈবায়তনেন একতর মন্বেতি।

পর ব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্ম আছেন, তদুভয়ই ওঁকার। বিদ্বান্ ব্যক্তি ওঁকার প্রতীকাবলম্বনে ব্রহ্মের অনুগমন করেন। তারপর ৩-৫ মন্ত্রে বলিতেছেন—সাধক যদি অকার-মাত্রাত্মক প্রণবের (শুধু অকার-মাত্রার) উপাসনা করেন—তিনি অকার-মাত্রাকে সাক্ষাৎ করিয়া শীঘ্রই পৃথিবীতে জাত হন। ঋগ্বেদাত্মক প্রথম মাত্রা তাঁহাকে মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত করায়। তিনি তথায় তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া মহিমা অনুভব করেন (স তত্র তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানমনুভবতি)

অকার ও উকার এই দুইমাত্রার উপাসক দেহান্তে উকার মাত্রারূপী যজুর্বেদকর্তৃক অন্তরিক্ষে চন্দ্রলোকে নীত হন। সেখানে ঐশ্বর্য্য-ভোগান্তে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন (স সোমলোকে বিভূতি-মনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে)

যিনি অ-উ-ম তিন মাত্রাযুক্ত ওঁকারের উপাসনা করেন তিনি দেহান্তে ব্রহ্মলোকে যান। সেখানে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তিপ্রাপ্ত হন। আর পুনরাবৃত্তি হয় না (স হ বৈ পাপ্মনা বিনির্মুক্তঃ স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎ পরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে) জীবসমষ্টিভূত যে হিরণ্যগর্ভ তাহা হইতেও যে উত্তম পরম পুরুষ তাঁহার দর্শন লাভ করেন।

অ-উ-ম এই তিন অক্ষরের দ্বন্দ্ব সমাসে ওম্ শব্দ নিষ্পন্ন। ইহা ছাড়া অন্য উপায়েও ওঁ শব্দ হইতে পারে। এই উপায়টি দেখাইয়াছেন সপ্তশতী চণ্ডীর টীকাকার পণ্ডিত শ্রীশান্তনু চক্রবর্ত্তী। চণ্ডীর টীকার প্রারম্ভে ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ, এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় তিনি

দেখাইয়াছেন যে অব্ ধাতু মন্ করিয়া ওম্ শব্দ নিষ্পন্ন। অব রক্ষণে। অব ধাতুর অর্থ রক্ষা করা। ওম্ অর্থ যিনি রক্ষা করেন।

অব্+মন্। 'অবতেষ্টিলোপশ্চ'—পাণিনির এই উণাদি সূত্রানুসারে মন্‌প্রত্যয়ের টি অর্থাৎ অন্ অংশ লোপ হয়। থাকে শুধু ম্।

জ্বরত্বর-স্রিব্যবিমবামুপধায়াশ্চ এই সূত্রানুসারে অব্ ধাতুব উপধা ও বকার স্থানে উঠ্ হয়। ঠ কার ইৎ যায়। সুতরাং অব্+মন্=উম্। 'সার্ব্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' এই সূত্রানুসারে উকারের গুণ হইল ওম্ পদ নিষ্পন্ন হইল।

ধৃ ধাতু মন্ প্রত্যয় করিয়া হয় ধর্ম। আর অব্ ধাতু মন্ প্রত্যয় করিয়া হইয়া ওম্। ধর্ম অর্থে যিনি ধরিয়া রাখেন। ওম্ অর্থে যিনি রক্ষা করেন। দুয়ের অর্থ প্রায় একই দাঁড়াইল।

মাণ্ডূক্য-শ্রুতির উপনিষদ্-ভাবনা সমাপ্তা।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্

উপনিষদ্-ভাবনা

এই উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের একবিংশ মন্ত্রে উক্ত আছে যে, শ্বেতাশ্বতর-নামা এক বিদ্বান্ ঋষি তপঃপ্রভাবে এবং দেবপ্রসাদে ঋষিসংঘ কর্তৃক সেবিত পরমপবিত্র ব্রহ্মবস্তুকে অবগত হইয়া অতিপূজ্য আশ্রমিগণের নিকট এই শ্রুতি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

ইহাতে বুঝা গেল দ্রষ্টা ঋষি শ্বেতাশ্বতরের নামেই এই উপনিষদের নামকরণ।

এই শ্রুতি পদ্যে লিখিত। শ্লোকগুলি সহজ সুন্দর মনোহর। বৈদিক পরিভাষা কম। এই জন্য অনেকে মনে করেন পরবর্ত্তী লেখা। এই শ্রুতির ভাষা প্রাঞ্জল, ভক্তি-ভাবে সমুজ্জল।

মোট ছয়টি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে ১৬টি মন্ত্র, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৭টি, তৃতীয়ে ২১টি, চতুর্থে ২২টি, পঞ্চমে ১৪টি ও ষষ্ঠে ২৩টি মন্ত্র আছে। মোট মন্ত্রের সংখ্যা ১১৩টি।

প্রথম মন্ত্র—

ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি
কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা
জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।

অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু
বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্ ॥

বেদালোচনা-তৎপর ব্রাহ্মণগণ—কর্মের ফল স্বর্গসুখ, কিংবা বিষয়সুখ—সকলই বিনশ্বর ইহা অনুভব করিয়া যথার্থ সত্য তত্ত্ব কি তাহা নির্দ্ধারণের জন্য নিজেরাই নিজেদের মধ্যে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। এইবার আলোচনাকে ব্রহ্মোদ্য বলা হয়।

কিং কারণং ব্রহ্ম? ব্রহ্ম কিং কারণম? বিশ্বের আদি কারণ কি ব্রহ্মই না অপর কেহ?

কারণং ব্রহ্ম কিং? জগতের কারণ যে ব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপ কি?

ব্রহ্ম কিং কারণম্? ব্রহ্ম কি জাতীয় কারণ? কর্ত্তা রূপে কারণ না উপাদান রূপে কারণ? কারণং ব্রহ্ম কিং? জগতের কারণ যে ব্রহ্ম তিনি কি নির্গুণ না সগুণ?

কুতঃ স্ম জাতাঃ? আমরা কোথা হইতে আসিয়া এই জগতে জন্মগ্রহণ করিলাম?

ক চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ? আমাদের প্রতিষ্ঠা কোথায়? নশ্বর দেহপতনের সঙ্গেই শেষ, না কি অবিনশ্বর আত্মস্বরূপে কোনও নিত্যধামে?

কেন জীবাম? কি নিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি। জীবাম কেন? আমরা বাঁচিয়া থাকিতে চাই কি হেতু? কেন অধিষ্ঠিতাঃ সুখেতরেষু ব্যবস্থাং বর্ত্তামহে? হে ব্রহ্মবাদিগণ, কি হেতু আমরা সুখদুঃখের ব্যবস্থা করতঃ জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছি! কিসে

সুখ হইবে, কিসে দুঃখ যাইবে, এই ব্যবস্থায় সর্বদা লাগিয়া আছি কি কারণে ?

অথবা—আমরা ব্রহ্মবিদ্ (শাস্ত্রবিদ্) হইয়াও দুঃখ-সুখের ব্যাপারে সর্বদাই ভোগলিপ্ত কেন ? কেন ? কাহা দ্বারা চালিত হইয়া ?

এই প্রথম মন্ত্রে কেবল প্রশ্নই। এই দার্শনিক প্রশ্নগুলি ঋষি-সংঘের অনুধ্যানের বিষয়। এই প্রশ্নগুলি লইয়া ভাবনা করিতেই সাধক দার্শনিক ভাবময় হইয়া উঠেন।

এই প্রশ্নগুলির উত্তর সকল শ্রুতি ভরিয়া। এই শ্রুতির পরবর্ত্তী মন্ত্র-সমূহে প্রশ্নগুলির কিছু কিছু উত্তর মিলিবে। প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়াই শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে। এই প্রশ্নগুলি দিয়া সাধককে ভাবনাযুক্ত করিয়া রাখাই শাস্ত্রের লক্ষ্য।

দ্বিতীয় মন্ত্রে উত্তর দিবার চেষ্টা আরম্ভ।

জগতের কারণ কি ? কাল ? যে কালে জগতের সকল বস্তুর পরিণতি হয়, সেই পরিণাম সংঘটক কাল-শক্তিই কি জগতের কারণ ?

অথবা, স্বভাব ? পরমাণুগুলি স্বভাববশে মিলিয়া মিশিয়া আপনা আপনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে ? জগৎ কোন শক্তির কার্য্য নহে, মৌলিক বস্তু সকলের পরস্পরের মিশ্রণ ব্যামিশ্রণ হইতে স্বভাব বশে সৃষ্টি গড়িয়া উঠিয়াছে ? অথবা নিয়তি ? জীবনিচয়ের অসংখ্য কর্ম ও কর্ম্মফল ভোগের জন্য এই বিশাল বিশ্বের রচনা।

অথবা যদৃচ্ছা? কোন কারণ নাই। হঠাৎ বিনা কারণে পরমাণুরা ইচ্ছামত মিলিয়া মিশিয়া এই জগৎটা পড়িয়া ফেলিয়াছে।

অথবা পুরুষ? কোন বিশেষ শক্তিসম্পন্ন পুরুষ কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন?

ইতি যোনিঃ চিন্ত্যঃ—এই যে কারণগুলি ইহার কোন্‌টা ঠিক তাহা চিন্তনীয়। গভীর-ভাবে বিচার-পূর্বক গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অথবা—এই সবগুলি কারণ একত্র হইয়া এ সৃষ্টি কার্য্য সাধন করিয়াছে? না তাহা হইতে পারে না, এষাং সংযোগঃ তু ন। কারণ, আত্মভাবাৎ। সংযোগস্থ আত্ম-সাপেক্ষত্বাৎ। আত্মা অর্থাৎ চৈতন্য সত্তা না থাকিলে কোন সংযোগই টিকিয়া থাকিতে পারে না। চৈতন্য সরিয়া গেলে উপাদানগুলি পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। আর জীব যে সৃষ্টির কারণ হইবে তাহা হইতে পারে না। কারণ জীব নিজের সুখ দুঃখের ব্যাপারেই অনীশ—কর্তৃত্বহীন। অথবা, জীব সুখ দুঃখের অধীন বলিয়াই সে অনীশ অর্থাৎ সৃষ্টাদি কার্য্যে অসমর্থ। এই ভাবে চিন্তা ভাবনা করিয়া যে সব প্রশ্ন তোলা হইয়াছে তাহার উত্তর কি পাওয়া যাইবে না? এই সকল মৌলিক প্রশ্নের কোন সমাধান কি মিলিবে না? মিলিবে। ঋষি-সংঘের কাছে মিলিবে তৃতীয় মন্ত্রে সেই কথা বলিবেন।—দ্রষ্টা ঋষিদের কথা।

ঋষিগণ "দেবাত্মশক্তি" দর্শন করিয়াছেন—দেবস্য পরমেশ্বরস্য আত্মভূতাং অস্বতন্ত্রাং শক্তিং—পরমেশ্বরের যে আত্মভূত স্বাধীন শক্তি তাহা তাঁহারা দর্শন করিয়াছেন। কি উপায়ে? ধ্যানযোগের অনুগত হইয়া, অপরোক্ষ অনুভূতিতে দর্শন করিয়াছেন।

যে দেবতার আত্মশক্তি দর্শন করিয়াছেন সেই দেবতার পরিচয় দিতেছেন—

যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ। ১৷৩

সেই এক অদ্বিতীয় দেবতা যিনি পূর্বোক্ত কালাদি 'নিখিলানি সর্বাণি কারণানি অধিতিষ্ঠতি—নিয়ময়তি।' পূর্বোক্ত সমুদয় কারণকে যিনি নিয়মিত করেন। দেবতার যে আত্মশক্তি ঋষিগণ দর্শন করেন সেই আত্মশক্তির পরিচয় দিয়াছেন—স্বগুণৈঃ নিগূঢ়াং—স্বগুণৈঃ—সত্ত্বরজস্তমোভিঃ কার্য্যভূতৈঃ বিষয়জাতৈঃ বা নিগূঢ়াং প্রচ্ছন্নাং। সত্ত্বরজস্তমোময়ী ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি যাহা তাহাতে প্রচ্ছন্নভাবে আছে। নিজের কার্য্যভূত বিষয়সমূহ দ্বারা ঢাকা পড়িয়া আছে। এই শক্তি ঈশ্বরের মায়া শক্তি। সৃষ্টির মূলে এই মায়া শক্তি। দ্রষ্টা ঋষিগণ এই শক্তির দর্শন পাইয়াছেন ধ্যানে। সুতরাং তাঁহাদের নিকট ঐ সকল গভীর প্রশ্নের সুসমাধান পাওয়া যাইবে।

পরবর্ত্তী দুইটি মন্ত্রে (৪-৫) ব্রহ্মের কার্য্যরূপ অর্থাৎ জগদ্রূপের বর্ণনা করিতেছেন। একটি মন্ত্রে (৪র্থ) চক্রের উপমা দ্বারা আর একটি মন্ত্রে (৫ম) নদীর উপমা দ্বারা।

ব্রহ্মচক্র—একনেমি—কারণ-রূপ একব্রহ্ম চক্রনাভি, বৃত্ত ত্রয়=সত্ত্ব রজঃ তমঃ। ষোড়শ অন্ত—পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়। শতার্দ্ধারং=একশতের অর্ধেক ৫০টি অর, বিংশতি প্রত্যর, (প্রতি অর, দশেন্দ্রিয় ও তৎ তদ্ বিষয়)

ষড়ষ্টক সমন্বিত='ভূমিরাপোনলো বায়ুঃ' ইত্যাদি অষ্টধা প্রকৃতি, ত্বগাদি অষ্টধাতু, অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য, ধর্মাদি ভাবাষ্টক, ব্রহ্মাদি দেবাষ্টক, দয়াদি গুণাষ্টক—এই ছয়টি অষ্টক যুক্ত, এক পাশশালী—কামনা রূপ একটি পাশযুক্ত। ত্রিবিধ মার্গ—জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি। দ্বিনিমিত্ত—ধর্ম, অধর্ম। একমোহ—কর্মফল। এই বিশ্বরূপকে অধীমঃ (ধ্যান করি)। পরবর্ত্তী শ্লোকে এই ক্রিয়া আছে।

এই কার্য্যব্রহ্ম বা জগৎ একটি নদী—পাঁচটি শ্রোত, চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চযোনি ক্ষিত্যবাদি, পঞ্চপ্রাণ—প্রাণাপান ইত্যাদি নদীর উর্ম্মিমালা। পঞ্চ বুদ্ধ্যাদির আদি যেন তাহার মূল উৎস। পঞ্চাবর্ত্ত শব্দস্পর্শাদি পঞ্চ, পঞ্চ দুঃখবেগ=গর্ভ জন্ম জরা ব্যাধি মৃত্যু। পঞ্চপর্ব্ব=অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দ্বেষ অভিনিবেশ। এই পঞ্চাশপ্রকার ভেদযুক্ত।

এই জগদ্রূপ বিশ্বরূপকে ধ্যান করি।

ব্রহ্মের জগদ্রূপের বর্ণনা করিয়া এখন জীবরূপের কথা বলিতেছেন। (১।৬ মন্ত্র)

জীবহংস ঐ ব্রহ্মচক্রে ভ্রমণ করিতেছে। এই চক্র সর্ব-জীবাধার ও সর্বজীবের লয়-স্থান। এই চক্রে সে ভ্রমণ করে কেন—নিজেকে প্রেরক ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ মনে করিয়া।

যখন জীব জানিতে পারে যে সে সর্বক্ষণ পরমেশ্বরের সহিত জুষ্ট অর্থাৎ একত্র সংযুক্ত—তখন সে অমৃতত্ব লাভ করে। এই ভোগ-ক্ষেত্রে আর ঘুরিতে হয় না।

(১৭ মন্ত্র) পরব্রহ্মের কথা বেদে গীত হইয়াছে (উদ্গীতমেতৎ) তাঁহাতেই জগতের সুপ্রতিষ্ঠা। তিনি অমর। তাঁহাতে তিনটি ভাব—ভোক্তা ভোগ্য ও নিয়ন্তা। জগদতীত ব্রহ্মকে জানিয়া জীব তাহাতে লীন হইয়া সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হন (যোনিমুক্তাঃ)।

(১৮ মন্ত্র) যিনি ঈশ তিনি ক্ষর অক্ষর ব্যক্ত অব্যক্ত যাহা কিছু সবই ধারণ করিয়া আছেন। আর যিনি অনীশ জীবাত্মা তিনি কিন্তু অবিদ্যা-বন্ধনে বদ্ধ (বধ্যতে)। বদ্ধ হন কেন—ভোক্তৃ-ভাবাৎ ভোক্তৃ-ভাব বশতঃ সুখ দুঃখাদির অধানতা বশতঃ। বন্ধন মুক্তির উপায় কি? জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব-পাশৈঃ। পরমেশ্বরকে জানিলেই বন্ধন মুক্তি।

(১৯) মন্ত্রে জীব এবং ঈশ্বরের ভেদ বলিতেছেন—ঈশ্বর জ্ঞ, জীব অজ্ঞ। ঈশ্বর ঈশ, জীব অনীশ। দুইই জন্মরহিত।

ইহাছাড়া জন্মরহিত আরও একটি তত্ত্ব আছে সে ভোক্তৃ-ভোগ্য, অর্থযুক্ত। ভোক্তার ভোগের জন্য পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া ভোগ্য রূপে বিরাজমান। এই তত্ত্বটি প্রকৃতি।

এতৎ ত্রয়ং ব্রহ্ম বিন্দতে—এই তিন তত্ত্বকেই পরমাত্মা জীবাত্মা ও প্রকৃতিকে এক ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে হইবে।

এই মন্ত্র অবলম্বনে ব্রহ্মসূত্রে কয়েকটি সূত্র আছে। তন্মধ্যে একটি যথা (২।৩।৪২)

"অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি
দাশকিতবাদিত্ব মধীয়ত একে"।

অংশ এবং অংশী বলিয়া জীব এবং পরমাত্মার ভেদ ও অভেদ শ্রুতি ব্যপদেশ করিয়াছেন। এই মন্ত্রে (১।৯) ভেদ স্পষ্ট—জ্ঞাজ্ঞৌ ঈশাবনীশৌ। আর অভেদ—"তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইত্যাদি ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। দুই প্রকারই থাকাতে স্থির হইল যে জীবেশ্বরে সম্বন্ধ ভেদাভেদ।

(১।১০ মন্ত্র) প্রকৃতির সঙ্গে ব্রহ্মের ভেদ প্রদর্শন করিতেছেন প্রকৃতি ক্ষর, পরমাত্মা অক্ষর (অবিদ্যাহরণকারী), পরমাত্মা অমৃত, তিনি ক্ষর প্রকৃতি ও জীবাত্মাকে—ঈশতে নিয়ময়তি—নিয়মিত করেন।

জীবের বিশ্বমায়া নিবৃত্তির উপায়, তস্য অভিধ্যানাৎ চিন্তনাৎ যোজনাৎ সংযোগাৎ। আর তত্ত্বভাবাৎ তত্ত্বজ্ঞানলাভাৎ। পরব্রহ্মের চিন্তনে সংযোগে এবং তত্ত্বজ্ঞানে জীবের মায়া নিবৃত্তি হয় নিঃশেষে (ভূয়ঃ)।

তাঁহাকে জানিলে কি হয় আরও বলিতেছেন ১।১১ মন্ত্রে—তাঁহাকে জানিলে সমুদয় বন্ধন ছিন্ন হয় (বিশ্বপাশাপহানি)। মোহ হইতে জাত দুঃখ ক্লেশ দূর হইয়া গেলে জন্ম মৃত্যু নিবৃত্তি হয়। সেই পরম বস্তুর চিন্তনে দেহ নাশের পর বিশ্বৈশ্বর্য্য নামক তৃতীয় অবস্থা লাভ হয়। তারপর চতুর্থ অবস্থায় আপ্তকাম হইয়া সর্বৈশ্বর্য্য-মুক্ত নিরুপাধি হইয়া কেবল স্ব-স্বরূপে স্থির থাকেন।

ব্রহ্মবস্তু নিত্য এবং আত্ম-সংস্থ (সত্ত্বান্তর-নিরপেক্ষ)।

ইহার পর আর কিছু জানিবার নাই।

নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।

ভোক্তা ভোগ্য প্রেরক—ভোক্তা জীব, ভোগ্য প্রকৃতি, প্রেরয়িতা নিয়ন্তা ঈশ্বর। এই তিনকে ব্রহ্মরূপে জানিলে মুক্তি লাভ হয়।

দুইখানি অরণি কাষ্ঠ ঘর্ষণে অগ্নি হয়। নিজ দেহে এক অরণি ও প্রণবকে অপর অরণি ধরিয়া ধ্যান রূপ ঘর্ষণ করিতে করিতে অগ্নির মত পরমাত্মার দর্শন মিলে।

যেমন তিলে তৈল আছে, নিষ্পেষণে পাওয়া যায়। দধিতে ঘৃত আছে, মন্থনে পাওয়া যায়। নদীস্রোতে জল আছে, কলসীযোগে আনয়ন করিতে হয়। যেমন অরণিতে অগ্নি আছে, ঘর্ষণ দ্বারা পাওয়া যায়, সেইরূপ আত্মার মাঝেই পরমাত্মা আছেন। সত্য ও তপস্যা দ্বারা লাভ করা যায়। দুগ্ধে যেমন ঘৃত আছে, মন্থনে দর্শন-যোগ্য হয় সেই রূপ সর্ব্বব্যাপী পরম আত্মাকে আত্মবিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা দর্শন লাভ করা যায়। যিনি সত্য ও তপস্যা দ্বারা অন্বেষণ করেন তিনি পরমাত্মাকে লাভ করেন।

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি

(দ্বিতীয় অধ্যায়)

উপনিষদ্-ভাবনা

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম ৭টি মন্ত্র বেদের সংহিতার। এই মন্ত্রগুলি শান্তি-পাঠের মত প্রার্থনামূলক।

তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য প্রথম ধ্যানের আরম্ভে সবিতা দেব আমার মন ও বহির্মুখী জ্ঞানকে পরমাত্মাতে সংযুক্ত করুন। অনুগ্রহকারী সকল দেবতাগণের যে বস্তু-প্রকাশ-সামর্থ্য তাহা আনিয়া সবিতা দেবতা আমাতে সঞ্চার করুন।

আমাদের মন যেন পরমাত্মাতে যুক্ত থাকে, সূর্য্যদেবের আজ্ঞাধীন থাকিয়া আমরা যেন পরমসত্য লাভের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা-পরায়ণ হই।

সবিতা-দেব আমরা ইন্দ্রিয়গণকে মনের সহিত সংযুক্ত করুন এবং তাহাদিগকে আদেশ করুন যেন তাহারা পরব্রহ্মের অভিমুখেই সর্ব্বদা গমন করে এবং সম্যক্ দর্শন দ্বারা জ্যোতির্ময় ব্রহ্মস্বরূপকে প্রকাশ করিতে পারে।

যাহারা নিজ নিজ মন, ইন্দ্রিয়গণকে পরমাত্মাতে সংযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন তাহাদের সকলেরই কর্ত্তব্য সবিতা-দেবকে স্তুতি করা। কারণ তিনি মহৎ, তিনি জ্ঞানবান্, তিনি সর্ব্বজ্ঞ।

চিরন্তন ব্রহ্মকে নমস্কার পূর্ব্বক ধ্যান করি। আমাদের কীর্ত্তনীয় সাধুরূপে আগমন করুন। হে নিত্য-ধাম-বাসী অমৃতের পুত্রগণ, শ্রবণ কর।

যেখানে অগ্নি উৎপন্ন হয় বায়ু নিরুদ্ধ হয়, সোমরসের আতিশয্য হয়, সেইখানে লোকের যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা জাগে যদি সে ব্যক্তি জ্ঞান-যোগে প্রতিষ্ঠিত না হয়।

সবিতার প্রসাদে নিত্য ব্রহ্মবস্তুর সেবা করুন। সকলের উৎপত্তিস্থল ব্রহ্মকে আশ্রয় করুন। তাহা হইলে পূর্ব্ব কর্ম্ম দ্বারা আর জীবের বিক্ষেপ হইবে না।

মঙ্গলাচরণের পর শ্রুতি আরম্ভ, যোগের উপদেশ দিতেছেন—জ্ঞানী ব্যক্তি প্রণবকে ভেলা করিয়া ভয়াবহ সংসার স্রোত পার হন বক্ষঃ, গ্রীবা ও মস্তক সমভাবে স্থাপন করিয়া মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে হৃদয়ে সংহত করিয়াই জ্ঞানিগণ ঐ ভেলায় আরোহণ করেন।

সাধক স্থির হন, প্রাণ বস্তুকে সংহত করেন। মন নিঃশক্তিক হইলে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করেন জ্ঞানিগণ অপ্রমত্তচিত্তে দুষ্ট অশ্ব-যুক্ত রথের মত মনকে সংযত রাখেন।

পরমাত্মাতে মনঃসংযোগ করিবার উত্তম স্থান নির্দ্দেশ করিতেছেন সমতল পবিত্র বালু পাথরকুচি ও অগ্নিহীন স্থান, যে স্থানের শব্দ, জল ও গৃহ মনের অনুকূল, চক্ষুর পীড়াদায়ক নয়, গুহা ও কুটীর যার নিকটে, খুব প্রবল বাতাস বহেনা, এইরূপ স্থানে সাধক পরমাত্মাতে মনোনিবেশ করিবেন।

যোগ-সাধন-কালে ব্রহ্মপ্রকাশের ছন্দে নীহার ধূম সূর্য্য বায়ু অগ্নি খদ্যোত বিদ্যুতে স্ফটিক চন্দ্র এই সব দৃষ্ট হয়। মৃত্তিকা জল অগ্নি বায়ু এই সব উত্থিত হইলে বুঝিতে হইবে যে শরীর

যোগাগ্নিময় হইয়া উঠিয়েছে। তখন সাধকের রোগ জরা দুঃখ এসব আর থাকে না।

শরীরের লঘুত্ব, নীরোগতা, লোভহীনতা, বর্ণের উজ্জ্বলতা, স্বরের মধুরতা, সুগন্ধ ও মলমূত্রাদির অল্পতা, যোগ-সাধনার প্রাথমিক প্রকাশ রূপে এই সব দৃষ্ট হয়।

মলিন ধাতুপাত্র মাটি দ্বারা মার্জ্জন করিলে উজ্জ্বল হয়, সেইরূপ আত্মতত্ত্ব দর্শন করিলেই সাধক কৃতার্থ হন ও বিগত-শোক হন, অন্য কিছুতেই ইহা হয় না।

যোগী সাধক আত্মতত্ত্ব দীপ দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শন করেন। তখন অজ ধ্রুব নির্লিপ্ত ঈশ্বরকে জানিয়া সাধক বন্ধন মুক্ত হন।

এই কয়েকটি মন্ত্রে যোগদর্শন ও বেদান্ত দর্শনের অপূর্ব্ব মিলন সংসাধিত হইয়াছে। যোগীর লক্ষ্য অন্তরাত্মার দর্শন, বেদান্তীর লক্ষ্য জগন্ময় ব্রহ্ম দর্শন। বস্তুতঃ এই দুইই একই সত্য দর্শনের এপিঠ ওপিঠ।

শেষ দুই মন্ত্রে (২।১৬-১৭) পরস্পর-বিরোধী ভাষায় ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতেছেন। সেই পরমদেব পূর্ব্ব প্রভৃতি দিকেও আছেন, অগ্নি প্রভৃতি কোণেও আছেন—তিনি জন্মিয়াছেন প্রকাশিত হইয়াছেন, আবার এখনও গর্ভে আছেন, গূঢ় ভাবে অবস্থান করিতেছেন। তিনি জন্মিয়াছেন জন্মিবেন, অনেক প্রকট হইয়াছেন আরও হইবেন। তিনি সর্ব্বতোমুখ, আবার প্রত্যেকটি লোকের অন্তরে রহিয়াছেন। যে দেবতা অগ্নিতে আছেন, জলে আছেন, সমুদয় বিশ্বে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে আছেন, বনস্পতিতে আছেন—সেই পরম দেবতাকে বারবার নমস্কার করি

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি

(তৃতীয় অধ্যায়)

উপনিষদ্-ভাবনা

ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতেছেন—ব্রহ্মবস্তু জ্ঞানবান্ মহামায়াবী, নিজ শক্তি দ্বারা সকলকে শাসন করেন। যিনি অনন্ত শক্তি দ্বারা ইচ্ছামত সৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত করেন, জগতের উদ্ভব ও স্থিতির যিনি একমাত্র হেতু, তাঁহাকে যাঁহারা জানেন তাঁহারা অমৃত-স্বরূপ হন। তিনি রুদ্র, তিনি এক, তাঁহার দ্বিতীয় কেহ স্বীকার করেন না। তিনি আছেন অন্তর্য্যামিরূপে সকলের মধ্যে, তিনি নিখিল ভুবন সৃষ্টি করিয়া পালন করেন ও অন্তে প্রলয়কালে জে'লের মত জাল গুটাইয়া নিজের মধ্যে লয় করেন।

এই নিখিল বিশ্বে যত চক্ষু মুখ হাত পা আছে সকলই তাঁর বস্তু। তিনি এক অদ্বিতীয় বস্তু। স্বর্গ মর্ত্ত্য তিনি সৃষ্টি করেন, সৃষ্টি করিয়া যাহার যাহা প্রয়োজন তাঁহাই দেন। মানুষকে বাহু দিয়াছেন, পাখীকে পাখা দিয়াছেন। তিনি দেশ কালের জন্মদাতা ও শক্তির উৎস। তিনি বিশ্বাধিপ রুদ্র সর্ব্বজ্ঞ। যিনি হিরণগর্ভকে প্রথম উৎপন্ন করিয়াছিলেন, তিনি আমাদের সকলের শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।

হে রুদ্র, হে গিরিবাসী, সুখদাতা! তুমি তোমার মঙ্গলময়ী অভয়া পাপবিনাশিনী তনু বিস্তার কর, আমাদের উপর দৃষ্টিপাত কর। হে গিরিরক্ষক, তোমার হাতে হে ধ্বংসকারী ধনুখানি উহাদ্বারা ধ্বংস করিওনা (মা হিংসীঃ), উহা দ্বারা জগতের মঙ্গল কর (শিবাং কুরু)।

এই বিশ্বজগৎ হইতে যিনি বড়, ব্রহ্ম হইতেও বড় যিনি পরব্রহ্ম, যিনি আছেন প্রতি শরীরে, আছেন সর্ব্বভূতে নিগূঢ় ভাবে, তিনি ঈশ্বর—তিনি আছেন একাই জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া—তাঁহাকে জানিলেই অমৃত হওয়া যায়। আমি জানিয়েছি সেই অন্ধকারের পর পারে স্থিত আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষবরকে। তাঁহাকে জানিলেই তু মৃ্যকে অতিক্রম করা যায়। অমৃতত্ব লাভের আর কোন পথ নাই।

তাঁহা হইতে বড় কেহ নাই ছোটও কেহ নাই, কারণ তিনি দ্বিতীয় রহিত, তাঁহার অন্যতর কেহ নাই। তিনি বৃক্ষের মত স্তব্ধ দিব্য লোকে বিরাজমান। এই সংসার সেই পরম পুরুষের দ্বারাই পূর্ণ হইয়া আছে। তিনি জগদতীত রূপাতীত দুঃখাতীত। তাঁহাকে যাঁহারা জানেন তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন। যাঁহারা জানেন না, তাঁহারা দুঃখ প্রাপ্ত হন।

সকলের মুখ, মস্তক, গ্রীবা তাঁহারই। তিনি সর্ব্বজীবের হৃদয়ে, তিনি আছেন সর্ব্বব্যাপী হইয়া, তিনি সর্ব্বগত। শিব তিনি, এই পরমাত্মাই মহান্ প্রভু—সকল প্রাণীর তিনি প্রবর্ত্তক। পবিত্র পথ লাভ করিবার নিয়ামক তিনিই, জ্যোতির্ম্ময় তিনি, অপরিণামী তিনি।

অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ অন্তরাত্মা পুরুষ আছেন সর্ব্বদা সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট। তিনি জ্ঞানাধীশ, তাঁহাকে দর্শন পাওয়া যায় হৃদয় দ্বারা। তিনি মনন দ্বারা প্রকাশিত হন। তাঁহাকে জানাই অমৃতত্ব লাভ করা।

তিনি যে অঙ্গুষ্ঠমাত্র এবং রবিতুল্য রূপশালী একথা এই শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিতেই আরও একবার বলা হইয়াছে (৫।৮)। কঠ শ্রুতিতে তুইবার এই কথা আছে। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ ২।১,১৩।

এই অঙ্গুষ্ঠ পুরুষের স্থান হৃদয়াকাশ-পুরীতে। বেদান্ত-দর্শনে ব্রহ্মের অঙ্গুষ্ঠ-মাত্রত্ব নিরূপণের এক অধিকরণ আছে। তাহাতে তুইটি সূত্র।

১। শব্দাদেব প্রমিতঃ ১।৩।২৪

২। হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ১।৩।২৫

শ্রুতিতে শব্দ দ্বারা বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম অঙ্গুষ্ঠ-মাত্র। বস্তুতঃ পরমাত্মা বিশ্বব্যাপী, তথাপি উপাসকের অন্তরে তাঁহার একটি বিশেষ স্থান আছে। আপত্তি হইতে পারে যে সকল জীবের হৃদয়েই তিনি আছেন—সকল অন্তরের স্থান তো সমান নয়। উত্তর দিতেছেন হৃদ্যপেক্ষয়া এই সূত্রে। মানুষের হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মানুধ্যানে মানুষেরই অধিকার বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণের কথা কঠ-শ্রুতিতেও আছে।

পরবর্ত্তী (৩।১৪-১৭) চারিটি মন্ত্র ঋগ্বেদের পুরুষ

সূক্তের। শেষের দুইটী (১৬-১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতেও বিদ্যমান আছে।

সেই সহস্রশিরা সহস্রনয়ন সহস্রচরণ পুরুষ নিখিল বিশ্বকে বেষ্টন করিয়া দশাঙ্গুল উপরে বিরাজ করিতেছেন। দশাঙ্গুল শব্দে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, দশাঙ্গুল মনন্তমপারম্। তিনি অনন্তরূপে বিশ্বময় আবার অনন্ত রূপেই বিশ্বাতীত। কেহ কেহ অর্থ করিয়াছেন—নাভির উপরি দশাঙ্গুলপ্রমাণ হৃদয়, তাহাতে তাঁহার স্থিতি। নাভি বলিতে দেহের নাভিও বুঝাইতে পারে, বিশ্বের নাভি বা কেন্দ্রও বুঝাইতে পারে।

এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে, হইয়াছে, হইবে সমস্তই সেই এক পুরুষ। যাহা অন্নদ্বারা পুষ্ট যাহা অমৃতময় জগৎ তাহারও তিনি বিধাতা। সর্ব্বত্র তাঁহার হস্ত পদ চক্ষু মস্তক বদন, সর্ব্বত্র তাঁহার কর্ণ। সর্ব্বব্যাপী, তিনি বাস করিতেছেন এই জগতে। নিখিল ইন্দ্রিয়-শক্তির তিনি প্রকাশক। তিনি ইন্দ্রিয়-রহিত।

তিনি সকলের প্রভু, সকলের নিয়ামক, তিনি সকলের শরণ, সর্ব্ব বৃহৎ আশ্রয়।

বিশ্বের স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বভূতের যিনি নিয়ন্তা তিনি নবদ্বার পুর দেহে হংস-রূপে বহির্ব্বিষয় সমূহ ভোগ করেন। তিনি হস্তপদ-শূন্য হইলেও গ্রহণ করেন ও বেগে চলেন। চক্ষু নাই তবু দেখেন। কাণ নাই তবু শোনেন। যাহা কিছু জানিবার প্রয়োজন সবই তিনি জানেন। কিন্তু তাঁহাকে জানিবার কেহ নাই। জ্ঞানিগণ তাঁহাকে বলেন সর্ব্বাগ্রণী পুরুষ বা

মহান্ পুরুষ বা আদি পুরুষ। ছোট হইতেও ছোট—বড় হইতেও বড়—আছেন তিনি প্রাণিবর্গের হৃদয় গুহায়। ঈশ্বরপ্রসাদে সাধক শোকহীন হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার মহিমাকে জানিতে পারেন।

এই একই মন্ত্র (৩।২১) কঠোপনিষদে (১।২।২০) রহিয়াছে। অক্রতুঃ অর্থ কেহ করিয়াছেন বীতরাগ, কেহ করিয়াছেন অকাম। শ্রুতিতে কোথাও অক্রতুং কোথাও অক্রতুঃ দুই রকম পাঠই দৃষ্ট হয়। অক্রতুঃ প্রথমা হইলে সাধকের বিশেষণ। অক্রতুং দ্বিতীয়া করিয়া মহিমানং এর বিশেষণ কেহ কেহ করিয়াছেন। অক্রতু শব্দের সহজ অর্থ ক্রতুহীন করিলে ক্ষতি কি? ক্রতু অর্থ যজ্ঞ। অক্রতু যে ব্যক্তি অযজ্ঞ, যজ্ঞহীন। যজ্ঞহীন সাধক দুই প্রকার হইতে পারেন। যজ্ঞের ফলের নশ্বরতা বুঝিয়া যজ্ঞ ত্যাগ করিয়াছেন যিনি, অথবা সংসারে কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন পাপী ব্যক্তি যজ্ঞাদি নিত্য কর্ত্তব্য করে না। সেই ব্যক্তিও ধাতুঃ-প্রসাদাৎ—বিধাতার প্রসাদে, অনুগ্রহে তাঁহাকে জানিতে পারে।

ধাতুঃ প্রসাদাৎ শব্দেরও দুই প্রকার পাঠ দৃষ্ট হয়। ধাতুঃ বিধাতুঃ পরমেশ্বরের প্রসাদে। অথবা ধাতুপ্রসাদাৎ (বিসর্গহীন সমাসবদ্ধ একটি পদ) পদের অর্থ শরীরধারকাণাং ইন্দ্রিয়াণাং প্রসন্নাবস্থাহেতোঃ। শরীর-রক্ষক ধাতুর প্রসন্নাবস্থা হইলে, দেহ মন চাঞ্চল্য-শূন্য হইলে।

আমি জানিয়াছি সেই পুরাণ পুরুষকে যিনি জরাহীন, যিনি সর্ব্বগত বিভু। যাঁহাকে জানিলে জন্ম-বন্ধন নিবৃত্ত হয়, ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ নিত্য তাঁহার কথাই বলেন—তাঁহাকে অভিবাদন করেন।

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি

চতুর্থ অধ্যায়

উপনিষদ্-ভাবনা

এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা বর্ণহীন অথবা অবর্ণনীয়। বহু তাঁহার শক্তি। শক্তি-যোগে তিনি বহু বর্ণ, বহু বিষয় সৃষ্টি করেন। তাঁহার ইচ্ছা নিগূঢ়। নিখিল জগৎ প্রথমে তাঁহা হইতে জন্মে আবার অন্তকালে তাঁহাতেই প্রত্যাগমন করে। তিনি আমাদের শুভবুদ্ধি দান করুন।

তিনিই অগ্নি, তিনিই আদিত্য, তিনি বায়ু, তিনি চন্দ্রমা, তিনি শুক্র, তিনি প্রজাপতি। হে পরমাত্মন্! তুমিই নারী হইয়াছ পুরুষ হইয়াছ, কুমার কুমারী হইয়াছ। তুমি বৃদ্ধ হইয়া দণ্ড লইয়া চলিতেছ। তুমি জীবরূপে বিশ্বতোমুখ হইয়া নানাবিধ দেহ ধারণ করিয়া জন্ম লইতেছ।

জীবের যত প্রকার দেহ ও ইন্দ্রিয় দেখা যায় সমস্তই তোমার। ঈশ্বরই জীবাত্মার দেহ দান করেন। জীবাত্মা স্বরূপতঃ পুরুষ বা নারী, মানুষ বা পশু পক্ষী নয়। সব দেহই পরমাত্মার—সব দেহের কর্ত্তা ও চালক তিনিই।

ঈশ্বরেরই অধীন জীব। তাঁহার ইচ্ছায় নিজের বাসনা ও কর্ম্মফলোদ্ভূত দেহেন্দ্রিয় পাইয়া সংসারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ভোগ করে।

পশু পক্ষি-রূপেও তিনিই ভোগ করেন, তাই বলিয়াছেন তুমি নীলপতঙ্গ, লোহিত চক্ষু শুকাদি, তড়িদ্-গর্ভ মেঘাদি। ঋতুগুলি তুমিই, সমুদ্রগুলিও তুমিই। তুমি অনাদি, তুমি আছ ব্যাপক—রূপে। তোমা হইতেই নিখিল ভুবন উৎপন্ন।

নিজের মত বহু সন্তান সৃষ্টি-কারিণী (সরূপা বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং) রজঃ সত্ত্ব ও তমোগুণান্বিতা (লোহিত-শুক্লকৃষ্ণাং) এক অজা জন্ম-রহিতা প্রকৃতি আছেন। আর দুইজন অজ আছেন। তন্মধ্যে একজন বদ্ধজীব সেবাপরায়ণ হইয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ ভোগ করেন। আর একজন মুক্তজীব ভোগান্তে তাঁহাকে ত্যাগ করেন।

এই মন্ত্র (৪।৫) সাংখ্য-দর্শনের ভিত্তি। সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি। সেই প্রকৃতির পরিণাম হইতেই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি। সাংখ্যবাদীরা এই শ্রুতিই প্রমাণ-রূপে উদ্ধৃত করেন। লোহিত রজঃ, শুক্ল সত্ত্ব, কৃষ্ণ তমঃ। লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং অর্থ, সত্ত্ব-রজ-স্তমোগুণান্বিতা প্রকৃতি-স্বরূপাঃ প্রজাঃ—নিজের সমান রূপ-বিশিষ্ট ত্রিগুণযুক্ত বহু প্রজা সৃষ্টি করেন।

এই কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে ব্রহ্মই জগৎকারণ একথা কিরূপে সিদ্ধান্ত হইতে পারে? এই পূর্ব্বপক্ষকে আশঙ্কা করিয়াই বেদান্ত দর্শনের ১।১।৫ সূত্র "ঈক্ষতে র্নাশব্দম্"

উক্ত ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি অচেতনা। অচেতন প্রকৃতিকে জগৎকারণ বলা শ্রুতির উদ্দেশ্য নয়। যিনি জগৎস্রষ্টা তিনি ঈক্ষণ করিয়া ছিলেন "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি" (ছা-৬।২)।

ঈক্ষণকারী নিশ্চয়ই চৈতন্যময়। সুতরাং প্রকৃতি সৃষ্টির কারণ নহেন্। শ্রুতি যাহাকে প্রকৃতি বলিলেন তিনি বস্তুতঃ পর ব্রহ্মেরই শক্তি। দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং—এই মন্ত্রেই সেকথা বলিয়াছেন। এই মন্ত্রে জীবাত্মাকেও নিত্য বলা হইয়াছে।

"অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে"

এই মন্ত্রকে উপজীব্য করিয়াই বেদান্ত-সূত্র জীবাত্মার নিত্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন. "নাত্মাঽশ্রুতে র্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ (২।৩।১৭ সূত্র) জীবাত্মার উৎপত্তি-বিনাশ নাই কারণ শ্রুতি বলেন নাই। জীবাত্মা, নিত্য শ্রুতি বলিয়াছেন, শ্বেতাশ্বতরের এই মন্ত্রেই বলিয়াছেন।

পরবর্ত্তী ৪।৬ মন্ত্র ঋগ্বেদে আছে ১।১৬৪।২১

৪।৬-৭ এই দুই মন্ত্র মুণ্ডকোপনিষদেও আছে ৩।১।১-২

জীবাত্মা আর পরমাত্মা যেন দুইটি পাখী। একই সংসার বৃক্ষে জড়াইয়া আছে। দুইটি পাখী অবস্থান করে একত্র। দুজনের নামই আত্মা, দুজনের পক্ষই সুন্দর শোভন। জীবাত্মা সুস্বাদু সুখদুঃখ ফল ভোগ করে, আর পরমাত্মা ভোগ করেন না, জীবের ভোগ দর্শন করেন মাত্র। এ-ই দু'য়ের বৈসাদৃশ্য।

জীবাত্মা দুঃখগ্রস্ত হইয়া শোকতাপ ভোগ করে, জীবাত্মা অনীশ, কর্তৃত্ব নাই। এই জন্যেই সে শোকার্ত্ত। পরমাত্মা ঈশ, নিয়ামক। জীব যদি তাঁহার সন্ধান পায় তাহা হইলেই শোক দুঃখের অতীত হয়।

ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্বারা প্রতিপাদিত যে অক্ষর ব্রহ্ম আকাশ-তুল্য সেই পরমাত্মাতে সকল দেবতাগণ আশ্রিত হইয়া স্থিত আছেন—তাঁহাকে যিনি জানেন না—ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্বারা তিনি কি করিবেন? যাঁহারা তাঁহাকে জানেন তাঁহারাই কৃতকৃতার্থ হন। ইহাতে বুঝা গেল নিখিল বেদ-শাস্ত্রের পাঠের উদ্দেশ্য সেই অক্ষর পুরুষকে জানা। আর তাঁকে যে জানে তার সকল শাস্ত্রপাঠই সার্থক।

বেদে যত বস্তুর কথা আছে ছন্দঃ, যজ্ঞ, ক্রতু, ব্রত তা ছাড়া যাহা কিছু হইয়াছে হইবে এই সকল সৃষ্টি করিয়াছেন এক মহামায়ী পুরুষ, ঈশ্বর। এই মায়া দ্বারা বদ্ধ হইয়া আছেন অন্য একজন, তিনি জীবাত্মা।

মায়াই প্রকৃতি। আর মায়ীই মহেশ্বর। তাঁহার অঙ্গীভূত সকল বস্তু বিশ্ব ব্যাপিযা আছে।

সেই অদ্বিতীয় দেবতা প্রত্যেক কারণের কারণ-স্বরূপে বিরাজমান। তাঁহাতে এই বিশ্বের জন্ম ও লয়। তিনি ঈশান বরদ পূজ্য। তাঁহাকে নিশ্চিতরূপে দর্শন করিয়া (নিচায্য) সাধক পরা শান্তি লাভ করেন।

দেবগণের প্রভব-উদ্ভব যাহা হইতে হয়, যিনি বিশ্বের অধিপতি যিনি মহর্ষি, যিনি রুদ্র, এই ব্রহ্মাণ্ড-রূপে তিনিই প্রকাশিত—ইহা দর্শন কর। তিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে শুভকার্য্যে নিয়োজিত করুন।

যিনি দেবগণের অধিপতি যাহাতে সলক লোক সমাশ্রিত যিনি

দ্বি-পদ চতুষ্পদ সকল জীবগণকে নিয়ন্ত্রিত করেন সেই "ক" অর্থাৎ সুখময় দেবতাকে আমরা হবি দ্বারা সেবা করি। (ক=সুখ)

যিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, যিনি অন্তর্গহ্বরে স্থিত, যিনি বিশ্বের স্রষ্টা, যাঁহার অনেক রূপ, যিনি একা নিখিল বিশ্বকে বেষ্টন করিয়া আছেন—শিব-স্বরূপ তাঁহাকে জানিয়া সাধক পরা শান্তি লাভ করে।

যিনি জগতের স্থিতি কালে রক্ষা-কর্ত্তা, যিনি বিশ্বাধিপ, সর্ব্ব বস্তুতে গূঢ়-রূপে নিহিত—ব্রহ্মর্ষিগণ, দেবতাগণ ধ্যানে যাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকেন—তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যু-বন্ধন ঘুচিয়া যায়।

ঘৃতের উপরিস্থিত সরের মত। সূক্ষ্ম, মঙ্গলময় সর্ব্বভূতে গূঢ়। সেই শিবস্বরূপকে জানিয়া সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। তিনি বিশ্ব-কর্ম্মী তিনি মহাত্মা বা পরমাত্মা, সর্ব্বজনহৃদয়ে বিরাজমান। হৃদয়দ্বারা, সংশয়শূন্য মনীষাদ্বারা ও মনন দ্বারা তিনি পবিব্যক্ত। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন।

এই ৪।১৭ মন্ত্রের শেষের তিন পাদ পূর্ব্ববর্ত্তী ৩।১৩ মন্ত্রের তিন পাদ একই।

পরবর্ত্তী (৪।১৮) মন্ত্রটির দুই প্রকার অর্থ করা যায়।

(১) যখন অতমঃ—যখন অন্ধকার থাকে না বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশ হয় তখন কি দেখা যায়—দিবাও নয় রাত্রিও নয়, সৎও নয় অসৎও নয়, কেবল মঙ্গলময় শিব থাকেন। তিনি অমর সত্য বস্তু, ভজনীয় পুরাণী বৈদিকী প্রজ্ঞা, তাহা হইতে আসিয়াছে।

(২) যাহা অতমঃ—পরব্রহ্মের যে অবস্থায় তমোময়ী প্রকৃতির কোন কার্য্য থাকে না, তখন বিশ্বে কি থাকে—দিনও নয়

রাত্রিও নয়, সৎও নয় অসৎও নয়। থাকে শুধু বরেণ্য জ্যোতির সহিত শিব স্বরূপ অক্ষর ব্রহ্ম। যাবতীয় পুরাণী প্রজ্ঞা বৈদিক সিদ্ধান্ত তাহা হইতেই উৎসারিত হইয়াছে। আদিতে ব্রহ্ম ছিলেন. আর ছিল বেদ। ব্রহ্ম হইতে জগৎ হইয়াছে, আর বেদ হইতে যাবতীয় জ্ঞানধারা আসিয়াছে।

ব্রহ্ম-বস্তুকে কেহ ধরিতে পারে না। পরিজগ্রভৎ—পরিগ্রহীতুং শক্নুয়াৎ) উর্দ্ধে অধে মধ্যে কোথাও কেহ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহার নাম মহদ্‌যশ। তাঁহার প্রতিমা নাই। প্রতিমা শব্দের অর্থ প্রতিরূপ অর্থাৎ উপমা নাই, তিনি নিরুপম।

তাঁহার রূপ-দর্শনযোগ্য বেশ নাই, অর্থাৎ তিনি প্রাকৃত চক্ষু-গ্রাহ্য নহেন। হৃদয় দ্বারা মনন দ্বারা হৃদয়স্থ তাঁহাকে যাঁহারা জানেন তাঁহারা অমৃত হইয়া যান।

হৃদা হৃদিস্থং, পদদ্বয়ে বুঝা যায়—অন্তরের দেবতাকে অন্তরের প্রীতি দ্বারাই পাওয়া যায়।

তুমি অজাত, জন্ম-মৃত্যু-রহিত, অমৃতময়। এইজন্য সংসারভীত জীব তোমার শরণ লয়—হে রুদ্র। তোমার আনন্দময় চিন্ময় রূপ দেখাইয়া আমাকে রক্ষা কর।

হে রুদ্র, আমাদের পুত্রদের পৌত্রদের গাভীদের অশ্বদের জীবনের নাশ করিও না। কুপিত হইয়া বিক্রমশালী স্বজনদের বিনাশ করিও না। পূজার যোগ্য দ্রব্য লইয়া আমরা সর্ব্বদা তোমাকে আবাহন করিতেছি।

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি

(পঞ্চম অধ্যায়)

উপনিষদ্-ভাবনা

বিদ্যা আর অবিদ্যা দুই গূঢ়ভাবে নিহিত আছে, সেই অক্ষর পুরুষ, অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্মে। অবিদ্যা হইল ক্ষর সংসারের হেতু আর বিদ্যা অমৃতের হেতু। আর বিদ্যা অবিদ্যাকে যিনি নিয়ন্ত্রিত করেন তিনি দুয়েরই উর্ধ্বে।

এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা তিনি প্রত্যেক কারণে কারণে অধিষ্ঠিত। সকল রূপ সকল বীজের তিনি অধিষ্ঠাতা। তিনি সকলের অগ্রে সর্ব্বজ্ঞ কপিলকে জ্ঞানদ্বারা পোষণ করেন। তাঁহাকে তিনি জন্ম গ্রহণ করিতে দেখিয়াছেন।

সাংখ্য-দর্শনের আচার্য্য ছিলেন কপিল. তিনি মহাজ্ঞানী ছিলেন। গীতা বলিয়াছেন, সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ।

অনেক ব্যাখ্যাতা এখানে কপিল বলিতে কপিল মুনিকে মনে করেন নাই। কপিলং কনকবর্ণং কপিল-বর্ণং হিরণ্যগর্ভমিত্যর্থঃ। কপিল অর্থ হিরণ্যগর্ভ।

পূর্ব্বে ৩।৪ মন্ত্রে বলিয়াছেন, হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বম্, যিনি সর্ব্ব প্রথমে হিরণ্যগর্ভকে উৎপাদন করিয়াছিলেন।

৪।১২ মন্ত্রেও বলিয়াছেন হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানং, হিরণ্যগর্ভ-রূপে জায়মান তোমরা তাঁহাকে দর্শন কর।

এই মন্ত্রেও বলিয়াছেন, কপিলং জ্ঞানৈঃ বিভর্ত্তি জায়মানং চ পশ্যেৎ। এই একবাক্যতা হেতু কপিল অর্থ কোন ব্যক্তি না হইয়া হিরণ্যগর্ভ হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

শ্রুতি অন্যত্রও বলিয়াছেন "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে" ঋগ্বেদ, দশম মণ্ডল। পরব্রহ্মের সৃষ্টিমুখী প্রথম প্রকাশই হিরণ্যগর্ভ।

মুণ্ডক-শ্রুতি প্রথম মুণ্ডকের প্রথম মন্ত্রেই বলিয়াছেন—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।

এই বিশ্বসৃষ্টির প্রারম্ভে বিশ্বের কর্ত্তা হইয়া উৎপন্ন বিশ্বের যিনি পালক হইয়াছিলেন সেই ব্রহ্মা সমস্ত দেবতার অগ্রে জাত হইয়াছিলেন। এই সকল শ্রুতি মিলাইলে বুঝা যায় যে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাই, এবং আলোচ্য মন্ত্রের কপিল ব্রহ্মাই। ব্রহ্মাকে যে তিনি জ্ঞান দ্বারা পোষণ করিয়াছিলেন তাহা শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন— "তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে"—আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে যিনি বেদ বিস্তার করিয়াছিলেন। পরব্রহ্মের নিকট বেদ বা সর্ব্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মবিদ্যা পাইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি 'অথর্বায় জ্যেষ্ঠ-পুত্রায' উহা অর্পণ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব। ৫।২-২

এই দেব একটি জাল বিস্তার করেন। নানাভাবে আবার প্রত্যাহার করেন। আবার লোকপালদের সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের উপর সর্ব্বাধিপত্য করেন।

সূর্য্য যেমন উর্দ্ধ অধঃ পার্শ্ব সকল দিক্ প্রকাশিত করিয়া

দীপ্তি পান, সেই ভজনীয় অদ্বিতীয় পুরুষও তেমনি কারণ স্বরূপে সকল বিষয় নিয়মিত করিয়া শোভা পান।

যে বস্তুর যে স্বভাব বা স্বরূপ তাহা তিনি নিষ্পন্ন করেন, তারপর পরিণাম ঘটাইয়া সকল বস্তু পরিপক্ক করেন। একা তিনি বিশ্ব সংসারকে নিযমিত করিয়া গুণগুলিকে নিজ নিজ কর্ম্মে নিয়োজিত করেন।

বেদগুহ্য তত্ত্ব সকল উপনিষদে নিহিত আছে। সেই বেদের আকর স্বরূপ পরম পুরুষকে ব্রহ্মা জানেন আর জানিয়াছিলেন রুদ্রাদি দেবগণ, বামদেবাদি ঋষিগণ, তাঁহারা তন্ময় হইয়া অমৃত-স্বরূপ হইয়াছিলেন। ৫।৬

সত্ত্বাদি-গুণযুক্ত হইয়া তিনি কর্ম্মফলের কর্ত্তা হন আবার কৃত কর্ম্মের ভোক্তাও হন। তিন-গুণ-বশতঃ তাঁহার তিনটি পথ (ধর্ম্মপথ, অধর্ম পথ, ধর্মাধর্ম অতীত জ্ঞানপথ) নিজ কর্মানুসারে তিনি সঞ্চরণ করেন। এই মন্ত্রে জীবাত্মা পরমাত্মারই এক শক্তি-বিশেষ এই কথা বলিয়াছেন।

এই সগুণ জীবাত্মা অঙ্গুষ্ঠ-মাত্র রূপে হৃদয়াকাশে থাকেন সূর্য্য-তুল্য জ্যোতির্ময়। সংকল্প ও অহংকার-বিশিষ্ট, তদুপরি বুদ্ধির-গুণ আত্মগুণরূপে প্রতিভাত লৌহ কণ্টকের অগ্রভাগের মত সূক্ষ্ম। এই আত্মা অশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ক্ষুদ্র। কত ক্ষুদ্র তাহা বলিতেছেন—কেশাগ্রের শততম ভাগের শততম ভাগ—অতি সূক্ষ্ম তাঁহার রূপ অথচ তিনি অনন্তত্ব লাভের যোগ্য। স চ আনন্ত্যায় কল্পতে। এই শ্রুতির ভিত্তিতে—

প্রদীপবদাবেশস্তথাহি দর্শয়তি ৪।৪।১৫ ব্রহ্মসূত্র।

জীবাত্মা মুক্ত হইলে প্রদীপের মত একস্থানে স্থিত হইয়াও প্রভাব দ্বারা অনেক প্রদেশে প্রবিষ্ট হইতে পারেন।

জীবাত্মা অণুস্বরূপ হইলেও তিনি অনন্তের সহিত যুক্ত হইয়া গুণে অনন্ত হইতে পারেন সুতরাং জীবের অন্তর্নিহিত জ্ঞানের সংকোচন ও অ-সংকোচন দ্বারাই বদ্ধত্ব ও অমৃতত্ব নিরূপিত হয়। মুক্ত পুরুষের প্রাণৈশ্বর্য্য কিছু দ্বারা বাধিত নয়। সুতরাং তিনি বহু দেহ চালনা করিতে পারেন।

এই জীবাত্মা স্ত্রী নয়, পুরুষ নয়, নপুংসকও নয়। কর্মানুসারে যখন যে শরীর গ্রহণ করে তখন সে সেই শরীর দ্বারা পরিচিত হয়। জীবাত্মা সংকল্প, স্পর্শ, দৃষ্টি ও মোহ দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদন পাইয়া নিজের বৃদ্ধি ও জন্ম পরিগ্রহণ করে। কর্মফলের পরিপাক অনুসারে নানা যোনিতে কর্মানুযায়ী দেহ প্রাপ্ত হয়।

গুণানুসারে জীবাত্মা স্থূল, সূক্ষ্ম নানাবিধ রূপ ধারণ করে। নানাবিধ ক্রিয়ানুষ্ঠান জন্য যে ফল হয় এবং সূক্ষ্মদেহের গুণের জন্য যে ফল হয় এবং পূর্বজন্মের সংস্কার জন্য যে ফল হয় ইহাদের সমষ্টি জীবাত্মার দেহ-সংযোগের হেতু হইয়া থাকে। ৫।১২

গহন সংসার মধ্যে আদি-অন্তহীন বহুরূপ বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা পরিবেষ্টিতা মঙ্গলময়কে জানিয়া সাধক সকল বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন। ৫।৭-১৮

যিনি ভাব-গ্রাহ্য—যাঁহার নাম অশরীর, যিনি সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ, যিনি মঙ্গলকারী, প্রাণাদির সৃষ্টিকর্ত্তা সেই দেবকে যাঁহারা জানিয়াছেন তাঁহাদের দেহাভিমান ত্যাগ হইয়াছে।

এই সাতটি মন্ত্রে (৭-১৩) জীবাত্মারই প্রসঙ্গ।

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপনিষদ্-ভাবনা

এই বিশ্বসৃষ্টির মূল কারণ কেহ বলেন স্বভাব, কেহ বলেন কাল। এ বিষয়ে বিদ্বান্ ব্যক্তিরাও ভ্রমে পতিত হন। যাহা দ্বারা অনন্ত বিশ্ব-সৃষ্টি স্থিতি লয় চক্রাকারে ঘুরিতেছে—ইহাও তাঁহারই মহিমা, পণ্ডিতেরাও সেই প্রকৃত তথ্য জানেন না।

যাঁহা দ্বারা এই সমুদয় আবৃত আছে তিনি জ্ঞাতা কালকর্ত্তা গুণী সর্ব্ববিৎ, ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম তাঁহারই ইচ্ছায় নিয়মিত ও কর্মরূপে প্রকাশিত আছে।

নিজ নিজ কর্ম করিয়া আবার নিবৃত্ত হইয়া বিষয়ের সহিত আত্মার যোগ সাধন ঘটাইয়া এক দুই তিন বা অষ্ট প্রকৃতির সহিত সূক্ষ্ম অন্তঃকরণের গুণের সহিত যোগ ঘটাইয়া জীবাত্মা আছেন।

জীবাত্মা কর্ম আরম্ভ করিয়া গুণযুক্ত সকল কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করেন। সমর্পণ করিলে সেই গুণময় কর্মাদির সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধের অভাব ঘটে (তেষামভাবে)। তখন কৃতকর্মগুলি নাশ প্রাপ্ত হয়। কর্মক্ষয় হইলে সত্ত্ব বিশুদ্ধ হয়। তখন তিনি তত্ত্ব হইতে বিভিন্ন (তত্ত্বতোঽন্য) যে ব্রহ্ম তাঁহাকে প্রাপ্ত হন (যাতি)। ৬।৪

সাধকের মুক্তির প্রসঙ্গ যাহা আরম্ভ করিয়াছেন তাহা পরবর্ত্তী মন্ত্রে (৬।৫) আরও স্পষ্ট করিতেছেন।

সকলের আদি, সকল সংযোগের কারণ, তিন কালের অতীত, কালাতীত-রূপে তিনি সাধকের নিকট দৃষ্ট হন। তিনি ভব তিনি ভূত অবিতথ, তিনি স্তবনীয় দেবতা। এইরূপ তাঁহাকে স্ব-চিত্তস্থ করিয়া উপাসনা করতঃ সাধক মুক্তি লাভ করেন।

যিনি সংসার বৃক্ষের, ত্রিকালের, আকারের অতীত, যাঁর প্রভাবে প্রপঞ্চ পরিবর্ত্তনশীল, যিনি ধর্মাবহ, যিনি পাপ-মুক্ত, যিনি ঐশ্বর্য্যপতি, যিনি অমৃতময় বিশ্বাধার—তাঁহাকে আত্মস্থ জানিয়া সাধক মুক্ত হন। ৬।৫-৬

তুমি ঈশ্বরগণের মহেশ্বর, দেবতাগণের উপাস্য দেবতা, প্রজাপতিগণের তুমি অধিপতি, তুমি প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ, তুমি প্রকৃতির অতীত জগদীশ্বর, তুমি ভজনীয়, তোমাকেই জানিতে চাই।

জীবের দেহ কার্য্য পদার্থ, কারণ হইতে জাত। তাঁহার অপ্রাকৃত দেহ কার্য্য নহে, কারণ, তাঁহার দেহ-দেহীতে ভেদ নাই— তাঁহার চিদ্দেহ। বিষয় গ্রহণের জন্য জীবের ইন্দ্রিয়াদি করণ আছে তাঁহার তাহা নাই—চিদ্দেহ সর্বত্রই সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য-সাধক। তাঁহার সমান বা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, অসমোর্ধ্ব তাঁহার জ্ঞান ও বল স্বাভাবিক, জীবের মত অর্জিত নয়। তাঁহার পরা শক্তির কার্য্য বহুবিধ একথা শ্রুতিই বলিয়াছেন।

উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি। ২।১।২৩ সূত্র।

এই সূত্রের ভিত্তি—পরাস্য শক্তিঃ বিবিধৈব শ্রূয়তে, এই মন্ত্র।

সূত্রে আপত্তি তুলিয়াছিল পূর্ব্বপক্ষী, উপকরণের সাহায্য ছাড়া কুম্ভকার ঘট নির্মাণ করিতে পারে না। সুতরাং কোন উপকরণ ছাড়া ব্রহ্মের জগৎ-কারণতা, নিমিত্তকারণতা কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে? উত্তর দিতেছেন—সর্বত্র উপকরণের প্রয়োজন থাকে না। দুগ্ধ স্বতঃই দধিরূপে পরিণত হয়। সেই প্রকার পরব্রহ্মেরও একটা অসাধারণ শক্তি আছে যাহা দ্বারা তিনি জগদাকারে পরিণত হন—প্রমাণ, পরাস্য শক্তিঃ বিবিধৈব শ্রূয়তে। তাঁহার এমন অচিন্ত্য শক্তি যে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও তিনি অবিকারী থাকেন। সংকল্পমাত্রেই তিনি নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করেন। অবিচিন্ত্য শক্তি-সামর্থ্যে ইহা সম্ভব। ব্রহ্ম জগদতীত থাকিয়া জগদ্রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইবার শক্তিবিশিষ্ট।

কোন লোকে তাঁহার পতি নাই, কোন ঈশিতা বা নিয়ন্তা নাই। অনুমান প্রমাণের উপায়ভূত কোন লিঙ্গ তাঁহাতে নাই। সকল করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের অধিপ যে দেবতাগণ, তাঁহাদেরও তিনি অধিপতি। তিনিই মূল কারণ। তাঁহার কোন জনিতা বা অধিপতি নাই। ৬।৭-৯

যিনি উর্ণনাভের মত স্বভাবতঃ নিজ হইতে প্রসূত তন্তুসমূহ দ্বারা নিজেকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখেন—তিনি আমাদিগকে ব্রহ্মে প্রবেশ বিধান করুন (ব্রহ্মণি অপ্যয়ং প্রবেশং দধাৎ)

এক অদ্বিতীয় যিনি সর্বব্যাপী, সর্বজীবের অন্তরাত্মা কর্মের

অধ্যক্ষ, সকল ভূতের আশ্রয়, সর্ব্বকর্ম্মের সাক্ষী, চেতা—সর্ব্বদেশে চেতনা-দানকারী তিনি গুণাতীত ও কেবল, সত্তান্তর-নিরপেক্ষ। ৬।১০-১১

সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা একজন। তিনি সর্ব্বজন, সকল নিষ্ক্রিয় বস্তুর নিয়ামক, যিনি একই বীজ বহু প্রকারে বিকাশ করেন। যে সকল ধীর সাধক নিজ নিজ হৃদয়াভ্যন্তরে তাঁহার দর্শন লাভ করেন তাঁহাদের শাশ্বত সুখ লাভ হয়। অন্যের তাহা হয় না। অন্য সকলের সুখ ক্ষণস্থায়ী।

এই মন্ত্রের পাঠান্তর দৃষ্ট হয়—প্রথম পাদের নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনাং স্থলে সর্ব্বভূতান্তরাত্মা এবং দ্বিতীয় পাদের বীজং স্থলে রূপং। রূপং পাঠে অর্থ হইবে নিজের এক অপ্রাকৃত রূপকে বহু প্রকারে জীবাত্মার জন্য বিধান করেন। "নরবপু তাঁহার স্বরূপ।" তিনি নিজের রূপ দিয়াই মানবের দেহ করিয়াছেন। ৬।১২

তিনি এক, অদ্বিতীয়, সকল অনিত্য বস্তুর তিনি নিত্য আশ্রয়, চেতন বস্তুসমূহের তিনিই চেতয়িতা। তিনি একা বহু জীবের, বহু কাম্য বস্তুর বিধান করেন। জগৎ কারণ স্বরূপ তাঁহাকে সাংখ্য এবং যোগ দ্বারা, জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় দ্বারা পাওয়া যায়।

তাঁহাকে জানিলে সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ হয়।

এই মন্ত্রেরও বিভিন্ন পাঠ দৃষ্ট হয়।

কোথাও নিত্যোঽনিত্যানাং, কোথাও নিত্যো নিত্যানাং পাঠ আছে। শেষের দুই চরণে কোথাও কোথাও পূর্ব্ব মন্ত্রের তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ইত্যাদি পাঠের পুনরাবৃত্তি আছে। কোথাও বা তৎকারণং

সাংখ্য-যোগাধিগম্যম্, জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ। এই পাঠ আছে।

নিত্যো নিত্যানাং পাঠে অর্থ হইবে যে, সকল নিত্য জীবের আশ্রয় রূপে তিনি পরম নিত্য। ৬।১৩

সেই ব্রহ্ম পুরুষের ধামে সূর্য্যের প্রকাশ নাই, চন্দ্রের, তারকার প্রকাশ নাই, বিদ্যুতের ঝলক নাই, অগ্নি সেখানে কি কাজে লাগিবে? সর্বদা দীপ্যমান তাঁহার প্রকাশেই সূর্য্য চন্দ্রাদি সকলে প্রকাশিত। তাঁহার আলোকেই জগতের যাহা কিছু সব আলোকিত। এই একই মন্ত্র কঠোপনিষদে (২।২।১৫) আছে—মুণ্ডকোপনিষদে (২।২।১০) আছে।

এই ভুবন মধ্যে এক অদ্বিতীয় হংস আছেন। (অবিদ্যা বন্ধন হন্তা = হংস) তিনি অগ্নি, জল সকল পদার্থের মধ্যে বিরাজমান। অথবা তিনি সলিলবৎ শুদ্ধান্তঃকরণে সন্নিবিষ্ট এবং অগ্নির মত অবিদ্যার দাহক। তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়। মৃত্যু অতিক্রম করার অন্য কোন পথ নাই।

এই মন্ত্রের শেষের দুই পাদ এবং এই শ্রুতির তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম মন্ত্রের শেষের দুই পাদ অবিকল একই। ৬।১৫

তিনি বিশ্বকৃৎ বিশ্ববিদ্; তিনি আত্মযোনি স্বয়ম্ভু। তিনি কাল-কর্ত্তা গুণী সর্ববিৎ। প্রধান অর্থাৎ মূলা প্রকৃতি এবং ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মার তিনি পতি, তিন গুণের তিনি নিয়ন্তা। সংসারের স্থিতি, বন্ধন ও মুক্তির তিনিই কারণ।

তিনি তন্ময়, বিশ্বময় অথবা আপনাতে আপনি নিমগ্ন, তিনি

অমৃত, ঈশ্বর রূপে স্থিত, জ্ঞানবান্, সর্বজ্ঞ, ভুবনের পালয়িতা। তিনি নিত্যকাল এই জগতকে পরিচালন করিতেছেন। জগৎ শাসনের অন্য কোন কারণ নাই।

যিনি প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন তৎপর নিখিলবেদ তাঁহাকে প্রদান করেন, মুক্তি লাভের আশায় আমি তাঁহার শরণ লই। তিনি আত্মবুদ্ধি-প্রকাশক আত্মজ্ঞানে প্রকাশ্য অথবা আত্মজ্ঞানের প্রকাশক (আত্মজ্ঞানস্য প্রকাশকরং আত্মজ্ঞান-জ্যোতিষা প্রকাশ্যং বা)।

তাঁহার কোন কলা নাই, জগৎ ব্যাপারে তিনি নিষ্ক্রিয়, পরম শান্ত, বাধ্য-বাধকতাহীন, তিনি নিরবদ্য, প্রাকৃত দোষ-গুণের অতীত, তিনি নিরঞ্জন, নির্লিপ্ত, তিনি অমৃতত্ব লাভের শ্রেষ্ঠ হেতু। কাষ্ঠ দগ্ধ হইয়াছে তবু অগ্নি স্বয়ং দেদীপ্যমান। সেই অগ্নির মত সেই পরম দেবতার শরণাগতি গ্রহণ করি।

যখন মানুষ আকাশখানাকে চর্মদ্বারা ঢাকিয়া ফেলিবে অর্থাৎ যখন ঈদৃশ অসম্ভবও সম্ভব হইবে তখনই পরম পুরুষকে না জানিয়াও দুঃখের অন্ত হইবে। ঈশ্বরানুভব ছাড়া দুঃখ অবসানের আর কোন উপায় নাই। ৬।১৮-২০

বিদ্বান্ শ্বেতাশ্বতর ঋষি নিজ তপস্যাবলে ও দেবতার অনুগ্রহ-বলে, ঋষিগণ সেবিত পরব্রহ্মকে অবগত হইয়াছেন।

তিনি পূজ্য আশ্রমিগণের নিকট এই সকল পরম পবিত্র শ্রুতি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

প্রাচীন কল্পে প্রকাশিত এই বেদান্ত-বেদ্য ও পরমগুহ্য বিদ্যা

যাহাকে তাহাকে দিবে না। যিনি অপ্রশান্তচিত্ত তাঁহাকে দিচ্ছে না। যে পুত্র বা শিষ্য অযোগ্য তাহাদিগকে দিবে না।

যাঁহার পরম পুরুষে পরাভক্তি আছে এবং ঠিক তেমনি ভক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মে আছে সেইরূপ মহাত্মার নিকটেই এই সকল তত্ত্ব সম্যগ্‌ভাবে স্ফুরিত হয় (প্রকাশন্তে তেন এব এতেষাং সম্যক্ উপলব্ধিঃ ভবিষ্যতি ইত্যর্থঃ।)

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির উপনিষদ্‌-ভাবনা সমাপ্তা।

ঋগ্বেদীয়

ঐতরেয়-শ্রুতি

উপনিষদ্-ভাবনা

ঐতরেয় শব্দ ইতরা হইতে সঞ্জাত। ইতরা-নন্দন মহীদাস এই শ্রুতির দ্রষ্টা ঋষি। ঋষির জননী হীন জাতির কন্যা ছিলেন। ঋষি তাহা গোপন করেন নাই। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন "নীচাদপ্যুত্তমা বিদ্যা"। ব্রহ্মজ্ঞান-পিপাসু অন্তেবাসী ঐতরেয় ঋষির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। ইতরার পুত্র মহীদাস একটি আত্মযজ্ঞ করিয়া ১১৬ বৎসর জীবিত ছিলেন এই কথা ছান্দোগ্য শ্রুতি (৩।১৬।৭) বলিয়াছেন।

ঋষিগণ বেদের স্রষ্টা নহেন, দ্রষ্টা। ঋষিদের অনুভব ব্রহ্মই নিখিল বিদ্যার আদি উৎস। সমস্ত জ্ঞানের তিনিই প্রবর্ত্তক। শ্বেতা-শ্বতর শ্রুতি বলিয়াছেন "প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী", (৪।১৮) পরব্রহ্ম হইতেই শাশ্বত প্রজ্ঞা প্রসৃত হইয়াছিল।

বেদবিদ্যা নিত্য। যে ঋষির দর্শনে যেরূপ প্রতিভাত হইয়াছে তিনি সেইরূপ বলিয়াছেন। সবগুলি মিলাইলে একটা পূর্ণ রূপ হয়। ব্রহ্মসূত্রে বাদরায়ণি সেই রূপটি প্রকটিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এই শ্রুতিতে আমরা ইতরা-নন্দন ঋষি মহীদাসের অপরোক্ষানুভূতি শ্রবণ করিব।

এই শ্রুতিতে তিনটি অধ্যায়। গদ্য-পদ্য মিশ্রণে লিখিত, ভাষায় দার্শনিকতা তো আছেই, মধুর কাব্যও আছে। প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টিতত্ত্ব। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জন্মান্তর ও অমৃতত্ব-প্রাপ্তি। তৃতীয় অধ্যায়ে পরব্রহ্মের সর্ব্বাধারত্ব প্রকটিত।

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।
নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত
লোকান্ নু সৃজা ইতি।

ঐতরেয় শ্রুতির এই প্রথম মন্ত্র। সৃষ্টির পূর্ব্বে একটি আত্মা ছিলেন। সর্বাদৌ চৈতন্য-সত্তামাত্র ছিল।

নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। এই বাক্যের তিন প্রকার অর্থ হয়। তিনি ছাড়া আর কিছুরই স্ফুরণ ছিল না। অথবা তিনি ব্যতীত আর কিছু ক্রিয়াশীল পদার্থ ছিল না। অথবা নিমেষ-ক্রিয়াযুক্ত তিনি ভিন্ন অপর কিছুই ছিল না (মিষৎ = নিমেষক্রিয়াবৎ)।

সেই আত্মা ঈক্ষণ করিলেন—লোক সকলকে সৃষ্টি করিব কি ? (নু প্রশ্নে, সৃজৈ = সৃজেম ?) এই শ্রুতিতে ঈক্ষত ও ঐক্ষত দুই প্রকারের পাঠই দৃষ্ট হয়। ঐক্ষত পাঠ গ্রহণ করিয়া কোন কোন আচার্য্য অর্থ করিয়াছেন তিনি আলোচনা করিলেন, ভাবিলেন, চিন্তা করিলেন—আমি কি লোক সকল সৃষ্টি করিব ?

এইরূপ ভাবিয়াই তিনি—লোক সকল সৃষ্টি করিলেন। স ইমাঁল্লোকানসৃজত। তাঁহার ইচ্ছা করা বা ঈক্ষণ করা ও তাহা কার্য্যে রূপ দেওয়া—ইহার মধ্যে কোনও কালের ব্যবধান নাই। ইচ্ছামাত্রই ঈপ্সিত-সিদ্ধি।

ছান্দোগ্য-শ্রুতিতেও এই একই কথা আছে—সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ। একমেবাদ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি। তত্তেজোঽসৃজত। ৬।২।২

মহর্ষি আরুণি তৎপুত্র শ্বেতকেতুকে বলিতেছেন—হে সৌম্য, এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎ বিদ্যমান ছিলেন সেই সৎ ঈক্ষণ করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব। এখানে ঈক্ষণ করিয়াছিলেন কথার অর্থ, ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ঐ ইচ্ছার ফলে তাহা হইতে তেজ সৃষ্টি করিলেন।

ঐতরেয় ও ছান্দোগ্য-শ্রুতির এই ঈক্ষণ ক্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়াই বেদান্ত-দর্শনের ১।৫ ব্রহ্মসূত্র সূত্রিত।

ঈক্ষতে র্নাশব্দম্

ঈক্ষতেঃ—জগতের যিনি মূল কারণ তাঁহার ঈক্ষণ-কার্য্যের কথা শ্রুতিতে উক্ত থাকা হেতু—ন অশব্দম্, অচেতনা জড় প্রকৃতি (প্রধান) জগতের কারণ নহে।

যিনি জগতের কারণ সেই সদ্বস্তু আত্মা ঈক্ষণ করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। ঈক্ষণকার্য্য কোন অচেতন বস্তুর হইতে পারে না। ইহাতে বুঝা গেল যিনি মূল কারণ তিনি শুধু সদ্বস্তুই নহেন—তিনি চিদ্বস্তুও বটেন। সুতরাং চৈতন্য-বিরহিতা জড়া প্রকৃতির জগৎকারণতা গ্রহণীয় নহে, শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া।

শ্রুতির উক্তি শুনিলে মনে হয় ব্রহ্মের ঈক্ষণ ইচ্ছা হঠাৎ জাগিল। তাহা কিন্তু ঠিক নহে। হঠাৎ ঈক্ষণ করিলে তাহার কারণ নির্ণয় করিতে হয়। কারণ কিছু থাকিলেই ব্রহ্ম সেই

কারণাধীন হন। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিয়াছেন "স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া চ" (৬।৮) তিনি জ্ঞানরূপ বলদ্বারা যে সৃষ্টিক্রিয়া করেন তাহা স্বাভাবিক। অগ্নির দাহিকা শক্তির মত স্বাভাবিক, আগন্তুক নহে।

ব্রহ্মের ঐ ঈক্ষণ-কার্য্যও স্বাভাবিক, সুতরাং অনাদি। উহা ব্রহ্মের স্বরূপগত। এই ঈক্ষণ শক্তিই মূলতঃ সৃষ্টিশক্তি। তাঁহার দৃষ্টি-শক্তিই সৃষ্টি-শক্তি। তিনি ইচ্ছা করেন বা দৃষ্টি করেন তৎ সঙ্গে সঙ্গেই আপনস্বরূপ হইতে জগৎসৃষ্টি। সৃষ্টজগৎ তাঁহাতেই বিরাজিত আবার তাঁহাতেই লয়-প্রাপ্ত হয়।

ঈক্ষণ করার সঙ্গে সঙ্গে পর পর কিভাবে সৃষ্টির বিকাশ হইল তাহা ঐতরেয়-শ্রুতি বলিতেছেন—

ঈক্ষণ করার সঙ্গে চারিটি লোক সৃজন করিলেন, অম্ভলোক, মরীচীলোক, মরলোক ও আপলোক। অম্ভলোক অর্থ মেঘাধার লোক। যাহা জলকে ধারণ করিতেছে, তাহা দ্যুলোক ও দ্যুলোকের উপরিস্থিত যে মহঃ প্রভৃতি লোক আছে তাহাও বুঝাইবে (আনন্দ-গিরি)। মরীচীলোক বলিতে অন্তরিক্ষ (মরীচীভিঃ রশ্মিভিঃ সম্বন্ধাৎ)। মরলোক বলিতে পৃথিবী (যাহাতে জীব মরে—ম্রিয়ন্তে অস্মিন্ ভূতানি)। যাহা পৃথিবীর নিম্নে তাহা আপ লোক (যাঃ পৃথিব্যাঃ অধস্তাৎ তাঃ আপঃ উচ্যন্তে)।

লোকসৃষ্টি করিয়া লোকপাল সৃজন করিতে ইচ্ছা করিলেন (ঈক্ষত)। লোকগুলি রক্ষার জন্য লোকপাল দরকার। তিনি জলতত্ত্ব

হইতে একটি পিণ্ড সৃজন করিয়া তাহাকে পুরুষ রূপ দিলেন। (সমুদ্ধৃত্য অমূর্চ্ছয়ৎ সপিণ্ডিতবান্)

তখন তিনি সেই পুরুষ সম্বন্ধে ভাবনা করিতেই (অভ্যতপৎ—অভিধ্যানং কৃতবান্) তাঁহার ধ্যানফলে সেই বিরাট পিণ্ডের মুখ-বিবর প্রকাশ পাইল ও যেমন পক্ষীর ডিম ফোটে (যথা অণ্ডং) সেইরূপ মুখ হইতে বাগিন্দ্রিয় ও বাগিন্দ্রিয় হইতে তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নি অভিব্যক্ত হইলেন।

এই প্রকার ব্রহ্মের ইচ্ছায় সেই বিরাট পুরুষের নাসিকা প্রকাশিত হইল ও তাহা হইতে নাসিকাধিষ্ঠাত্রী দেবতা বায়ু প্রকাশিত হইলেন। চক্ষুর গোলকদ্বয় প্রকাশিত হইল। গোলকদ্বয়ে চক্ষুরিন্দ্রিয় আবির্ভূত হইল তাহাকে অবলম্বন করিয়া চক্ষুরধিষ্ঠাত্রী দেবতা আদিত্য প্রকাশিত হইলেন।

তৎপর কর্ণদ্বয় বাহির হইল। কর্ণ হইতে শ্রবণেন্দ্রিয়, তাহা হইতে অধিষ্ঠাত্রী দিক্‌সকল ব্যক্ত হইল। ত্বক্ প্রকাশ পাইল। তাহা হইতে লোম জন্মিল, লোম হইতে উদ্ভিদ্ ওষধি ও বৃক্ষাদির জন্ম হইল।

হৃদয় প্রকাশ পাইল, তাহা হইতে মন প্রকাশিত হইল। মন হইতে চন্দ্রমা বিকাশপ্রাপ্ত হইল। নাভি ব্যক্ত হইল, তাহা হইতে অপানবায়ু প্রকাশিত, তাহা হইতে মৃত্যু ব্যক্ত হইল।

জননেন্দ্রিয় ব্যক্ত হইল তাহা হইতে রেতঃ, তাহা হইতে জল প্রকাশিত হইল। এই সৃষ্টিকথার মধ্যে রহস্য এই যে ব্রহ্মের ইচ্ছা শক্তি হইতে বিরাট। তাহা হইতে ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় হইতে

অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল সৃষ্ট হইল। ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়ের বিষয় একই সময়কার সৃষ্টি। Subjective ও Objective প্রত্যক্ ও পরাক্ এর বিকাশ একই বস্তু হইতে একই কালে। বিরাটের চক্ষু হইতে আদিত্যের প্রকাশ—ইহা গভীরভাবে অনুভবের বিষয়। দ্বিতীয় খণ্ড।

লোকপাল দেবতাগণ উৎপন্ন হইয়া সংসার সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। ব্রহ্ম তাঁহাদিগকে ক্ষুধাতৃষ্ণা দিলেন। (অশনায়া-পিপাসাভ্যাং অন্ববার্জৎ অনুগমিতবান্ সংযোজিতবান্)

তখন দেবতাগণ স্রষ্টাকে বলিলেন—আমাদিগকে দেহ দিন। যাহা দ্বারা ভোগ্যবস্তু গ্রহণ করিতে পারি। স্রষ্টা তাঁহাদিগকে গো-দেহ অশ্ব-দেহ প্রভৃতি নানা দেহ দিলেন; তাঁহারা সেগুলি অনুপযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিলেন না। তখন নরাকৃতি দেহপিণ্ড (পুরুষমানয়ৎ) আনিলেন। দেবতারা বলিলেন—এই উত্তমদেহ হইয়াছে। স্রষ্টা বলিলেন তবে নিজ নিজ অধিষ্ঠানে প্রবেশ কর।

তখন বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা লোকপাল অগ্নি বাগিন্দ্রিয় হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন। বায়ু নাসিকায়, আদিত্য চক্ষুতে, দিক্‌পালগণ শ্রোত্রে, ওষধি বনস্পতির দেবতা লোমকূপে, মৃত্যু নাভিমূলে অপানরূপে, প্রজাপতি রেতঃ হইয়া শিশ্নে প্রবেশ করিলেন।

এই শ্রুতি অবলম্বনে "জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানং তু তদামননাৎ" ২।৪।১৪ এই ব্রহ্মসূত্র। বাগাদি করণ সকল অগ্নি প্রভৃতি দেবতা-দ্বারা প্রেরিত হইয়া স্বস্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ঈশ্বরকে কহিল—আমাদের জীবিকা বিধান করুন। ঈশ্বর বলিলেন সকল দেবতার মধ্যে তোমাদের জীবিকা বিধান করিব। ইহাদের মধ্যে তোমাদের ভাগ করিয়া দিব। এই জন্য যে কোন দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দিলে সকলেই তাহার ভাগ পাইয়া থাকেন।

তৃতীয় খণ্ড

ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন, লোক-লোকপাল সৃষ্টি হইল এখন তাহাদের জন্য অন্ন সৃষ্টি করিব। তিনি পঞ্চভূতকে লক্ষ্য করিয়া সংকল্প করিলেন। পঞ্চভূত মূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহার ঘনীভূত আকারই অন্ন।

সৃষ্ট অন্ন ভোক্তার ভয়ে পশ্চান্মুখী হইয়া দূরে যাইতে লাগিল। ভোক্তা বাক্যদ্বারা, নাসিকাদ্বারা, চক্ষুদ্বারা, কর্ণদ্বারা স্পর্শনদ্বারা ভোগ্য অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। যদি পারিতেন তাহা হইলে পরবর্ত্তী জীবও অন্নের আলোচনা করিয়া, ঘ্রাণ করিয়া, দর্শন করিয়া, শ্রবণ করিয়া, স্পর্শ করিয়া, মনন করিয়াই তৃপ্ত হইতে পারিত।

তারপর ভোক্তা অন্নকে অপান বায়ুদ্বারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। উহা গ্রহণ করিতে পারিলেন। অপানই অন্নের গ্রাহক। বায়ুর অন্নই আয়ু।

ঈশ্বর চিন্তা করিলেন—এই দেহেন্দ্রিয় আমি ভিন্ন কিরূপে থাকিবে? আমি কোন পথে প্রবেশ করি। যদি বাক্যের কথা-বলা, ঘ্রাণের ঘ্রাণকরা, চক্ষুর দেখা, ত্বকের স্পর্শ, মনের চিন্তা, অপানের

অধোনয়ন, শিশ্নের বিসৃষ্টি বিনা-প্রয়োজনে হয়—তাহা হইলে আমি কি বস্তু তাহা কে জানিবে? তখন তিনি মস্তকসীমা ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া জীবদেহে প্রবেশ করিলেন। এই দ্বারের নাম বিদৃতি। ইহা আনন্দের দ্বার।

তিনটি অবস্থায় আত্মা বিষয় ভোগ করেন—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। জাগ্রৎকালে আত্মার বিশেষ প্রকাশ দক্ষিণ চক্ষুতে। নিদ্রাকালে মনে ও সুষুপ্তিকালে হৃদয়াকাশে।

নেত্রে জাগরিতং বিদ্যাৎ কণ্ঠে স্বপ্নমনাদিশেৎ।
সুষুপ্তং হৃদয়স্থং তু তুরীয়ং মূর্ধ্নি সংস্থিতম্॥

ব্রহ্মোপনিষদ্ বলেন আত্মার আবাস জাগ্রৎকালে নেত্রে, স্বপ্নকালে কণ্ঠে, সুষুপ্তিকালে হৃদয়ে, তুরীয় অবস্থায় মূর্ধাতে।

পরমাত্মা দেহে জন্মিয়া অর্থাৎ জীবাত্মা ভাব প্রাপ্ত হইয়া ভূতবর্গকে ব্যাকৃত করিলেন, পৃথক্ করিলেন। তারপর নিজে যে ভূতবর্গ হইতে অন্য কিছু তাহাও জানেন নাই। পরে গুরুকৃপায় জানিলেন এই পুরুষই ব্রহ্ম এবং তিনি "ততমং" তততমং বাপ্ততম —বিশ্বময় তিনি পূর্ণরূপে বিরাজমান। ইহা দর্শন করিলেন এবং করিয়া বলিলেন, অহো, আত্মদর্শন করিলাম, নিজে নিজেকে জানিলাম।

এইরূপ স্পষ্ট ভাবে "ইদং" রূপে আত্মদর্শন করিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইল ইদন্দ্র। তাঁহার পরোক্ষ নাম ইন্দ্র। দেবতারা পরোক্ষ নামই ভালবাসেন।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতে চতুর্থ অধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে দ্বিতীয়

মন্ত্রে—ইন্ধো হবৈ নামৈষ যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তং বা এতমিন্ধং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণৈব। পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ। দক্ষিণ চক্ষুতে এই যে পুরুষ ইহার নাম ইন্ধ, দীপ্তিবিশিষ্ট। ইহার নাম ইন্ধ হইলেও লোকে পরোক্ষভাবে ইন্দ্র বলে কারণ দেবগণ পরোক্ষ-প্রিয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পুরুষের—প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় তিন জন্মের কথা বলা হইতেছে।

পুরুষ দেহে যে রেতঃ তাহা প্রথমতঃ গর্ভরূপী হয়। অর্থাৎ সকল অবয়ব হইতে পরিনিষ্পন্ন সারস্বরূপ তেজঃস্বরূপ আত্মভূত শুক্রকে পুরুষ নিজ দেহে ধারণ করে। উহা যখন সে স্ত্রীতে সিঞ্চন করে তখন গর্ভরূপে জন্ম নেয়। এই রেতোরূপে নির্গমনই প্রথম জন্ম।

সিঞ্চিত রেতঃ পুরুষের নিজ অবয়বের ন্যায় স্ত্রীর সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। এই জন্য গর্ভ জননীকে স্ফোটকাদির মত পীড়া দেয় না। স্ত্রী নিজ উদরে প্রবিষ্ট পতির রেতোরূপী আত্মাকে পোষণ করে (ভাবয়তি)। সুতরাং পোষণ-কারিণী পত্নীও স্বামী কর্তৃক পোষণীয়া (ভাবয়িতব্যা)।

গর্ভকে অগ্রে স্ত্রী পুষ্ট করে। জাতমাত্রই পিতা পালন করে। বস্তুতঃ সে তখন আপনাকেই পালন করে। পুত্রোৎপাদন দ্বারাই

লোক প্রবাহ আকারে চলিতেছে। মাতৃগর্ভ হইতে নির্গমন জীবের দ্বিতীয় জন্ম।

পুত্র যখন সর্ব্ব কর্ম্মে পিতার প্রতিনিধিতুল্য হয় তখন পিতা গতবয়া হইয়া পরলোক গমন করেন। সেখান হইতে আবার জাত হন—ইহা তৃতীয় জন্ম। এ সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক প্রথম অধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণের সপ্তদশ মন্ত্রে বলিয়াছেন—পিতা যখন ইহলোক পরিত্যাগ করেন তখন তিনি প্রাণ-সমূহের সহিত পুত্রেই প্রবেশ করেন—স যদেবংবিদস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি অথ এভিরেব প্রাণৈঃ সহ পুত্রমাবিশতি সঃ। যদ্যনেন কিঞ্চিৎ অক্ষ্ণয়া (প্রমাদবশতঃ) অকৃতং ভবতি তস্মাদেনং সর্ব্বস্মাৎ পুত্রো মুঞ্চতি তস্মাৎ পুত্রো নাম। তিনি যদি প্রমাদবশতঃ কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন না করিয়া থাকেন পুত্র তাঁহাকে সেই সমুদয় হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে। এই জন্য ইহার নাম পুত্র। পূরণেন ত্রায়তে স পিতরং যস্মাৎ তস্মাৎ পুত্রো নাম (শঙ্কর)। পিতুঃ ছিদ্রং পূরয়িত্বা ত্রায়তে।

বৃহদারণ্যকের এই তত্ত্ব গ্রহণ করিলে ঐতরেয়-শ্রুতি কেন পিতার মৃত্যুর পর আবার জন্মকে তৃতীয় জন্ম বলিলেন তাহা কিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম হয়। বামদেব ঋষি মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে বলিয়াছিলেন, আমি গর্ভে অবস্থান কালে সকল দেবতার অগণিত জন্মের বিষয় জানিয়াছি। শত লৌহময় শরীর (পুরঃ) আমাকে অধোলোকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। আমি শ্যেন পক্ষীর মত বেগে নির্গত হইয়াছি (নিরদীয়ম্‌)।

এই প্রকার জ্ঞানবিশিষ্ট সেই বামদেব এই শরীরের বন্ধন ছিন্ন

হইবার পর সংসাররূপ নিম্নভূমি হইতে ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া আপ্ত-কাম হইয়া স্বর্গলোকে অমৃত হইয়াছিলেন।

ভোগাসক্ত জীবের মনে বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য এই সকল সংসারাবস্থার কথা বর্ণিত হইল (শঙ্কর)।

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচ্য বিষয়, কোঽয়মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে ? দেখি, শব্দ শুনি, গন্ধ লই, যাহা দ্বারা বাক্য ব্যক্ত করি, স্বাদু অস্বাদু আস্বাদন করি তিনিই কি ? সেই কর্ত্তাই কি আত্মা ?

প্রশ্ন তুলিয়া ঋষি উত্তর দিতেছেন—হাঁ, ঐ সমুদয়ই আত্মার কর্ম্ম। হৃদয় মন অন্তঃকরণ সবই আত্মার কার্য্য। বিভিন্ন কর্ম্ম হেতু আত্মার বিভিন্ন নাম। প্রজ্ঞানঘন আত্মাই যখন জানে তখন তার নাম চেতনা। যখন আদেশ দেয়, তখন নাম আত্মশক্তি। যখন বিশেষ ভাবে বস্তুর রহস্য জানে, তখন তার নাম বিজ্ঞানশক্তি। যখন প্রতিভারূপে প্রকাশিত, তখন নাম প্রজ্ঞান। যখন ধারণ সামর্থ্য রূপে অভিব্যক্ত তখন নাম মেধা। যখন সে দৃষ্টি দ্বারা বিষয় উপলব্ধি করে তখন তাহার নাম দৃষ্টি। যখন করণীয় বিষয় চিন্তা করে তখন নাম মতি। যখন শীতাতপ সহ্য করে তখন নাম ধৈর্য্য (ধৃতি)। যখন গভীর ভাবে গবেষণা করে তখন ও তদ্বিষয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে তখন তাহার নাম মনীষা। যখন মানসিক দুঃখ ভোগ করে তখন তাহার নাম জুতি। যখন স্মরণ করে তখন তাহার নাম স্মৃতি। যখন কোন বিষয় বিশেষ ভাবে

নিশ্চয় করে তখন নাম সংকল্প। যখন করণীয় কার্য্যে পুনঃ পুনঃ অধ্যবসায় প্রয়োগ করে তখন নাম ক্রতু। যখন জীবন ধারণের জন্য নানা প্রকার ক্রিয়ার সম্পাদন করে তখন নাম অসু। যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে প্রবল তৃষ্ণা জাগে তখন নাম বশ। সকলই প্রজ্ঞান-রূপী আত্মার বিভিন্ন নামধেয় মাত্র। সকলই আত্মশক্তির বিভিন্ন কার্য্য।

এই কথাই বৃহদারণ্যক শ্রুতি অনুরূপ ভাবে বলিয়াছেন—১।৪।৭ মন্ত্রে। স প্রাণন্নেব প্রাণো ভবতি. বদন্ বাক্, পশ্যন্ চক্ষুঃ, শৃণ্বন্ শ্রোত্রং, মন্বানো মনঃ. তানি অস্যৈতানি কর্ম্মনামান্যেব। এই বিভিন্ন কার্য যেখানে একীভূত তিনি আত্মা। আত্মেত্যে বোপাসীত অত্র হ্যেতে সর্ব্বমেকং ভবন্তি।

পরবর্ত্তী মন্ত্রে এই কথাই আরও বলিতেছেন—এই প্রজ্ঞান রূপ আত্মাই হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা. দেবরাজ ইন্দ্র, বিরাট বা প্রজাপতি, অগ্নি বায়ু প্রভৃতি দেবগণ, ইনিই পঞ্চ মহাভূত, স্থাবর জঙ্গম সমুদয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব, সকল জীবের বীজ, অণ্ডজ পক্ষী প্রভৃতি, স্বেদজ মশকাদি, উদ্ভিজ্জ বৃক্ষাদি, জরায়ুজ মনুষ্য অশ্ব গাভী, হস্তী, যারা পায়ে চলে যায় আকাশে ওড়ে, যারা অচল, যারা সচল—নিখিল বিশ্বের সমুদয়—সকলই প্রজ্ঞানেত্র অর্থাৎ প্রজ্ঞারূপ নেত্র বা নিয়ামক দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত। তাহাদের সকলের উৎপত্তি স্থিতি লয় অস্তিত্ব সকলই প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। সকল লোক প্রজ্ঞা নেত্র—প্রজ্ঞার নেতৃত্বাধীন সকলের সকল কর্ম্মচোদনা প্রজ্ঞা দ্বারা প্রণোদিত। প্রজ্ঞাই নিখিল বিশ্বের আশ্রয় এবং প্রতিষ্ঠা।

বিশ্বজগৎ অন্তর্জ্জগৎ, বহির্জগৎ যাহা জ্ঞানাতীত সমস্তই প্রজ্ঞানে

সুপ্রতিষ্ঠিত সুসমাহিত। এই প্রজ্ঞানই আত্মা। এই প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম।

এই অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্রে যে প্রশ্ন জাগিয়াছে কোঽমাত্মেতি বয়মুপাস্মহে? যাহাকে উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি—সেই আত্মা কে? —পরবর্ত্তী দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে তাহার উত্তর দিলেন। প্রশ্নের উত্তরে আত্মতত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইল। শ্রুতি নিজেই বলিতেছেন, এতেন প্রজ্ঞেনাত্মনা—এই ভাবে বিচার দ্বারা স্থাপিত অথবা অপরোক্ষ জ্ঞানে অনুভূত, প্রজ্ঞান-স্বরূপ আত্মা দ্বারা আত্মজ্ঞান দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তি ঊর্ধ্বে গমন করিয়া পূর্ণকাম হইয়া অপ্রাকৃত ধামে অমৃতময় হইয়া যান।

ঐতরেয় শ্রুতি আয়তনে ক্ষুদ্র কিন্তু গৌরবে মহীয়সী। শ্রুতির উপক্রম উপসংহারে একটিই পরম তত্ত্বের নির্দেশ। সে তত্ত্বটি আত্ম-তত্ত্ব। বেদান্ত-দর্শনের ইহাই একমাত্র উপজীব্য। বেদান্তের মূল সূত্র স্বরূপ এই শ্রুতির প্রথম মন্ত্র—"আত্মা বা ইদমেক এব অগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ" অগ্রে এই বিশ্ব আত্মাই ছিল। আত্মা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। আর শ্রুতি উপসংহারে তৃতীয় অধ্যায়ে প্রশ্ন তুলিয়াছেন—এই আত্মা কে, কোঽয়মাত্মা? উত্তর দিয়াছেন এই আত্মা প্রজ্ঞান—এই আত্মা চৈতন্য (Consciousness) এই প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম।

এই প্রজ্ঞানই ঈশ্বর, প্রজ্ঞানই অন্তর্য্যামী হিরণ্যগর্ভ বিরাট সর্ব্বভূত, সর্ববস্তু। সকল কার্য্য-কারণের মূলাধার। নিখিল বিশ্বে এই একটি বস্তুই আছে—অসংখ্যেয় রূপে প্রকটিত হইয়া

আছে অগণিত তাঁহার নাম, অগণিত তাঁহার রূপ। এই অনন্ত প্রকাশের মধ্যে তিনি চৈতন্যঘন একক অদ্বিতীয় নিত্য শাশ্বত। অনন্ত সত্তার মধ্যেও তাঁহার একত্ব অখণ্ড। ইহাই বেদান্ত-দর্শন। ঐতরেয়-শ্রুতি কয়েকটি মহাবাণীতে এই দর্শনতত্ত্ব প্রকট করিয়াছে। ঐতরেয় ঋগ্বেদীয় শ্রুতি। ঋগ্বেদীয় শ্রুতি মাত্র দুইখানি পাওয়া যায়, ঐতরেয় আর কৌষিতকী। ঋগ্বেদের যে জ্ঞানতত্ত্ব তাই এই শ্রুতিতে অভিব্যক্ত। দুই শ্রুতির মন্ত্র কথা এক, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। কৌষিতকী বলিয়াছেন—প্রাণ ব্রহ্ম। প্রাণ প্রজ্ঞাস্বরূপ। যাহা প্রাণ তাহাই প্রজ্ঞা। যাহা প্রজ্ঞা তাহাই প্রাণ। প্রজ্ঞাই ব্রহ্ম। প্রজ্ঞান বা চৈতন্যঘন বস্তুর অখণ্ডতা ও একরসতা সংস্থাপনে এই দুই শ্রুতিরই মহাশক্তিশালী ভূমিকা।

আচার্য্য-মুখে শ্রুতির মহাসত্য গ্রহণানন্তর অন্তেবাসী প্রার্থনা করিতেছেন—ওঁ বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা—আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হউক। আমার মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। হে জ্যোতির্ম্ময়, আবিঃ তুমি আমার নিকট প্রকাশিত হও। আমার মন ও বাক্য বেদার্থ প্রকাশে সমর্থ হউক। গুরু মুখে শ্রুত এই শ্রুতিবাণী দ্বারা আমি যেন দিবারাত্র চলিতে থাকি।

আমি সত্য বলিব, সত্য ভাবিব। ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন। আমার আচার্যকে রক্ষা করুন। সকল বিঘ্নের বিনাশ হউক। বিশ্ব শান্তিময় হউক।

ঐতরেয়-শ্রুতির উপনিষদ্-ভাবনা সমাপ্তা ।।

কৃষ্ণ-যজুর্বেদীয়

তৈত্তিরীয়-শ্রুতি

উপনিষদ্-ভাবনা

তৈত্তিরীয় শ্রুতি তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগের নাম বল্লী। শিক্ষাবল্লী, ব্রহ্মানন্দবল্লী, ভৃগুবল্লী,। প্রত্যেক বল্লী অনুবাকে বিভক্ত। শিক্ষাবল্লীতে ১২টি অনুবাক। তাহার প্রথম ও শেষ অনুবাক স্বস্তি-বাক্য মাত্র। ব্রহ্মানন্দ-বল্লীতে ৯টি অনুবাক। ভৃগু-বল্লীতে ১০টি অনুবাক।

ভাষা গম্ভীর। তত্ত্বগুলির স্থাপন-প্রণালী অভিনব চিত্তাকর্ষী। কথাগুলি সূত্রের মত অল্পাক্ষর। প্রাঞ্জল ভাষা। সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত।

প্রথমে স্বস্তিবাচন

ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ
শং নো ভবত্বর্য্যমা।
শং নো ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ
শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ।

শিক্ষাবল্লী

প্রথম অনুবাক

মিত্র ও বরুণ, প্রাণ ও অপান বৃত্তির দেবতা (আধ্যাত্মিক অর্থ)।

মিত্র ও বরুণ—দিবাভিমানি ও রাত্র্যভিমানি দেবতা (আধিদৈবিক অর্থ)। অর্য্যমা—চক্ষুরভিমানি দেবতা। আদিত্যাভিমানি দেবতা ইন্দ্র—সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও বলাভিমানি দেবতা। বৃহস্পতি—বাক্য ও বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—ইঁহারা সকলে আমাদের কল্যাণ করুন।

সায়ণাচার্য্য বলেন, মিত্র ভক্তের প্রতি প্রীতিযুক্ত। বরুণ ভক্তকে বরণ করেন। অর্য্যমা—ভক্তের কল্যাণে সতত গমনশীল।

ব্রহ্মকে নমস্কার। হে বায়ু তুমি প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। তোমাকে নমস্কার। ঋত বলিব। সত্য বলিব। ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন। আচার্য্যদেবকে রক্ষা করুন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আমাদের আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—ত্রিবিধ বিঘ্ন দূর হউক। তিনবার শান্তি শব্দ, বিদ্যাপ্রাপ্তি-বিঘ্নানাং প্রশমনার্থম্।

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে প্রথম অনুবাক।

দ্বিতীয় অনুবাক

পরমাত্মা আমাদের দুজনকে (আচার্য্য ও অন্তেবাসী) সমভাবে রক্ষা করুন। তুল্যভাবে বিদ্যাদান করুন। আমরা যেন সমান ভাবে শক্তিলাভ করিতে পারি। আমাদের অর্জিত বিদ্যা যেন সফল হয়। আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি।

ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি

শিক্ষা বিষয় ব্যাখ্যা করিব। শিক্ষণীয় বিষয় কি কি তাহা

বলিব। অকারাদি বর্ণসমূহ শিখিতে হইবে। উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত স্বরের উচ্চারণ-প্রণালী যথাযথ ভাবে শিক্ষা করিতে হইবে। হ্রস্বস্বর একমাত্রা, দীর্ঘস্বর দুই মাত্রা, প্লুতস্বর তিনমাত্রা। ব্যঞ্জনবর্ণ অর্দ্ধমাত্রা। এই বর্ণোচ্চারণ বিধি জানিতে হইবে। শুধু জানিলেই হইবে না, বাস্তবে স্বর মাত্রাকে উচ্চারণ করিয়া করিয়া আয়ত্ত করিতে হইবে।

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয় অনুবাক।

তৃতীয় অনুবাক

আমাদের উভয়ের গুরু-শিষ্যের শাস্ত্রাধ্যয়ন-জনিত যে সুখ্যাতি তাহা তুল্যরূপে বিস্তারিত হউক। আমাদের ব্রহ্মতেজ হউক। আমরা সংহিতার উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করিব, পাঁচটি অধিকরণ অবলম্বনে—অধিলোক, অধি-জ্যোতিষ, অধিবিদ্য, অধিপ্রজ ও অধ্যাত্ম।

এই পঞ্চ-বিষয়ক দর্শনকে পণ্ডিতেরা মহাসংহিতা বলেন। অধি-লোকের কথা বলিতেছি—একদিকে পৃথিবী আর একদিকে স্বর্গ, মধ্যে আকাশ। বায়ু সূত্রাত্মা রূপে এই দুয়ের মিলনের সহায়ক, ব্যাকরণে দুই বর্ণের সন্ধির মত। একটি পূর্ববর্ণ একটি পরবর্ণ। একটি সন্ধির স্থান আর একটি সন্ধির সহায়ক।

অধিজ্যোতিষ বলা হইতেছে। অগ্নি পূর্ব্ববর্ণ স্বরূপ, সূর্য্য পরবর্ণ স্বরূপ। মধ্যে জল। বিদ্যুৎ তাহাদের সহায়ক।

অধিবিদ্যের কথা বলা হইতেছে—গুরু পূর্ব্বরূপ, শিষ্য উত্তর রূপ, বিদ্যা সন্ধি। বেদোচ্চারণ সন্ধান।

অধিপ্রজ। মাতা পূর্ব্ব-রূপ, পিতা উত্তর-রূপ। সন্তান সন্ধি। সন্তানোৎপত্তি সন্ধান।

অধ্যাত্ম অর্থাৎ শরীর-বিষয়ক দর্শন বলা হইতেছে – নিম্নোষ্ঠ পূর্ব্বরূপ, উর্ধ্ব ওষ্ঠ উত্তর রূপ, তালু সন্ধি, জিহ্বা সন্ধান।

এই পাঁচ মহাসংহিতার কথা বলা হইল। এই উপাসনা যাঁহারা সকাম ভাবে করেন তাঁহারা সন্তান, পশু, ব্রহ্মতেজ, অন্ন, স্বর্গলোক লাভ করেন। যাঁহারা নিষ্কাম হইয়া করেন তাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ হয়। যাহার ফলে ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে তৃতীয় অনুবাক।

চতুর্থ অনুবাক

ছন্দের যিনি প্রধান, যিনি বিশ্বরূপ, যিনি বেদের সার হইতে অমৃতস্বরূপ হইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন ওঁকার স্বরূপ সেই ঈশ্বর আমাকে মেধা দ্বারা তৃপ্ত করুন। হে দেব, যেন অমৃতের আধার হইতে পারি। আমার দেহ যেন কর্মময় হয়। জিহ্বা যেন মধুর-ভাষিণী হয়। কর্ণদ্বয়ে যেন ব্রহ্মকথা শুনি। তুমি ব্রহ্মের কোশ-স্বরূপ, তুমি আবৃত আছ লৌকিক প্রজ্ঞাদ্বারা। তুমি রক্ষা কর আমার শ্রবণ-লব্ধ জ্ঞানকে।

তুমি আমার নিকট শ্রীকে লইয়া আস, যিনি লোমশ-পশু-সমন্বিতা। যিনি আমার জন্য বহু বস্ত্র গো অন্ন ও পানীয় বস্তু আহরণ করিবেন। এই সকল বর্দ্ধিত করিবেন অতি শীঘ্রই, এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া।

ব্রহ্মচারিগণ চারিদিক্ হইতে বিদ্যালাভার্থ আমার কাছে

আগমন করুক। তাহারা বিবিধরূপে আগমন করুক, যথা-শাস্ত্র আগমন করুক। তাহারা দমযুক্ত হউক, শম-যুক্ত হউক।

আমি যেন লোকের মধ্যে যশস্বী হই। ধনিসমাজে যেন ধনী হই। হে ভগবন্, আমি যেন তোমাতে প্রবেশ করি, তুমিও আমাতে প্রবেশ কর। তুমি বহু-শাখা-বিশিষ্ট নদীর মত। আমি তোমাতে নিজেকে বিশোধিত করিতেছি। হে বিধাতা,—জলরাশি যেমন নিম্ন দিকে প্রবাহিত হয়, মাস যেমন সংবৎসরের মধ্যে ভুক্ত হয় সেইরূপ ব্রহ্মচারিগণ সকল দিক্ হইতে আমার কাছে আগমন করুক। তুমি সকলের প্রতিবেশ বা আশ্রয়-স্বরূপ। তুমি আমার নিকট প্রকাশিত হও। আমাকে পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হও।

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে চতুর্থ অনুবাক

পঞ্চম অনুবাক

ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ এই তিনটি ব্যাহৃতি। মহঃ নামক একটি চতুর্থ ব্যাহৃতি মহাচমস ঋষির পুত্র জানিয়াছিলেন। এই মহঃই ব্রহ্ম। এই মহঃ আত্মা, অন্য দেবতাগণ বিভিন্ন অবয়ব। এই পৃথিবী লোক ভূঃ, অন্তরিক্ষ লোক ভুবঃ, ঐ দ্যুলোক স্বঃ।

আদিত্যই মহঃ। কারণ আদিত্যদ্বারাই সর্ব্বলোক মহিমান্বিত হয়। অগ্নিই ভূঃ, বায়ুই ভুবঃ, আদিত্যই স্বঃ, চন্দ্রমা মহঃ, কারণ চন্দ্রমা দ্বারা অপর জ্যোতির্ময় বস্তু মহীয়ান্ হয়। ঋগ্‌মন্ত্র সমূহ ভূঃ, সাম মন্ত্র সকল ভুবঃ, যজুর্মন্ত্র সকল স্বঃ।

ব্রহ্মই মহঃ। ব্রহ্ম দ্বারাই সকল বেদ মহীয়ান্ হয়। প্রাণই ভূঃ, অপানই ভুবঃ, ব্যানই স্বঃ, অন্নই মহঃ। কারণ অন্ন দ্বারাই

প্রাণ-সমূহ পুষ্ট হয়। এই চারিটি ব্যাহৃতি প্রত্যেকে চারি প্রকার হইয়া ষোল প্রকার হয়, যথা—

ভূঃ—পৃথিবী অগ্নি ঋক্‌ ও প্রাণ

ভুর্বঃ—অন্তরিক্ষ বায়ু সাম ও অপান

স্বঃ—দ্যুলোক আদিত্য যজুঃ ও ব্যান

মহঃ—আদিত্য চন্দ্র ব্রহ্ম ও অন্ন

ইহা যিনি জানেন তিনি ব্রহ্মকে অবগত হন। তাঁহার নিকট সকল দেবতারা উপহার আনেন।

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে পঞ্চম অনুবাক।

ষষ্ঠ অনুবাক

হৃদয়-মধ্যে অন্তরাকাশ। তাহাতে মনোময় পুরুষ আছেন। তিনি অমৃতময়, তিনি হিরণ্ময়। তালুদ্বয়ের মধ্যে যে স্তনের মত লম্বমান মাংসখণ্ড যেখানে কেশ সমূহ বিভক্ত—মস্তকের দুই কপাল খণ্ডকে বিভক্ত করিয়া বিরাজিত ইন্দ্রযোনি—ঈশ্বর-লাভের পথ এই পথে চলিয়া সাধক ভূঃ রূপী অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত হন। ভুবঃ রূপী বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত হন।

স্বঃ রূপী আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত হন। মহঃ রূপী ব্রহ্মেতে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি স্বারাজ্য লাভ করেন। মনের পতিকে লাভ করেন। বাক্‌ এর পতিকে লাভ করেন, চক্ষুর পতিকে লাভ করেন। শ্রোত্রের পতি ও বিজ্ঞানের পতিকে লাভ করেন। তারপর আরও হয়—তারপর ব্রহ্ম হন—যে ব্রহ্মের শরীর আকাশ, যাঁহার আত্মা সত্য। যিনি প্রাণ-সমূহের আরাম স্বরূপ, মনের আনন্দ স্বরূপ যিনি শক্তি

দ্বারা সমৃদ্ধ, যিনি অমৃত।

প্রাচীন ঋষিদের অনুমোদিত এই উপাসনা কর।

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে ষষ্ঠ অনুবাক।

সপ্তম অনুবাক

পাঙ্‌ক্ত উপাসনা

অধিলোক পাঁচটি—পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যৌ, দিক্, বিদিক্।

অধিদৈবত পাঁচটি—অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র, নক্ষত্র।

অধিভূত পাঁচটি—জল, ওষধি, বনস্পতি, আকাশ, আত্মা।

অধ্যাত্ম-প্রাণ পাঁচটি—প্রাণ, ব্যান, অপান, উদান, সমান।

ইন্দ্রিয় পাঁচটি—চক্ষুঃ, কর্ণ, মনঃ, বাক্, ত্বক্।

ধাতু পাঁচটি—চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা।

এই পাঙ্‌ক্ত বা পাঁচের উপাসনা বেদ বিহিত করিয়াছেন। সবই পঞ্চময়। পাঁচ দ্বারাই পাঁচকে পূর্ণ করিতে হইবে। দেহগত পাঁচকে জানিলে জাগতিক পাঁচের সঙ্গে একতা হইবে।

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে সপ্তম অনুবাক।

অষ্টম অনুবাক

ওঁকার ব্রহ্ম। ওমই সমস্ত। ওম্ শব্দ অনুকৃতি-সম্মতি-জ্ঞাপক। যজ্ঞে অধ্বর্য্যু অগ্নীধ্রকে বলেন ওঁ শ্রাবয়—শুনাও, তখন অগ্নীধ্র (ঋত্বিক্) শ্রবণ করান। ওঁ উচ্চারণ পূর্ব্বক সাম গান করেন। ওঁ শোম্ উচ্চারণ করিয়া শস্ত্র পাঠ করেন। (শস্ত্র, গীতিরহিত ঋক্) ওঁ বলিয়া অধ্বর্য্যু প্রতিকার্য্যে উৎসাহ-বাণী উচ্চারণ করেন। ওঁ বলিয়া ব্রহ্মা (ঋত্বিক্) অনুজ্ঞা প্রকাশ

করেন। ওঁ বলিয়া অগ্নিহোত্রের আদেশ দেওয়া হয়। বেদ-জ্ঞান লাভ করিব মনে করিয়া বেদাধ্যাপক ওঁ উচ্চারণ করেন। এই জন্য তিনি নিশ্চয়ই বেদ লাভ করেন।

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে অষ্টম অনুবাক।

নবম অনুবাক

ঋতকে জানিবে ও শাস্ত্র অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিবে। সত্যকে জানিবে ও অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিবে। তপস্যা করিবে ও অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিবে। বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সংযম করিবে ও অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিবে। অগ্নি আধান করিবে। অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করিবে। অতিথি সেবা করিবে। মানবের সেবা করিবে ও অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিবে। সন্তানের পিতা হইবে। রথীতর গোত্রীয় সত্যবচার ঋষি বলেন—সত্যই সব। পুরুশিষ্টির পুত্র তপোনিত্য ঋষি বলেন—তপস্যাই সব। মুদ্‌গল-তনয় নাক ঋষি বলেন—স্বাধ্যায়-প্রবচনই কর্ত্তব্য, উহাই প্রকৃত তপস্যা।

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে নবম অনুবাক সমাপ্ত।

দশম অনুবাক

ত্রিশঙ্কু ঋষি আত্মতত্ত্ব লাভ করিয়া বলিয়াছিলেন—

আমি সংসারবৃক্ষের প্রেরয়িতা। আমার কীর্ত্তি পর্ব্বত-শৃঙ্গের মত উন্নত। অতি পবিত্র সূর্য্যের মত, আমি উত্তম অমৃত-স্বরূপ। আমার ধন উজ্জ্বল আত্মতত্ত্ব। আমি শোভন মেধা-সম্পন্ন। আমি অমৃতরসসিক্ত।

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে দশম অনুবাক সমাপ্ত।

একাদশ অনুবাক

আচার্য্য শিষ্যকে বেদ অধ্যয়ন করাইয়া উপদেশ দিতেছেন—সত্য বলিও। ধর্ম্মাচরণ করিও। অধ্যয়ন কখনও উপেক্ষা করিও না। আচার্য্যের জন্য অভীষ্ট ধন দক্ষিণা-স্বরূপ দিয়া গৃহাশ্রমে সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক সন্তানধারা অক্ষুণ্ণ রাখিও।

সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইও না। ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইও না। মঙ্গলকর্ম্ম হইতে বিরত হইও না। উন্নতিবিধায়ক কর্ম্ম হইতে বিরত হইও না। নিত্য স্বাধ্যায় ও অধ্যাপনা হইতে কদাপি ভ্রষ্ট হইও না।

দেবকার্য্যে পিতৃকার্য্যে অবহেলা করিও না। জননীকে দেবী মনে করিও। পিতাকে দেবতা মনে করিও। আচার্য্যকে দেবতা মনে করিও। অতিথিকে নারায়ণ মনে করিও। সে সকল কর্ম্ম অনিন্দিত তাহা করিও। বিপরীত করিও না। যাহা আমাদের সদাচার তাহা অনুষ্ঠান করিও, অন্যরূপ করিও না। যে সকল ব্রাহ্মণ আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাঁহাদিগকে আসন দিয়া শ্রম দূর করিবে। শ্রদ্ধাসহকারে দান করিবে, অশ্রদ্ধার সহিত করিবে না। ঐশ্বর্য্যানুরূপ দান করিবে। বিনয়ে দান করিবে। সভয়ে দান করিবে· মিত্রভাবে দান করিবে।

যদি কোন কর্ত্তব্য বা অনুষ্ঠেয় বিষয় সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয় তাহা হইলে ঐ সময় ঐ স্থানে বিচারক্ষম, কর্ম্মপরায়ণ, কর্ত্তব্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত, অনিষ্ঠুর, নিষ্কাম ব্রাহ্মণ যাঁহারা থাকিবেন তাঁহারা ঐ সংশয়িত বিষয়ে যেরূপ আচরণ করেন তুমিও সেইরূপ করিবে।

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের কাহারও আচরণে যদি কেহ সংশয়ান্বিত হয় তাহা হইলে ঐরূপ সদ্‌গুণসম্পন্ন সজ্জনদের আচরণ দেখিবে, তাঁহারা যে রূপ থাকেন সেইরূপ থাকিবে। সর্ব্বদাই মহতের আচরণ দৃষ্টে চলিবে—এই আদেশ। এই উপদেশ। ইহাই বেদের রহস্য বিদ্যা। ইহাই ঈশ্বরাদেশ। এই ভাবে যাবতীয় অনুষ্ঠান করিবে।

দ্বাদশ অনুবাক

মিত্রদেব কল্যাণ করুন। বরুণদেব মঙ্গল করুন। অর্যমা সুখবিধান করুন। ইন্দ্র বৃহস্পতি শান্তিদান করুন। ত্রিবিক্রম বিষ্ণু আমাদের সুখদায়ক হউন। ব্রহ্মরূপী বায়ুকে নমস্কার। প্রত্যক্ষ বায়ো, তোমাকে নমস্কার। আমি ঋত বলিয়াছি। সত্য বলিয়াছি। ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। আমার আচার্য্য-দেবকে রক্ষা করিয়াছেন। হাঁ, আমাকে ও আমার গুরুদেবকে ব্রহ্ম রক্ষা করিয়াছেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

সকল শান্তিময় হউক। তাহাতে জগতের ও আমার শান্তি আসুক।

ইতি শিক্ষাবল্লী সমাপ্তা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্রহ্মানন্দ-বল্লী

উপনিষদ্-ভাবনা

এই বল্লীর প্রারম্ভে আবার ওঁ শং নো মিত্রঃ ইত্যাদি স্বস্তি-বাচন। এবং "সহ নাববতু" শান্তি বাক্য। তৎপর শ্রুতির বাণী আরম্ভ।

ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্।

তদেষাঽভ্যুক্তা—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যে ব্যক্তি বেদের তত্ত্ব জানেন তিনি পরম বস্তুকে লাভ করেন। ব্রহ্মবিৎ পরম ব্রহ্মকে লাভ করেন। এ স্থলে ব্রহ্ম অর্থ বেদ ধরিলে ব্যাখ্যা সুষ্ঠু হয়।

পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে বেদ কি বলিয়াছেন—তৎ তস্মিন্ ব্রহ্মবিষয়ে এষা ঋক্ অভি উক্তা। কি বলা হইয়াছে—সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম।

যিনি সত্য-স্বরূপ। তিনকালে যাঁহার পরিবর্ত্তন নাই। যিনি জ্ঞান-স্বরূপ, চৈতন্য-স্বরূপ, চিৎ-স্বরূপ, অববোধস্বরূপ। যিনি অনন্ত অসীম, দেশকাল দ্বারা যাঁহাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না, তিনি ব্রহ্ম। পরব্রহ্ম।

যিনি এতবড় তাঁহাকে জানিবার উপায় কি? উপায় আছে। তিনি বিশ্বময় আছেন। তিনি বিশ্বের বাহিরে ও

আছেন, আবার হৃদয় গুহাতেও অবস্থিত আছেন (নিহিতং গুহায়াং)। হৃদয়াকাশে বুদ্ধিরূপ গুহাতে স্থিত আছেন। এই তত্ত্ব যিনি জানেন তিনি নিখিল কাম্যবস্তু লাভ করিতে পারেন। তবে, তখন তাঁহার আর কোন কামনাই থাকে না, একমাত্র ব্রহ্মাবলম্বন ছাড়া।

ব্রহ্ম হইতে কেমন করিয়া স্তরে স্তরে এই মহাসৃষ্টি ব্যক্ত হইয়াছে তাহা বলিতেছেন। প্রথম ব্রহ্ম হইতে সম্ভূত হইল আকাশ। আকাশ হইতে বায়ু।

ব্রহ্ম হইতে সম্ভূত হইল আকাশ। এই বিষয় লইয়া বেদান্ত-দর্শনে ব্রহ্মসূত্র আছে, (২।৩।১) বিয়দশ্রুতেঃ। ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।২ মন্ত্রে আছে তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি। তত্তেজোঽসৃজত। ছান্দোগ্য-শ্রুতি সৃষ্টি-বর্ণনায় আকাশের কথা কিছু বলেন নাই। ব্রহ্মসূত্র তাই পূর্ব্বপক্ষ তুলিতেছেন—আকাশ নিত্য বস্তু কারণ, অশ্রুতেঃ। শ্রুতিতে তাহার উৎপত্তির কথা নাই। উত্তর দিতেছেন পরবর্ত্তী সূত্র—

অস্তিতু (২।৩।২)—ব্রহ্মসূত্র

থাকিবে না কেন? আছে, তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে ২/১ আছে—আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ।

আকাশ হইতে বায়ু। বায়ু হইতে অগ্নি। অগ্নি হইতে জল। জল হইতে পৃথিবী। পৃথিবী হইতে ওষধী। ওষধী হইতে অন্ন। অন্ন হইতে অন্নরসময় পুরুষ অর্থাৎ জীবের অন্নময় দেহ।

যাহারা অন্নব্রহ্ম উপাসনা করে অর্থাৎ দেহাত্মবাদী তাহারা তাহাদের কাম্য বস্তু অন্ন বা দেহের ভোগ্যবস্তুই প্রাপ্ত হয়।

এই অন্নময় দেহের অভ্যন্তরে প্রাণময় আত্মা। বায়ুতত্ত্বের পরিণামভূত দেহ প্রাণময় কোষ। যাঁহারা প্রাণকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন তাঁহারা পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন।

প্রাণময় দেহের অভ্যন্তরে আছে আর একটি দেহ। সেটি মনোময়। মনোময় কোষ দ্বারা প্রাণময় কোষ পূর্ণ। প্রাণময় কোষের অন্তরে আর একটি দেহ আছে, তাহার নাম বিজ্ঞানময় কোষ। বিজ্ঞানময় কোষের দ্বারা মনোময় দেহ-কোষ পূর্ণ। এই বিজ্ঞানকে যিনি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন তিনি কখনও প্রমাদগ্রস্ত হন না। বিজ্ঞানং ব্রহ্মচেদ্বেদ তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি। ২।১।২

এই বিজ্ঞানময় দেহও একটি কোষ। ইহার মধ্যে অন্য আর একটি দেহ আছে। তাহার নাম আনন্দময় কোষ। আনন্দময় কোষ দ্বারা বিজ্ঞানময় কোষ পূর্ণ।

প্রত্যেকটি কোষের শির, দক্ষিণ হস্ত, বাম হস্ত ও নিম্নভাগ বা পুচ্ছ বর্ণিত আছে। নাভির অধঃস্থিত অঙ্গ পুচ্ছ। পুচ্ছ অর্থ প্রতিষ্ঠা বা স্থিতি হেতু।

দেহ	অন্নময় কোষ	শির	দঃহস্ত	বামহস্ত	পুচ্ছ	আত্মা
প্রাণ	প্রাণময়	প্রাণ	ব্যান	অপান	পৃথিবী	আকাশ
কামনা	মনোময়	যজুঃ	ঋক্	সাম	অথর্ব্ব	আদেশ
জ্ঞান	বিজ্ঞানময়	শ্রদ্ধা	ঋত	সত্য	মহৎ	যোগ
আনন্দ	আনন্দময়	প্রিয়	মোদ	প্রমোদ	ব্রহ্ম	আনন্দ

যিনি বলেন ব্রহ্মবস্তু আছেন তিনি তত্ত্বজ্ঞ হন। যিনি বলেন ব্রহ্মবস্তু নাই তিনি নিজেও অসৎ হইয়া যান। (অসন্নেব সম্ভবতি অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ)

অতঃপর জগৎসৃষ্টির রহস্য বলিতেছেন—সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি। পরব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন আমি বহু হইব। তিনি বহু হইবার জন্য তপস্যা করিলেন। তপস্যা করিয়া যাহা কিছু আছে সমস্ত সৃষ্টি করিলেন। ইদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ।

সৃষ্টি করিয়া আবার তিনি তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সৎ (মূর্ত্ত) ও তৎ (অমূর্ত্ত)—নিরুক্ত অনিরুক্ত, বচনীয় ও অনির্ব্বচনীয়, নিলয় অনিলয়, আশ্রিত অনাশ্রিত, চেতন অচেতন, সত্য এবং অমৃত যাহা কিছু সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম, তৎ সমুদয় হইলেন। এইজন্য তাঁহাকে সত্য বলা হয়।

প্রথম—ষষ্ঠ অনুবাক সমাপ্ত

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত।
তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎ সুকৃতমুচ্যতে।

এই জগৎ অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে অসদ্‌রূপে ছিল। এ স্থলে অসৎ শব্দের অর্থ অনভিব্যক্ত। অনভিব্যক্ত হইতে অভিব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। অসদেব বাক্যের ব্যাখ্যার জন্য ব্রহ্মসূত্র ১।৪।১৫ সমাকর্ষাৎ।

অসদ্বা এই বাক্যের পূর্ব্বে যে সোঽকাময়ত কথাটি আছে তাহার 'স' অর্থাৎ ব্রহ্মের সঙ্গে একবাক্যতা হইবে। অসৎ অর্থ

হইবে সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা, যখন নাম ও রূপ অভিব্যক্ত হয় নাই। নাম রূপ না থাকায় জগৎ অসৎতুল্য। তৎকালে জগৎ অব্যাকৃত ছিল। এই অব্যাকৃত অবস্থা অসৎ শব্দ বাচ্য।

পরে অনুপ্রবেশের কথা আছে, তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ॥ এই অনুপ্রবেশকার্য্য চৈতন্যময় ব্রহ্ম ছাড়া সম্ভব নহে।

তিনি স্বয়ং আপনাকে সৃষ্টি করিলেন এই জন্য তাঁহাকে সুকৃত, স্বয়ং-কর্ত্তা বলে। তিনি সুকৃত, স্বয়ং-পূর্ণ।

তিনি রস-স্বরূপ। তিনি রস। রসো বৈ সঃ, জীব এই রস-স্বরূপকে পাইয়া আনন্দী হয়। আনন্দহীন জীব তাঁহাকে পাইলে আনন্দপূর্ণ হয়।

হৃদয়াকাশে যদি এই আনন্দ-স্বরূপ না থাকিতেন তাহা হইলে কেহই নিশ্বাস প্রশ্বাস লইয়া প্রাণ ধারণ করিত না। ইনিই জীবকে আনন্দ দান করেন। এষ হ্যেবানন্দয়তি।

যখন সাধক এই অদৃশ্য বাক্যাতীত ও অশরীরী ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তখন তিনি অভয় হন। যখন অণুমাত্র ভেদ দর্শন করেন তখন তাঁহার ভয় হয়। যিনি বিদ্বান্ নহেন কিন্তু বিদ্যাভিমানী (বিদুষোঽমন্বানস্য), তাঁহার পক্ষে ব্রহ্ম ভয়ের কারণ।

ইহার পর একটি আনন্দের মীমাংসা করিয়াছেন। একজন কামনাহীন বেদজ্ঞ ব্যক্তির আনন্দ যে কত গভীর তাহা বুঝাইয়াছেন। ইহাকে বলিয়াছেন মানবীয় আনন্দ। তাহার শতগুণ গন্ধর্ব্বগণের, তাহার শতগুণ পিতৃগণের, তাহার শতগুণ দেবতা—

গণের আনন্দ। দেবতাগণের আনন্দের শতগুণ ইন্দ্রের। ইন্দ্রের শতগুণ আনন্দ প্রজাপতির। তাহার শতগুণ ব্রহ্মানন্দ।

মন ও বাক্য, ব্রহ্মকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে। ব্রহ্মানন্দ যিনি প্রাপ্ত হন, তাঁহার কোন বস্তু হইতে ভয় নাই। কেন সাধুকার্য্য করি নাই, কেন পাপকার্য্য করিয়াছি এই অনুতাপ জ্ঞানীকে কখনও সন্তপ্ত করে না।

৭—৯ অনুবাক ব্রহ্মানন্দবল্লী সমাপ্তা।

তৃতীয় অধ্যায়

ভৃগুবল্লী

উপনিষদ্-ভাবনা

তৎপর তৃতীয় বল্লী। ইহার নাম ভৃগুবল্লী। ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতেছেন—বরুণ ঋষির পুত্র ভৃগু। একদিন পুত্র পিতার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন "ভগবো ব্রহ্ম অধীহি।"

পিতা বলিলেন অন্ন প্রাণ চক্ষু কর্ণ মন বাক্য—ইহারা ব্রহ্মানুভবের দ্বারস্বরূপ। তারপর বলিলেন, ব্রহ্ম বস্তু কি।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে
যেন জাতানি জীবন্তি
যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি
তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ব্রহ্মেতি। ৩।১

বিশ্বের সকল বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—উৎপন্ন বস্তু সকল যাহাকে অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া আছে, সব কিছুই যাহার

দিকে অগ্রসর হইতেছে, যাহাতে গিয়া পূর্ণতা লাভ করিতেছে সেই বস্তু ব্রহ্ম। তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা কর।

ভৃগু তপস্যা করিলেন, তপস্যা করিয়া জানিলেন—অন্নং ব্রহ্ম, স তপস্তপ্‌ত্বা অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্ন বলিতে এখানে পঞ্চ মহাভূত—ক্ষিতি অপ্‌ তেজ মরুৎ ব্যোম।

ভৃগু জানিলেন পঞ্চভূত হইতেই জগৎ জন্মিয়াছে, পঞ্চ ভূতেই স্থিত আছে। ভূতপঞ্চকেই লয় প্রাপ্ত হইবে। এই তত্ত্ব জানিয়া আবার পিতার কাছে আসিলেন, তদ্বিজ্ঞায় পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। বলিলেন, পিতঃ, ব্রহ্মবস্তু উপদেশ করুন।

পিতা বলিলেন—তপস্যা করিয়া ব্রহ্মবস্তুকে উপলব্ধি কর। তপস্যাই ব্রহ্ম। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায়, এই জন্য তপস্যাকেও ব্রহ্ম বলিলেন। ১।

ভৃগু তপস্যা করিলেন। তপস্যান্তে আবার পিতার নিকট আসিলেন, বলিলেন, পিতঃ! "প্রাণই ব্রহ্ম"। পিতা বলিলেন, আবার তপস্যা কর। ভৃগু আবার তপস্যায় গেলেন। তপস্যান্তে পিতার নিকট আসিয়া বলিলেন "মনই ব্রহ্ম" মনো ব্রহ্মেতি।

আবার দীর্ঘ তপস্যা করিয়া পুত্র আসিয়া পিতাকে জানান—"বিজ্ঞানই ব্রহ্ম"। বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। পিতা বলিলেন, আরও তপস্যা কর। ভৃগু আবার তপস্যা জানিলেন আনন্দই ব্রহ্ম। আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।

আনন্দ হইতেই জগৎ সৃষ্ট। আনন্দেই জগৎ স্থিত। আনন্দে

পৌঁছিয়াই জগতের পূর্ণতা। আনন্দই ব্রহ্ম। ইহাকে বলে—ভার্গবী-বারুণী বিদ্যা। যিনি এই বিদ্যা লাভ করেন তিনি আনন্দ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন। স য এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। (৫-৬)

বেদান্তদর্শনের ব্রহ্মসূত্রের প্রথমপাদের দ্বিতীয় সূত্র

জন্মাদ্যস্য যতঃ ১।২

এই সূত্রের ভিত্তি তৈত্তিরীয় শ্রুতির ভৃগুবল্লী। সূত্রের অর্থ, অস্য বিশ্বস্য জন্মাদি, জন্ম স্থিতি লয়, যতঃ যস্মাৎ ভবতি তদ্ ব্রহ্ম। পিতা বরুণ পুত্র ভৃগুকে যে ব্রহ্মের লক্ষণ বলিলেন—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি—ঐ সূত্র এই লক্ষণের সংক্ষেপ মাত্র।

ব্রহ্মে জগৎ লয় হয়, ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে ব্রহ্ম কেবল নিমিত্তকারণ নহেন, উপাদান-কারণও বটেন। ব্রহ্ম উপাদান কারণ হইলে ব্রহ্ম জগন্ময়। ঘট যেমন মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছু নয়। বলয় যেমন স্বর্ণ ভিন্ন আর কিছু নয়, সেই রূপ এই জগৎও ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নয়।

আবার, ব্রহ্ম সৃষ্টি করেন ইহাতে বুঝা যায় যে সৃষ্টির পূর্ব্বেও ব্রহ্ম ছিলেন। আবার ব্রহ্মে লয় হয়, ইহাতে বুঝা যায় লয়ের পরেও তিনি থাকেন। ইহাতে সিদ্ধান্ত হইল যে ব্রহ্ম জগদতীত। সুতরাং ব্রহ্ম জগদতীত এবং জগন্ময় উভয়ই।

এই বৈচিত্র্যময় বিশ্ব সৃষ্টি যিনি করিয়াছেন তিনি নিশ্চয়ই সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্। সুতরাং ব্রহ্ম জগদতীত জগন্ময় সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্—এই সংবাদ জানা গেল।

তৈত্তিরীয় শ্রুতির ব্রহ্মানন্দ বল্লীর আনন্দময় প্রকরণ অবলম্বনে বিখ্যাত ব্রহ্মসূত্র ১।১।১৩ সূত্রিত—

"আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ"

এই সূত্রের অর্থ এই যে ব্রহ্ম আনন্দময়। প্রমাণ—তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে ব্রহ্ম আনন্দময় বলিয়া পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। অভ্যাসাৎ—পুনঃ পুনঃ উক্তত্বাৎ।

ব্রহ্মানন্দবল্লী ও ভৃগুবল্লী এই উভয় বল্লীতেই ব্রহ্মকে আনন্দময় বলা হইয়াছে। যথা—"যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" "আনন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি" "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" "সৈষা আনন্দস্য মীমাংসা ভবতি" "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কদাচন।" এইরূপ পুনঃ পুনঃ আনন্দ আনন্দময় উক্তিই—আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ সূত্রের ভিত্তি।

ইহার পরবর্ত্তী আরও ৭টি সূত্র (১।১।১৪-২০) তৈত্তিরীয় শ্রুতির—ব্রহ্মানন্দ ও ভৃগুবল্লী মন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।

১। বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ ১।১।১৪ সূত্র। আনন্দ শব্দের উত্তর ময়ট্ প্রত্যয় করিয়া আনন্দময় শব্দ হইয়াছে। ময়ট্ প্রত্যয়টি বিকারার্থে হয়। যেমন মৃন্ময়। মৃন্ময় অর্থ মাটির বিকার। হিরণ্ময় অর্থ স্বর্ণের বিকার। পরমাত্মার কোন বিকার থাকিতে পারে না। তিনি অবিকারী। সুতরাং আনন্দময় পরমাত্মা হইতে পারেন না।

সূত্র এই পূর্ব্বপক্ষ তুলিয়া উত্তর দিতেছেন—ন, প্রাচুর্য্যাৎ। না; বিকারার্থে ময়ট্ নহে। প্রাচুর্য্যার্থেও ময়ট্ প্রত্যয় হয়।

যেমন জলময় অর্থ জলের বিকার নহে, প্রচুর জল। সুতরাং আনন্দময় অর্থ প্রচুর আনন্দ—অনন্ত অপরিসীম আনন্দ। ব্রহ্ম অফুরন্ত আনন্দের আধার। অথবা আনন্দের স্বরূপ আনন্দময় অর্থ আনন্দ স্বরূপ।

আচার্য্য শঙ্কর আনন্দময় ও আনন্দ—ইহাদের মধ্যে ভেদ দেখাইয়াছেন। শঙ্কর বলেন আনন্দময় আনন্দের বিকারার্থেই। আনন্দময়ও একটি কোষ আবরণ, উপাধি। আনন্দময় কোষের আত্মা হইল আনন্দ। "আনন্দ আত্মা" এ কথা ত শ্রুতিই বলিয়াছেন। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন, এখানেও ব্রহ্মকে আনন্দ বলা হইয়াছে।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শঙ্করের এই অভিমত স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা আনন্দময় ও আনন্দকে একই অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্ম আনন্দময় হইলে বা না হইলে পার্থক্যটি কি হয়, তাহা বুঝা প্রয়োজন।

শ্রুতিতে আনন্দময় স্বরূপেরও অবয়ব বর্ণনা করিয়াছেন—যথা প্রিয়মেব শিরঃ মোদঃ দক্ষিণঃ পক্ষঃ প্রমোদ উত্তর পক্ষঃ, আনন্দ আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। (তৈঃ ২।৫)

এই রূপ শির, দক্ষিণ দিক্, বাম দিক্, আত্মা ও পুচ্ছ বর্ণনা করিয়াছেন শ্রুতি আনন্দময় ব্রহ্মের, যেমন করিয়াছেন অন্নময়াদি কোষের বেলায়। ইহাতে বুঝা যায় যে আনন্দময় ব্রহ্ম সাবয়ব সবিশেষ ও সগুণ। ইহা সত্য হইলে শঙ্করের শুদ্ধ নির্গুণ ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত ক্ষুণ্ণ হয়। এই শুদ্ধ নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত স্থির

রাখিবার জন্য শঙ্কর আনন্দ ও আনন্দময়ের মধ্যে ভেদ দেখাইয়াছেন।

ব্রহ্মসূত্র স্বয়ং বলিতেছেন ব্রহ্ম আনন্দময়, তিনি আনন্দ-প্রচুর, শ্রুতি পুনঃ পুনঃ তাহা বলিয়াছেন (অভ্যাসাৎ)। এমতাবস্থায় শঙ্করের কথা সূত্রেরই বিরুদ্ধে যায়। যেন সূত্রই ভুল বলিতেছেন। সূত্রের ব্যাখ্যাই ভাষ্যের কাজ। সূত্রের ভুল ধরা নহে। ব্রহ্মসূত্রে কখনও ভুল থাকিতে পারে না।

২। তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ ১।১।১৫

আনন্দময় বলিতে জীবাত্মা বুঝাইবে কিংবা পরমাত্মা, এই সন্দেহে সূত্র উত্তর দিতেছেন—ব্রহ্মই জীবের আনন্দের হেতু—এষ হ্যেবানন্দয়তি—ব্রহ্মই জীবকে আনন্দ দেন। আনন্দহীন জীব ব্রহ্মকে পাইয়া আনন্দী হয়। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। সুতরাং ব্রহ্মই স্বরূপতঃ আনন্দময়। জীব যে আনন্দময় হয় তাহার হেতু ব্রহ্ম।

৩। মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে। ১।১।১৬ সূত্র

ঋগ্বেদের মন্ত্রে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে। সেই ব্রহ্মের কথা বলিয়াই ব্রহ্মানন্দবল্লী আরম্ভ হইয়াছে। এই বল্লীতেই পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মকে আনন্দময় বলা হইয়াছে। আনন্দময় ব্রহ্ম ছাড়া আর কে হইবেন।

৪। নেতরোঽনুপপত্তেঃ।

এই আনন্দময় পুরুষ ইতর অর্থাৎ ব্রহ্মেতর—ব্রহ্মভিন্ন কেহ নহেন। কারণ উপপত্তি হয় না। তৈত্তিরীয় শ্রুতি আনন্দময় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন বস্তুতে উপপন্ন

হয় না। যেমন ঐ আনন্দময় সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে "স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত" তিনি তপস্যা করিয়া বিশ্বের যাহা কিছু সবই সৃজন করিলেন। এই বিশ্ব সৃজন ক্রিয়ার কর্ত্তা ব্রহ্মেতর কেহ হইতে পারেন না।

৫। ভেদব্যপদেশাচ্চ।

তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিলেন, তিনি রস। এই রসকে লাভ করিয়া জীব আনন্দী হয়। রসো বৈ সঃ রসংহ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি। এই বাক্যে লব্ধব্য বস্তু হইলেন রস-স্বরূপ ব্রহ্ম, আর লাভ করিবেন জীব। সুতরাং জীবে ব্রহ্মে ভেদ সুস্পষ্ট।

৬। কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ১।১।১৯

তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিলেন "সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়" তিনি কামনা করিলেন বহু হইব, আর বহু হইলেন।

সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহার কামনাই যথেষ্ট (কামাচ্চ)। ইহাতে বুঝা গেল এই স্রষ্টা কোন জীব নহেন। মানুষ কোন কিছু সৃষ্টি করিতে চাহিলে শুধু কামনাই যথেষ্ট নহে। কুম্ভকার যদি ঘট তৈয়ারী করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলেই ঘট হয় না। উপাদান কারণ মৃত্তিকা তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য। আবার শুধু মৃত্তিকাই ঘট হইয়া বসিতে পারে না। কুম্ভকার অপরিহার্য্য। ইহাতে বুঝা গেল আনন্দময় পুরুষ সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মই, জীবও নহে, প্রকৃতিও নহে।

জীব যদি সৃষ্টির কর্ত্তা হইত তাহা হইলে অনুমানস্য প্রধানস্য অপেক্ষা থাকিত। সৃষ্টির কর্ত্তা জীব হইলে অনুমানাপেক্ষা

থাকিত / নানুমানাপেক্ষা / অনুমানীয় প্রধানের অপেক্ষা না থাকায় ব্রহ্মই জগৎ-কারণ / যেহেতু একমাত্র তিনিই কামনা-মাত্র সৃষ্টি করিতে পারেন।

৭। তস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি ১।১।২০

শাস্তি = উপদেশ করিয়াছেন তৈত্তিরীয় শ্রুতি। কি উপদেশ? অস্মিন্ ব্রহ্মণি অস্য জীবস্য তদ্‌যোগঃ আনন্দের সঙ্গে যোগ. ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ততাতেই জীব আনন্দময় হয়। ব্রহ্মের সঙ্গে অ-যুক্ত থাকিলে জীব কখনও আনন্দময় হয় না। সুতরাং প্রকৃত আনন্দময় ব্রহ্মই জীব নহে।

এই ৭টি ব্রহ্মসূত্রই তৈত্তিরীয় শ্রুতির ব্রহ্মানন্দবল্লী ও ভৃগুবল্লীর উপর প্রতিষ্ঠিত।

আনন্দের মীমাংসা করিবার পর (দ্বিতীয় বল্লী) শ্রুতি বলিয়াছেন, জীবাত্মা এই লোক হইতে অন্তরিত হইয়া (অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য) প্রথমতঃ অন্নময় আত্মাতে প্রবিষ্ট হয়। তৎপর প্রাণময় আত্মাতে। তৎপর বিজ্ঞানময় আত্মাতে, তৎপর আনন্দময় আত্মাতে প্রবিষ্ট হয়। ইহাতে বুঝা গেল আনন্দময়ই জীবের চরম প্রাপ্য বস্তু।

ব্রহ্মানন্দবল্লী ও ভৃগুবল্লী একত্র করিয়া আস্বাদন করিলে প্রতিপন্ন হয় যে ব্রহ্মবল্লীর বর্ণিত অন্নময় আত্মাই ভৃগুবল্লীর অন্নব্রহ্ম, প্রাণময় আত্মাই প্রাণব্রহ্ম, মনোময় আত্মাই মনোব্রহ্ম, বিজ্ঞানময় আত্মাই বিজ্ঞানব্রহ্ম, আনন্দময় আত্মাই আনন্দব্রহ্ম। আনন্দ-ব্রহ্মই ভুমানন্দ।

ভূমানন্দই বাক্য মনের অতীত। ভাষাদ্বারা তাঁহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করা, বা মনের দ্বারা তাহার স্বরূপ অনুসন্ধান করা সম্ভব নহে, এই জন্যই বলিলেন "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" তাঁহাকে নাগাল না পাইয়া বাক্য ও মন ফিরিয়া আসে। যেন, কতদূর গিয়া ভয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে। সেই ব্রহ্মের আনন্দ বা আনন্দ-ব্রহ্মকে জানিলে কোন কিছুতেই আর ভয় থাকে না।

এই আনন্দ-ব্রহ্মই রস-ব্রহ্ম। এ মহাতত্ত্বও এই শ্রুতি ঘোষণা করিলেন "রসো বৈ সঃ" ইত্যাদি মহাবাক্যে। আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও তৈত্তিরীয় শ্রুতি বেদান্ত-সাহিত্যে বৈদূর্য্য-মণি। এই শ্রুতির আনন্দ-ব্রহ্ম ও রস-ব্রহ্ম তত্ত্বের উপরই ভাগবত ধর্ম, লীলাতত্ত্ব, ভক্তিরস ও প্রেমমাধুর্য্য সুপ্রতিষ্ঠিত।

তৈত্তিরীয়-শ্রুতির উপনিষদ্-ভাবনা সমাপ্তা।

অথর্ব্ববেদীয়

প্রশ্ন-শ্রুতি

উপনিষদ্-ভাবনা

সুকেশা, সত্যকাম, সৌর্য্যায়ণী, কৌসল্য ভার্গব ও কবন্ধী এই ছয় জন ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধক-পুরুষ, মহর্ষি পিপ্পলাদের সমীপে উপস্থিত হইয়া ছয়টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তদুত্তরে মহর্ষির যে উত্তর ইহাই প্রশ্নোপনিষদের বিষয় বস্তু।

এই শ্রুতিতে প্রাণের উপাসনা বিশেষ ভাবে বর্ণিত। প্রাণই স্থূল সূক্ষ্ম ব্যষ্টি সমষ্টি ভাবে সমস্ত জগতের ভোক্তা ও কর্ত্তা এবং সোমরূপে অন্নই নানাপ্রকারে ভোগ্য, এই কথাটি নানা দৃষ্টান্তে নানাভাবে বর্ণিত। মুণ্ডক-শ্রুতি যে সকল বিষয় সংক্ষেপে বলিয়াছেন, প্রশ্ন-শ্রুতি তাহা বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। মুণ্ডক ও প্রশ্ন দুই-ই অথর্ববেদীয় উপনিষৎ। দুয়ের ঐক্য লক্ষণীয়।

ছয়জন ব্রহ্মজিজ্ঞাসু উপস্থিত দেখিয়া মহর্ষি কহিলেন—তোমরা ইন্দ্রিয়-সংযম, ব্রহ্মচর্য্যপালন ও আস্তিক-বুদ্ধিযুক্ত হইয়া এক বৎসর কাল এখানে বাস কর। তারপর প্রশ্ন করিও। আমার যদি জানা থাকে তাহা হইলে অবশ্যই উত্তর দিব।

প্রথম প্রশ্ন—কবন্ধী ঋষি কর্ত্তৃক প্রজাসৃষ্টি-বিষয়ক। মহর্ষি

পিপ্পলাদ তদ্‌বিষয়ে মিথুন সৃষ্টি ও প্রজাপতি-ব্রত ও তৎফলশ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রথম প্রশ্ন—ভগবন্? কোন্ কারণবিশেষ হইতে বা কোথা হইতে এই সকল প্রাণী উদ্ভূত হয়?

মহর্ষি উত্তরে বলিলেন—প্রজাপতি সৃষ্টি-কামনায় তপস্যা করিলেন। তপস্যা করিয়া "রয়ি ও প্রাণ" এই যুগল উৎপাদন করিলেন। স্থির করিলেন ইহারাই প্রজাবৃদ্ধি করিবে।

প্রাণ বলিতে আদিত্য। রয়ি বলিতে বুঝিবে চন্দ্রমা। মূর্ত্ত অমূর্ত্ত যাহা কিছু সবই রয়ি। এই দুই ভাগকে ভোক্তা ও ভোগ্য বা অত্তা ও অন্ন বলা যায়। প্রাণ আদিত্য-রূপে ভোক্তা। রয়ি চন্দ্ররূপে ভোগ্য। এইরূপ ভাবনা করা যায়। সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি, বেদান্তের জ্ঞাতা-জ্ঞেয় ভাবনার মূল এই প্রাণ ও রয়ি। প্রজাপতি, সূর্য্য ও চন্দ্রগত প্রাণ ও রয়িকে নিমিত্ত করিয়া প্রজা-সৃষ্টি করিলেন।

আদিত্যকে প্রাণ বলার পক্ষে যুক্তি দিতেছেন—সূর্য্য যখন উদিত হন তখন তাঁহার প্রকাশ-শক্তিদ্বারা পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী প্রাণবায়ুকে রশ্মিমধ্যে সন্নিবেশিত করেন। এই ভাবে দক্ষিণ দিকের প্রাণিগণকে রশ্মিব্যাপ্ত করিয়া প্রকাশিত করেন। এইরূপ পশ্চিমে উত্তরে নিম্নে ঊর্দ্ধে দিক্ কোণ সমূহে তিনি প্রবেশ করেন ও সকল প্রাণকে প্রকাশিত করেন। সকলেই সূর্য্যের রশ্মি-যোগে জীবনীশক্তি প্রাপ্ত হয়।

এই জন্য এই আদিত্যই প্রাণ সকলের প্রকাশক বলিয়া প্রাণ-

স্বরূপ। আদিত্য সর্ব্ব-জীবাত্মক বৈশ্বানর। বিশ্বের সকল নরের পরিচালক বলিয়া বৈশ্বানর। তিনি সকলের আত্মা বলিয়া বিশ্বরূপ। বৈশ্বানর অগ্নিই আদিত্যরূপে নিত্য উদিত হইয়া সকল প্রকাশময় করেন। সূর্য্য সম্বন্ধে এইরূপ ঋঙ্‌মন্ত্র আছে—

বিশ্বরূপ, রশ্মিমান, সর্ব্ববিদ্, সর্ব্বজীবাশ্রয়, জ্যোতিঃস্বরূপ তাপক্রিয়াকারী, তাপন শোষণ পাচন প্রভৃতি ক্রিয়ার সম্পাদক অনন্ত কিরণধারী, প্রাণিভেদে অনন্তরূপ, সকল প্রাণীর প্রাণস্বরূপ সূর্য্য উদিত হইতেছেন।

প্রজাপতি যে সকল সৃষ্টি করিলেন—রয়ি ও প্রাণ, তন্মধ্যে প্রাণের কথা বলিলেন, তিনি আদিত্য ইত্যাদি। তৎপর রয়ির কথা বলিতেছেন।

সংবৎসর প্রজাপতি। তাহার দুইটি পথ—উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। তন্মধ্যে যাঁহারা অনিত্য কর্ম্ম করেন তাঁহারা চন্দ্র লোকে গমন করেন এবং পুনরাবর্ত্তন করেন। এই চন্দ্রলোকই রয়ি অর্থাৎ অন্ন। ইহাকে পিতৃযান বলে।

আর উত্তরায়ণ পথে গমনকারীদের কথা বলিতেছেন—তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য শ্রদ্ধা বিদ্যা সহায়ে যাঁহারা আত্মানুসন্ধান করেন তাঁহারা উত্তরমার্গে আদিত্যকে লাভ করেন। তিনি সকল প্রাণের আশ্রয়, অমৃত ও অভয়, সর্ব্বোত্তম গম্যস্থান। তাহা হইতে পুনরাবর্ত্তন হয় না। অবিদ্বানের পক্ষে এই পথ অবরুদ্ধ। এই বিষয়ে এই মন্ত্র আছে।—

কালতত্ত্বজ্ঞেরা বলেন—আদিত্য পঞ্চপাদ—পাঁচটি পা-যুক্ত।

পাঁচটি পা বলিতে পাঁচটি ঋতু। (হেমন্ত ও শীতকে এক ঋতু ধরিয়াছেন) এই ঋতুরূপ পা দ্বারাই আদিত্য পরিভ্রমণ করেন রাশিচক্রে। সমস্ত বস্তুর জনক বলিয়া আদিত্য পিতা, আদিত্য দ্বাদশ-অবয়ব (দ্বাদশ মাসকে লক্ষ্য করিয়াছেন)। দিবঃপরে অন্তরিক্ষ হইতে উর্ধ্বলোকে আদিত্য পুরীষিণঃ অর্থাৎ উদকবর্ষী। কেহ বলেন আদিত্য সর্ব্বজ্ঞ, সপ্তচক্র সহায়ে গমনকারী ও যড়্ ঋতু তাঁহার রথের অর, নাভিশলাকা। এই কালাত্মা পুরুষে জগৎ অর্পিত।

কালাত্মা পুরুষ হইলেন চন্দ্রাদিত্যরূপ সংবৎসরাখ্য প্রজাপতি। মাসই প্রজাপতি। কৃষ্ণপক্ষ রয়ি (অন্ন) শুক্লপক্ষ প্রাণ (অত্তা)। এইজন্য প্রাণতত্ত্বদর্শী ঋষিগণ শুক্লপক্ষে যজ্ঞ করেন। অপরেরা করেন কৃষ্ণপক্ষে। প্রজাপতি অহোরাত্র-স্বরূপ। দিবাই প্রাণ, রাত্রিই রয়ি। দিবায় রতি কার্য্যে প্রাণশক্তি নিঃসারিত হয়। রাত্রিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্য স্থির থাকে।

অন্নই প্রজাপতি। অন্ন হইতেই রেত উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে জীববর্গ জন্মে।

যাঁহারা প্রজাপতিব্রত অর্থাৎ মাত্র ঋতুকালে ভার্যাগত হয় তাহারা পুত্র-কন্যা উৎপাদন করে। যাঁহারা অসত্য ছাড়িয়া সত্যে স্থির থাকেন ব্রহ্মলোক তাঁহাদেরই লভ্য।

দ্বিতীয় প্রশ্ন

উপনিষদ্-ভাবনা

ভার্গব পিপ্পলাদকে নিম্নোক্ত প্রশ্ন করিলেন। কতগুলি

দেবতা শরীরকে বিশেষভাবে রক্ষা করেন। কোন্ দেবতা শরীরের কোন্ মহিমা প্রকাশ করেন? তন্মধ্যে কে প্রধান?

পিপ্পলাদ কহিলেন—আকাশ বায়ু অগ্নি জল পৃথিবী এই পঞ্চ মহাভূত শরীরের উপাদান-কারণ, কার্য্য-স্বরূপ, আর বাক্ মনঃ চক্ষু শ্রোত্র ইহার কারণ স্বরূপ। ইহারা স্পর্দ্ধা করিয়া প্রত্যেকেই শরীর ধারণ ব্যাপারে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে। শ্রেষ্ঠ প্রাণ কহিলেন—তোমরা অবিবেক বশতঃ ভ্রান্ত হইও না, কারণ আমিই পঞ্চধা যজ্ঞ হইয়া শরীরকে ধারণ করি। তাহারা তদ্বাক্যে আস্থাবান্ হইল না।

ইন্দ্রিয়গণের অনাস্থা দেখিয়া মুখ্য প্রাণ উৎক্রমণ করিবার উপক্রম করিলে ইন্দ্রিয়গণেরও উৎক্রান্ত হইবার উপক্রম হইল। পরে মুখ্য প্রাণ স্থির হইলে, সকলে স্থির হইল।

দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—মধুচক্রের মধুকর গুলির শ্রেষ্ঠটি ঊর্দ্ধে উড়িলে সকলে তার অনুসরণ করে। শ্রেষ্ঠ ফিরিয়া মধু-চক্রে অবস্থান করিলে সব স্থির। তখন সকলে প্রাণের স্তুতি করিতে লাগিল।

প্রাণ অগ্নিরূপে প্রজ্বলিত হন। সূর্য্যরূপে প্রকাশ পান। মেঘরূপে বারিবর্ষণ করেন। ইন্দ্র স্বরূপে প্রজাপালন করেন। সুরারিদের শাসন করেন। বায়ু পৃথিবী চন্দ্র সৎ অসৎ অমৃত সকলই তাঁহার স্বরূপ। ইন্দ্রই মুখ্য প্রাণ।

রথের চক্রের শলাকাগুলি যেরূপ প্রতিষ্ঠিত থাকে রথের নাভিতে, সেইরূপ বেদত্রয়, মন্ত্র-সমূহ, যজ্ঞকর্ম্মসকল, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ সকলই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত।

প্রজাপতি প্রাণ-স্বরূপ। প্রাণ পুত্র ও সর্ব্বাত্মক-রূপে পিতা-মাতা হইতে পুত্ররূপে জন্মান। ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট বিষয় আহরণ করে, প্রাণ তাহাদের আহৃত বস্তু গ্রহণ করেন এবং প্রাণ রক্ষার বিধান করেন। যজ্ঞাদিকার্য্যে প্রথমে অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। পিতৃগণের জন্য স্বধামন্ত্রে অর্পণ করিতে হয়। এই সকলের প্রাপক অগ্নিরূপে মুখ্য প্রাণ।

হে প্রাণ, তেজোবলে তুমি ইন্দ্র। তুমি রক্ষক রুদ্র। তুমি সূর্য্যরূপে অন্তরিক্ষে বিচরণ কর। তুমি জ্যোতিষ্কগণের পতি।

হে প্রাণ, তুমি মেঘরূপে বর্ষণ কর—ইহাতে প্রজারা আনন্দিত। কারণ বর্ষণে অন্নবৃদ্ধি, অন্ন সকলের বর্দ্ধনের হেতু। হে প্রাণ, আদিতে উৎপন্ন বলিয়া তুমি ব্রাত্য। তোমার সংস্কার কর্ত্তা কেহ নাই। সংস্কার-বিহীনতাহেতু তুমি ব্রাত্য। বস্তুতঃ কিন্তু তুমি বিশুদ্ধ। আমরা হবির দাতা, তুমি একর্ষি নামক অগ্নি। হে বায়ুরূপী প্রাণ, তুমি আমাদের পিতা।

হে প্রাণ, তোমার যে তনু, বাগিন্দ্রিয়ে শ্রবণেন্দ্রিয়ে ও চক্ষুরিন্দ্রিয়ে প্রতিষ্ঠিত, যাহা মনের মধ্যে কামনা-রূপে অবস্থিত তাহা শান্ত কর। উৎক্রমণ করিও না। দেহ হইতে বহির্গমন করিও না।

যাহা ইহজগতে ভোগ্য, যাহা স্বর্গে ভোগ্য, সকলই প্রাণের বশীভূত। হে প্রাণ, তুমি মাতার মত পালন কর। আমাদিগকে দৈহিকশ্রী ও আন্তরিক প্রজ্ঞা দান কর।

এই সকল মন্ত্র দ্বারা সিদ্ধান্ত হইল যে প্রাণই ঈশ্বর।

দ্বিতীয় প্রশ্ন সমাপ্ত

প্রশ্ন-শ্রুতি

তৃতীয় প্রশ্ন

উপনিষদ্-ভাবনা

আশ্বলায়ন প্রশ্ন করিলেন মহর্ষি পিপ্পলাদকে—এই প্রাণ কোথা হইতে আসিয়া জন্মিয়া থাকে? কি প্রকারে প্রাণ বিভিন্ন ভাগে নিজেকে ভাগ করিয়া দেহের মধ্যে থাকে ও দেহ হইতে চলিয়া যায়? কি প্রকারে অধিভূত অধিদৈব ও অধ্যাত্ম বিষয় ধারণ করে?

প্রশ্ন শুনিয়া পিপ্পলাদ সুখী হইলেন—বলিলেন, প্রাণ-বিষয়ক প্রশ্ন কঠিন। তুমি ব্রহ্মবিৎ বট। উত্তর দিতেছি, শোন। আত্মা হইতে প্রাণ জন্মে। দেহ যেমন ছায়ার প্রাণ সেই রূপ আত্মা পুরুষের প্রাণ। মনঃ-সম্পাদিত সংস্কারাদি দ্বারা প্রাণ স্থূলদেহে প্রবেশ করে।

রাজা যেমন অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের শাসন করিবার জন্য গ্রাম-সমূহে নিযুক্ত করিয়া দেন, সেইরূপ মুখ্য প্রাণ অপরাপর প্রাণ-সমূহকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিজ নিজ কার্য্যে প্রয়োগ করেন।

স্বয়ং প্রাণ আপনাকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া শরীরের মালিন্য অপসারণের জন্য অপান বায়ুকে পায়ু ও উপস্থ দেশে

নিযুক্ত করেন। মুখ ও নাসিকা পথে নির্গলিত হইয়া স্বয়ং প্রাণ চক্ষু ও কর্ণে অবস্থান করেন।

প্রাণ ও অপানের মধ্যস্থলে থাকিয়া—নাভিস্থিত সমানবায়ু ভুক্তদ্রব্যের সমতা করেন। হৃদয়স্থ প্রাণবায়ু হইতেই সপ্ত সংখ্যক দীপ্তি নির্গত হয় (দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসাছিদ্র ও মুখ)।

আত্মা হৃদয়ে অবস্থিত। হৃদয় মধ্যে একশত একটি নাড়ী আছে। তার এক একটির সঙ্গে একশত এক বিভাগ যুক্ত নাড়ী আছে। প্রত্যেক শাখা নাড়ীতে বায়াত্তর খানা নাড়ী যুক্ত আছে। এই সব নাড়ীর মধ্যে "ব্যান" বায়ু বিচরণ করে।

একশত একটি প্রধান নাড়ী মধ্যে সুষম্না উধ্বর্গামী। ঐ নাড়ী পথে উদান বায়ু পা হইতে মাথা পর্যন্ত উধ্বের্ থাকিয়া জীবকে পুণ্য কার্য্য জনিত পুণ্যলোকে ও পাপজনিত পাপলোকে অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে নিয়া যায়। পাপপুণ্য সমান হইলে মনুষ্য-লোকে যায়।

আদিত্যই বাহ্য প্রাণ। ইনি চক্ষুতে অধিষ্ঠিত প্রাণকে অনুগৃহীত করিয়া উদিত হন। পৃথিবী-অভিমানী দেবতা, পুরুষের অপান বায়ুকে অধোদিকে আকৃষ্ট করিয়া বর্ত্তমান। পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যস্থ বায়ু, সমান-বায়ু নামে শরীরের মধ্যে অবস্থিত। বহির্জগতের সমান-বায়ু, ব্যাপকত্ব হেতু ব্যান-বায়ু নামে কথিত। দেহ মধ্যে ও বহির্জগতে ব্যাপ্তিরূপ সমাজ ধর্ম্মই ব্যান-বায়ুর অনুগ্রহ।

বহির্জগতের সাধারণ বায়ু ব্যাপকত্ব হেতু ব্যান-বায়ু নামে

কথিত। দেহমধ্যে ও বহির্জগতে ব্যাপ্তিরূপ সমান ধর্ম্মই ব্যান বায়ুর অনুগ্রহ।

যাহা বহির্জগতে তেজ• তাহাই দেহে উদানবায়ু্। এই বায়ুই শরীর হইতে নির্গত হয়। লোকের সাধারণ তেজ যখন নষ্ট হয় তখন তাকে বলে উপশান্ত-তেজা। ইন্দ্রিয়গণ যখন মনে বিলীন হইয়া যায় তখন পুনর্ভব বা দেহান্তর-প্রাপ্তি হয়।

মৃত্যুর ক্ষণে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া লুপ্ত হইয়া যায়। কেবল মুখ্য প্রাণের ক্রিয়া থাকে। জীবাত্মা মুখ্য প্রাণকে অবলম্বন করে। মুখ্য প্রাণ, উদান বায়ু্ সহযোগে সংকল্পানুযায়ী লোকে লইয়া যায়।

(সংকল্পিতং অর্থে—পুণ্যপাপ-কর্ম্ম-বশাৎ যথাভিপ্রেতম্)

যে জ্ঞানী ব্যক্তি প্রাণ-তত্ত্ব জানেন তাঁর সন্তান-বিয়োগ হয় না। তিনি অমৃতময় হন।

পরমাত্মা হইতে প্রাণের উৎপত্তি, দেহে আগমন, বায়ুর নানা স্থানে অবস্থিতি, ইন্দ্রিয়ের উপব পঞ্চ প্রকার প্রভুত্ব, এবং আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক রূপ—ইহা জানিয়া, এই ভাবে প্রাণের উপাসনা করিয়া জ্ঞাতা অমরত্ব প্রাপ্ত হন।

তৃতীয় প্রশ্ন সমাপ্ত।

প্রশ্ন-শ্রুতি

চতুর্থ প্রশ্ন

উপনিষদ্-ভাবনা

সৌর্য্যায়ণী প্রশ্ন করিলেন মহর্ষি পিপ্পলাদকে—এই পুরুষ-শরীরে কাহারা নিদ্রা যান? কাহারাই বা জাগ্রত থাকেন? কোন্ দেবতা স্বপ্ন দর্শন করেন। সুখবোধ হয় কাহার? কোথায় সকলে একীভূত হন?

মহর্ষি উত্তর করিলেন—অস্তগামী সূর্য্যের রশ্মি সকল যেরূপ তেজোমণ্ডলে একীভূত হয় আবার উদয়-সময় সেই রশ্মি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ ইন্দ্রিয় সকল মনোমধ্যে একীভূত হয়, তখন নিদ্রা হয়। মানুষ তখন শ্রবণ দর্শন আঘ্রাণ কথা-বলা ইত্যাদি কোন ইন্দ্রিয়ের কার্য্যই করিতে পারে না, লোকে বলে সে তখন নিদ্রা যাইতেছে।

ইন্দ্রিয়গণ সুপ্ত হইলে অগ্নি-সদৃশ পঞ্চ বায়ু জাগ্রত থাকে। অপান-বায়ু গার্হপত্য অগ্নি, প্রাণ আহবনীয় অগ্নি, ব্যান-বায়ু দক্ষিণাগ্নি। ব্যান বায়ু হৃদয় হইতে দক্ষিণ নাড়ীরন্ধ্রে প্রবাহিত, এই জন্য দক্ষিণাগ্নি-স্থানীয়। গার্হপত্য অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় না, এই জন্য অপান গার্হপত্যস্থানীয় ও প্রাণ আহবনীয়-স্থানীয়।

শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ দুইটি আহুতিকে সমতা করায়, এই জন্য

সমানবায়ু হোতা। মন যজ্ঞের যজমান। উদানবায়ু অভীষ্ট ফলদ। কারণ উদান-বায়ু যজমানকে প্রতিদিন ব্রহ্ম প্রাপ্তি করায়। উদান বায়ু সুষুম্না নাড়ীতে সঞ্চরণকারী। সুষুপ্তি-কালে, সমাধি-কালে ব্রহ্মপ্রাপ্তির ঐ পথ।

মনই স্বপ্ন দর্শন করে। আত্মা নহে। স্বপ্নাবস্থায় মন নিজ মহিমা অনুভব করে। যাহা পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে, শ্রুত হইয়াছে, দেশান্তরে কালান্তরে যাহা অনুভূত হইয়াছে, স্বপ্নে বারংবার তাহাই দেখেন শোনেন অনুভব করেন। পূর্ব্ব জন্মে যাহা হইয়াছে তাহাও দেখেন। যাহা সত্য, যাহা ভ্রম, সমস্তই আত্মা দর্শন করেন মনের বাসনায় উপহিত হইয়া।

মনোরূপ দেবতার সংস্কার সকল উদ্বোধিত হইবার দ্বার যখন বন্ধ হয় তেজ কর্ত্তৃক, তখন মন আর স্বপ্ন দর্শন করে না, তখন সুষুপ্তি হয়। তখন আত্মার সুখ-স্বরূপতা অনুভূত হয়। আত্মা স্বরূপানন্দে অবস্থিত থাকেন। কিন্তু সুখটি যেন শরীরে অনুভূত হইতেছে এইরূপ মনে হয়।

পাখী যেমন সন্ধ্যায় আবাস-বৃক্ষের দিকে ধাবিত হয় সেইরূপ সকল পদার্থ আত্মাতে সম্যক্ ভাবে লয় প্রাপ্ত হয়।

পৃথিবী গন্ধ-তন্মাত্র, জল রস-তন্মাত্র, তেজ রূপতন্মাত্র, বায়ু স্পর্শতন্মাত্র, আকাশ শব্দতন্মাত্র, চক্ষু রূপ, কর্ণ শব্দ, নাসিকা গন্ধ, রসনা রস, স্পর্শেন্দ্রিয় ও তদ্বিষয়; বাগিন্দ্রিয় ও বাক্য, দুই হস্ত ও গ্রহণীয় বস্তু, দুই পা ও গমনের স্থান, পায়ু উপস্থ ও তৎ তৎ বিষয়, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত, ও তৎ তৎ বিষয়; তেজ ও প্রাণ শক্তি

—এই সমস্তই সংহতভাবে মিলিত হইয়া আত্মাতে বিলীন হইয়া থাকে। এই আত্মাই দ্রষ্টা, শ্রোতা, আঘ্রাণকর্ত্তা, রসাস্বাদনকর্ত্তা, মননকর্ত্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা, বিজ্ঞানাত্মা ও পুরুষ। পরম অক্ষর স্বরূপ আত্মাতে সকলই সম্যক্ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

যিনি সেই অচ্ছায় (অজ্ঞান-রহিত), জড়-শরীর-বর্জ্জিত, লোহিতাদি-গুণবর্জ্জিত, বিশুদ্ধ, অক্ষর পুরুষকে জানেন—তিনি সর্ব্বজ্ঞ হন, সর্ব্বাত্মক হন।

বিজ্ঞানাত্মা চৈতন্য, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ সহ, প্রাণ ও ভূত-সমূহ যাহাতে প্রবেশ করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাঁহাকে যিনি জানেন, হে সৌম্য! তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বস্বরূপ হন।

চতুর্থ প্রশ্ন সমাপ্ত।

প্রশ্ন-শ্রুতি

পঞ্চম প্রশ্ন

উপনিষদ্-ভাবনা

সত্যকাম প্রশ্ন করিলেন মহর্ষি পিপ্পলাদের নিকট। যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন প্রণবের অভিধ্যান করেন, তিনি কোন্ লোক জয় করেন ?

মহর্ষি কহিলেন। হে সত্যকাম, পরব্রহ্ম অপরব্রহ্ম সবই ওঁকার স্বরূপ। এই জন্য জ্ঞানী ব্যক্তি প্রণব প্রতীক অবলম্বনে পরব্রহ্ম বা অপরব্রহ্ম উপাসনা অনুসারে অনুগমন করেন।

ওঁকারের সমস্ত মাত্রাগুলি না পারিলেও যিনি অকার-মাত্রাত্মক প্রণবের অভিধ্যান করেন তিনি সদ্গতি লাভ করিয়া থাকেন। ইহার সম্পূর্ণ মাত্রার অঙ্গহানি হইলেও সাধক দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। একমাত্র ধ্যানের ফলেই মনুষ্যলোকে সমাগত হন। কারণ ঋগ্বেদাত্মক একমাত্রা মনুষ্যদেহ প্রাপ্তি করায়। দেহ পাইয়া তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইয়া তিনি ঈশ্বরের মহিম অনুভব করেন.

যদি তিনি ওঁকারের দ্বিতীয় মাত্রা ধ্যান করেন, তাহা হইলে যজুর্বেদ-স্বরূপ অন্তঃকরণ লাভ করেন, মৃত্যুর পর সোমলোকে নীত হন। তারপর সোমলোকের বিভূতি ভোগ করিয়া পুন মনুষ্য লোকে আসেন।

যিনি মাত্রাত্রয়-বিশিষ্ট "ওঁ" অক্ষর দ্বারা সূর্যলোকস্থ পরম পুরুষকে ধ্যান করেন, তিনি দেহান্তে তেজোময় সূর্য্যে মিলিত হন। সর্প যেমন জীর্ণ ত্বক্ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ লয়, সেইরূপ ত্রিমাত্রা ওঁকার উপাসনাকারী পাপমুক্ত হন ও সামবেদ কর্তৃক উর্ধ্বে ব্রহ্ম-লোকে উন্নীত হইয়া থাকেন। তিনি সমষ্টি জীবের অন্তরাত্মা হৃদয়স্থ পরম পুরুষের দর্শন করিয়া থকেন।

এ সম্বন্ধে দুটি মন্ত্র আছে—প্রণবের তিনমাত্রাকে পৃথক্ ভাবে ধ্যান করিলে মৃত্যুর হাত এড়ান যায় না। কিন্তু তিন-মাত্রার একীকরণে ধ্যান করিলে জ্ঞানী পুরুষ কোন অবস্থাতেই ভয়ে বিচলিত হন না।

ঋগ্ মন্ত্র দ্বারা সাধক মানব যুক্ত পৃথ্বীলোক, যজুঃমন্ত্র দ্বারা অন্তরিক্ষস্থ চন্দ্রলোক, সামমন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। এই গোপনীয় বিষয় পণ্ডিতমাত্রই জানেন।

ওঁকার সাধনা দ্বারা অক্ষর, সত্য স্বরূপ, অজর, অমৃত, অভয়, শ্রেষ্ঠ পুরুযাখ্য ব্রহ্ম লাভ হইতে পারে।

ইতি পঞ্চম প্রশ্ন

ষষ্ঠ প্রশ্ন

সুকেশা জিজ্ঞাসা করিলেন মহর্ষিকে—ষোড়শ-কলা-বিশিষ্ট পুরুষ কোথায় থাকেন?

মহর্ষি বলিলেন—শরীরের মধ্যস্থিত হৃৎপদ্ম মধ্যে যে আকাশ অবস্থিত সেইখানে পুরুষ বিদ্যমান। সেই পুরুষ চিন্তা করিলেন

এই দেহ হইতে কে উৎক্রান্ত হইলে আমিও চলিয়া যাইব ? আর কে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে আমিও থাকিব ? সেই পুরুষ প্রাণ সৃষ্টি করিলেন, প্রাণ হইতে শ্রদ্ধাকে সৃষ্টি করিলেন, অতঃপর আকাশ। বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন, বীর্য্য, তপস্যা মন্ত্র, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম, লোকসমূহ ও নামও সৃষ্টি করিলেন।

নদীসমূহ সমুদ্রে পৌঁছিলে অদৃশ্য হয়—নাম-রূপ বিনষ্ট হয়। তাহারা সমুদ্র নামেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সেইরূপ দ্রষ্টা পুরুষেরও এই ষোড়শকলা পুরুষকে পাইয়া আত্মভাব বিলুপ্ত হইয়া থাকে। নামরূপাদি বিলুপ্ত হইলে যাহা থাকে তাহাই পুরুষ। তিনি বিদ্বান্ অকল অর্থাৎ কলাতে অভিমান ত্যাগ করিয়া অমৃত হইয়া থাকেন। এ বিষয় মন্ত্র দেখুন—

রথ চক্রের নাভি-সংস্থিত শলাকার ন্যায় ষোড়শী কলা যে পুরুষে আশ্রিত, তাঁকে জানিতে পারিলে অমর হইবে।

ছয় জন শিষ্যকে ঋষি বলিলেন আমি পরব্রহ্ম সম্বন্ধে এই পর্যন্ত জানি। এর বেশী আর জ্ঞাতব্য নাই।

মহর্ষিকে বিশেষ ভাবে অর্চ্চনা করিয়া শিষ্যগণ কহিলেন—আপনি আমাদের পিতা, যেহেতু আপনি আমাদিগকে অবিদ্যা হইতে মুক্ত করাইয়া জ্ঞানসমুদ্রের পরপারে আনিয়াছেন। ভবাদৃশ ব্রহ্মবিদ্যা-প্রবর্ত্তক ঋষি-সম্প্রদায়কে বিনীত নমস্কার করি।

প্রথম প্রশ্ন প্রজাসৃষ্টি বিষয়ক। উত্তরে মিথুনসৃষ্টি, প্রজাপতিব্রত ও ফলশ্রুতি বলিয়াছেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন প্রাণ-দেবতার সংখ্যা ও মহত্ত্ব বিষয়ক। উত্তরে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের সংখ্যা,

প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব ও ইন্দ্রিয়গণের প্রাণের উদ্দেশ্যে স্তুতি ও উপহার দান বলিয়াছেন। তৃতীয় প্রশ্নে প্রাণের উৎপত্তি স্থিতি ও আগমন বহির্গমন বিষয়ক। উত্তরে প্রাণের উৎপত্তি হৃদয়ে, শতাধিক নাড়ীর কথা ও বৃত্তির ভেদ বলা হইয়াছে।

চতুর্থ প্রশ্নে স্বপ্নাদিবিষয়ক নানাবিধ প্রশ্ন। তদুত্তরে স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণের লয়, আত্মার বিষয়ানুভূতি, পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। পঞ্চম প্রশ্নে ওঁকার ধ্যানের কথা। উত্তরে ব্রহ্মোপাসনা ও তৎফল বলিয়াছেন। ষষ্ঠ প্রশ্ন ষোড়শকলা-বিশিষ্ট পুরুষ সম্বন্ধে। উত্তরে ঋষিবাক্য, পুরুষ কর্ত্তৃক সৃষ্টি-চিন্তা, ষোড়শকলার উৎপত্তি-লয় সম্বন্ধে আলোচনা। যে পুরুষ সর্ব্বাশ্রয় রূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাকে জানিলে আর মরণজনিত ভীতি থাকে না—তাঁহার কথা আলোচনা করেন। প্রাণতত্ত্ব ও প্রণবতত্ত্ব এই শ্রুতির মুখ্য আলোচ্য।

ষষ্ঠ প্রশ্ন সমাপ্ত

ইতি প্রশ্ন-শ্রুতিতে উপনিষদ্‌-ভাবনা সমাপ্তা।

ঈশোপনিষৎ

শান্তিপাঠঃ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে ।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্ ॥ ১

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥ ২

অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥ ৩

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥ ৪

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে ।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥ ৫

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি ।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥ ৬

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥ ৭
স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছা-
শ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ ৮
অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥ ৯
অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়াঽন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥ ১০
বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥ ১১
অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥ ১২
অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥ ১৩
সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে॥ ১৪
হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥ ১৫
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য
ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজঃ।
যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি,
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥ ১৬

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥ ১৭
অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম ॥ ১৮
ইতি বাজসনেয়সংহিতায়া মীশোপনিষৎ সম্পূর্ণা ॥

কেনোপনিষৎ

শান্তিপাঠঃ

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদং মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণং মেঽস্তু, অনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মা স্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

প্রথমঃ খণ্ডঃ

ওঁ কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ, কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ। কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি, চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥ ১

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্, বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ। চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ, প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ২

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি, ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো, যথৈতদনুশিষ্যাৎ ॥ ৩

অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।
ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে ॥ ৪
যদ্বাচাঽনভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৫
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৬
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৭
যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৮
যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৯
ইতি কেনোপনিষদি প্রথমঃ খণ্ডঃ

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্। যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু মীমাংস্যমেব তে, মন্যে বিদিতম্ ॥ ১

নাহং মন্যে সুবেদেতি, নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ, নো ন বেদেতি বেদ চ ॥ ২
যস্যামতং তস্য মতং, মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং, বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥ ৩

প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্যং, বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্ ॥ ৪

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি, ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ, প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ৫

ইতি কেনোপনিষদি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে। তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত। ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি ॥ ১

তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ ; তেভ্যো হ প্রাদুর্বভূব ; তন্ন ব্যজানন্ত কিমিদং যক্ষমিতি ॥ ২

তেঽগ্নিমব্রুবন—জাতবেদ এতদ্বিজানীহি, কিমেতদ্ যক্ষমিতি ; তথেতি ॥ ৩

তদভ্যদ্রবত্তমভ্যবদৎ কোঽসীতি। অগ্নির্বা অহমস্মীত্যব্রবীজ্জাতবেদা বা অহমস্মীতি ॥ ৪

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্যমিতি। অপীদং সর্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥ ৫

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি ; তদুপপ্রেয়ায় সর্বজবেন, তন্ন শশাক দগ্ধুম্। স তত এব নিববৃতে—নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ৬

অথ বায়ুমব্রুবন্—বায়বেতদ্বিজানীহি, কিমেতদ্ যক্ষমিতি ; তথেতি ॥ ৭

তদভ্যদ্রবৎ, তমভ্যবদৎ—কোঽসীতি ; বায়ুর্বা অহমস্মীত্য-ব্রবীন্ মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি ॥ ৮

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্যমিতি : অপীদং সর্বমাদদীয় যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥ ৯

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি ; তদুপপ্রেয়ায় সর্বজবেন, তন্ন শশাকাদাতুম্ ; স তত এব নিববৃতে—নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ১০

তথেন্দ্রমব্রুবন্—মঘবন্নেতদ্ বিজানীহি, কিমেতদ্ যক্ষমিতি ; তথেতি। তদভ্যদ্রবৎ, তস্মাৎ তিরোদধে ॥ ১১

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানাম্ উমাং হৈমবতীম্। তাং হোবাচ—কিমেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ১২

ইতি কেনোপনিষদি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

চতুর্থঃ খণ্ডঃ

সা ব্রহ্মেতি হোবাচ, ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি। ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ১

তস্মাদ্ বা এতে দেবা অতিতরামিবান্যান্ দেবান্—যদগ্নির্বায়ু-রিন্দ্রঃ, তে হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পৃশুস্তে হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥

তস্মাদ্বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্, স হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ, স হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ৩

তস্যৈষ আদেশো—যদেতদ্বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদা ইতীন্ন্যমীমিষদা—ইত্যধিদৈবতম্ ॥ ৪

অথাধ্যাত্মং—যদেতদ গচ্ছতীব চ মনোঽনেন চৈতদুপস্মরত্যভীক্ষ্ণং সঙ্কল্পঃ ॥ ৫

তদ্ধ তদ্বনং নাম, তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্। স য এতদেবং বেদাভি হৈনং সর্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি ॥ ৬

উপনিষদং ভো ব্রূহীতি ; উক্তা ত উপনিষদ্, ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি ॥ ৭

তস্যৈ তপো দমঃ কর্মেতি প্রতিষ্ঠা, বেদাঃ সর্বাঙ্গানি, সত্যমায়তনম্ ॥ ৮

যো বা এতামেবং বেদ, অপহত্য পাপ্‌মানমনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি, প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৯

ইতি কেনোপনিষদি চতুর্থঃ খণ্ডঃ

কঠোপনিষৎ

শান্তিপাঠঃ

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

প্রথমা বল্লী

ওঁ উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ববেদসং দদৌ
তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস ॥ ১

তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাসু শ্রদ্ধাবিবেশ.
সোঽমন্যত ॥ ২

পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ ॥ ৩

স হোবাচ পিতরং তত কস্মৈ মাং দাস্যসীতি।
দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তং হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি ॥ ৪

বহূনামেমি প্রথমো বহূনামেমি মধ্যমঃ।
কিং স্বিদ্ যমস্য কর্তব্যং যন্ময়াঽদ্য করিষ্যতি ॥ ৫

অনুপশ্য যথা পূর্বে প্রতিপশ্য তথাঽপরে।
শস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ ॥ ৬

বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহান্।
তস্যৈতাং শান্তিং কুর্বন্তি হর বৈবস্বতোদকম্॥ ৭
আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সূনৃতাং চেষ্টাপূর্তে পুত্রপশূংশ্চ সর্বান্।
এতদ্ বৃঙ্‌ক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে॥ ৮
তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে মেঽনশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ।
নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেঽস্তু তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব॥ ৯
শান্তসংকল্পঃ সুমনা যথা স্যাদ্ বীতমন্যুর্গৌতমো মাঽভি মৃত্যো।
ত্বৎপ্রসৃষ্টং মাঽভিবদেৎ প্রতীত এতৎ ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে॥ ১০
যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীত ঔদ্দালকিরারুণির্মৎপ্রসৃষ্টঃ।
সুখং রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যুস্ত্বাং দদৃশিবান্ মৃত্যুমুখাৎ
প্রমুক্তম্॥ ১১
স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বাঽশনায়াপিপাসে শোকাতিগো মোদতে
স্বর্গলোকে॥ ১২
স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো প্রব্রূহি ত্বং শ্রদ্দধানায় মহ্যম্।
স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্ত এতদ্দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ॥ ১৩
প্র তে ব্রবীমি তদু মে নিবোধ স্বর্গ্যমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্।
অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং বিদ্ধি ত্বমেতং নিহিতং
গুহায়াম্॥ ১৪
লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ যা ইষ্টকা যাবতীর্বা যথা বা।
স চাপি তৎ প্রত্যবদদ্ যথোক্তমথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ॥ ১৫
তমব্রবীৎ প্রীয়মাণো মহাত্মা বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ।
তবৈব নাম্না ভবিতাঽয়মগ্নিঃ সৃঙ্কাঞ্চেমামনেকরূপাং গৃহাণ॥ ১৬

ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং ত্রিকর্মকৃৎ তরতি জন্মমৃত্যূ।
ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১৭
ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্বিদিত্বা য এবং বিদ্বাংশ্চিনুতে নাচিকেতম্।
স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য শোকাতিগো মোদতে
স্বর্গলোকে ॥ ১৮

এষ তেঽগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যো যমবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ।
এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাসস্তৃতীয়ং বরং নচিকেতো
বৃণীষ্ব ॥ ১৯

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াঽহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥ ২০
দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা ন হি সুবিজ্ঞেয় মণুরেষ ধর্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্ ॥ ২১
দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন সুবিজ্ঞেয়মাথ।
বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো নান্যো বরস্তুল্য এতস্য
কশ্চিৎ ॥ ২২

শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্।
ভূমের্মহদায়তনং বৃণীষ্ব স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি ॥ ২৩
এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং বৃণীষ্ব বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ।
মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি, কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি ॥ ২৪
যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্যলোকে সর্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।
ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্যা নহীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।
আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব নচিকেতো মরণং
মাঽনুপ্রাক্ষীঃ ॥ ২৫

শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে॥ ২৬

ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেৎ ত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং ববস্তু মে ববণীয়ঃ স এব॥ ২৭

অজীর্যতামমৃতানামুপেত্য জীর্যন্ মর্ত্যঃ ক্বধঃস্থঃ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদানতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত॥ ১৮

যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।
যোঽয়ং ববো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে॥ ২৯

প্রথমে অধ্যায়ে প্রথমবল্লী

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

দ্বিতীয়া বল্লী

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো
বৃণীতে॥ ১

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধারোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগ-
ক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥ ২

স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামানভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্য-
স্রাক্ষীঃ।
নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ॥ ৩

দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।
বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে ন ত্বা কামা বহবোঽলোলুপন্ত ॥ ৪

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥ ৫

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে ॥ ৬

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ। আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধাশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥ ৭

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ ॥ ৮

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তাঽন্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি ত্বাদৃঙ্ নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা ॥ ৯

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ। ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নিরনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্ ॥ ১০

কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং ক্রতোরানন্ত্যমভয়স্য পারম্।
স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং দৃষ্ট্বা, ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ ॥ ১১

তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥ ১২

এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্যঃ প্রবৃহ্য ধর্ম্যমণুমেনমাপ্য। স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে ॥ ১৩

অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ ॥ ১৪

সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥ ১৫

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম হ্যেতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥ ১৬

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৭

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ১৮

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্। উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানাত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্। তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥ ২০

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ। কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি ॥ ২১

অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ২২

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥ ২৩

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো বাঽপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৪

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চোভে ভবত ওদনঃ। মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ ॥ ২৫

প্রথমে অধ্যায়ে দ্বিতীয়বল্লী

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

তৃতীয়া বল্লী

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥ ১

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্। অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি ॥ ২

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ ৩

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্। আত্মেন্দ্রিয়মনো-যুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৪

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ৫

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ৬

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ। ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি ॥

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ। স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ॥ ৮

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ৯

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ ১০

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥ ১১

এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ। ১২

যচ্ছেদ্ বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি। ১৩

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥ ১৪

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং, তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং, নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥ ১৫

নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্। উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ১৬

য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংসদি। প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে তদানন্ত্যায় কল্পতে ইতি॥ ১৭

প্রথমে অধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী সমাপ্তা

ইতি প্রথমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

প্রথমা বল্লী

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥ ১

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্। অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥ ২

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্। এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈ তৎ ॥ ৩

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ৪

য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ। ঈশানং ভূত-ভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈ তৎ ॥ ৫

যঃ পূর্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্বমজায়ত। গুহাং প্রাবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত। এতদ্বৈ তৎ ॥ ৬

যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী। গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী যা ভূতেভির্ব্যজায়ত। এতদ্বৈ তৎ ॥ ৭

অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা গর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ। দিবে দিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ। এতদ্বৈ তৎ ॥ ৮

যতশ্চোদেতি সূর্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি। তং দেবাঃ সর্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ ॥ ৯

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥ ১০

মনসৈবেদমাপ্তব্যাং নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ ১১

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি। ঈশানে ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈ তৎ॥ ১২

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ। ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ। এতদ্বৈ তৎ॥ ১৩

যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্বতেষু বিধাবতি। এবং ধর্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি॥ ১৪

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম॥ ১৫

ইতি দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে প্রথমা বল্লী।

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

দ্বিতীয়া বল্লী

পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ। অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে। এতদ্বৈ তৎ॥ ১

হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ হোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ॥ ২

ঊর্ধ্বং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি। মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে॥ ৩

অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ। দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈ তৎ॥ ৪

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্যো জীবতি কশ্চন। ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ ॥ ৫

হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্। যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥ ৬

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্ ॥ ৭

য এব সুপ্তেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ। তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ ॥ ৮

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ ৯

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ ১০

সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥ ১১

একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ ১২

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥ ১৩

তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দেশ্যং পরমং সুখম্। কথং নু তদ্‌-বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা ॥ ১৪

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥ ১৫

ইতি দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে দ্বিতীয়বল্লী

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

তৃতীয়া বল্লী

ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ। তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ ॥ ১

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্। মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ২

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ৩

ইহ চেদশকদ্ বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ। ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে ॥ ৪

যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে। যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্বলোকে। ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥ ৫

ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্‌ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ। পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ৬

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্। সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্ ॥ ৭

অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ। যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৮

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্। হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৯

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥ ১০

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্। অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ ॥ ১১

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥ ১২

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্য স্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ। অস্তীত্যেবোপ-লব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥ ১৩

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥ ১৪

যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ। অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনম্ ॥ ১৫

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥ ১৬

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ। তং বিদ্যাচ্ছুক্রম-মৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥ ১৭

মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা বিদ্যামেতাং যোগবিধিং চ

কৃৎস্নম্। ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যুরন্যোঽপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব ॥ ১৮

ইতি দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী

ইতি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

ইতি যজুর্ব্বেদীয়-কঠোপনিষৎ সমাপ্তা।

মুণ্ডকোপনিষৎ

প্রথমং মুণ্ডকম্

প্রথমঃ খণ্ডঃ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেব ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভি র্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈ স্তুষ্টুবাংস স্তনূভি র্ব্যাশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥
স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি ন স্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ওঁ ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা। স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম্ অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥ ১

অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাঽথর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম। স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্ ॥ ২

শৌনকো হ বৈ মহাশালেঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ—কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ॥ ৩

তস্মৈ স হোবাচ—দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবাপরা চ ॥ ৪

তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো-

ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জোতিষমিতি। অথ পরা—যয়া তদ-ক্ষরমধিগম্যতে ॥ ৫

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রবর্ণম চক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্।
নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥ ৬

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ, যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি, তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥ ৭

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে। অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসু চামৃতম্ ॥৯

যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেতদ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে ॥ ৯

ইতি প্রথমমুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রথমং মুণ্ডকম্

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

তদেতৎ সত্যম্—মন্ত্রেষু কর্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যংস্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি। তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে ॥ ১

যদা লেলায়তে হ্যর্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে। তদাজ্যভাগাবন্তরেণাহুতীঃ প্রতিপাদয়ে চ্ছ্রদ্ধয়া হুতম্।

যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাসম্ অচাতুর্মাস্যমনাগ্রয়ণমতিথিবর্জিতং চ। অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হুতম্ আসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি ॥ ৩

কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা। স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ ॥ ৪

এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু যথাকালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন্। তং নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্যস্য রশ্ময়ো যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধিবাসঃ ॥ ৫

এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চসঃ সূর্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি। প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চয়ন্ত্য এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥ ৬

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি ॥ ৭

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ। জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥ ৮

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ ॥ ৬ যৎ কর্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥ ৯

ইষ্টাপূর্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ। নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বেমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥ ১০

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষ্যচর্যাং চরন্তঃ। সূর্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা। ১১

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥ ১২

তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়। যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥ ১৩

ইতি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

ইতি প্রথমমুণ্ডকং সমাপ্তম্।

দ্বিতীয়ং মুণ্ডকম্

প্রথমঃ খণ্ডঃ

তদেতৎ সত্যম্।—যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ। তথাঽক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি ॥ ১

দিব্যো হ্যমূর্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ। অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥ ২

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ ৩

অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্বভূতান্তরাত্মা ॥ ৪

তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্যঃ সোমাৎ পর্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্। পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াম্ বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ ॥ ৫

তস্মাদৃচঃ সাম যজূংষি দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ সর্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ। সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্যঃ। ৬

তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি। প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্যং বিধিশ্চ ॥ ৭

সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ সপ্তার্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ। সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥ ৮

অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্ব্বে

স্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্ব্বরূপাঃ।

অতশ্চ সর্ব্ব ওষধয়ো রসাশ্চ

যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা ॥ ৯

পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম

তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্।

এতদ্যো বেদ নিহিতং গুহায়াং

সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য ॥ ১০

ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

দ্বিতীয়ং মুণ্ডকম্

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম

মহৎ পদমত্রৈতৎ সমর্পিতম্।

এজৎ প্রাণন্নিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং

পরং বিজ্ঞানাদ্ যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম্ ॥ ১

যদর্চিমদ্ যদণুভ্যোঽণু চ

যস্মিল্লোঁকা নিহিতা লোকিনশ্চ।

তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্‌মনঃ

তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি ॥২

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং
শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত।
আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা
লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি॥ ৩

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥ ৪

যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষ
মোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মান
মন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ॥

অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ
স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ।
ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং
স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৬

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি।
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।
মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা
প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥ ৭

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ ৮

হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥ ৯

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ১০

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্ধ্বঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ॥ ১১

ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

তৃতীয়ং মুণ্ডকম্

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥ ১

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽ-
নীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ
মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ২

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্ ।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ ৩
প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী ।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবা
নেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৪
সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্ ।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥ ৫
সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা
যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্ ॥ ৬
বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং
সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি ।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ
পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥ ৭
ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা ।

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-

স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥ ৮

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো

যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ ।

প্রাণৈশ্চিত্তং সর্বমোতং প্রজানাং

যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা ॥ ৯

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি

বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্ ।

তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাং-

স্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চয়েদ ভূতিকামঃ ॥ ১০

ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

তৃতীয়ং মুণ্ডকম্

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম

যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্ ।

উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামা-

স্তে শুক্রমেতদতিবর্তন্তি ধীরাঃ ॥ ১

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ

স কামভির্জায়তে তত্র তত্র ।

পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু

ইহৈব সর্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ॥ ২

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥ ৩

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাং-
স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥ ৪

সম্প্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
যে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি ॥ ৫

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ
সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্বে ॥ ৬

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা
দেবাশ্চ সর্বে প্রতি দেবতাসু।
কর্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা
পরেঽব্যয়ে সর্ব একীভবন্তি ॥ ৭

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃসমুদ্রেঽ-
স্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।

তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ

পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ৮

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ

ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।

তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং

গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি ॥ ৯

তদেতদৃচাভ্যুক্তম্—ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ

স্বয়ং জুহ্বত একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ।

তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত

শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্তু চীর্ণম্ ॥ ১০

তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ। নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীতে।

নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ ॥ ১১

ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ডঃ।

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ

শান্তিপাঠঃ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা

ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।

স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি-

র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বম্। তস্যোপব্যাখ্যানং—ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্বমোঙ্কার এব, যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব ॥ ১

সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম : অয়মাত্মা ব্রহ্ম ; সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ। ২

জাগরিতস্থানো বহিষ্প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ ॥ ৩

স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৪

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি, তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৫

এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্ ॥ ৬

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিষ্প্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা। স বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৭

সোঽয়মাত্মাঽধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রম্, পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদাঃ—অকার উকারো মকার ইতি ॥ ৮

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রা—আপ্তেরাদিমত্ত্বাদ্বা। আপ্নোতি হ বৈ সর্বান্ কামান্, আদিশ্চ ভবতি, য এবং বেদ ॥ ৯

স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্বা। উৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং, সমানশ্চ ভবতি. নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি. য এবং বেদ ॥ ১০

সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতের্বা : মিনোতি হ বা ইদং সর্বমপীতিশ্চ ভবতি, য এবং বেদ ॥ ১১

অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈতঃ। এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ, য এবং বেদ ॥ ১২

ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষৎ সমাপ্তা।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়-

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

শান্তিপাঠঃ

ওঁ শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শন্নো ভবত্বর্যমা। শন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্॥ ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ,
তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ॥

ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

প্রথমঃ শিক্ষাবল্ল্যধ্যায়ঃ

প্রথমঃ অনুবাকঃ

ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ ১

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে প্রথমোঽনুবাকঃ

দ্বিতীয়ঃ অনুবাকঃ

ওঁ শিক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ। মাত্রা বলম্। সাম সন্তানঃ। ইত্যুক্তঃ শিক্ষাধ্যায়ঃ ॥

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ।

তৃতীয়ঃ অনুবাকঃ

সহ নৌ যশঃ। সহ নৌ ব্রহ্মবর্চসম্। অথাতঃ সংহিতায়া উপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ। পঞ্চস্বধিকরণেষু। অধিলোকম-

ধিজ্যোতিষমধিবিদ্যমধিপ্রজমধ্যাত্মম্। তা মহাসংহিতা ইত্যাচক্ষতে। অথাধিলোকম্। পৃথিবী পূর্বরূপম্ দ্যৌরুত্তররূপম্। আকাশঃ সন্ধিঃ। বায়ুঃ সন্ধানম্। ইত্যধিলোকম্। ১

অথাধিজ্যোতিষম্। অগ্নিঃ পূর্বরূপম্। আদিত্য উত্তররূপম্। আপঃ সন্ধিঃ। বৈদ্যুতঃ সন্ধানম্ ইত্যধিজ্যোতিষম্॥ ২

অথাধিবিদ্যম্। আচার্যঃ পূর্বরূপম্। অন্তেবাস্যুত্তররূপম্। বিদ্যা সন্ধিঃ। প্রবচনং সন্ধানম্। ইত্যধিবিদ্যম্॥ ৩

অথাধিপ্রজম্। মাতা পূর্বরূপম্। পিতোত্তররূপম্। প্রজা সন্ধিঃ। প্রজননং সন্ধানম্ ইত্যধিপ্রজম্॥ ৪

অথাধ্যাত্মম্। অধরা হনুঃ পূর্বরূপম্। উত্তরা হনুরুত্তর-রূপম্। বাক্ সন্ধিঃ। জিহ্বা সন্ধানম্। ইত্যধ্যাত্মম্॥ ৫

ইতীমা মহাসংহিতাঃ। য এবমেতা মহাসংহিতা ব্যাখ্যাতা বেদ। সন্ধীয়তে প্রজয়া পশুভিঃ। ব্রহ্মবর্চসেনান্নাদ্যেন সুবর্গ্যেণ লোকেন॥ ৬

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়োঽনুবাকঃ

চতুর্থঃ অনুবাকঃ

যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপঃ। ছন্দোভ্যোঽধ্যমৃতাৎ সম্বভূব। স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু। অমৃতস্য দেবধারণো ভূয়াসম্। শরীরং মে বিচর্ষণম্। জিহ্বা মে মধুমত্তমা। কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্। ব্রহ্মণঃ কোশোঽসি মেধয়া পিহিতঃ। শ্রুতং মে গোপায়॥ ১

আবহন্তী বিতন্বানা কুর্বাণা চীরমাত্মনঃ। বাসাংসি মম গাবশ্চ। অন্নপানে চ সর্বদা। ততো মে শ্রিয়মাবহ। লোমশাং

পশুভিঃ সহ স্বাহা। আ মা যন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। বি মা যন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। প্র মা যন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। দমা যন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। শমা যন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা ॥ ২

যশো জনেঽসানি স্বাহা। শ্রেয়ান্ বস্যসোঽসানি স্বাহা। তং ত্বা ভগ প্রবিশানি স্বাহা। স মা ভগ প্রবিশ স্বাহা। তস্মিন্ সহস্রশাখে। নি ভগাহং ত্বয়ি মৃজে স্বাহা। যথাপঃ প্রবতা যন্তি। যথা মাসা অহর্জরম্। এবং মাং ব্রহ্মচারিণঃ। ধাতরায়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা। প্রতিবেশোঽসি প্র মা পাহি প্র মা পদ্যস্ব ॥ ৩ বিতন্বানা শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা।

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে চতুর্থোঽনুবাকঃ।

পঞ্চমঃ অনুবাকঃ

ভূর্ভুবঃ সুবরিতি বা এতাস্তিস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তাসামু হ স্মৈতাম্ চতুর্থীম্। মহাচমস্যঃ প্রবেদয়তে। মহ ইতি। তদ্‌ব্রহ্ম। স আত্মা। অঙ্গান্যন্যা দেবতাঃ। ভূরিতি বা অয়ং লোকঃ। ভুব ইত্যন্তরিক্ষম্। সুবরিত্যসৌ লোকঃ ॥ ১

মহ ইত্যাদিত্যঃ। আদিত্যেন বাব সর্বে লোকা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা অগ্নিঃ। ভুব ইতি বায়ুঃ। সুবরিত্যাদিত্যঃ। মহ ইতি চন্দ্রমাঃ। চন্দ্রমসা বাব সর্বাণি জ্যোতীংষি মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা ঋচঃ। ভুব ইতি সামানি। সুবরিতি যজূংষি ॥ ২

মহ ইতি ব্রহ্ম। ব্রহ্মণা বাব সর্বে বেদা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বৈ প্রাণঃ। ভুব ইত্যপানঃ। সুবরিতি ব্যানঃ। মহ ইত্যন্নম্। অন্নেন বাব সর্বে প্রাণা মহীয়ন্তে। তা বা এতাশ্চতস্রশ্চতুর্ধা।

চতস্রশ্চতস্রো বাহৃতয়ঃ। তা যো বেদ। স বেদ ব্রহ্ম। সর্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি ॥ ৩

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমোঽনুবাকঃ।

ষষ্ঠঃ অনুবাকঃ

স য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ। তস্মিন্নয়ং পুরুষো মনোময়ঃ। অমৃতো হিরণ্ময়ঃ। অন্তরেণ তালুকে। য এষ স্তন ইবাবলম্বতে। সেন্দ্রযোনিঃ। যত্রাসৌ কেশান্তো বিবর্ততে। ব্যপোহ্য শীর্ষকপালে। ভূরিত্যগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি। ভুব ইতি বায়ৌ ॥ ১

সুবরিত্যাদিত্যে। মহ ইতি ব্রহ্মণি। আপ্নোতি স্বারাজ্যম্। আপ্নোতি মনসস্পতিম্। বাক্পতিশ্চক্ষুষ্পতিঃ। শ্রোত্রপতি-র্বিজ্ঞানপতিঃ। এতত্ততো ভবতি। আকাশশরীরং ব্রহ্ম। সত্যাত্ম প্রাণারামং মন-আনন্দম্। শান্তিসমৃদ্ধমমৃতম্। ইতি প্রাচীনযোগ্যোপাস্স্ব ॥ ২

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে ষষ্ঠোঽনুবাকঃ।

সপ্তমঃ অনুবাকঃ

পৃথিব্যন্তরিক্ষং দ্যৌর্দিশোঽবান্তরদিশাঃ। অগ্নির্বায়ুরাদিত্যশ্চন্দ্রমা নক্ষত্রাণি আপ ওষধয়ো বনস্পতয়ঃ। আকাশ আত্মা। ইত্যধিভূতম্।

অথাধ্যাত্মম্—প্রাণো ব্যানোঽপান উদানঃ সমানঃ। চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাক্ ত্বক্। চর্ম মাংসং স্নাবাস্থি মজ্জা। এতদধি-

বিধায় ঋষিরবোচৎ। পাঙ্‌ক্তং বা ইদং সর্বম্‌। পাঙ্‌ক্তেনৈব পাঙ্‌ক্তং স্পৃণোতীতি ॥ ১

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে সপ্তমোঽনুবাকঃ।

অষ্টমঃ অনুবাকঃ

ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্বম্‌। ওমিত্যেতদনুকৃতির্হ স্ম বা অপ্যোং শ্রাবয়েত্যাশ্রাবয়ন্তি। ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওম্‌ শোমিতি শস্ত্রাণি শংসন্তি। ওমিত্যধ্বর্যুঃ প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি। ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি। ওমিত্যগ্নিহোত্রমনুজানাতি। ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ ব্রহ্মোপাপ্নবানীতি। ব্রহ্মৈবোপাপ্নোতি ॥ ৮

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে অষ্টমোঽনুবাকঃ।

নবমঃ অনুবাকঃ

ঋতঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। তপশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। দমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। শমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নিহোত্রঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। মানুষঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজনশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যমিতি সত্যবচা রাথীতরঃ। তপ ইতি তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ। স্বাধ্যায়প্রবচনে এবেতি নাকো মৌদ্‌গল্যঃ। তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ ॥ ৯

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে নবমোঽনুবাকঃ।

দশমঃ অনুবাকঃ

অহং বৃক্ষস্য রেরিব। কীর্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব। ঊর্ধ্বপবিত্রো বাজিনীব স্বমৃতমস্মি। দ্রবিণং সবর্চসম্। সুমেধা অমৃতোক্ষিতঃ। ইতি ত্রিশঙ্কোর্বেদানুবচনম্॥ ১০

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে দশমোঽনুবাকঃ।

একাদশঃ অনুবাকঃ

বেদমনূচ্যাচার্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি — সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্॥ ১

দেবপিতৃকার্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি॥ ২

নো ইতরাণি। যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়াসনে ন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্। অথ যদি তে কর্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ॥ ৩

যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তেষু বর্তেরন্। তথা তেষু

বর্তেথাঃ। এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্। এবমু চৈতদুপাস্যম্॥ ৪

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে একাদশোঽনুবাকঃ।

দ্বাদশঃ অনুবাকঃ

শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শন্নো ভবত্বর্যমা। শন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাবাদিষম্। ঋতমবাদিষম্। সত্যমবাদিষম্। তন্মামাবীৎ। তদ্বক্তারমাবীৎ। আবীন্মাম্। আবীদ্বক্তারম্॥ ১২

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে দ্বাদশোঽনুবাকঃ।

ইতি শিক্ষাধ্যায়ঃ প্রথমা বল্লী।

দ্বিতীয়ো ব্রহ্মানন্দবল্ল্যধ্যায়ঃ

প্রথমঃ অনুবাকঃ

ওঁ শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শন্নো ভবত্বর্যমা। শন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্॥ ১

সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ ২

ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। তদেষাঽভ্যুক্তা—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্।

সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি॥

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যোঽন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ। তস্যেদমেব শিরঃ। অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ।

অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ। অয়মাত্মা। ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ৩

ইতি ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে প্রথমোঽনুবাকঃ।

দ্বিতীয়ঃ অনুবাকঃ

অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। যাঃ কাশ্চ পৃথিবীং শ্রিতাঃ।
অথো অন্নেনৈব জীবন্তি। অথৈনদপি যন্ত্যন্ততঃ।
অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্বৌষধমুচ্যতে।
সর্বং বৈ তেঽন্নমাপ্নুবন্তি। যেঽন্নং ব্রহ্মোপাসতে।
অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্বৌষধমুচ্যতে।
অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে জাতান্যন্নেন বর্ধন্তে।
অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি তস্মাদন্নং তদুচ্যতে ॥ ইতি। ১

তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রাণ এব শিরঃ। ব্যানো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অপান উত্তরঃ পক্ষঃ। আকাশ আত্মা। পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ২

ইতি ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ।

তৃতীয়ঃ অনুবাকঃ

প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি। মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে।

প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্বায়ুষমুচ্যতে।
সর্বমেব ত আয়ুর্যন্তি। যে প্রাণং ব্রহ্মোপাসতে।
প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্বায়ুষমুচ্যতে॥ ইতি।

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ। অন্যোঽন্তরঃ আত্মা মনোময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য যজুরেব শিরঃ। ঋগ্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সামোত্তরঃ পক্ষঃ। আদেশ আত্মা। অথর্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ৩

ইতি ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে তৃতীয়োঽনুবাকঃ॥

চতুর্থঃ অনুবাকঃ

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন॥ ইতি।

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মান্মনোময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ। ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সত্যমুত্তরঃ পক্ষঃ। যোগ আত্মা। মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ৪

ইতি ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে চতুর্থোঽনুবাকঃ

পঞ্চমঃ অনুবাকঃ

বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে। কর্মাণি তনুতেঽপি চ।
বিজ্ঞানং দেবাঃ সর্বে। ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে।
বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ। তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি।
শরীরে পাপ্‌মনো হিত্বা। সর্বান্ কামান্ সমশ্নুতে॥ ইতি।

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রিয়মেব শিরঃ। মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দ আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ৫

ইতি ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে পঞ্চমোঽনুবাকঃ॥

ষষ্ঠঃ অনুবাকঃ

অসন্নেব স ভবতি। অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ। সন্তমেনং ততো বিদুঃ॥ ইতি॥

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্বস্য। অথাতোঽনুপ্রশ্নাঃ—উতাবিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য। কশ্চন গচ্ছতী ৩? আহো বিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য। কশ্চিৎ সমশ্নুতা ৩ উ?

সোঽকাময়ত—বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স

তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।

তদনুপ্রবিশ্য। সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তং চানিরুক্তঞ্চ। নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ। বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ। সত্যঞ্চানৃতঞ্চ। সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ৬

ইতি ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে ষষ্ঠোঽনুবাকঃ।

সপ্তমঃ অনুবাকঃ

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত।

তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎ সুকৃতমুচ্যতে॥ ইতি।

যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষোঽমন্বানস্য। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি—। ৭

ইতি ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে সপ্তমোঽনুবাকঃ॥

অষ্টমঃ অনুবাকঃ

ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্যঃ।

ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ ইতি।

সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি। যুবা স্যাৎ সাধুযুবাঽধ্যায়কঃ। আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স একো মানুষ আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ। ১

স একো মনুষ্যগন্ধর্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং মনুষ্যগন্ধর্বাণামানন্দাঃ। স একো দেবগন্ধর্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবগন্ধর্বাণামানন্দাঃ। স একঃ পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দাঃ। স এক আজানজানাং দেবানামানন্দঃ। ২

শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমাজানজানাং দেবানামানন্দাঃ। স একঃ কর্মদেবানাং দেবানামানন্দঃ। যে কর্মণা দেবানপিযন্তি। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং কর্মদেবানাং দেবানামানন্দাঃ। স একো দেবানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবানামানন্দাঃ। স এক ইন্দ্রস্যানন্দঃ। ৩

শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমিন্দ্রস্যানন্দাঃ। স একো বৃহস্পতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং বৃহস্পতেরানন্দাঃ। স একঃ প্রজাপতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ। স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। ৪

স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ। স য

এবংবিৎ। অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ৫

ইতি ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে অষ্টমোঽনুবাকঃ।

নবমঃ অনুবাকঃ

যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চন॥ ইতি।

এতং হ বাব ন তপতি। কিমহং সাধু নাকরবম্। কিমহং পাপমকরবমিতি। স য এবং বিদ্বানেতে আত্মানং স্পৃণুতে। উভে হ্যেবৈষ এতে আত্মানং স্পৃণুতে। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ॥ ৯

ইতি ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে নবমোঽনুবাকঃ।

তৃতীয়ঃ ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ঃ

প্রথমঃ অনুবাকঃ

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ। বরুণঃ পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তস্মা এতৎ প্রোবাচ—অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি। তং হোবাচ—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্‌ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্‌ত্বা—। ১

ইতি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে প্রথমোঽনুবাকঃ।

দ্বিতীয়ঃ অনুবাকঃ

অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্‌ত্বা—॥ ২

ইতি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ॥

তৃতীয়ঃ অনুবাকঃ

প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। প্রাণেন জাতানি জীবন্তি। প্রাণং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্‌ত্বা—॥ ৩

ইতি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে তৃতীয়োঽনুবাকঃ

চতুর্থঃ অনুবাকঃ

মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। মনসো হ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। মনসা জাতানি জীবন্তি। মনঃ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—॥ ৪

ইতি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে চতুর্থোঽনুবাকঃ।

পঞ্চমঃ অনুবাকঃ

বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি। বিজ্ঞানং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদবিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—॥ ৫

ইতি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে পঞ্চমোঽনুবাকঃ।

ষষ্ঠঃ অনুবাকঃ

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা। পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা। স য এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো

ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা॥ ৬

ইতি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে ষষ্ঠোঽনুবাকঃ।

সপ্তমঃ অনুবাকঃ

অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। তদ্ ব্রতম্। প্রাণো বা অন্নম্। শরীরমন্নাদম্। প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্। শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা। ৭

ইতি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে সপ্তমোঽনুবাকঃ।

অষ্টমঃ অনুবাকঃ

অন্নং ন পরিচক্ষীত। তদ্‌ব্রতম্। আপো বা অন্নম্। জ্যোতিরন্নাদম্। অপ্সু জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্। জ্যোতিষ্যাপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা॥ ৮

ইতি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে অষ্টমোঽনুবাকঃ।

নবমঃ অনুবাকঃ

অন্নং বহু কুর্বীত। তদ্‌ব্রতম্। পৃথিবী বা অন্নম্ আকাশোঽন্নাদঃ। পৃথিব্যামাকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা ॥ ১

ইতি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে নবমোঽনুবাকঃ।

দশমঃ অনুবাকঃ

ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত। তদ্‌ব্রতম্। তস্মাদ্ যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ। অরাধ্যস্মা অন্নমিত্যাচক্ষতে। এতদ্বৈ মুখতোঽন্নং রাদ্ধম্। মুখতোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। এতদ্বৈ মধ্যতোঽন্নং রাদ্ধম্। মধ্যতোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। এতদ্বা অন্ততোঽন্নং রাদ্ধম্। অন্ততোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। ১

য এবং বেদ। ক্ষেম ইতি বাচি। যোগক্ষেম ইতি প্রাণাপানয়োঃ। কর্মেতি হস্তয়োঃ। গতিরিতি পাদয়োঃ। বিমুক্তিরিতি পায়ৌ। ইতি মানুষীঃ সমাজ্ঞাঃ। অথ দৈবীঃ— তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ। বলমিতি বিদ্যুতি। ২

যশ ইতি পশুষু। জ্যোতিরিতি নক্ষত্রেষু। প্রজাতিরমৃতমানন্দ ইত্যুপস্থে। সর্বমিত্যাকাশে। তৎ প্রতিষ্ঠেত্যুপাসীত। প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি। তন্মহ ইত্যুপাসীত। মহান্ ভবতি। তন্মন ইত্যুপাসীত। মানবান্ ভবতি। ৩

তন্নম ইত্যুপাসীত। নম্যন্তেঽস্মৈ কামাঃ। তদ্‌ব্রহ্মেত্যুপাসীত। ব্রহ্মবান্ ভবতি। তদ্‌ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত। পর্যেণং

ম্রিয়ন্তে দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ। পরি যেঽপ্রিয়া ভ্রাতৃব্যাঃ। স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ। ৪

স য এবংবিৎ। অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। ইমাঁল্লোকান্ কামান্নীকামরূপ্যনুসঞ্চরন্। এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু। ৫

অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদোঽ২হমন্নাদোঽ২হমন্নাদঃ। অহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃৎ। অহমস্মি প্রথমজা ঋতা৩স্য। পূর্বং দেবেভ্যোঽমৃতস্য না৩ভায়ি। যো মা দদাতি স ইদেবমা৩বাঃ। অহমন্নমন্নমদন্তমা৩দ্মি। অহং বিশ্বং ভুবনমভ্যভবা৩ম্॥ সুবর্ণজ্যোতিঃ য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ॥ ৬

ইতি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে দশমোঽনুবাকঃ।

ভৃগুস্তস্মৈ যতো বিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তৎ ত্রয়োদশান্নং প্রাণং মনোবিজ্ঞানমিতি বিজ্ঞায় তং তপসা দ্বাদশ দ্বাদশানন্দ ইতি সৈষা দশান্নং ন নিন্দ্যাৎ। প্রাণঃ শরীরমন্নং ন পরিচক্ষীতাপো জ্যোতিরন্নং বহু কুর্বীত পৃথিব্যামাকাশ একাদশৈকাদশ। ন কঞ্চনৈকষষ্টিরেকান্নবিংশতিরেকান্নবিংশতিঃ॥ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ ভৃগুরিত্যুপনিষৎ॥ ইতি ভৃগুবল্লী সমাপ্তা॥ ৩

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষৎ সম্পূর্ণা॥

ঋগ্বেদীয়

ঐতরেয়োপনিষৎ

শান্তিপাঠঃ

ওঁ বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্; আবিরাবীর্ম এধি; বেদস্য ম আণীস্থঃ; শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ; অনেনাধীতেনাহোরাত্রান সংদধামি; ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি; তন্মামবতু, তদ্বক্তারমবতু; অবতু মাম, অবতু বক্তারম্, অবতু বক্তারম্।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

প্রথমঃ খণ্ডঃ

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি ॥ ১

স ইমাঁল্লোকানসৃজত—অম্ভো মরীচীর্মরমাপঃ। অদোঽম্ভঃ পরেণ দিবং, দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠা। অন্তরিক্ষং মরীচয়ঃ। পৃথিবী মরঃ। যা অধস্তাত্তা আপঃ ॥ ২

স ঈক্ষতেমে নু লোকা লোকপালান্নু সৃজা ইতি। সোঽদ্ভ্য এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্যামূর্চ্ছয়ৎ ॥ ৩

তমভ্যতপৎ। তস্যাভিতপ্তস্য মুখং নিরভিদ্যত যথাঽণ্ডম্। মুখাদ্বাক্, বাচোঽগ্নিঃ। নাসিকে নিরভিদ্যেতাম্, নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ, প্রাণাদ্ বায়ুঃ। অক্ষিণী নিরভিদ্যেতাম্, অক্ষিভ্যাং চক্ষুশ্চক্ষুষ আদিত্যঃ। কর্ণৌ নিরভিদ্যেতাম্, কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রং শ্রোত্রাদ্ দিশঃ। ত্বঙ্ নিরভিদ্যত, ত্বচো লোমানি, লোমভ্য ওষধিবনস্পতয়ঃ। হৃদয়ং নিরভিদ্যত, হৃদয়ান্মনো, মনসশ্চন্দ্রমাঃ। নাভির্নিরভিদ্যত, নাভ্যা অপানোঽপানান্মৃত্যুঃ। শিশ্নং নিরভিদ্যত, শিশ্নাদ্রেতো রেতসঃ আপঃ। ৪

ইতি প্রথমাধ্যায়ে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টা অস্মিন্ মহত্যর্ণবে প্রাপতন্। তমশনায়াপিপাসাভ্যামন্ববার্জৎ। তা এনমব্রুবন্নায়তনং নঃ প্রজানীহি, যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা অন্নমদামেতি ॥ ১

তাভ্যো গামানয়ৎ। তা অব্রুবন্ ন বৈ নোঽয়মলমিতি। তাভ্যোঽশ্বমানয়ৎ। তা অব্রুবন্—ন বৈ নোঽয়মলমিতি ॥ ২

তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ। তা অব্রুবন্—সুকৃতং বতেতি। পুরুষো বাব সুকৃতম্। তা অব্রবীৎ—যথায়তনং প্রবিশতেতি ॥ ৩

অগ্নির্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ, বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ, আদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বাক্ষিণী প্রাবিশৎ, দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবিশন্, ওষধিবনস্পতয়ো লোমানি ভূত্বা ত্বচং প্রাবিশন্, চন্দ্রমা মনো ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশৎ, মৃত্যুরপানো ভূত্বা নাভিং প্রাবিশৎ, আপো রেতো ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশন্ ॥ ৪

তমশনায়াপিপাসে অব্রূতাম—আবাভ্যামভি প্রজানীহীতি। তে অব্রবীৎ—এতাস্বেব বাং দেবতাস্বাভজাম্যেতাসু ভাগিন্যৌ করোমীতি। তস্মাৎ যস্যৈ কস্যৈ চ দেবতায়ৈ হবির্গৃহ্যতে ভাগিন্যাবেবাস্যামশনায়াপিপাসে ভবতঃ ॥ ৫

ইতি প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

স ঈক্ষতেমে নু লোকাশ্চ লোকপালাশ্চ। অন্নমেভ্যঃ সৃজা ইতি। ১

সোঽপোঽভ্যতপৎ: তাভ্যোঽভিতপ্তাভ্যো মূর্তিরজায়ত। যা বৈ সা মূর্তিরজায়তান্নং বৈ তৎ ॥ ২

তদেতদভিসৃষ্টং পরাঙত্যজিঘাংসৎ। তদ্বাচাঽজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোদ্বাচা গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনদ্বাচাঽগ্রহৈষ্যদভিব্যাহৃত্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৩

তৎ প্রাণেনাজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোৎ প্রাণেন গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনৎ প্রাণেনাগ্রহৈষ্যদভিপ্রাণ্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৪

তচ্চক্ষুষাজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোচ্চক্ষুষা গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনচ্চক্ষুষাঽগ্রহৈষ্যদ দৃষ্ট্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৫

তচ্ছ্রোত্রেণাজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোচ্ছ্রোত্রেণ গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনচ্ছ্রোত্রেণাগ্রহৈষ্যচ্ছ্রুত্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৬

তত্ত্বচাজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোৎ ত্বচা গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনৎ ত্বচাগ্রহৈষ্যৎ স্পৃষ্ট্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৭

তন্মনসাজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোন্মনসা গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনন্মনসাগ্রহৈষ্যদ্ ধ্যাত্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৮

তচ্ছিশ্নেনাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্নোচ্ছিশ্নেন গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনচ্ছিশ্নেনাগ্রহৈষ্যদ্ বিসৃজ্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৯

তদপানেনাজিঘৃক্ষৎ, তদাবয়ৎ। সৈষোঽন্নস্য গ্রহো যদ্বায়ুঃ অন্নায়ুর্বা এষ যদ্বায়ুঃ ॥ ১০

স ঈক্ষত কথং ন্বিদং মদৃতে স্যাদিতি। স ঈক্ষত কতরেণ প্রপদ্যা ইতি। স ঈক্ষত যদি বাচাভিব্যাহৃতম্, যদি প্রাণেনাভিপ্রাণিতম্, যদি চক্ষুষা দৃষ্টম্, যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতম্, যদি ত্বচা স্পৃষ্টম্, যদি মনসা ধ্যাতম্, যদ্যপানেনাভ্যপানিতম্, যদি শিশ্নেন বিসৃষ্টম্ অথ কোঽহমিতি ॥ ১১

স এতমেব সীমানং বিদার্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত। সৈষা বিদৃতির্নাম দ্বাঃ; তদেতন্নান্দনম্। তস্য ত্রয় আবসথাস্ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ। অয়মাবসথোঽয়মাবসথোঽয়মাবসথঃ ইতি ॥ ১২

স জাতো ভূতান্যভিব্যৈখ্যৎ কিমিহান্যং বাবদিষদিতি। স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমমপশ্যদিদমদর্শমিতি ॥ ১৩

তস্মাদিদন্দ্রো নাম, ইদন্দ্রো হ বৈ নাম। তমিদন্দ্রং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ, পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ ॥ ১৪

ইতি ঐতরেয়োপনিষদি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়খণ্ডঃ ॥

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

প্রথমঃ খণ্ডঃ

পুরুষে হ বা অয়মাদিতো গর্ভো ভবতি যদেতদ্রেত স্তদেতৎ সর্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যস্তেজঃসম্ভূতমাত্মন্যেবাত্মানং বিভর্তি। তদ্যদা স্ত্রিয়াং সিঞ্চত্যথৈনজ্জনয়তি। তদস্য প্রথমং জন্ম ॥ ১

তৎ স্ত্রিয়া আত্মভূয়ং গচ্ছতি, যথা স্বমঙ্গং তথা। তস্মাদেনাং ন হিনস্তি। সাস্যৈতমাত্মানমত্র গতং ভাবয়তি। সা ভাবয়িত্রী ভাবয়িতব্যা ভবতি ॥ ২

তং স্ত্রী গর্ভং বিভর্তি। সোঽগ্র এব কুমারং জন্মনোঽগ্রেঽধি ভাবয়তি। স যৎ কুমারং জন্মনোঽগ্রেঽধি ভাবয়তি, আত্মানমেব তদ্ভাবয়তি, এষাং লোকানাং সন্তত্যা এবং সন্ততা হীমে লোকাঃ। তদস্য দ্বিতীয়ং জন্ম ॥ ৩

সোঽস্যায়মাত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্মভ্যঃ প্রতিধীয়তে। অথাস্যায়মিতর

আত্মা কৃতকৃত্যো বয়োগতঃ প্রৈতি। স ইতঃ প্রয়ন্নেব পুনর্জায়তে। তদস্য তৃতীয়ং জন্ম ॥ ৪

তদুক্তমৃষিণা—গর্ভে নু সন্নন্বেষাম বেদ-

মহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা

শতং মা পুর আয়সীররক্ষ-

ন্নধঃ শ্যেনো জবসা নিরদীয়ম্। ইতি

গর্ভ এব এতচ্ছয়ানো বামদেব এবমুবাচ ॥ ৫

স এবং বিদ্বানস্মাচ্ছরীরভেদাদূর্ধ্ব উৎক্রম্যামুষ্মিন স্বর্গে লোকে সর্বান্ কামানাপ্ত্বাঽমৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ ॥ ৬

ইতি ঐতরেয়োপনিষদি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

প্রথমঃ খণ্ডঃ

কোঽয়মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে? কতরঃ স আত্মা—যেন বা রূপং পশ্যতি, যেন বা শব্দং শৃণোতি, যেন বা গন্ধানাজিঘ্রতি, যেন বাচং ব্যাকরোতি, যেন বা স্বাদু চাস্বাদু চ বিজানাতি? ১

যদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈতৎ—সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টির্ধৃতির্মতির্মনীষা জূতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামো বশ ইতি—সর্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি ॥ ২

এষ ব্রহ্মা, এষ ইন্দ্রঃ, এষ প্রজাপতিঃ, এতে সর্বে দেবাঃ,

ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি—পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতীংষীত্যেতানি, ইমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজানি, ইতরাণি চেতরাণি চ—অণ্ডজানি জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চ—অশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনঃ, যৎকিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরং ; —সর্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং, প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ, প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। ৩

স এতেন প্রজ্ঞেনাত্মনাঽস্মাল্লোকাদুৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্বান্ কামানাপ্ত্বাঽমৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ। ইত্যোম্ ॥ ৪

ইতি ঐতরেয়োপনিষদি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ইতি ঐতরেয়োপনিষৎ সম্পূর্ণা ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

শান্তিপাঠঃ

ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি—

কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা
জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু
বর্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্ ॥ ১

কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যম্।
সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবা-
দাত্মাঽপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ ॥ ২

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৩

তমেকনেমিং ত্রিবৃতং ষোড়শান্তং
শতার্ধারং বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ।
অষ্টকৈঃ ষড়্ভির্বিশ্বরূপৈকপাশং
ত্রিমার্গভেদং দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্ ॥ ৪

পঞ্চস্রোতোঽম্বুং পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং
পঞ্চপ্রাণোর্মিং পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলাম্।
পঞ্চাবর্তাং পঞ্চদুঃখৌঘবেগাং
পঞ্চাশদ্ভেদাং পঞ্চপর্বামধীমঃ ॥ ৫

সর্বাজীবে সর্বসংস্থে বৃহন্তে
তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ॥ ৬

উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম
তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাঽক্ষরঞ্চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ ॥ ৭

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাজ্-
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ॥ ৮

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশা-
বজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্তা
ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ॥ ৯

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্-
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ॥ ১০

জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাত্তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্যং কেবল আপ্তকামঃ॥ ১১

এতজ্ জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥ ১২

বহ্নের্যথা যোনিগতস্য মূর্তি-
র্ন দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ।
স ভূয় এবেন্ধনযোনিগৃহ্য-
স্তদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেন দেহে॥ ১৩

স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ॥ ১৪
তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পি-
রাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ।
এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ
সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি॥ ১৫
সর্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্।
আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ পরম্।
তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ পরমিতি॥ ১৬

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

যুঞ্জানঃ প্রথমং মনস্তত্ত্বায় সবিতা ধিয়ঃ।
অগ্নের্জ্যোতির্নিচায্য পৃথিব্যা অধ্যাভরৎ॥ ১
যুক্তেন মনসা বয়ং দেবস্য সবিতুঃ সবে।
স্বর্গেয়ায় শক্ত্যা॥ ২
যুক্ত্বায় মনসা দেবান্ সুবর্যতো ধিয়াং দিবম্।
বৃহজ্জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ সবিতা প্রসুবাতি তান্॥ ৩
যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো
বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ।
বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক ইন্
মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ॥ ৪

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভি-
বিশ্লোকায়ন্তি পথ্যেব সূরাঃ।
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥ ৫

অগ্নির্যত্রাভিমথ্যতে বায়ুর্যত্রাধিযুজ্যতে।
সোমো যত্রাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ ॥ ৬

সবিত্রা প্রসবেন জুষেত ব্রহ্ম পূর্ব্যম্।
তত্র যোনিং কৃণ্বতে ন হি তে পূর্তমক্ষিপৎ ॥ ৭

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং
হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্
স্রোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহানি ॥ ৮

প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ
ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীত।
দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং
বিদ্বান্ মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ ॥ ৯

সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা-
বিবর্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ ॥ ১০

নীহার-ধূমার্কানিলানলানাং
খদ্যোতবিদ্যুৎ-স্ফটিকাশনীনাম্।
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি
ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে ॥ ১১

পৃথ্ব্যাপ্য-তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্‌ ॥ ১২

লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং
বর্ণপ্রসাদঃ স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ
গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং
যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি ॥ ১৩

যথৈব বিম্বং মৃদয়োপলিপ্তং
তেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুধাতম্‌
তদ্বাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী
একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ ॥ ১৪

যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং
দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥ ১৫

এষো হ দেবঃ প্রদিশোঽনু সর্বাঃ
পূর্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ
স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ
প্রত্যঙ্‌ জনাংস্তিষ্ঠতি সর্বতোমুখঃ ॥ ১৬

যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্‌সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥ ১৭

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ
সর্বাল্লোঁকানীশত ঈশনীভিঃ।
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥১

একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থু-
র্য ইমাল্লোঁকানীশত ঈশনীভিঃ।
প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সঙ্কুকোপান্তকালে
সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ ॥ ২

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো
বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈ-
র্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ ॥ ৩

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্বং
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ৭

যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাঽপাপকাশিনী।
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি ॥ ৫

যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ ॥ ৬

ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং
যথানিকায়ং সর্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতার
মীশং তং জ্ঞাত্বাঽমৃতা ভবন্তি ॥ ৭

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ৮

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্
যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক-
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্ ॥ ৯

ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্।
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভব
ন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি ॥ ১০

সর্বানন-শিরোগ্রীবঃ সর্বভূত-গুহাশয়ঃ।
সর্বব্যাপী স ভগবাংস্তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ ॥ ১১

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্তকঃ।
সুনির্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥ ১২

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষী মনসাভিকৢপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ১৩

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ॥
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ ১৪
পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্ ।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ১৫
সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৬
সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ ।
সর্বস্য প্রভুমীশানং সর্বস্য শরণং বৃহৎ ॥ ১৭
নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ ।
বশী সর্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ ॥ ১৮

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥ ১৯

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়া
নাত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ ।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্ ॥ ২০

বেদাহমেতমজরং পুরাণং
সর্বাত্মানং সর্বগতং বিভুত্বাৎ ।
জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য
ব্রহ্মবাদিনো হি প্রবদন্তি নিত্যম্ ॥ ২১

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্‌-
বর্ণাননেকান্‌ নিহিতার্থো দধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥ ১

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥ ২

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥ ৩

নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-
স্তড়িদ্‌গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্তসে
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা॥ ৪

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥ ৫

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥ ৬

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽ-
নীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ-
মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ৭

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি
য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥ ৮

ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি
ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি।
অস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ
তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সংনিরুদ্ধঃ ॥ ৯

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ ॥ ১০

যো যোনিং যোনিমধিষ্ঠত্যেকো
যস্মিন্নিদং সং চ বি চৈতি সর্বম্।
তমীশানং বরদং দেবমীড্যং
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১১

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং পশ্যতি জায়মানং
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ১২

যো দেবানামধিপো
যস্মিঁল্লোকা অধিশ্রিতাঃ।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১৩

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১৪

স এব কালে ভুবনস্য গোপ্তা
বিশ্বাধিপঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ।
যস্মিন্ যুক্তা ব্রহ্মর্ষয়ো দেবতাশ্চ
তমেবং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি ॥ ১৫

ঘৃতাৎ পরং মণ্ডমিবাতিসূক্ষ্মং
জ্ঞাত্বা শিবং সর্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥ ১৬

এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষী মনসাঽভিক্লৃপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥

যদা তমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি-
র্ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।
তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ১৮

নৈনমূর্ধ্বং ন তির্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ ॥ ১৯

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্ ।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এন-
মেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ২০

অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীরুঃ প্রপদ্যতে ।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্ ॥ ২১

মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি
মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ ।
বীরান্ মা নো রুদ্র ভামিনো বধী-
র্হবিষ্মন্তঃ সদমিৎ ত্বা হবামহে ॥ ২২

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ

দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে
বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে ।
ক্ষরন্ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা
বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ ॥ ১

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
বিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সর্বাঃ ।
ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে
জ্ঞানৈর্বিভর্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ ॥ ২

একৈকং জালং বহুধা বিকুর্ব-
ন্নস্মিন্‌ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ।
ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা যতয়স্তথেশঃ
সর্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা॥ ৩

সর্বা দিশ ঊর্ধ্বমধশ্চ তির্যক্‌
প্রকাশয়ন্‌ ভ্রাজতে যদ্বনড্বান্‌।
এবং স দেবো ভগবান্‌ বরেণ্যো
যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥ ৪

যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ
পাচ্যাংশ্চ সর্বান্‌ পরিণাময়েদ্‌ যঃ।
সর্বমেতদ্বিশ্বমধিতিষ্ঠত্যেকো
গুণাংশ্চ সর্বান্‌ বিনিযোজয়েদ্‌ যঃ॥ ৫

তদ্বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং
তদ্‌ব্রহ্মা বেদয়তে ব্রহ্মযোনিম্‌।
যে পূর্বদেবা ঋষয়শ্চ তদ্বিদু-
স্তে তন্ময়া অমৃতা বৈ বভূবুঃ॥ ৬

গুণান্বয়ো যঃ ফলকর্মকর্তা
কৃতস্য তস্যৈব স চোপভোক্তা।
স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ত্মা
প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্মভিঃ॥ ৭

অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ
সঙ্কল্পাহঙ্কারসমন্বিতো যঃ।
বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব
আরাগ্রমাত্রো হ্যপরোঽপি দৃষ্টঃ॥ ৮

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥ ৯

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে॥ ১০

সঙ্কল্পনস্পর্শন-দৃষ্টিমোহৈ-
গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যাত্মবিবৃদ্ধিজন্ম।
কর্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী
স্থানেষু রূপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে॥ ১১

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব
রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং
সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ॥ ১২

অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ॥ ১৩

ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্।
কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্তে জহুস্তনুম্॥ ১৪

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ

স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি
কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে
যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্॥ ১

যেনাবৃতং নিত্যমিদং হি সর্বম্
জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ববিদ্ যঃ।
তেনেশিতং কর্ম বিবর্ততে হ
পৃথ্ব্যাপ্যতেজোঽনিলখানি চিন্ত্যম্॥ ২

তৎকর্ম কৃত্বা বিনিবর্ত্য ভূয়-
স্তত্ত্বস্য তত্ত্বেন সমেত্য যোগম্।
একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিরষ্টভির্বা
কালেন চৈবাত্মগুণৈশ্চ সূক্ষ্মৈঃ॥ ৩

আরভ্য কর্মাণি গুণান্বিতানি
ভাবাংশ্চ সর্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ।
তেষামভাবে কৃতকর্মনাশঃ
কর্মক্ষয়ে যাতি স তত্ত্বতোঽন্যঃ॥ ৪

আদিঃ স সংযোগনিমিত্তহেতুঃ
পরস্ত্রিকালাদকলোঽপি দৃষ্টঃ।
তং বিশ্বরূপং ভবভূতমীড্যং
দেবং স্বচিত্তস্থমুপাস্য পূর্বম্॥ ৫

স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো-
যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ততেঽয়ম্ ।
ধর্মাবহং পাপনুদং ভগেশং
জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম ॥ ৬

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্ ।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥ ৭

ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ ৮

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে
ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্ ।
স কারণং করণাধিপাধিপো-
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥ ৯

যস্তন্তুনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ
স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ ।
স নো দধাতু ব্রহ্মাপ্যয়ম্ ॥ ১০

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা ।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥ ১১

একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনা-
মেকং বীজং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥ ১২

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং
জ্ঞাতা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ॥ ১৩

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥ ১৪

একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে
স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥ ১৫

স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনি-
র্জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ববিদ্ যঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ
সংসারমোক্ষ-স্থিতিবন্ধহেতুঃ॥ ১৬

স তন্ময়ো হ্যমৃত ঈশসংস্থো
জ্ঞঃ সর্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা।
য ঈশেঽস্য জগতো নিত্যমেব
নান্যো হেতুর্বিদ্যত ঈশনায় ॥ ১৭

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥ ১৮

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্ ॥ ১৯

যদা চর্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি ॥ ২০

তপঃপ্রভাবাদ্দেবপ্রসাদাচ্চ
ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোঽথ বিদ্বান্।
অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং
প্রোবাচ সম্যগৃষিসংঘজুষ্টম্ ॥ ২১

বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম।
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ ॥ ২২

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ
প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ২৩

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥

অথর্ববেদীয়া

প্রশ্নোপনিষৎ

শান্তিপাঠঃ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি
র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥
স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতি র্দধাতু ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

প্রথমঃ প্রশ্নঃ

ওঁ সুকেশা চ ভারদ্বাজঃ, শৈব্যশ্চ সত্যকামঃ, সৌর্যায়ণী চ গার্গ্যঃ, কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নো, ভার্গবো বৈদর্ভিঃ, কবন্ধী কাত্যায়নঃ—তে হৈতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণা "এষ হ বৈ তৎ সর্বং বক্ষ্যতি" ইতি তে হ সমিৎপাণয়ো ভগবন্তং পিপ্পলাদমুপসন্নাঃ ॥ ১

তান্ হ স ঋষিরুবাচ—ভূয় এব তপসা, ব্রহ্মচর্যেণ, শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং সংবৎস্যথ ; যথাকামং প্রশ্নান্ পৃচ্ছত ; যদি বিজ্ঞাস্যামঃ সর্বং হ বো বক্ষ্যাম ইতি ॥ ২

অথ কবন্ধী কাত্যায়ন উপেত্য পপ্রচ্ছ—ভগবন, কুতো হ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে ?—ইতি। ৩

তস্মৈ স হোবাচ—প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্‌ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে—রয়িং চ প্রাণং চেতি—এতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি। ৪

আদিত্যো হ বৈ প্রাণো, রয়িরেব চন্দ্রমাঃ; রয়ির্বা এতৎ সর্বং যন্মূর্তং চামূর্তং চ; তস্মান্মূর্তিরেব রয়িঃ॥ ৫

অথাদিত্য উদয়ন্ যৎ প্রাচীং দিশং প্রবিশতি, তেন প্রাচ্যান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে। যদ্দক্ষিণাং, যৎ প্রতীচীং, যদুদীচীং, যদধো, যদূর্ধ্বং, যদন্তরা দিশো, যৎ সর্বং প্রকাশয়তি, তেন সর্বান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে॥ ৬

স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণোঽগ্নিরুদয়তে। তদেতদৃচাভ্যুক্তম্—॥ ৭

বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং
পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্।
সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্তমানঃ
প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্যঃ॥ ৮

সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ। তস্যায়নে দক্ষিণং চোত্তরং চ। তদ্যে হ বৈ তদিষ্টাপূর্তে কৃতমিত্যুপাসতে, তে চান্দ্রমসমেব লোকমভিজয়ন্তে; ত এব পুনরাবর্তন্তে। তস্মাদেত ঋষয়ঃ প্রজাকামা দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে। এষ হ বৈ রয়ির্যঃ পিতৃযাণঃ॥ ৯

অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যাদিত্যমভিজয়ন্তে। এতদ্বৈ প্রাণানামায়তনম্, এতদমৃতমভয়ম্, এতৎ

পরায়ণম্‌, এতস্মান্ন পুনরাবর্তন্ত ইতি; এষ নিরোধঃ। তদেষ শ্লোকঃ॥ ১০

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং
দিব আহুঃ পরে অর্ধে পুরীষিণম্‌।
অথেমে অন্য উ পরে বিচক্ষণং
সপ্তচক্রে ষড়র আহুরর্পিতম্‌, ইতি॥ ১১

মাসো বৈ প্রজাপতিঃ। তস্য কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িঃ, শুক্লঃ প্রাণঃ তস্মাদেত ঋষয় শুক্ল ইষ্টং কুর্বন্তীতর ইতরস্মিন্‌ ॥ ১২

অহোরাত্রো বৈ প্রজাপতিঃ। তস্যাহরেব প্রাণো রাত্রিরেব রয়িঃ। প্রাণং বা এতে প্রস্কন্দন্তি যে দিবা রত্যা সংযুজ্যন্তে; ব্রহ্মচর্যমেব তদ্‌ যদ্রাত্রৌ রত্যা সংযুজ্যন্তে॥ ১৩

অন্নং বৈ প্রজাপতিঃ; ততো হ বৈ তদ্রেতঃ; তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। ১৪

তদ্‌ যে হ বৈ তৎ প্রজাপতিব্রতং চরন্তি তে মিথুনমুৎ-পাদয়ন্তে। তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্‌॥ ১৫

তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকঃ।
ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চ, ইতি॥ ১৬

ইতি প্রশ্নোপনিষদি প্রথমঃ প্রশ্নঃ।

দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ

অথ হৈনং ভার্গবো বৈদর্ভিঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্‌ কত্যেব দেবাঃ

প্রজাঃ বিধারয়ন্তে? কতর এতৎ প্রকাশয়ন্তে? কঃ পুনরেষাং বরিষ্ঠঃ? ইতি ॥ ১

তস্মৈ স হোবাচ—আকাশো হ বা এষ দেবো বায়ুরগ্নিরাপঃ পৃথিবী বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রং চ। তে প্রকাশ্যাভিবদন্তি "বয়মেতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামঃ"। ২

তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ—মা মোহমাপদ্যথ, অহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামীতি। তেঽশ্রদ্দধানা বভূবুঃ ॥ ৩

সোঽভিমানাদূর্ধ্বমুৎক্রমত ইব। তস্মিন্নুৎক্রামত্যথেতরে সর্ব এবোৎক্রামন্তে, তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব এব প্রতিষ্ঠন্তে। তদ্ যথা মক্ষিকা মধুকররাজানমুৎক্রামন্তং সর্ব এব উৎক্রামন্তে, এবমস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব এব প্রতিষ্ঠন্ত এবং বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রং চ। তে প্রীতাঃ প্রাণং স্তুন্বন্তি ॥ ৪

এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য এষ পর্জন্যো মঘবানেষ বায়ুঃ
এষ পৃথিবী রয়িদেবঃ, সদসচ্চামৃতং চ যৎ ॥ ৫

অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ঋচো যজূংষি সামানি যজ্ঞঃ ক্ষত্রং চ ব্রহ্ম চ ॥ ৬

প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে ত্বমেব প্রতিজায়সে।
তুভ্যং প্রাণ প্রজাস্ত্বিমা বলিং হরন্তি যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি ॥৭

দেবানামসি বহ্নিতমঃ পিতৃণাং প্রথমা স্বধা।
ঋষীণাং চরিতং সত্যমথর্বাঙ্গিরসামসি ॥ ৮

ইন্দ্রস্ত্বং প্রাণ তেজসা রুদ্রোঽসি পরিরক্ষিতা।
ত্বমন্তরিক্ষে চরসি সূর্যস্ত্বং জ্যোতিষাং পতিঃ ॥ ৯

যদা ত্বমভিবর্ষস্যথেমাঃ প্রাণ তে প্রজাঃ।
আনন্দরূপাস্তিষ্ঠন্তি কামায়ান্নং ভবিষ্যতীতি ॥ ১০
ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈক ঋষিরত্তা বিশ্বস্য সৎপতিঃ।
বয়মাদ্যস্য দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিশ্ব নঃ ॥ ১১
যা তে তনূর্বাচি প্রতিষ্ঠিতা যা শ্রোত্রে যা চ চক্ষুষি।
যা চ মনসি সন্ততা শিবাং তাং কুরু মোৎক্রমীঃ ॥ ১২
প্রাণস্যেদং বশে সর্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্।
মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাং চ বিধেহি ন ইতি ॥ ১৩

ইতি প্রশ্নোপনিষদি দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ।

তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ

অথ হৈনং কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্ কুত এষ প্রাণো জায়তে, কথমায়াত্যস্মিঞ্ছরীর আত্মানং বা প্রবিভজ্য কথং প্রতিষ্ঠতে, কেনোৎক্রমতে, কথং বাহ্যমভিধত্তে কথমধ্যাত্মম্? ইতি। ১

তস্মৈ স হোবাচ—অতিপ্রশ্নান্ পৃচ্ছসি ব্রহ্মিষ্ঠোঽসীতি, তস্মাত্তেঽহং ব্রবীমীতি ॥ ২

আত্মনঃ এষ প্রাণো জায়তে। যথৈষা পুরুষে ছায়া, এতস্মিন্নেতদাততং, মনোকৃতেনায়াত্যস্মিঞ্ছরীরে ॥ ৩

যথা সম্রাড়েবাধিকৃতান্ বিনিযুঙ্‌ক্তে এতান্ গ্রামানধিতিষ্ঠস্বেতি—এবমেবৈষ প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ পৃথক্ পৃথগেব সন্নিধত্তে ॥ ৪

পায়ুপস্থেঽপানং। চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রতিষ্ঠতে। মধ্যে তু সমানঃ। এষ হ্যেতদ্ধুতমন্নং সমুন্নয়তি তস্মাদেতাঃ সপ্তার্চিষো ভবন্তি॥ ৫

হৃদি হ্যেষ আত্মা। অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাং তাসাং শতং শতমেকৈকস্যা, দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ীসহস্রাণি ভবন্ত্যাসু ব্যানশ্চরতি॥ ৬

অথৈকয়োর্ধ্ব উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি, পাপেন পাপম্, উভাভ্যামেব মনুষ্যলোকম্॥ ৭

আদিত্যো হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণঃ, উদয়ত্যেষ হ্যেনং চাক্ষুষং প্রাণমনুগৃহ্ণানঃ। পৃথিব্যাং যা দেবতা সৈষা পুরুষস্যাপানমবষ্টভ্য। অন্তরা যদাকাশঃ স সমানঃ। বায়ুর্ব্যানঃ॥ ৮

তেজো হ বা উদানস্তস্মাদুপশান্ততেজাঃ পুনর্ভবমিন্দ্রিয়ৈর্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ॥ ৯

যচ্চিত্তস্তেনৈষ প্রাণমায়াতি প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ। সহাত্মনা যথাসঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি॥ ১০

য এবং বিদ্বান্ প্রাণং বেদ, ন হাস্য প্রজা হীয়তেঽমৃতো ভবতি। তদেষ শ্লোকঃ॥ ১১

উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভুত্বঞ্চৈব পঞ্চধা।
অধ্যাত্মং চৈব প্রাণস্য বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে
বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুত ইতি॥ ১২

ইতি প্রশ্নোপনিষদি তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ।

চতুর্থঃ প্রশ্নঃ

অথ হৈনং সৌর্যায়ণী গার্গ্যঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্, এতস্মিন্ পুরুষে কানি স্বপন্তি, কান্যস্মিঞ্ জাগ্রতি, কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি, কস্যৈতৎ সুখং ভবতি, কস্মিন্নু সর্বে সম্প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি?—ইতি ॥ ১

তস্মৈ স হোবাচ—যথা গার্গ্য, মরীচয়োঽর্কস্যাস্তং গচ্ছতঃ সর্বা এতস্মিংস্তেজোমণ্ডল একীভবন্তি, তাঃ পুনরুদয়তঃ প্রচরন্তি, এবং হ বৈ তৎ সর্বং পরে দেবে মনস্যেকীভবতি। তেন তর্হ্যেষ পুরুষো ন শৃণোতি, ন পশ্যতি, ন জিঘ্রতি, ন রসয়তে, ন স্পৃশতে, নাভিবদতে, নাদত্তে, নানন্দয়তে, ন বিসৃজতে, নেয়ায়তে। স্বপিতীত্যাচক্ষতে ॥ ২

প্রাণাগ্নয় এবৈতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি। গার্হপত্যো হ বা এষোঽপানো—ব্যানোঽন্বাহার্যপচনো—যদ্ গার্হপত্যাৎ প্রণীয়তে, প্রণয়নাদাহবনীয়ঃ প্রাণঃ ॥ ৩

যদুচ্ছ্বাসনিশ্বাসাবেতাবাহুতী সমং নয়তীতি স সমানঃ। মনো হ বাব যজমানঃ। ইষ্টফলমেবোদানঃ—স এনং যজমানমহরহর্ব্রহ্ম গময়তি ॥ ৪

অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমনুভবতি—যদ্দৃষ্টং দৃষ্টমনুপশ্যতি, শ্রুতম্ শ্রুতমেবার্থমনুশৃণোতি, দেশদিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং পুনঃ পুনঃ প্রত্যনুভবতি ॥ দৃষ্টং চাদৃষ্টং চ, শ্রুতং চাশ্রুতং চ অনুভূতং চাননুভূতং চ, সচ্চাসচ্চ সর্বং পশ্যতি, সর্বং পশ্যতি ॥ ৫

স তদা তেজসাভিভূতো ভবতি অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নান্ন পশ্যতি, অথ তদৈতস্মিঞ্ শরীর এতৎ সুখং ভবতি ॥ ৬

স যথা সোম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে এবং হ বৈ তৎ সর্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৭

পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চ, আপশ্চাপোমাত্রা চ, তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ, বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চ, আকাশশ্চাকাশমাত্রা চ, চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যং চ, শ্রোত্রং চ শ্রোতব্যং চ, ঘ্রাণং চ ঘ্রাতব্যং চ, রসশ্চ রসয়িতব্যং চ, ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যং চ, বাক্ চ বক্তব্যং চ, হস্তৌ চাদাতব্যং চ, উপস্থশ্চানন্দয়িতব্যং চ, পায়ুশ্চ বিসর্জয়িতব্যং চ, পাদৌ চ গন্তব্যং চ, মনশ্চ মন্তব্যং চ, বুদ্ধিশ্চ বোদ্ধব্যং চ, অহঙ্কারশ্চাহংকর্তব্যং চ, চিত্তং চ চেতয়িতব্যং চ, তেজশ্চ বিদ্যোতয়িতব্যং চ, প্রাণশ্চ বিধারয়িতব্যং চ ॥ ৮

এষ হি দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্তা, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ। স পরেঽক্ষর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৯

পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে স যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীরমলোহিতং শুভ্রমক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য স সর্বজ্ঞঃ সর্বো ভবতি। তদেষ শ্লোকঃ ॥ ১০

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্বৈঃ
প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য
স সর্বজ্ঞঃ সর্বমেবাবিবেশ। ইতি ॥ ১১

ইতি প্রশ্নোপনিষদি চতুর্থঃ প্রশ্নঃ।

পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ

অথ হৈনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ—স যো বৈ তদ্ভগবন্ মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীত, কতমং বাব স তেন লোকং জয়তি ? —ইতি। তস্মৈ স হোবাচ। ১

এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ। তস্মাদ্বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি ॥ ২

স যদ্যেকমাত্রমভিধ্যায়ীত, স তেনৈব সংবেদিতস্তূর্ণমেব জগত্যামভিসম্পদ্যতে। তমৃচো মনুষ্যলোকমুপনয়ন্তে, স তত্র তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানমনুভবতি ॥ ৩

অথ যদি দ্বিমাত্রেণ মনসি সম্পদ্যতে। সোঽন্তরিক্ষং যজুর্ভিরুন্নীয়তে সোমলোকম্। স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে ॥ ৪

যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণ, ওমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত, স তেজসি সূর্যে সম্পন্নঃ। যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্মুচ্যত এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্মুক্তঃ, স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং, স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে। তদেতৌ শ্লোকৌ ভবতঃ ॥ ৫

তিস্রো মাত্রা মৃত্যুমত্যঃ প্রযুক্তা
অন্যোন্যসক্তা অনুবিপ্রযুক্তাঃ।
ক্রিয়াসু বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যমাসু
সম্যক্ প্রযুক্তাসু ন কম্পতে জ্ঞঃ ॥ ৬

ঋগ্ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং
সামভির্যত্তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে।
তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্
যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরং চ ইতি ॥ ৭

ইতি প্রশ্নোপনিষদি পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ।

ষষ্ঠঃ প্রশ্নঃ

অথ হৈনং সুকেশা ভারদ্বাজঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্, হিরণ্যনাভঃ কৌসল্যো রাজপুত্রো মামুপেত্যৈতং প্রশ্নমপৃচ্ছত "ষোড়শকলং ভারদ্বাজ পুরুষং বেত্থ?" তমহং কুমারমব্রুবং "নাহমিমং বেদ, যদ্যহমিমমবেদিষং কথং তে নাবক্ষ্যম্?" ইতি। "সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি যোঽনৃতমভিবদতি, তস্মান্নার্হাম্যনৃতং বক্তুম্"। স তূষ্ণীং রথমারুহ্য প্রবব্রাজ। তং ত্বা পৃচ্ছামি "কাসৌ পুরুষঃ" ইতি ॥ ১

তস্মৈ স হোবাচ—ইহৈবান্তঃশরীরে সোম্য স পুরুষো যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শ কলাঃ প্রভবন্তীতি ॥ ২

স ঈক্ষাংচক্রে—কস্মিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামীতি ॥ ৩

স প্রাণমসৃজত, প্রাণাচ্ছ্রদ্ধাং, খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীন্দ্রিয়ং, মনঃ, অন্নম্, অন্নাদ্বীর্যং, তপো মন্ত্রাঃ, কর্ম, লোকাঃ, লোকেষু নাম চ ॥ ৪

স যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ, সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি—ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে, সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে—এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে চাসাং নামরূপে, পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে। স এষোঽকলোঽমৃতো ভবতি। তদেষ শ্লোকঃ ॥ ৫

অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ।

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা ইতি ॥ ৬

তান্ হোবাচ—এতাবদেবাহমেতৎ পরং ব্রহ্ম বেদ নাতঃ পরমস্তীতি ॥ ৭

তে তমর্চয়ন্তঃ—ত্বং হি নঃ পিতা যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি। নমঃ পরমঋষিভ্যো, নমঃ পরমঋষিভ্যঃ ॥ ৮

ইতি প্রশ্নোপনিষদি ষষ্ঠঃ প্রশ্নঃ ॥

উপনিষদ-ভাবনা প্রথমঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ।

সংশোধন

মাণ্ডুক্যোপনিষেদের উপর কোন ভাষ্য আচার্য্য শঙ্কর লিখেন নাই, তিনি গৌড়পাদের মাণ্ডুক্য কারিকার উপরেই লিখিয়াছেন—এইরূপ ধারণা আমার ছিল। সুহৃদ্বর হিরণ্ময় বাবু কৃপা করিয়া জানাইয়াছেন যে শঙ্কর-ভাষ্য সমেত মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে—পুনা আনন্দ আশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থা— গ্রন্থ নং ১০।